প্রথম হইতে দশম খণ্ড

মহামুনি ভাগুরি প্রণীত

কল্কিপুরাণ, অদ্ভুত ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ
প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে

ষটসাক্ষিলীলা, রামলীলা, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা,
গোলোকলীলা, পাণ্ডবলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, জগন্নাথলীলা,
কলি, মহাকলি, ঘোরকলিলীলা এই দশম খণ্ডে
প্রকাশপূর্ব্বক সাধুজন হিতার্থে পয়ারাদি
বিবিধ সুরাগ-সুছন্দে

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
বিরচিত

সন ১৩৮০ সাল]

প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ দাস
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
"তারা আর্ট প্রেস"
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

নিবেদন

সুধী সাধুজন-প্রতি, করিয়া বিবিধ স্তুতি, মিনতি আমার শ্রীচরণে। বন্দিলাম একমনে, কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ ভক্তগণে, ভক্তি-তৃণ করিয়া দশনে॥ সাধু পদরজঃ ল'য়ে, সাধু দাসাশ্রিত হ'য়ে, শরণ লইনু পাদদ্বয়। কাকুতি বৈষ্ণবগণে, যে আশা করেছি মনে, যেন তাহা পরিপূর্ণ হয়॥ সাধুর হইলে দয়া, মিলিবেক পদছায়া, নিশ্চয় যে জানি আমি মনে। এ-হেতু বৈষ্ণবগণে, নিবেদই শ্রীচরণে, পুনঃ তৃণ করিয়া দশনে॥ আমি মূর্খ অভাজন, বৈষ্ণবের শ্রীচরণ, ধ্যান করি দিবস-রজনী। বিদ্যা-বুদ্ধিহীন ভ্রান্ত, আমি কি লিখিব গ্রন্থ, নাহি জানি ধরিতে লেখনী॥ আমি যে পাপিষ্ঠ মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, ভাবি শুধু কৃষ্ণপদ সার। এ পাষণ্ড দীনজনে, স্থান দিয়া শ্রীচরণে, বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে আমার॥ আমি যে পরম ভ্রান্ত, না জানি রচিতে গ্রন্থ, অসাধ্য সাধনে মম মন। হ'য়ে পঙ্গু কলেবর, ইচ্ছা লঙ্ঘি গিরিবর, খর্ব্ব হ'য়ে ধরিতে গগন॥ কর সবে আশীর্ব্বাদ, দূর হোক যত বাধ, বর্ণিবারে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥ প্রভাস খণ্ডের কথা, শুনিলে যতেক ব্যথা, দূর হবে লভিবে পিরীত।

বৈষ্ণব শ্রীচরণাশ্রিত

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার

গণেশ বন্দনা

একদন্ত লম্বোদর ঈশানী-নন্দন।
সবার প্রণম্য তুমি মূষিকবাহন॥
স্থূলদেহে রক্তাম্বর পরিধান কর।
মহিমা প্রচার হেতু চতুর্ভুজ ধর॥
সর্ব্বদেব অগ্রে পূজ্য তুমি গজানন।
মূঢ় কি কহিব তব গুণের কীর্ত্তন॥
সারাৎসার পরাৎপর গৌরীর তনয়।
নমো নমঃ দেব তুমি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়॥
এই নিবেদন মম চরণে তোমার।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ যেন হয় গো আমার॥

প্রণাম

একদন্ত-মহাকায়ং লম্বোদর-গজাননম্।
বিঘ্নবিনাশকং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

সরস্বতীর স্তোত্রম্

শ্বেতপদ্মাসনা দেবি শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা॥
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা সুরদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্ববিদ্যাং লভন্তি তে॥

প্রণাম

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

ষষ্ঠ খণ্ড

সপ্তম খণ্ড

অষ্টম খণ্ড

নবম খণ্ড

দশম খণ্ড

সূচীপত্র সমাপ্ত

প্রভাস খণ্ড

———•::(●)::•———

প্রথম খণ্ড

—ঃ০ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের বিংশতি-স্তব।

শৈব-উক্তি শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণ করুণাবিন্দু সিন্ধুবৎ দয়াময়ং।
ভক্তাধীনং ভক্তজীবনং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং॥ ১
জগদীশ্বরং জগতদুর্লভং শ্রীব্রজমাধব-ব্রজেশ্বরং।
গোবিন্দং গোপীবল্লভং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং॥ ২
বেণুধারি-ধেনুবিহারি-কানু-ব্রজবালকং।
দৈবকী-গর্ভজং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং॥ ৩
কৃতান্ত-অন্তকারি-মুরারি-ভবভয়নাশনং।
সুখমোক্ষপ্রদায়কং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং॥ ৪
জলধিভঞ্জনং হরি মধুকৈটভনাশনং।
বরাহমূরতিধারিনং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং॥ ৫
কৃপাং কুরু কল্পতরু ত্রিজগত ব্যাপীয়ং।
দাসানুদাসাহম্ চিরস্মরণায় তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং॥ ৬
ব্রজবালক-পূজনীয়ঃ গোপকুল-কৃতার্থকারী।
পদ-শিরসরোজে গঙ্গা প্রণমাম্যহং হরে মুরারি॥ ৭
অহল্যা পদরজদত্তা পাষাণ মানবী।
প্রণমাম্যহং তৎপদে যৎপদে জাহ্নবী॥ ৮

ধীবরং দুর্লভং পদং কাষ্ঠতরি রজোময়ং।
প্রণমামি হরে মুরারে শ্রীবিষ্ণুপদং॥ ৯
পামর কৃতার্থ হরিনামং করোতিং করোতি ফলং।
পতিতপাবনং হরিং প্রণমাম্যহং শ্রীনন্দনন্দনং॥ ১০
ভগবৎ-প্রধানং কৃষ্ণং শ্রেয়ঃ-প্রবৃত্তং মাধব।
যদুকুল-উদ্ভব হরিং হরিময়ং যাদবং॥ ১১
নিকুঞ্জবিহারি হরিম্ গোপীগণ-জীবনং।
প্রণমাম্যহং হরিং দারিদ্র্যভঞ্জনং॥ ১২
সুরধনী-জনকং জগত-তৃপ্তিং জগদীশং হরিং।
শ্রীরাধাবল্লভং হরিং হরিময়-ত্রিসংসারে॥ ১৩
ভবকাণ্ডারি হরি তরীমং শ্রীপদ্ম।
ভক্তিবিন্দু-সিন্ধুপারে নাহিক শ্রীকৃষ্ণময়ং॥ ১৪
বৃন্দাবন-লীলাকারী হরিং গিরিধারকং।
ইন্দ্রত্ব দমনং ময়া তংহি প্রণমাম্যহং॥ ১৫
এ দাসে হেরি লোচনাম্বুজে পদাম্বুজে দেহি স্থানং।
কত যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র যে পদাশ্রিতং॥ ১৬
বিন্দু অঙ্গজাকান্ত কৃতান্ত অন্তকারী।
হরে মুরারে হরে হরে হরে হরে বংশীধারী॥ ১৭
ত্বং হি ধাতা বিধাতা স্রষ্ট সৃজনং।
ত্বং হি ক্ষীরোদ নারদ নিরাকার ভঞ্জনং॥ ১৮
বিরিঞ্চি স্থাপনং শঙ্করের শঙ্কটনাশনং।
ভক্তি-মুক্তিদাতা পতিতপাবনং॥ ১৯
দেহি ভক্তি ত্বং হি ভক্তি শ্রীমাধব।
তার ভবসিন্ধু দীনবন্ধু ধর শ্রীমাধব॥ ২০

নমো নমঃ প্রণমাম্যহং নারায়ণং।
এতৎ বিংশতি স্তব সমাপ্তং॥
শ্রীহং ব্যথৈশ্বরে বিম্ব সুতেনু।
উৎপাদিত সরকারেণ বিরচিতমিং॥

পরমার্থ বিষয়ের বিবরণ

ত্রিপদী। শুন শুন রে দুরাত্ম, কেন কর এ দৌরাত্ম্য, নিত্য নিত্য মত্তা এ রঙ্গে। আনাইয়া ভক্তিপথে, নিজ ভক্তি দিয়ে তাতে, কেন না মিশাও সাধুসঙ্গে॥ শ্রীকৃষ্ণ করেতে বল, করে কিম্বা মুখে বল, বল বল হইয়া দুর্ব্বল। হরে কৃষ্ণ অভেদ শক্তি, ভেদ ভাবে কার শক্তি, দিন থাকিতে ভক্তিপথে চল॥ বল হরে কৃষ্ণ হরে, যৎ স্মরণে পাপ হরে, শমন যে নামে শিহরয়। ভাব সেই নামব্রহ্ম, অন্তে পাবে পূর্ণব্রহ্ম, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ যে পদাশ্রয়॥ চল চল চল পদ, ত্যজিয়া গৃহ-সম্পদ, কৃষ্ণপদ হ'য়ে আছ ভ্রষ্ট। করি দাস আচরণ, হেরিগে সে শ্রীচরণ, গেল দিন ওরে দুরদৃষ্ট॥ যে পদ শ্রীরাধিকার, সে শ্রীপদে অধিকার, কর মন অতি আকিঞ্চনে। নিত্য নিত্য এ মানুষে, যে পদ পূজে মানসে, চল না সে পদ অন্বেষণে॥ জননী-জঠর দায়, কঠোর ভাবিয়ে তায়, নিজকায় গণিলে প্রমাদ। যবে ছিলে ঊর্দ্ধপদ, হ'তে মন নিরাপদ, কৃষ্ণপদ সাধনে ছিল সাধ॥ ভূমণ্ডলে দিয়ে পদ, পাসরিলে কৃষ্ণপদ, মায়াস্পদ আপদ বাড়ালে। ক্রমে মতি কামাস্পদে, বপু লিপ্ত রিপুমদে, আপদ হেতু সে পদ ভুলিলে॥ মিছে ভবে জন্ম নিলে, কবে কালে লবে তুলে, কৃষ্ণলীলা না দেখি নয়নে। হবে মন নিরাপদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ, চল না মধুর বৃন্দাবনে॥ মন জীবন বলে শুন, বন শব্দ মাত্রে বন, ত্রিভুবন বনেতে প্রকাশ। যে বনে হয় কৃষ্ণনাম, সেই বৃন্দাবন ধাম, মন মধ্যে কর রে বিশ্বাস॥ বিশ্বাসে নিকটে বস্তু, জান না রে সেই বস্তু, সে ধনে অপ্রস্তুত ভেব না। তর্ক করে যেই মন, বহুতর বৃন্দাবন, তবে জীবন বনেতে পাবে না॥ তর্ক করিলে হয় গোল, তর্ক শব্দেতে গোল, তর্ক কৈলে মাখমদতনু। শুন শুন রে জীবন, এ দেহ হবে বৃন্দাবন, কৃষ্ণনামে লিপ্ত কর তনু॥ যেই নাম সেই কৃষ্ণ, জপহ করিয়া নিষ্ঠ, আছেন কৃষ্ণ নামের সহিতে। কৃষ্ণ নামের স্বরূপ, হৃদে ভাব সেই রূপ, পাইবে হৃদি বৃন্দাবনেতে॥ যেন তেন হোক্ প্রাণী, যদি ভজে চক্রপাণি, সে

চক্রকরে তর্ক কর না। বৈষ্ণবে কর বিশ্বাস, ক'রো না রে অবিশ্বাস, বিধিমতে করিলাম মানা॥ যেই বৈষ্ণব সব ইষ্ট, ভাবহ করিয়ে নিষ্ঠ, গুরু বৈষ্ণব গোবিন্দ অভেদ। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য যত, না জানি করিতে তত্ত্ব, যার গুণে পূর্ণ চতুর্ব্বেদ॥ অন্তরে অনন্ত শয্যা, হ'লো না পেয়ে ঐশ্বর্য্য, অন্ত শয্যা যখন পড়িবে। ঘেরিবে কালের শয্যা, হরে চতুর্দ্দশ ঐশ্বর্য্য, যত দেখ সব প'ড়ে রবে॥ করপদ্ম মুখপদ্ম, মুদিবে নয়নেপদ্ম, হৃৎপদ্মে হবে অধিষ্ঠান। ঘেরিবে সে মায়াজালে, অর্দ্ধ নাভি গঙ্গাজলে, দারাপুত্র করাইবে স্নান॥ অন্ত-পদ্মে রবে মর্ম্ম, হইবে অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান তখন রবে না। হবে যখন অন্ত-র্জ্জলি, কে ডাকিবে কৃষ্ণ বলি, গেল দিন কৃষ্ণ ব'লে ডাক না॥ শ্রীকৃষ্ণ সাধন বিনে, জীবের গতি দেখিনে, দিনে দিনে বৃথা দিন গেল। ওরে মন তোর কি ধর্ম্ম, না বুঝিলি কৃষ্ণমর্ম্ম, কর্ম্ম-দোষে ধর্ম্ম নষ্ট হ'ল॥ ওরে মন তুই শত্রু, নাই তব পূর্ব্ব সূত্র, কর্ম্মদোষে বুঝিনু আভাসে। মিছে ভাব দারা-পুত্র, না ভাবিলে নন্দ-পুত্র, অপমৃত্যু হবে তোর দোষে॥ মিছে ধরায় দেহ ধরা, অনিত্য যাতায়াত করা, ইহারা সংসার-মদে ভোর। পতিত এ বারে বারে, নবদ্বার কারাগারে, মনে হয় না বিকার তবু তোর॥ দেখে কহিছে ঈশ্বর, কর মন স্মর স্মর, কুসঙ্গ হইতে সর হইয়ে সরল। সবে কর সাধুসঙ্গ, কবে হয় স্বর সাঙ্গ, স্বর থাকিতে বল হরিবোল॥ স্মরান্তে রবে না স্বর, শূন্য হবে এ বাসর, সে কিশোর-কিশোরীকে ডাক। দিনে দিনে ভঙ্গ স্বর, ভেদিল যমের শর, হরিনাম শরশয্যে থাক॥ হরিবে কালের শর, হরিতে কালের শর, অবসর হ'য়ো না কিশোরে। কাল পূর্ণ হ'লে স্মর, দয়া করিবেন ঈশ্বর, সদা ডাক কৃষ্ণেরে সুস্বরে॥ যে ডাকে কালা-কিশোরে, সে না পড়ে কালের শরে, সে কিশোরের যে করে সাধনা। মন যথা ভক্তি স্মরে, বন্দিলাম তত্ত্ব-স্বরে, পরে শুন গ্রন্থ স্বরচনা॥

———

গ্রন্থারম্ভ

বক্তা সৌতিক মুনি—শ্রোতা রাজা জন্মেজয়

সৌতি-মুনির প্রতি রাজা জন্মেজয়ের প্রশ্ন

পয়ার। জন্মেজয় মুনিপদ করিয়া সেবন। জিজ্ঞাসেন মুনি-প্রতি করিতে শ্রবণ॥ রাজা বলে, কহ মুনি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র। ইচ্ছা করি শুনিতে ভাগবত-লীলামৃত॥ মথুরায় রাজা ছিলেন কংস মহীপতি। দেবকী তাঁহার ভগ্নী দেবীতুল্য সতী॥ দেবকী দেবীর তুল্য সতীর প্রধান। যাঁর গর্ভে জন্মিলেন দেব-ভগবান্॥ মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র কত যাঁর দরশনে। অহর্নিশি ধ্যানে বসি আছে যোগাসনে॥ দেবাদিদেব মহাদেব দেবের প্রধান। পঞ্চমুখে করে সদা কৃষ্ণগুণ গান॥ দেবের দুর্লভ কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি। দেবকীর জঠরেতে জন্মিলেন তিনি॥ হেন ভাগ্যবতী যেই কংসের ভগিনী। কারাগারে কেন কষ্ট পাইলেন তিনি। কহ মুনি, শুনি, কংস কোন্ মনোদুঃখে। দিলেন পাষাণ চাপা দেবকীর বুকে॥ জঠরে ছিলেন যাঁর দেব-ভগবান্। কংস কি দিতে পারে তার বুকে পাষাণ॥ যাঁর নাম শুনিলে শমনে ভয় করে। তাঁর মাকে কংস কেন রাখে কারাগারে॥ কংস-তুল্য কোন্ রাজার হেন অদৃষ্ট। যাঁহার ভগ্নী দেবকী ভাগ্নে যার কৃষ্ণ॥ কংস-তুল্য কাহার অদৃষ্ট হেন হয়। মামা ব'লে ডাকে যারে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যার ভগ্নীপতি বসুদেব সুপূজিত। যারে পিতা ব'লে ডাকে জগতের পিত॥ কংসে কেন দুর্ম্মতি দিলেন ভগবান্। ভাগ্নে মারতে দেয় ভগ্নীর বুকেতে পাষাণ॥ ভক্ত হ'য়ে কৃষ্ণকে বধিতে ইচ্ছা করে। ভগ্নী-বুকে পাষাণ দিয়ে রাখে কারাগারে॥ কংসের এতেক ভ্রম হৈল কি কারণ। ভক্তি ভুলে অহংপথে করিল গমন॥ মোহমদে হ'য়ে মত্ত তত্ত্ব পাসরিয়া। শ্রীকৃষ্ণ বধিতে ইচ্ছা ভকত হইয়া॥ এ কেমন ভক্ত কংস শুনি মুনিবর। শ্রবণে পরম দুঃখ কাতর অন্তর॥ এ কেমন ভক্ত তাঁর না জানি কারণ। ভক্ত হ'য়ে

বধিবে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ॥ বর্ণিতে না পারি কত কংস ভাগ্যোদয়। ভাগ্যেভাবে সদয় যারে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কহ কহ মুনিবর সে সব কারণ। কৃষ্ণে কেন শত্রু ভাবে সে কংস-রাজন্ ॥ এই ত্রিজগতের কর্ত্তা হন শ্রীমাধব। কংস তাঁরে শত্রু ভাবে একি অসম্ভব ॥ সামান্য মানব জাতি সে কংস ভূপতি। নর হ'য়ে শত্রুভাব নারায়ণ-প্রতি ॥ কহ শুনি মুনিবর সে-সব কারণ। কৃষ্ণে শত্রু ভাবে কেন সে কংস-রাজন্ ॥ শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু ভাবে কোন্ মনোদুঃখে। দেবকীকে রেখেছে পাষাণ দিয়ে বুকে ॥ কহ শুনি মুনি সে কংসের বিবরণ। কৃষ্ণসহ শত্রুভাব হৈল কি কারণ ॥ বহু স্থানে শুনেছি কংসের বিবরণ। অথচ না হয় মম সন্দেহ ভঞ্জন ॥ মুনি বলে, নৃপমণি শুনহ কুশলে। তাহার প্রমাণ কিছু কহিব বিরলে ॥

কংসের পূর্ব্বজন্ম-কথন

মুনির উক্তি

শ্লোকঃ

পূর্ব্বার্জ্জিতং শত্রুভাবং নরেশ কংসস্তপস্যাভিঃ।
শত্রুভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১
কৃতান্ত অন্তকারী চ সহরি শত্রুবৎ এব।
কংস ভূপঃনীসি কলুষং শত্রুভাবং শ্রীমাধবঃ ॥ ২
শ্রীকৃষ্ণঃ করোতি হন্তারং কংস নৃপং।
কৃতাজন্ম ভবেৎ মোক্ষপদং প্রাপ্তয়ং ॥ ৩
শত্রু বস্তব্যাং করোতি ফলং গচ্ছন্তি কৈবলং।
অচিরাৎ প্রসিদ্ধং যে নরাঃ ত্বরিতাঃ মাধবে ॥ ৪
ভবং কুমেদ্ধর্গমং ত্বয়ি বিষ্ণুলাভং তৎপরং।
ভবার্ণবগতিঃ নরঃ বিষ্ণুপদং গচ্ছতি ॥ ৫
বাসনানুসারে প্রাপ্তং শত্রুভাবং সুলভ্যাং।
রবি-অঙ্গজ ধৃতাং তস্যাশ্চমঃ করিস্যাং ॥ ৬

এতৎ পতত্র ভক্ত্যাঞ্চ সমাধি পরং।
ত্রাহতাং দেবকীমাতা নারায়ণং শক্রহিতায়ং ॥ ৭
ন দোষেণ ভূপে পূর্ব্বং প্রণীতা শক্রভাব এতৎ।
তস্যঞ্চ করোতি ফলং শক্রভাবং শ্রীমাধব ॥ ৮
পূর্ব্বাং নঃ ভর্জ্জিক্যং ক্ষ্যাণ শত্রবে শক্রভাবং।
কা কিংক্ষ্যা ষ্টর্গতি যথা সিদ্ধ ভবতিং ॥ ৯
পরমাণু ভক্তবঞ্চং কংসারি ভূপেঃ ন ভবেৎ।
তম্যাঞ্চ ভক্তাধীনং শ্রীকৃষ্ণঃ করোতি ফলং ॥ ১০
যাদৃশং ভাবনং কার্য্যং তাদৃশী সিদ্ধির্ভবতি।
ভক্ত আহিংক্ষ্যা লীলাভক্তাধীনং ভগবানং ॥ ১১
এতৎ ফলিত যেষাং বাসনা সমং বাসব।
এতৎকারণং শক্রভাবং কংসারি শ্রীমাধব ॥ ১২

পয়ার। মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। পয়ার-প্রবন্ধে কহি সেই বিবরণ ॥ পূর্ব্বেতে তপস্যা কৈল কংস মহীপতি। শক্র ভাবে কৃষ্ণে পাবে পূর্ব্বের ভারতী ॥ শক্রভাবে কৃষ্ণ-করে হইবে নিধন। পাপে মুক্ত হ'লে যাবে বৈকুণ্ঠভবন ॥ বারম্বার নরযোনি ভ্রমিতে না হবে। দেবদেহ ধরি কংস বৈকুণ্ঠেতে যাবে ॥ অনিত্য রাজত্ব-সুখ এ ভব-সংসারে। ভবের প্রবাস কংস তুলিবে একেবারে ॥ নরদেহ সন্দেহ মৃত্যু আছে কাছে। মৃত্যু দেহে রাজ্য করে কিবা সুখ আছে ॥ সংসার ভোজের বাজি মিছে পরিবার। মুদিলে এ চক্ষু দুটি সব অন্ধকার ॥ ধন ধরা গজবাজী অমূল্য রতন। অনিত্য রাজত্ব যেন নিশার স্বপন ॥ মরণ নিকটে আসি ঘটে কোন্‌দিনে। কেমনে সে দিনে তরে দীননাথ বিনে ॥ সকলের ভাগ্যে মৃত্যু আছয়ে ঘটন। অবশ্যই একদিন হইবে মরণ ॥ নর-নারী নানাজাতি তুরঙ্গ মাতঙ্গ। স্থাবর-জঙ্গম-আদি হয় যে ভুজঙ্গ ॥ দেহ ধরি জীব যেই করেছে ধারণ। অবশ্য মরিবে সেই না হবে খণ্ডন ॥ এ হেতু থাকিতে দিন সাধ নিজ-কাজ। ধন ধরা বাজীর মুণ্ডে পড়ুক বাজ ॥ ভক্তিতে ভজিলে কৃষ্ণে বহুদিনে পায়। এই তত্ত্ব পরমার্থ জানে কংসরায় ॥ শক্রভাবে কৃষ্ণ-হস্তে হইলে নিধন।

দেহ পরিহরি করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ পুর্ব্বসত্য-হেতু কৃষ্ণ কংসের আলয়। শত্রুভাবে এসেছিল কৃষ্ণ-দয়াময় ॥

পয়ার। জন্মেজয় রাজা বলে, বুঝিনু কারণ। দেবকীর অপরাধ কহ তপোধন। শত্রুভাবে কৃষ্ণ জন্মে যাহার উদরে ॥ বিনা দোষে দেবকীরে কারাবদ্ধ করে ॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। পূর্ব্বকথা কংসরায় হৈল বিস্মরণ। নারদ আসি মথুরায় কংসের আলয়। ছলে বলে সেই মুনি দেখাইল ভয় ॥ নারদ বলেন, শুন হে কংস-রাজন্। দেবকী ভগিনী তব অতি কুলক্ষণ ॥ তাহার অষ্টম গর্ভে জন্মিবে যেজন। অবশ্য তাহার হস্তে তোমার নিধন। ইহা বলি নারদ মুনি দেখাইল ভয়। শুনিয়া সে কংস-রায় কাতর হৃদয় ॥ শত্রুভাবে নারায়ণ জন্মিবেন আসি। প্রকাশ করিয়ে তাহা না কহিল ঋষি ॥ পূর্ব্ব-তপস্যার কথা রাজার নাহি মনে। শত্রুভাবে কৃষ্ণ এল জানিবে কেমনে ॥ ইহা শুনি দেবকীরে না করে বিশ্বাস। না জানি কে জন্মিবেক রাক্ষস পিশাচ ॥ ভগ্নী অনর্থের মূল জানিয়ে কারণ। প্রাণভয়ে কারাগারে রাখেন রাজন্ ॥ আজ্ঞা দিল কংসরায় বসুদেব প্রতি। দেখাবে অষ্টম গর্ভে সন্তান-সন্ততি ॥ ইহা বলি কংসরায় অতি মনোদুঃখে। শিলা চাপা দিয়ে রাখে দেবকীর বুকে ॥ এই হেতু দেবকী কারায় কষ্ট পায়। কৃষ্ণ পদ সেবিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গায় ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

কে জানে তোমার মায়া ওহে কৃষ্ণ-দয়াময়।
কখন কোন্ ভাবে কার ভাগ্যে হও সদয় ॥
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
শত্রুভাবে কংস রাজায় হইলে সদয় ॥

দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও দেবকীর পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত

রাজার উক্তি

পয়ার। নৃপ বলে, মুনিবর শুনিনু বিশেষ। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ। সংসারের সার কৃষ্ণ দেবের দুর্লভ। দেবকীর গর্ভে বাস করিল মাধব॥ যাঁর নাম ল'য়ে জীব ভবপারে তরে। হেন কৃষ্ণচন্দ্র আছেন তাঁহার উদরে॥ যে কৃষ্ণের পাদপদ্ম পাইবার আশে। কত ঋষি দিবানিশি জপে যোগে বসে॥ ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভ হয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ। যাঁর পাদপদ্ম লাগি যোগী ত্রিলোচন॥ হেন কৃষ্ণচন্দ্র ছিল দেবকী-উদরে। কংসের কি সাধ্য তারে কারাবদ্ধ করে॥ কহ মহামুনি শুনি ইহার কারণ। অবশ্য থাকিবে কোন পূর্ব্ব-বিবরণ॥ যেইদিন দেবকীরে কারাবদ্ধ কৈল। কিবা পুণ্যে কংসরাজ ধ্বংস না হইল॥ কি জন্য এতেক সহ্য করেন শ্রীহরি। কহ কহ মুনিবর শুনি কর্ণ ভরি॥ দেবের দুর্লভ হয় কৃষ্ণের চরিত্র। কৃতার্থ হইব শুনে কৃষ্ণ-লীলামৃত॥ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-সুধা সংসারের সার। সংসারেতে হেন সুধা কিবা আছে আর॥ যেই সুধা পানে হয় শমন দমন। দিবানিশি কেন নাহি ভাব সে চরণ॥ যে সুধা করিলে পান হয় ক্ষুধা দূর। আহা মরি গুণ কিবা শুনিতে মধুর॥ আহা মরি হরি গুণে কৈলে কংসবাস। হরিপদে রাজ্য দানি হইতাম দাস॥ আহা মরি হরি-সুধা সংসারের সার। যেই সুধা সংসারেতে খুঁজে পাওয়া ভার॥ রাজ্যপদ পরিহরি কত মহাজনে। সেই সুধা অন্বেষণে গিয়াছেন বনে॥ সেই সুধা লোভে সাধু প্রবেশিয়া বন। ব্যাঘ্র ও কুক্কুরে করে জীবন অর্পণ॥ সরকার বলে, হরি-সুধা অন্বেষণে। দিবানিশি ব'সে থাকি বাঁকুড়ার বনে॥ বনে থাকি কৃষ্ণে ডাকি হইব যে তরু। শিষ্য পড়াই বিদ্যা নাই লোকে বলে গুরু॥ আমি মূর্খ দুরাচার বিদ্যা-বুদ্ধি নাই। লোকে বলে, গুরুমশায়, লাজে ম'রে যাই॥ আহা মরি বংশীধারী বল্ হে কি করি। দাসেরে গুরুত্বপদ কেন দিলে হরি॥

মুনির উক্তি

পযার। মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। কারামুক্তি দেবকীর কহিব কারণ॥ তাহার প্রমাণ রায় কহিব তোমায়। চিত্ত স্থির করিয়া শ্রবণ কর রায়॥ দেবকী-জঠরে কৃষ্ণ ছিলেন যথার্থ। নাহি ছিল দেবকীতে কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব॥ ভক্তিহীন দেবকীরে কারায় রাখিল। ভয় পাইয়ে দেবকী কাঁদিতে লাগিল॥ দেবকী বলেন, হায় কি দায় ঘটিল। বুঝিনু আমার গর্ভে রাক্ষস জন্মিল॥ রাক্ষস, পিশাচ কিম্বা হবে কোন শত্রু। শত্রুভাবে জন্মিল কে হ'য়ে মম পুত্র॥ কৃষ্ণ জন্মিল বলি না জানে বিবরণ। কৃষ্ণভক্তি বিহীন দেবকী একারণ॥ ভক্তি বিনে মুক্তি পায় কদাচ না হয়। ভক্তি হইতে যে কভু কৃষ্ণ বড় নয়॥ ভক্তি নাহি যাতে কৃষ্ণ থাকিলে কি হবে। ভক্তি বিনে মুক্তি পরে কেমনে পাইবে॥ দেবকী কারায় কৃষ্ণে পায় একারণ। আর এক প্রমাণ তার শুনহ রাজন্॥ শুন শুন মহারাজ শুন হে পুলকে। দ্বিতীয় প্রমাণ তার কহিব যে শ্লোকে॥

তথাহি রামায়ণে।

শ্লোকঃ

ত্রেতাযুগানুগতং লীলাং শ্রীরাম বৈমাতৃবেকুয়ং।
শত্রুভাবং প্রকাশয়েৎ রামভক্তি কদাচনং॥ ১
বাচ্ছল্য বাচ্ছল্যগং দীরাবতসমী রোপী।
রাজ্যভ্রষ্ট করায়তে রাম বাকলপরায়ণং॥ ২
যশাং ভারতীং তত্ত্বা রাম গৃহ্লাতি বিপিনং।
বাকল পরিধার্য্যং যৎ ভ্রষ্ট অধিরসং॥ ৩
নঃ ভক্তি রামচন্দ্রায় নঃ তুল্য নারায়ণং।
সাধারণং সমুদ্রপী ভক্তিনাঞ্চ কদায়ং॥ ৪
যা যসং অরাতফলং ভক্তিনাঞ্চ যথায়েৎ।
ভক্তিহীনা কৈকেয়ী দ্বিকর্মার্থ বিফলং॥ ৫
পুনঃ নিত্যং গর্ভিযাতনাঃ পয়ৎ পিনঃ নারায়ণং।
নঃ ভকতি পরায়ণং তৎ পতিভুং কেকয়ং॥ ৬

নারায়ণং সৃষ্ট ভক্তিঃ ন ভক্তিঃ সৃষ্ট নারায়ণং।
কাকরিস্থা নারায়ণং ন ভক্তি সমাগমে ॥ ৭
ভক্তিঃ অসিত পরস পরমাদার্থ ভক্তিঃ পরং।
ভক্তিহীনং নঃ কৃষ্ণপ্রাপ্ত এবা যথা ॥ ৮

পয়ার। মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। দেবকীর পূর্ব্বজন্ম করিব বর্ণন ॥ ত্রেতাযুগেতে দেবকী রামের বিমাতা। কৈকেয়ী নামেতে দশরথের বনিতা ॥ রামে দিবে রাজ্য রাজার এই ছিল মনে। কৈকেয়ী বিবাদী হ'য়ে পাঠাইল বনে ॥ কল্য প্রাতে রাম পাবে রাজত্ব সকল। কৈকেয়ী বিবাদী হ'য়ে পরায় বাকল ॥ ভক্তিহীনা কৈকেয়ী রামেরে না চেনে। সামান্য বালক জ্ঞানে পাঠাইল বনে ॥ যদি সেই ভক্তি কৈকেয়ী জানিত সকল। তবে কি শ্রীরাম-অঙ্গে পরাত বাকল ॥ ভক্তি বিনা কৈকেয়ী রামকে না চিনিল। রাম-অঙ্গ হৈতে আভরণ কেড়ে নিল ॥ কেড়ে লয় আভরণ কৈকেয়ী ক্রোধমনে। ঝরঝর ঝরে বারি রামের নয়নে ॥ তবু তার দয়া কিম্বা ভক্তি না জন্মিল। ভক্তিহীন হইয়া বাকল পরাইল ॥ মনে মনে অভিমানী হ'য়ে রঘুপতি। অভিশাপ দানিলেন কৈকেয়ীর প্রতি ॥ মনস্তাপ দিয়ে বনে পাঠাও আমারে। এর যোগ্য দণ্ড পাবে কৃষ্ণ-অবতারে ॥ মা হ'য়ে পুত্রের শত্রু হ'লে অবিচারে। পুত্র হ'য়ে রুষ্ট হব কৃষ্ণ-অবতারে ॥ জন্মিব তোমার গর্ভে মিথ্যা কভু নয়। মম হেতু কারাভোগ হবে কংসালয় ॥ দেবকী নামেতে হবে রাজার নন্দিনী। মথুরায় হ'য়ে রবে কংসের ভগিনী ॥ আমার কারণে কংস অতি মনোদুঃখে। ভাই হ'য়ে পাষাণ দিবে তোমার বুকে ॥ এই হেতু দেবকী যে কৃষ্ণ ভক্তিহীন। কারারুদ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণে পেলে কিছুদিন ॥ গর্ভেতে জন্মিলে কিবা হয় মহাশয়। ভক্তি না থাকিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি কিছু নয় ॥ ষোড়শোপচারে কেহ শ্রীকৃষ্ণে পূজিলে। তথাচ নাহিক মুক্তি ভক্তি না থাকিলে ॥ ভক্তিহীন হ'য়ে যে কৃষ্ণ দর্শন করে। ভক্তিহীন দর্শনের ফল নাহি ধরে ॥ ভক্তিহীন দৈবে যদি কৃষ্ণ পদ পায়। সেই পদে পায় যেই সেই পদ পায় ॥ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পদ নয় বড় দৃঢ়।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় বড়॥ কটুরস লাগে যেন ফল না পাকিলে। যেন দেহ বৃথা হয় চক্ষু না থাকিলে॥ ভক্তিহীন জীবনের জনম বিফল। দেহ অন্তে যায় পুনঃ শমন-কবল॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ। ভক্তিহীন প্রাণীর শ্রীকৃষ্ণ-দরশন॥ সরকার বলে, কৃষ্ণ, আমি ভক্তিহীন। কি হবে আমার গতি বৃথা যায় দিন॥

শ্রীরাম-অবতার কথন

মুনির উক্তি

পয়ার। মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। ভক্তিহীন জীবের শ্রীকৃষ্ণ দরশন॥ শুন শুন মহারাজ পরম পদার্থ। ভক্তিহীন জীবের শ্রীরাম-পদ প্রাপ্ত॥ সীতা হারায়ে যখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। কিষ্কিন্ধ্যাধামেতে দোঁহে করিল গমন॥ পথিমধ্যে চলিলেন ভাই দুইজন। অগ্রেতে শ্রীরাম যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা শুনহ রাজন্। পথে ছিল এক ভেক করিয়া শয়ন॥ সেই পথ দিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যায়। দৈবে বাম পদ দেছে ভেকের মাথায়। ভয় পেয়ে ভেকবর গর্ত্তে পলাইল। পশ্চাতে লক্ষ্মণ ছিল ঈষৎ হাসিল। শ্রীরামচন্দ্র বলেন, শুনহ লক্ষ্মণ। ঈষৎ হাসিলে তুমি কিসের কারণ॥ এতেক শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জিত হইল। ভেকের বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগিল॥ শুন প্রভু রামচন্দ্র করি নিবেদন। ঈষৎ হাসিনু আমি যাহার কারণ॥ যে চরণস্পর্শে পাষাণ মানব হইল। দৈবে সেই পাদ-পদ্ম ভেক পেয়েছিল॥ ভেকের কি দুরদৃষ্ট কহনে না যায়। অভয়-পদ পেয়ে ভেক গর্ত্তেতে পলায়॥ যে অভয় পাদপদ্ম পাইবার আশে। মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র কত ভ্রমে দেশে দেশে। যে অভয়-পদ লাগি যোগী-ত্রিলোচন। ধ্যানে না পায়েন যে পদ দেব হংসাসন॥ দেশে দেশে কত যোগী জ্বালিয়াছে ধুনি। যেই পাদপদ্মে জন্মিলেন সুরধুনী॥ যেই পাদপদ্ম লাগি যোগী হ'য়ে রাজগণে। নিজ রাজ্য পরিহরি গিয়াছেন বনে॥ কত সাধু-গণ ধ্যানে না পায় অহর্নিশ। যে পদ পাবার আশে প্রহ্লাদ

খায় বিষ॥ যে পদ পাবার আশে বলি মহীপাল॥ সর্ব্বস্ব দানিয়ে রাজা গিয়াছে পাতাল॥ যে পদ পাইয়া ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব পাইল। যে পদ পাইয়া গয়াসুর তীর্থ কৈল॥ যে শ্রীপদ দর্শনে পূর্ণ হয় বাসনা। ধীবরের কাষ্ঠের নৌকা হয় সোনা॥ এ-হেন অভয়-পদ ভেক পেয়েছিল। অভয়-পদ পেয়ে ভেক ভয়ে পলাইল॥ কি কহিব প্রভু ভেকের অদৃষ্ট অভ্যাং। ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ পেয়েছিল ব্যাং॥ শুন প্রভু রামচন্দ্র, করি নিবেদন। ঈষৎ হাসিনু দেখে ভেক পলায়ন॥ লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু কহিবে আপনি। কি ভয়ে ভেক পলাইল কহ দেখি শুনি॥ শ্রীরাম বলেন, লক্ষ্মণ শুনহ শ্রবণে। আমি যে শ্রীরাম-চন্দ্র ভেক নাহি চিনে॥ সর্পের আহার ভেক মনেতে ভাবিল। সর্পজ্ঞান করি ভেক ভয়ে পলাইল॥ সর্প-অঙ্গ কালো, মম শ্রীচরণ কালো। ভেক ভাবে আমায় বুঝি সর্পেতে ধরিল॥ নারায়ণ জ্ঞানে যদি ভেক তা চিনিত। অবশ্য সে ভক্তি কৈলে মুক্তি পদ পেতো॥ আমি বড় নয়, মম ভক্ত বড় হয়। ভকতি থাকিলে মুক্তি পাইত নিশ্চয়॥ আমাতে সুদৃঢ়ভক্তি যার মনে আছে। আমি নিজে ছোট হই সে-জনার কাছে। লক্ষ্মণ বলেন, তবে শুন ভগবান্। পতিশাপে অহল্যা আছিল পাষাণ॥ সহজে পাষাণ নাহি জানে ভক্তি স্তব। কি ভক্তিতে হৈল সেই পাষাণ মানব॥ কহ কহ শুনি প্রভু রাম রঘুমণি। কি ভক্তিতে মুক্তি পায় অহল্যা ব্রাহ্মণী॥ পাষাণ হ'য়ে কিবা ভক্তি কৈল রাঘব। কি ভক্তিতে হইল সেই পাষাণ-মানব॥ রাম বলে, শুনহ মুনির পরাক্রম। অহল্যাকে শাপ যখন দিলেন গৌতম॥ অহল্যা গৌতম স্থানে কান্দিতে লাগিল। কতদিন থাকিব পাষাণ হ'য়ে বল॥ অহল্যার কাতরেতে গৌতম মতিমান্। অহল্যাকে হরিভক্তি করিল প্রদান॥ মুনি বলে, রামপদ ভাবহ মানসে। শাপমুক্তি হবে রামের চরণ পরশে॥ পাষাণ হইয়া ভাব শ্রীরাম রাঘব। অবশ্য হইবে তোর পাষাণ মানব॥ রাম জন্মাতে বাকি আর ষাট হাজার বৎসর। তদবধি থাক হ'য়ে পাষাণ কলেবর॥ অহল্যাকে গৌতম ভক্তি প্রদান করিল। পাষাণ

হ’য়ে সেই ভক্তি অহল্যা পাইল ॥ সেই ভক্তি অহল্যার মনেতে আছিল। ভক্তিবলে মুক্ত হ’য়ে মানব হইল ॥ অহল্যা পাষাণ-মুক্ত হ’লো এ কারণ। ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি হয় কদাচন ॥ সেরূপ ভক্তি যদি ভেকের থাকিত। তবে কি ভেকের আর গর্ত্তে যেতে হ’ত ॥ ভেকদেহ পরিহরি ভেকের নন্দন। অনায়াসে করিত সে বৈকুণ্ঠ গমন ॥ দেবের দুর্ল্লভ পদ ভেক পেয়েছিল। ভক্তির কারণে তার বিফল হইল ॥ তাহার প্রমাণ ভাই করহ শ্রবণ। ধীবরের কাষ্ঠ-নৌকা সোনা যে কারণ ॥ অহল্যা মানবী হয় আমার চরণে। লোকমুখে ধীবর সে শুনিল শ্রবণে। বিশ্বামিত্র সনে যাই মিথিলা-নগরে। উপনীত হইলাম ফল্গু-নদীতীরে ॥ ধীবর নদীর তীরে নৌকা ল’য়েছিল। ধীবর আমাকে দেখে ভয় পাইল ॥ আমাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়ে ধীবর। নৌকা ল’য়ে পলাইল সভয় অন্তর ॥ বিশ্বামিত্র মুনি বলে, শুন রে ধীবর। পার ক’রে দাও, যাব মিথিলা-নগর ॥ ধীবর বলেন, মুনি তোমাকে প্রণাম। কেমনে করিব পার তব সঙ্গে রাম ॥ তোমার রামের গুণ শুনেছি শ্রবণে। অহল্যা পাষাণ-মানব হৈল চরণে ॥ আমার এ তরী লেগে রামের সে পায়। কাষ্ঠের তরী যদি মানব দেহ পায় ॥ যদি তরী মানব হইয়ে চ’লে যায়। কোথা পাব তরী মম কি হবে উপায় ॥ কি হবে উপায় মম বল দেখি মুনি। পার করিতে কোথায় পাইব তরণী ॥ বিশ্বামিত্র মুনি বলে, কোথাও না শুনি ॥ পায়েতে মনুষ্য হয় কাষ্ঠের তরণী। আমি হই মুনি ইনি মানব রাঘব। এর পায়ে কেন হবে তরণী-মানব ॥ ধীবর বলেন, আমি শুনেছি শ্রবণে। পাষাণ অহল্যা হৈল মানব-চরণে ॥ ধীবরের পত্নী আসি কহেন তখন। অঞ্চলে রামের পদ করিয়ে বন্ধন ॥ রাখিব রামের পাদপদ্ম দু’টি ধ’রে। রাখিতে না দিব আমি নৌকার উপরে ॥ শুনিয়া ধীবর ইহা নৌকায় তুলিল। ধীবর-গৃহিণী মম চরণ ধরিল ॥ রাখিতে না দিল পদ নৌকার উপর। তরী আরোহণ কৈনু সঙ্গে মুনিবর ॥ মনে মনে ভাবিলাম তখন অন্তরে। সঙ্গেতে কিছুই নাই কি দিব ধীবরে ॥ পরিশ্রমে

করি পার কৈল কর্ণধার। বিনা বেতনেতে নদী হ'তে নাই পার॥ বেতন কারণে তার পূরাতে বাসনা। কাষ্ঠের তরণী আমি করিলাম সোনা॥ আমায় ধীবর যদি চিনিতে পারিত। ভক্তি থাকিলে সেদিন কৃতার্থ হইত॥ পাছে তরী মানব হয় ভয় সে করিল। আমি কি যে পদার্থ কিছুই না বুঝিল॥ যদ্যপি ভাবিত আমি দেব শ্রীমাধব। মনুষ্য-পদে কি হয় পাষাণ মানব॥ অবশ্য হবেন ইনি শ্রীরাম রাঘব। মনুষ্য করিতে নারে পাষাণ মানব॥ এ তত্ত্ব-জ্ঞান যদি ধীবরের হইত। ভক্তি থাকিলে মুক্তি ধীবর যে পাইত॥ সামান্য বিষয়ে সে ধীবরের বাসনা। এই হেতু করিলাম কাষ্ঠতরী সোনা॥ ভেক ও ধীবর হয় উভয়ে সমান। মুক্তি হারাইল বিনা ভক্তির কারণ॥ মুনি বলে নৃপমণি করিলে শ্রবণ। কষ্ট পান দেবকী অভক্তির কারণ॥ নৃপমণি বলে মুনি করিনু শ্রবণ। পূর্ব্বে যা সন্দেহ ছিল হইল ভঞ্জন॥ তদন্তর কি হইল কহ মুনিবর। দেবকী প্রসব করে কারার ভিতর॥ কারাগার মধ্যে ছিল দ্বারীগণ দ্বারে। কৃষ্ণ ল'য়ে বসুদেব গেল কি প্রকারে॥ তাহার বৃত্তান্ত কথা শুন মুনিবর। কৃষ্ণকে রাখিতে গেল গোকুলনগর॥ গোকুলেতে যশোমতী প্রসবের ঘরে। কন্যা প্রসবিয়া ছিল হরিষ অন্তরে॥ যশোদা যে কন্যা ল'য়ে ছিলেন শয়নে। কৃষ্ণ ল'য়ে বসুদেব গেলেন কেমনে॥ যশোদার কোলে কৃষ্ণে করায়ে শয়ন। কন্যা ল'য়ে বসুদেব করিল গমন॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা সন্দেহ হয় মনে। সেখানেতে বসুদেব গেলেন কেমনে॥ দ্বারী প্রহরী ছিল নন্দের দ্বারে দ্বারে। বসুদেব কৃষ্ণ ল'য়ে গেল কি প্রকারে॥ যশোদারে কৃষ্ণ দিয়ে কন্যা যে আনিল। কহ শুনি মুনি, রাণী কিছু না জানিল॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। দ্বারী ও প্রহরী না জানিল যে কারণ॥ মায়া নিদ্রা সকলের চক্ষে দিল হরি। নিদ্রিত হ'লেন যত দ্বারী ও প্রহরী॥ যশোদার চক্ষে ঘোর নিদ্রা দিয়া হরি। যশোমতীর চেতন হরি নিল 'হরি'॥ নিদ্রা অচেতন হ'য়ে যশোদা রহিল। কৃষ্ণে দিয়ে কন্যা ল'য়ে তখনি আইল॥ নিশিমধ্যে বসুদেব আইল কারায়। প্রভাতে

লইয়া কন্যা কংসেরে দেখায় ॥ শত্রুভাবে সেই কন্যা কংস যে বধিল। শূন্যে উঠি সেই কন্যা কহিতে লাগিল ॥ বিনা দোষে কংস তুমি আমায় বধিলে। তোমায় যে বধিবে সে বাড়িছে গোকুলে ॥ এতেক আকাশবাণী কংস শুনিল। কারা হৈতে দেবকীরে মুক্তি নাহি কৈল ॥ দ্বিগুণ প্রাণের ভয় কংসের হইল। ভাবেন গোকুলে শত্রু বাড়িতে লাগিল ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ ॥

শ্লোকঃ

যৎ পুত্রাঞ্চঃ তৎ নৈকটং রাসরেব।
ভবন্তি বাসরে রোপি যৎ লীলায় মাধব ॥ ১
শ্রীবিন্দু বহিমতাং ভগবান্ নরো ম্বরতিং।
যত কাকিংক্ষা লীলায় ভাগবতং ॥ ২
গোবিন্দ গোপ-ইন্দ্র গোপকুল ক্রতাময়ং।
অবত্রীনায়ং যস্যা জগদীশ যৎ তৃপ্তাং ॥ ৩
জগত জনৈক গর্ভ্যাতাং নিলবয়তং যৎ পদাং।
কস্যাং করতিং ধাতা বিধিময় মণ্ডলং ॥ ৪
গোপজায়া পুত্রাঞ্চঃ প্রাপ্ত শ্রীমাধবং।
কৃতার্থকারী তপনাঞ্চ ভবেৎ সদা ॥ ৫
দয়াময়ং ভবতঞ্চ গোকুলং ক্রতাময়ং।
এষাং পঞ্চানিত যৎ লীলাবাস এব ॥ ৬
বৃন্দাবনং বিহারী হরি হরিময়ং বৃন্দায়াং।
তং পদাং সুধাংশু যরেতি ভবেৎ ॥ ৭
গোপবালা রোপানি তাং গোপাঙ্গমে।
লীলায়াং লীলা মাধবং যৎ পসাং ত্রিষ্টাং ॥ ৮

এতদর্থে অষ্টম শ্লোক সমাপ্তোঽয়ং।

গোকুলে নন্দোৎসব

মুনির উক্তি

দিনে দিনে বাড়ে শিশু থাকি নন্দালয়ে। যশোমতী পালে শিশু হরিষ হৃদয়ে ॥ যার পুত্র তার প্রাপ্ত

দেবকীর কষ্ট। দেবকীর গর্ভে মাত্র জন্মিলেন কৃষ্ণ॥ না কৈলেন স্তন পান পূর্ব্বের কারণ। তাহে পূর্ব্বে সত্য করেছিল নারায়ণ॥ জন্মিব তোমার গর্ভে না হব সন্তান। মা ও না বলিব না করিব স্তনপান॥ একারণে নারায়ণ এলেন তৎপরে। যশোদার স্তনপান কৈল ব্রজপুরে॥ জন্মেজয় রাজা বলে কহ শুনি মুনি। প্রাতে উঠি কি করিল বল নন্দরাণী॥ সন্তান ল'য়ে রাণী শয়ন করেছিল। প্রভাতে পুত্র পেয়ে কি কার্য্য করিল॥ নন্দেরে কহেন তখন সে-যশোমতী। পুত্র দিয়ে কে লইয়ে গেলেন সন্ততি॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কেমন কৃষ্ণের মায়া না যায় বর্ণন॥ পুত্র দেখে কেহ কিছু রাণীকে না কৈল। সবে বলে নন্দরাণী পুত্র প্রসবিল॥ কেমন কৃষ্ণের লীলা বুঝিতে না পারি। কৃষ্ণ বলে ডাকে যত ব্রজ-নরনারী॥ আহা মরি বংশীধারী মায়া চমৎকার। সবে কোলে ল'য়ে বলে নন্দের কুমার॥ কন্যা হইল রাণীর সবে দেখেছিল। কেমনে হইল পুত্র কেহ না জানিল॥ পরেতে করিল নন্দ পরম উৎসব। ঘরে ঘরে ব্রজপুরে জানিলেন সব॥ পুত্র দেখিবারে যায় নন্দের ভবনে। যার যাহা মনে লয় লইল যতনে॥ গোপগণ শিশু-বৃদ্ধ আর যুবজন। সকলেই আনন্দিত হেরিয়া নন্দন॥ কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গান। নন্দালয়ে ব'য়ে যায় প্রেমের তুফান॥ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ। গোপরূপে নৃত্য করে যত দেবগণ॥ নন্দের অন্তরে আর আনন্দ না ধরে। দান করে নানা দ্রব্য প্রফুল্ল অন্তরে॥ গোপগোপী সকলেই আনন্দে মগন। শশিকলা সম বাড়ে দেব নারায়ণ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ সকলে জানিল। পরে যে যাহার ইচ্ছা নাম যে রাখিল॥ সে সব লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। ভাগবতে শুনে তুমি থাকিবে হে রায়॥ নৃপমণি বলে মুনি করিব শ্রবণ। তারপর কি করিল সে কংস রাজন্॥ দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের আলয়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণ প্রকাশয়॥ মুনি বলে সংক্ষেপে শুন ওহে রায়। অসংখ্য

কৃষ্ণের লীলা বর্ণনে না যায় ॥ মূল সূত্র বলি শুন রাজা জন্মেজয় । কি হবে উপায় ভাবে কংস মহাশয় ॥ কৃষ্ণের কারণে কংস ভাবিত হইল । মম শত্রু গোকুলেতে বাড়িতে লাগিল ॥ এই রূপে কংস রাজা ভাবিত হইয়ে । মন্ত্রণা করেন বসি পাত্রমিত্র ল'য়ে ॥ সিংহাসন পরিহরি কংস নরপতি । জিজ্ঞাসেন মহারাজ পাত্রমিত্র প্রতি ॥ কি হবে উপায় বল পাত্রমিত্রগণ । গোকুলেতে শত্রু বাড়ে তাপিত জীবন ॥ প্রাণে ধৈর্য্য নাহি ধরে ঐশ্বর্য্যে কি কাজ । কিরূপে নাশিব শত্রু গোকুলের মাঝ ॥ কারে পাঠাইব আমি শত্রু বিনাশিতে । শত্রুবধি কেবা পারে দুঃখ ঘুচাইতে ॥ পাত্রমিত্রগণ বলে শুনহ রাজন্ । বালক বধিতে কর কিসের চিন্তন ॥ স্মরণ করহ রাজা পূতনা রাক্ষসী । গোকুলেতে গিয়া কৃষ্ণে আসুক বিনাশি ॥ ঈশ্বর সরকার কহে শোন ভক্তগণ । হেন কার্য্য কভু নাহি হবে সংঘটন ॥

পূতনা বধ বৃত্তান্ত

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন । তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ ॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ । কৃষ্ণের তরেতে বড় ভাবিত রাজন্ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কারণে কংস ভাবিত হইল । কি হবে গো শত্রুকুল বাড়িতে লাগিল ॥ পূতনা নামেতে সেই ভীষণা রাক্ষসী । শ্রীকৃষ্ণ নিধন হেতু হইল সাহসী ॥ পূতনা বলয়ে শুন হে কংস ভূপতি । মারিব শ্রীকৃষ্ণে আমি কর অনুমতি ॥ কৃষ্ণকে মারিতে এক করেছি সন্ধান । স্তনে বিষ মাখায়ে করাব স্তনপান ॥ মায়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাসী হইব । বিষপান করাইয়ে কৃষ্ণকে মারিব ॥ কিঞ্চিৎ আনায়ে বিষ দাও গো আমারে । স্তনে বিষ দিয়ে যাই কৃষ্ণ মারিবারে ॥ মম অগ্রে হে ভূপতি কর অঙ্গীকার । কৃষ্ণ নিধন কৈলে কি দিবে পুরস্কার ॥ যে বুদ্ধি করেছি রাজা কৃষ্ণ না বাঁচিবে । স্তনপান

কৈলে কৃষ্ণ সদ্য কৃষ্ণ পাবে ॥ গোকুলে তোমার শত্রু কৃষ্ণ একজন। আর কে তোমার শত্রু বল হে রাজন্ ॥ গোকুলে তোমার শত্রু যতজন থাকে। সকলে মারিব আমি স্তনে বিষ মেখে ॥ কংস বলে তুমি যদি কৃষ্ণ বিনাশিবে ॥ মথুরা আইলে তুমি পুরস্কার পাবে ॥ কল্য প্রাতে শুভ দিন করহ গমন। স্তনে বিষ মাখি কর কৃষ্ণকে নিধন ॥ কৃষ্ণ সংহারের দিন কংস স্থির কৈল। গগনেতে দিবাকর শুনিতে পাইল ॥ দিবাকর বলে, কল্য না হই প্রভাত। দেখি কিসে করে আসি কৃষ্ণ প্রাণাঘাত ॥ নাশিবে কৃষ্ণের প্রাণ কেমনে দেখিব। একারণে কল্য নিশি প্রভাত না হব ॥ কি ছার কংস-রাজ্য করিব অন্ধকার। বিষপানে মারিবেক সংসারের সার ॥ প্রভাত না হব কল্য কৃষ্ণের কারণে। ইহা ভাবি দিবাকর রহিল গোপনে ॥ ঘোর নিশি অন্ধকার প্রভাত না হয়। তাহা দেখি ইন্দ্ররাজ ভাবিত হৃদয় ॥ দিবাকর প্রতি ইন্দ্র কহিছে তখন। প্রভাত না হও তুমি কিসের কারণ ॥ দিবাকর বলে শুন দেবের রাজন্। প্রভাত না হই আমি যাহার কারণ ॥ শত্রুভাবে বিনাশিতে সে কংস রাজনে। অবতীর্ণ হয়েছেন হরি বৃন্দাবনে ॥ সেই কৃষ্ণে বধিবারে হইয়া সাহসী। স্তনে বিষ মেখে যাবে পূতনা রাক্ষসী ॥ কল্য প্রভাতে দিন করিয়াছে রাজন্। প্রভাত হইলে পূতনা করিবে গমন ॥ ইহার কারণে আমি প্রভাত না হব। কৃষ্ণের নিধন আমি কেমনে দেখিব ॥ ইন্দ্র বলে দিবাকর শুনে পায় হাসি। কৃষ্ণকে মারিতে নারে পূতনা রাক্ষসী ॥ কৃষ্ণের কারণে তুমি ক'রো না ভাবনা। কল্য প্রাতে শুনা যাবে মরিল পূতনা ॥ ত্রিজগৎ-কর্ত্তা হরি সংসারের সার। কৃষ্ণকে মারিতে পারে সাধ্য আছে কার ॥ দিবাকরে ইন্দ্র যদি এতেক কহিল। ইন্দ্র-বাক্যে দিবাকর প্রভাত হইল ॥ উদয় হইল দিবাকর মথুরায়। সভা করি বসিলেন তবে কংসরায় ॥ শ্রীকৃষ্ণকে বধিতে যে হইয়ে সাহসী। রাজসভায় আইল পূতনা রাক্ষসী ॥ অনেক কিঙ্করে কংস-রাজা আজ্ঞা করে। ডেকে আন সর্পসহ যেই সর্পধরে ॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা

দূত একজন। সর্পধর নিকটেতে করিল গমন॥ দূত বলে সর্পধর শুনহ শ্রবণে। সর্পসহ চল কংসরাজ বিদ্যমানে॥ ডাকিতেছে কংসরায় ত্বরা যাত্রা কর। তৎপর হইয়া রাজাজ্ঞা শিরে ধর॥ দূত-মুখে সর্পধর সমস্ত শুনিল। সর্পসহ সর্পধর সভায় চলিল॥ কংস বলে সর্পধর মোর বাক্য লও। সর্পের কিঞ্চিৎ বিষ আমারেও দাও॥ তৎপরে সর্পধর রাজ-আজ্ঞা পেয়ে। বিষ তুলিল সর্পের দন্ত উপাড়িয়ে॥ সুবর্ণ পাত্রেতে ল'য়ে সে-বিষ রাখিল। রাজার সম্মুখে সর্প কান্দিতে লাগিল॥ রাজা বলে সর্প তুমি দন্ত বেদনায়। কান্দিয়া কাতর হ'লে আমার সভায়॥ সর্প বলে মহারাজ করি নিবে-দন। দন্ত বেদনায় আমি না করি রোদন॥ প্রাণ ত্যজিবেন কৃষ্ণ এই বিষ খেয়ে। মম প্রতি কত মনোবেদনা করিয়ে॥ কৃষ্ণ কহিবেন সর্প একি ধর্ম্ম তোর। বিষ দিয়ে মনে ব্যথা কত দিলি মোর॥ কত মনে বেদনা করিবে মোর প্রতি। প্রাণ ত্যজি-বেন কৃষ্ণ জগতের পতি॥ মম দন্ত-বেদনায় কাঁদি না রাজন্। কৃষ্ণে মনোবেদনায় করি যে ক্রন্দন॥ কৃষ্ণ-মনোবেদনায় ভুঞ্জিব নরক। সর্প-দেহ ধরি হৈনু কৃষ্ণের হিংসক॥ সর্প হিংস্রক জাতি জানেন বংশীধারী। তথাপি মনোবেদনা করিবেন হরি। কি আর বলিব ধিক্ মম সর্পকুলে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিষ দিনু কি না তুলে॥ যে-মুখে নবনী দেন রাণী অহর্নিশ। হেন কৃষ্ণ-মুখে আমি তুলে দিনু বিষ॥ যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র ধ্যান করে যাঁরে। বিষ দিনু আমি হেন কৃষ্ণে মারিবারে॥ যা কর করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি। বিষ নিল রাজা কংস বলে বার করি॥ আমি নিজে সর্প জাতি সহজে দুর্ব্বল। রাজ-শক্তি সহ্য করি, নাহি মম বল॥ তুমি দুর্ব্বলের বল পরাক্রম হরি। বলে কংস বিষ নিল বল হে কি করি॥ বলের বল হে তুমি বল দেব পুষ্ট। সর্ব্ব বলের বলদাতা তুমি হে শ্রীকৃষ্ণ॥ ভক্তিবল মুক্তি-বল শক্তিবল-দাতা। দানবলে বলিকে হে দিলে দণ্ডছাতা॥ জীবের ভক্তিবল কেবল জগদীশ। ভক্তিবলে প্রহ্লাদের হরিলে যে বিষ॥ তব বল বিনা জীবে অন্য নাহি বল। সর্ব্ব বল

হও তুমি দুর্ব্বলের বল ॥ দানবল কর্ণেরে দিলেন হে প্রকাণ্ড। ভক্তিবলে কেটেছিল বৃষকেতু-মুণ্ড ॥ সংসারে সব কিছু তোমার যে বল। বিষ লয় কংসরাজ করিয়ে যে বল ॥ বলির হরিলে বল হইয়ে বামন ॥ কংস বল হর হরি লইনু শরণ ॥ যা কর করুণাময় জগতের পতি। না জানি ভকতি স্তুতি আমি সর্পজাতি ॥ তব শত্রু কংস তুমি জান হে শ্রীহরি। তোমারে বধিতে যায় দুষ্ট নিশাচরী ॥ মম দোষ নাহি, দোষী কংস নৃপ-মণি। অন্তরে জানহ তুমি ওহে অন্তর্য্যামি ॥ জোরে ধরি কংস রাজা বিষ কেড়ে নিল। পূতনা-রাক্ষসী আসি স্তনে মাখাইল। ইহা বলি ফণীবর হইল কাতর। ফণী প্রতি জিজ্ঞাসেন কংস নৃপবর ॥ কহ শুনি ওহে ফণি তব বিবরণ। কি কারণে দেখি তব কাতর জীবন ॥ কি দুঃখে হে তব চক্ষে বহে জল-ধার। দন্তের আঘাতে বুঝি হইলে কাতর ॥ দন্ত ভঙ্গ করি বিষ লইনু তোমার। সেই দন্তাঘাতে হৈলে কাতর অন্তর ॥ ফণী বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কাতর হইয়ে কান্দি যাহার কারণ ॥ জগতের কর্ত্তা কৃষ্ণ সংসারের সার। তাহারে বধিতে বিষ লইল আমার ॥ অন্তর্য্যামি শ্রীহরি অন্তরে জানিবেন। মম প্রতি কত মনে দুঃখ করিবেন ॥ মম দন্তের বিষ খাওয়াবে পূতনা। মম প্রতি কৃষ্ণের হৈল মনোবেদনা ॥ কৃষ্ণপদ সেবিয়া ঈশ্বরচন্দ্র কয়। সর্ব্বজীবের জীবন কৃষ্ণ দয়াময় ॥ সর্ব্বজীবে যদি তব দয়া না থাকিবে। তবে তোমার জন্যে সর্প কেন কান্দিবে ॥ সহজেই সর্পজাতি হয় দুরাচার। তোমারে বধিতে প্রভু দয়া হৈল তার ॥ ধন্য ধন্য কৃষ্ণচন্দ্র তুমি দেবসর্প। তব দুঃখে দুঃখী যে হইল কালসর্প ॥ ত্রিভুবনে কর্ত্তা তুমি ওহে নারায়ণ। স্থাবর-জঙ্গম-আদি যত জীবগণ ॥ সকল জীবেতে আছে তোমার আশ্রয়। অতএব বলে লোকে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ঈশ্বরচন্দ্র আছয়ে বাঁকুড়ার বনে। অন্তকালে দিও স্থান তব শ্রীচরণে ॥ তুমি অন্তর্য্যামী ওহে কৃষ্ণ দয়াময়। ত্রিভুবন হর্ত্তা-কর্ত্তা হও হে সদয় ॥

কংসের প্রতি সর্পের উক্তি

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

তুমি চিন্‌তে নার চিন্তামণি।
হবে বংশ ধ্বংস কংস নৃপমণি॥
নররূপে নারায়ণ, ব্রজে লীলার কারণ,
গোলোক পরিহরি এলেন আপনি॥

ফণিবর বলে তবে নৃপবর প্রতি। নিকটে মরণ তব কংস নরপতি॥ রোগ বৃদ্ধি হইলে যেমন রোগিগণ। মৃত্যুর সময় করে কুপথ্য গ্রহণ॥ তদ্রূপ ঘটেছে আজি তব ব্যবহার। কৃষ্ণকে মনুষ্য-জ্ঞান কুপথ্য তোমার॥ শত্রুভাব রোগ আসি করেছে সঞ্চার। কৃষ্ণনিন্দা কুপথ্য ঘটেছে বারংবার॥ যার নাম জপি পাপী পায় পরিত্রাণ। মনুষ্য নহেন তিনি, দেব ভগবান্॥ শত্রুভাবে কৃষ্ণ তোমা করিবে নিধন। শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দা এই তার পূর্ব্ব লক্ষণ॥ শ্রীকৃষ্ণ-বৈমুখ জনে বিড়ম্বিল বিধি। গরলে মিশ্রিত যেন হৈল সুধানিধি॥ অহংকারে মত্ত হইয়া কংস রাজন্। সুধা ত্যজি কর কেন গরল ভক্ষণ॥ শত্রু-ভাবের স্বভাব অভাব ঘটন। কৃষ্ণকে মনুষ্য-জ্ঞান কুপথ্য গ্রহণ॥ ইহা বলি ফণিবর রাজারে ভর্ৎসিল। বিষধর লইয়ে সর্পধর চলিল॥ প্রণমি শ্রীকৃষ্ণ-পদে সরকার গায়। রচিল প্রভাসখণ্ড কৃষ্ণের কৃপায়॥

কৃষ্ণকে বিষপান করাইতে পুতনার ব্রজে গমন

গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট

কৃষ্ণেরে বধিতে যায় পূতনা রাক্ষসী।
পয়োধরে মেখে বিষ হ'য়ে কৃষ্ণের মাসী॥
যিনি জগতের জগদীশ, তাঁরে খাওয়াতে বিষ,
হ'য়ে কংসের হিতৈষী॥

মহা আনন্দে হইয়া হরষিত কায়। আইল পূতনা কংস-রাজার সভায়। পূতনার করে বিষ তুলিল যখন। হৃদয়ে প্রবেশ করে পূতনার স্তন ॥ অসম্ভব দেখে সব সভাসদ্‌গণ। শ্রীকৃষ্ণকে ভয় কৈল পূতনার স্তন ॥ পূতনা বলেন শুন শুন ওরে স্তন। হৃদয়ে লুকালে বল কিসের কারণ ॥ স্তন বলে শুন বলি পূতনা রাক্ষসী। কৃষ্ণকে বধিতে হ'লে কংসের হিতৈষী ॥ ব্রজেতে চলেছ তুমি কংসের বচনে। বধিবে কৃষ্ণের প্রাণ বিষ মেখে স্তনে ॥ ভেবে দেখ পূতনা কি সৌভাগ্য তোমার। স্তনপান করিবেন জগতের সার ॥ মাতৃভাবে শত্রুভাব করিবে কেমনে। বিষ মেখে স্তন দিবে কৃষ্ণের বদনে ॥ মাতৃভাবে কৃষ্ণকে করায়ে স্তনপান। কোন্ প্রাণে বধিবে তুমি কৃষ্ণের প্রাণ ॥ সহজে রাক্ষসজাতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মবধে নাহি করে ভয় ॥ হিতাহিত নাহি বুঝ না চিন আপনে। ঈশ্বরে বধিতে যাও বিষ মেখে স্তনে ॥ পূতনা বলেন স্তন কি কব তোমারে। বিষপান করিলে কি ভগবান মরে ॥ জলে স্থলে অনলেতে মৃত্যু নাই যাঁর। ভগবানে বধিবারে সাধ্য আছে কার ॥ ভগবানকে দেখিলেই বিষ ভয় করে। বিষের কি সাধ্য বল ভগবানে মারে ॥ যে নামে নির্ব্বিষ ফণী সে কি মরে বিষে। আমি ভগবান্ ব'ধে রক্ষা পাব কিসে ॥ মম সাধ্য কি আছে বধিতে কৃষ্ণ-প্রাণ। জগতের কর্ত্তা যিনি দেব ভগবান্ ॥ আমায় জানাতে নাহি হবে সমুদয়। সংসারের প্রাণধন কৃষ্ণ দয়াময় ॥ যাঁর নাম জপি পাপী তরে যায় ভবে। শমন-দমন কৃষ্ণ এই ভবার্ণবে ॥ ত্রেতাযুগে শত্রুভাবে পেয়েছে রাবণ। রামরূপে করেছেন রাবণ নিধন ॥ শত্রুভাবে শ্রীরাম রাবণে হ'য়ে বাম। দয়া করি দয়াময় দিল মোক্ষধাম ॥ দ্বাপরে শত্রুভাবে পাবে কংস রাজন্। কৃষ্ণ-করে ম'রে যাবে বৈকুণ্ঠভুবন ॥ শত্রুভাবে কংসরাজা ত্যজি পাপরাশি। কৃষ্ণ-হাতে হ'য়ে হত হবে স্বর্গ-বাসী ॥ একারণ শত্রুভাব কৃষ্ণসহ করি। কংস-অগ্রে স্বর্গে যাই দেহ পরিহরি ॥ স্তনে বিষ মাখি আমি তাহার কারণ। তাতে প্রতিবাদী তুমি কেন হও স্তন ॥ হৃদি হইতে প্রকাশ

হও বক্ষঃস্থলে। অমঙ্গল ক'রো না আমার যাত্রাকালে॥ স্তনে বিষ মাখাইয়ে শত্রুভাব ধরি। হরিকে বধিতে হরি ব'লে যাত্রা করি॥ ইহা বলি স্তনে বিষ পূতনা মাখিল। বধিতে হরিকে হরি ব'লে যাত্রা কৈল॥ হরষে পূতনা পথে করিল গমন। বন্ধ হ'ল পূতনার পাপ দু'নয়ন॥ অন্ধকার হৈল পথ দেখিতে না পায়। ব্রজপথে প্রান্তভাগে পূতনা দণ্ডায়॥ পূতনা বলেন মোর পাপিষ্ঠ নয়ন। হানি কর কেন মম কৃষ্ণ-দরশন॥ শ্রীহরি দর্শনে যাত্রা কৈনু হরি ব'লে। কেন অমঙ্গল তুমি কর যাত্রা-কালে॥ শ্রীকৃষ্ণ দরশনে যাইব বৃন্দাবনে। শুভযাত্রা ভঙ্গ তুমি কর কি কারণে॥ চিরদিন আছ তুমি আমার নয়নে। অদ্য পরিত্যাগ তুমি কর কি কারণে। চক্ষু বলে দুঃখ বাড়ে জানে জগদীশ। কৃষ্ণকে বধিতে যাও স্তনে মেখে বিষ॥ একারণ তোমায় ত্যাগ করিব এক্ষণে। কৃষ্ণকে খাওয়াবে বিষ দেখিব কেমনে॥ শ্রীকৃষ্ণ জগতকর্ত্তা জগতের সার। তাঁর সহ কেন তব শত্রু-ব্যবহার॥ পূতনা বলিল ওরে নয়ন পাপিষ্ঠ। বিষ খাওয়ালে কভু মরে কি রে কৃষ্ণ॥ জগতের প্রাণধন কৃষ্ণ দয়াময়। কৃষ্ণ কি বিষে মরে যে নামে বিষক্ষয়॥ জগতের সার সেই কৃষ্ণ জগদীশ। কে পারে মারিতে তাঁরে খাওয়ায়ে বিষ॥ চর্ম্ম চক্ষু আমায় তুমি দুঃখ দিও না। কৃষ্ণ-দরশন-যাত্রায় ভঙ্গ ক'রো না॥ মম পাপে উদ্ধার করিবে জগদীশ। শত্রুভাবে যাই আমি স্তনে মেখে বিষ॥ প্রকাশ নয়ন তুমি থাকিয়ে নয়নে। চল যাই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-দরশনে॥ ইহা শুনি তবে দিব্য চক্ষু প্রকাশিল। শত্রুভাব ল'য়ে পূতনা ব্রজেতে চলিল॥ ব্রজেতে পূতনা যায় পুলক শরীর। মনেতে জানিল তা গরুড় মহাবীর॥ গরুড় বলিল ব্রজে বধিতে জগদীশ। পূতনা রাক্ষসী যায় স্তনে মেখে বিষ॥ ব্রজে পূতনাকে আমি যেতে নাহি দিব। পথমাঝে গিয়া আজি পূতনা গ্রাসিব॥ বড় বড় অজগরে করেছি ভক্ষণ। পূতনাকে গ্রাসিতে লাগিবে কতক্ষণ॥ কৃষ্ণকে বধিতে যায় স্তনে মেখে বিষ। গিলিব পূতনায় যা' করে জগ-দীশ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি গরুড় চলিল। মহাক্রোধে পূতনার

পথ আগুলিল ॥ দুই পাখা প্রসারিয়া পথ দেয় ঢাকা। আকাশে ঠেকিল গিয়া গরুড়ের পাখা ॥ গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়ে পূতনা। ভয়ে অঙ্গ থরথর কহে সকরুণা ॥ পূতনা বলে গরুড় শুনহ শ্রবণে। পথ ছেড়ে দাও যাই কৃষ্ণ দরশনে ॥ হরি-দরশনে মম কি দোষ পাইলে। কি দোষে গরুড় তুমি পথ আগুলিলে ॥ গরুড় বলে, চলেছ দর্শনে জগদীশ। সত্য কথা কও স্তনে কেন মাখা বিষ ॥ তোমাদের এ রাক্ষসের মায়া কেবা জানে। ভগবানের অগোচর অন্যে কি জানে ॥ সে ত্রেতা-যুগের কথা সব আছে মনে। বাল্মীকি মুনির উক্তি ব্যক্ত রামায়ণে ॥ মায়ামৃগ সাজিয়া মারীচ নিশাচর। নৃত্য করে-ছিল রাম-সীতার গোচর ॥ এমনি নৃত্য করেছিল পঞ্চবটী বনে। ভুলে গিয়েছিলেন সে লক্ষ্মীনারায়ণে ॥ মায়া যোগী সেজে দশানন ভস্ম মাখি। সীতা হ'রেছিল ভগবানে দিয়া ফাঁকি ॥ মায়া-সীতা কেটেছিল রাবণ-নন্দন। সীতা-শোকে কেঁদেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ আনিতে গিয়া হনু গন্ধমাদন পর্ব্বতে। মায়া করে কালনেমি যোগীর বেশেতে ॥ মায়ায় কালসর্প করিয়া সৃজন। নাগপাশে বেঁধেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ মায়াবলে মহী ধরি বিভীষণের বেশ। রাম-লক্ষ্মণ ল'যে কৈল পাতালে প্রবেশ ॥ রাক্ষসের মায়া যাহা কত কব আমি। এ দ্বাপরে কি মায়া প্রকাশ কৈলে তুমি ॥ কি মায়া পূতনা তোমার বল গো আমাকে। ব্রজেতে চলেছ কেন স্তনে বিষ মেখে ॥ ভুলাইতে মোরে আর তুমি না পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ দোহাই মোরে সত্য কথা কবে ॥ মিথ্যা ব'লে আমারে ক'রো না প্রতারণা। এখনি তোমায় আমি গ্রাসিব পূতনা ॥ পূতনা বলে শত্রুভাবে পাব নারায়ণ। স্তনে বিষ মেখে যাই তাহার কারণ ॥ বলিল গরুড় পক্ষী শুন গো পূতনা। রাক্ষসের শত্রুভাব সব আছে জানা ॥ পূর্ব্বেতে বলেছি রাক্ষসের শত্রুভাব। কভু কেহ নাহি ছাড়ে জাতের স্বভাব ॥ প্রাণ বাঁচাবার যদি করহ বাসনা। এখনি মথুরা ফিরে যাও গো পূতনা ॥ জলে বিষ ধুয়ে ফেল দেখি আমি চক্ষে। নতুবা পূতনা তোর নাহি আজি রক্ষে ॥ পূতনা বলে গরুড় না কর

সাহস। তুমি জাতে পক্ষী হও আমি যে রাক্ষস॥ রাক্ষসের ভক্ষ্য তুমি ভেবে দেখ মনে। পক্ষী হ'য়ে আশা কর রাক্ষসের রণে॥ কোথাকার পক্ষী তুই গরুড় পাপিষ্ঠ। পূতনা আমার নাম জানে তোর কৃষ্ণ॥ তোরে খেয়ে ব্রজে গিয়ে খাইব কৃষ্ণেরে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণভক্তে পূরিব উদরে॥ খাইব নন্দ-যশোমতী যত গোপীগণ। উদরস্থ করিব মধুর বৃন্দাবন॥ খাইব গোষ্ঠের গরু রাখাল সহিতে। বিহার করিবে কৃষ্ণ মম উদরেতে॥ ইহা বলি সে পূতনা মায়া প্রকাশিল। ঘোরতর শব্দ করি গগনে উঠিল॥ ভূমিতলে রাখে পদ মস্তক গগনে। গরুড় এরূপ দেখি ভাবে মনে মনে॥ কৃষ্ণ ভাবি গরুড় পক্ষেতে করি ভর। উঠিল গরুড় পক্ষী আকাশ-উপর॥ পক্ষিবর রুষিলা পূতনা গ্রাসিবারে। গিলিবারে ধায় যেন সর্প অজগরে॥ পূতনার শির ধরি পক্ষী বীরবর। বোধ করি গ্রাসে যেন রাহু দিবাকর॥ এইরূপে পূতনায় গরুড় গ্রাসিল। কর্ণপথে মক্ষিরূপে বাহির হইল॥ পুনঃ রাক্ষসীর বেশ ধরিয়া পূতনা। গরুড়-সম্মুখে রহে করিয়া ছলনা। পুনঃ পূতনারে হেরি গরুড় রুষিল। ক্রোধ করি পূতনায় গরুড় গ্রাসিল॥ যত গ্রাসে তত বাহিরায় সে পূতনা। জিনিতে না পারে কেহ সমান দু'জনা॥ এইরূপে বহুক্ষণ হইল সমর। পূতনাকে গ্রাসিল গরুড় শতবার॥ পরাভব হৈল পক্ষী নারিল গ্রাসিতে। গর্জ্জিয়ে পূতনা বলে গরুড় সাক্ষাতে॥ পূতনা বলে গরুড় কি কব তোমারে। পক্ষীর কি সাধ্য যে রাক্ষস গিলিবারে॥ রাখিবে রাক্ষসী গ্রাসি জঠর ভিতর। আমি ত নহি হে জান সর্প অজগর॥ সামাল গরুড় তোমায় গ্রাসিব যে আমি। জানা যাবে কেমনে রক্ষা পাবে তুমি॥ তোমায় গ্রাসিব আজ রাখে কোন্ জন। জানা যাবে কেমন তুমি কৃষ্ণের বাহন॥ কৃষ্ণের বাহন বলি এত অহঙ্কার। রাক্ষসী গ্রাসিবে হ'য়ে পক্ষীর কুমার॥ জানিব কেমন তুমি পক্ষীর তনয়। কিসে রক্ষা করে তোর কৃষ্ণ দয়াময়॥ গরুড় শুনিয়া ইহা কাতর হইল। মনে মনে শ্রীকৃষ্ণেরে স্মরণ করিল॥ অন্তর্য্যামী হরি জানিলেন

তথায়। বিশ্বম্ভরের ভার দিল গরুড়ের গায়॥ বিশ্বম্ভরের ভার যে গরুড় ধরিল। গরুড়ে পূতনা ধরি তুলিতে নারিল॥ গরুড় স্থানে পূতনা হ'য়ে পরাভব। পূতনা রাক্ষসী করে গরুড়ের স্তব॥ কহে কবি সরকার শুন ভক্ত সব। গরুড় পক্ষীর প্রতি পূতনার স্তব॥

গরুড়ের প্রতি পূতনার স্তব

ত্রিপদী। শুন ওহে পক্ষিবর, তুমি পক্ষীর ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের বাহনমূরতি। অজগর সে ভুজঙ্গ, তব ভক্ষ্য ফণী অঙ্গ, সে বিহঙ্গ কুরঙ্গ ভূপতি॥ শ্রীদেব শ্রীনারায়ণ, তব পৃষ্ঠে তিষ্ঠ হন, তুমি খগবর খগেশ্বর। তুমি যে গরুড় বীর, তব অগ্রে হয় স্থির, কে আছে এমন বীরবর॥ আমি পূতনা রাক্ষসী, শ্রীকৃষ্ণ-অভিলাষী, পূরাও হে আমার বাসনা। সিদ্ধ কর হে মনোরথ, গরুড় ছেড়ে দাও পথ, কৃষ্ণ-দরশনে হানি ক'রো না। হরি পাব শত্রুভাবে, তাই যাই শত্রুভাবে, শত্রুভাবে ভক্তিভাব ঢেকে। কোলে করি ভগবান্, করাইব স্তনপান, শত্রুভাবে স্তনে বিষ মেখে॥ তুমি খগ মহাশয়, আমায় হও সদয়, পথ ছাড় ভক্তিভাবে যাই। আমি নিশাচর জাতি, না জানি ভকতি স্তুতি, তোমায় শ্রীহরির দোহাই॥ পথ ছাড় খগবর, তুমি হে খগেশ্বর, সদয় হও হে করে ধরি। তোমার চরণে ধরি, আমি ক্ষুদ্র নিশাচরী, তোমা হৈতে স্বর্গলাভ করি॥ কহে কবি সরকার, শত্রুভাব পূতনার, করি শত্রুভাবে নমস্কার। করিতে যে স্তনপান, বসিবেন ভগবান্, তব কোলে জগতের সার॥ আমি মূর্খ দুরাচার, গ্রন্থ লেখা হৈল সার, না পেলাম হরি দরশন। হরি ভেবে দিন শেষ, তনুতরী অবশেষ, সার হৈল বাঁকুড়ার বন॥

গীত

রাগিণী ভৈরবী— তাল মধ্যমান

ধন্য প্রভু দয়াময়, রাক্ষসের কৈলে ত্রাণ,
নির্ব্বাণ পদ দিল তারে।
আমি ঈশ্বর সরকার, মোরে দয়া নাই তোমার,
পতিত আমি দুঃখের সাগরে॥

পূতনার প্রতি গরুড়ের উক্তি

গরুড় বলেন শুন পূতনা রাক্ষসী। হরির অনিষ্টকারী কংসের হিতৈষী॥ শত্রুভাবে যাইতেছ ভক্তিভাব ঢেকে। গোকুলে যেতেছ তুমি স্তনে বিষ মেখে॥ পূতনা তোমার স্তব শুনে পায় হাসি। একে স্তনে বিষ তায় তুমি ত রাক্ষসী॥ স্তনে বিষ রাক্ষসীর ভয়ানক সব। গ্রাহ্য নাহি করি আমি রাক্ষসের স্তব॥ আমায় বলেছ তুমি ক্ষুদ্র পক্ষিজাতি। আবার আমায় কি ভাবিয়া কর স্তুতি॥ রাক্ষসের স্তব স্তুতি সব জানি মনে। তাহার প্রমাণ ব্যক্ত আছে রামায়ণে॥ অগ্রে রামে রাবণ করে মনুষ্য-জ্ঞান। রাম অঙ্গে প্রহারিল কত শত বাণ॥ কত কষ্ট দিল রামে পাপিষ্ঠ রাবণ। অবশেষে ব্রহ্ম-অস্ত্রে পড়িল যখন॥ রাবণ সে ধনে প্রাণে হারাইয়ে সব। অবশেষে করেছিল শ্রীরামের স্তব॥ অতএব পূতনা শুন বলি নিশ্চয়। রাক্ষসের স্তব-স্তুতি না করি প্রত্যয়॥ তুমি যদি কৃষ্ণভক্ত হওগো রাক্ষসী। স্তনে বিষ মেখে হৈলে কংসের হিতৈষী॥ শ্রীহরির দর্শনেতে হয় স্বর্গলাভ। হেন কৃষ্ণের উপরে কেন শত্রুভাব॥ যে কৃষ্ণনামে হয় পাপীর পাপক্ষয়। ত্রিজগতে বলে যারে হরি দয়াময়॥ যাহার দর্শন কৈলে স্বর্গ পেতে পার। তাঁর উপরে শত্রুভাব কি জন্য কর॥ বিশেষ জগত-কর্ত্তা হরি দয়াময়। তাঁহারে শত্রুভাবা উচিত কি হয়॥ রামসহ শত্রুভাব করিয়ে রাবণ। সবংশেতে একেবারে হইল নিধন॥ রামসহ মৈত্রভাবে করিয়া মিলন। লঙ্কার অধিপতি হইল বিভীষণ॥ রাজা হ'য়ে তরিলেন মৃত্যুর যাতনা। তবে শত্রুভাবে লাভ কি বল পূতনা॥ পূতনা বলে গরুড় জান ত অন্তরে। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু হ'য়ে কে আছে সংসারে॥ বিষে কি করিতে পারে হরিরে সংহার। হরিকে বধিতে পারে সাধ্য আছে কার॥ অমরে সমরে যিনি হয়েন পূজিত। জেনে শুনে কেন খগ বল অনুচিত॥ পক্ষী বলে জানি আমি কেবা মারে তাঁরে। তথাপি দিব না যেতে ব্রজের ভিতরে॥ চারিযুগে রহিল ত কলঙ্কের রাশি। হরিশত্রু হয়েছিল পূতনা রাক্ষসী॥ এই কথা

ত্রিভুবনে বলিবে যে লোকে। হরি-বধে গিয়েছিল স্তনে বিষ মেখে ॥ তাই বলি পূতনা ছাড় শত্রু-ব্যবহার। ত্রিভুবনে থাকিবে যে কলঙ্ক তোমার ॥ কংসের কথায় হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের মাসী। কলঙ্ক রাখিবে কেন পূতনা রাক্ষসী ॥ চারি যুগে যে শুনিবে সেই দিবে গালি। ক'রো না সঞ্চয় আর কলঙ্কের ডালি ॥ কৃষ্ণ বধে গিয়েছিল হ'য়ে কৃষ্ণে-মাসী। নিদয়া, নিষ্ঠুরা বড় পূতনা রাক্ষসী ॥ কি জন্যে অভক্ত তুমি হবে ত্রিভুবনে। বিষ ফেলে যাও তুমি কৃষ্ণ-দরশনে ॥ যাই বল পূতনা মায়ায় না ভুলিব। তব স্তনে বিষ আছে পথ না ছাড়িব ॥ পূতনা বলে গরুড় যা করে জগদীশ। থাকিতে এ দেহ নাহি ফেলি স্তনের বিষ ॥ তব বাক্যে শত্রুভাব আমি না ছাড়িব। স্তনের বিষ স্তনে রাখি ব্রজেতে যাইব ॥ পথ ছাড় গরুড় যে শুন বলি স্পষ্ট। আমি শত্রুভাবে কৃষ্ণ পাব জানে কৃষ্ণ ॥ কৃষ্ণের বাহন বলি রাখি তব মান। মানে মানে কর তুমি স্বস্থানে প্রস্থান ॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসে পূরায়ে মনোরথ। পক্ষী হ'য়ে আগুলিলে রাক্ষসীর পথ ॥ ভেবে দেখ গরুড় তুমি শ্রীকৃষ্ণের দাস। পক্ষী হ'য়ে করিলে হে রাক্ষসীরে গ্রাস ॥ কৃষ্ণের কতেক গুণ কি কব তোমারে। পক্ষী হ'য়ে রক্ষা পাও রাক্ষসী-সমরে। হায়রে কৃষ্ণের গুণ দেখিনু নয়নে। পক্ষী হ'য়ে রক্ষা পায় রাক্ষসীর রণে ॥ ধন্য ধন্য ধন্য কৃষ্ণ ধন্য কৃষ্ণদাস। পক্ষী হ'য়ে কর তুমি রাক্ষসীরে গ্রাস ॥ গরুড় হে তোমারে গ্রাসিতে করি ভয়। শুনে পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ এ কারণে বাঁচ রণে কৃষ্ণের কারণে। পক্ষী হ'য়ে বাঞ্ছা কর রাক্ষসীর রণে ॥ বারে বারে এত সব সহ্য নাহি হয়। পূতনা বলেন ডাক কৃষ্ণ দয়াময় ॥ এবারে গরুড়ে দণ্ড দিব যে নিশ্চয়। মোরে দোষী ক'র না হে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ কৃষ্ণ সাক্ষী করি পূতনা গরুড়ে কয়। আজি আমি তোমারে গ্রাসিব নিশ্চয় ॥ ইহা বলি পূতনা যে ধরিল গরুড়ে। গরুড়ও শ্রীকৃষ্ণে স্মরি গ্রাসিল পূতনারে ॥ পূতনা-দেহ গরুড়ের কণ্ঠে বাধিল। কণ্ঠরোধ হ'য়ে গরুড় ভূমেতে পড়িল ॥ অৰ্দ্ধ দেহ পূতনার গরুড়-জঠরে। অৰ্দ্ধেক

শরীর তার পড়িল বাহিরে ॥ না পারে গিলিতে গরুড় নারে উগারিতে। অচেতন হ'য়ে গরুড় পড়িল ভূমেতে ॥ যেমন সে ত্রেতাযুগে হনু মহাবীর। আম্র খেয়ে পড়েছিল সমুদ্রের তীর ॥ সেইরূপ হ'য়ে গরুড় ভূমেতে পড়িল। অজগর নামে এক সর্প তথা ছিল ॥ পূতনার মস্তক পড়ে ধরণী-উপর। আসিয়া করিল গ্রাস সেই অজগর ॥ পূতনার মাথা ধরি অজগর টানিল। গরুড়ের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল ॥ রক্ষা পেয়ে গরুড় উঠিল তৎপর। দেখিতে পাইল গরুড় সর্প অজগর ॥ পূতনার দেহ গ্রাসি ত্রাসিত অন্তর। গরুড়কে দেখে কাঁপে সর্প অজগর ॥ গরুড় বলে শুন ওহে সর্প অজগর। প্রাণদান দিয়া রক্ষা করিলে আমার ॥ পূতনাকে গ্রাস করি ঘুচাইলে ভয়। আজি হৈতে তুমি মম কৃষ্ণ দয়াময় ॥ রক্ষা কৈলে অজগর গ্রাস ক'রে বৈরী। অদ্য হৈতে তুমি মম দীনবন্ধু হরি ॥ মম পৃষ্ঠে অজগর কর আরোহণ। তোমায় লইয়া যাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥ আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে গুণরাশি। সর্প দেহ পরিহরি হও স্বর্গ-বাসী ॥ যদি মোর থাকে ভাই কৃষ্ণ-প্রতি মন। অবশ্য হইবে তব স্বর্গেতে গমন ॥ অজগরে বীর অভয় দিল তখন। নিজ স্থানে গরুড় করিল আগমন ॥ গরুড় বীর তখন জানিল অন্তরে। পূতনাকে গ্রাস কৈল সর্প অজগরে ॥ মায়া দেহ রাখিয়া পূতনা পলাইল। তাহার তদন্ত কিছু গরুড় না জানিল ॥ সহজে রাক্ষস জাতি মায়ায় ভুলাইল। কিছু দূরে যে পূতনা সে পূতনা হৈল ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। নন্দালয়ে পূতনা করিল আগমন ॥ ভাগুরি মুনির মত অদ্ভুত ভাগবতে। পূতনা-গরুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল পথে ॥ ঈশ্বর সরকার বলে শ্রীকৃষ্ণ-পদে। তাহারে উদ্ধারে হরি যে পড়ে বিপদে ॥ সর্পদেহ ধরি গরুড়ে দিলেন অভয়। ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কৃষ্ণ দয়ামম ॥ দয়াময় নাম তব শুনেছি শ্রবণে। আমায় নিদয় হৈলে বাঁকুড়ার বনে ॥ মম কর্ম্মফল ওহে কৃষ্ণ দয়াময়। এ অধম দুরাচারে হইলে নিদয় ॥

অদ্ভুত ভাগবত

শ্লোকঃ

ন জানে বেদব্যাসয়ং অদ্ভুত ভাগবতম্
ভাগুরি বারুণিয়ং উবাচ যথা ॥ ১
কিং করিষ্যাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপাকদামধ্যাং।
তত্ত্বঞ্চ করোতি অদ্ভুতো মেবহ্নিগতং ॥ ২
ভাগুরিয়ং উপজাতিং তস্যাঞ্চমেবহ্নিঃ।
অদ্ভুত ভাগবতং তস্যং তস্যাৎ করোতি॥ ৩
ব্রহ্ম জানামি লীলায় ন জনামি সদা।
বিষ্ণুঃ ভবেৎ ভূষায়াং যো ইচ্ছা ঈশ্বরং ॥
নরোত্তমং ন জনামি নারায়ণঃ ভবেৎ সদা॥ ৪
কৃষ্ণঃ করোতি মায়াবি বিষ্ণুমায়া যেষাং।
ভবতারণঃ কৃষ্ণঃ সেহ সদা ॥ ৫

(অদ্ভুত ভাগবতে ভাগুরি মুনির মতে
পঞ্চমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তঃ।)

ভাগুরির মতে শ্রীঅদ্ভুত ভাগবতে। পূতনা-গরুড়ে যুদ্ধ হ'য়েছিল পথে॥ বাহুল্য বলিয়া ব্যাসদেব না লিখিল। অদ্ভুত ভাগবত সে ভাগুরি প্রকাশিল॥ সংস্কৃত হইতে যে করিয়ে উদ্ধার। সর্ব্ব সাধারণের করিতে উপকার॥ শ্রোতাগণ শুনহ অদ্ভুত ভাগবত। যাহা শ্রবণেতে হয় পূর্ণ মনোরথ॥ যে যাহা করয়ে ইচ্ছা পূর্ণ তাহা হয়। ইচ্ছায় বিরাজে ব্রজে কৃষ্ণ দয়াময়॥ ভাষায় লিখিনু আমি পয়ারাদি ছন্দে। কৃষ্ণভক্ত সাধুজন শুনিবে আনন্দে॥ মূঢ়মতি আমি যে ঈশ্বর সরকার। সাধুর সমাজে লিখি সাধ্য কি আমার। ভয়ে ভীত হ'য়ে তৃণ ধরিনু দশনে। নিবেদন করি কিছু সাধুর চরণে॥ কোন স্থানে যদ্যপি মূলেতে ভুল থাকে। সংশোধন করি দোষ ক্ষমিবে আমাকে॥ আমি অতি হীনমতি অজ্ঞান দুরাচার। জ্ঞান-সিদ্ধ বস্তু কিছু নাহিক আমার॥ অনিত্য ভ্রমণে পাকিল মাথার কেশ। অদ্যাবধি না হইল জ্ঞানের উদ্দেশ॥ শ্রোতাগণ শুন সবে অদ্ভুত ভাগবত। শ্রবণেতে সক

হয় পূরে মনোরথ ॥ যে যাহা ইচ্ছা করে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ইচ্ছায় বিরাজে ব্রজে কৃষ্ণ দয়াময় ॥

পূতনার নন্দালয়ে গমন

৩

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

পূতনা চলিল ব্রজে পদব্রজে।
যথায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিরাজে ॥
কৃষ্ণেরে ক'রে শত্রুপণ, স্তনে বিষ মেখে এলেন,
মাসী হ'য়ে পূতনা গোকুলের মাঝে ॥

নন্দালয়ে করিলেন পূতনা প্রবেশ। দেখিলেন যশোদার কোলে হৃষীকেশ ॥ নন্দরাণী কোলে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া। হেনকালে সে পূতনা উত্তরিল গিয়া ॥ মায়া করি আসি মায়া-কান্না প্রকাশিল। যশোদার সম্মুখেতে কান্দিতে লাগিল ॥ কান্দিয়া পূতনা তারে বলিল তখন। বলহ যশোদা দিদি, আছ গো কেমন ॥ ইহা বলি পূতনা প্রণমে যশোদায়। ঈষৎ হাসিল কৃষ্ণ দেখে পূতনায় ॥ মনে মনে বলে কৃষ্ণ পূতনাকে দেখে। এসেছ গো মাসী হ'য়ে স্তনে বিষ মেখে ॥ মায়া করি এলে হ'য়ে কংসের হিতৈষী। স্তনে বিষ মেখে এলে হ'তে মম মাসী ॥ মাসী নাম ঘুচি তব বধিব জীবন। মৃত্যু-হেতু আজি তব ব্রজে আগমন ॥ মনে মনে বলি কৃষ্ণ ক্রোধ সম্বরিল। পরে নন্দরাণী পূতনারে জিজ্ঞাসিল ॥ কাহার নন্দিনী তুমি কোথা তব ধাম। কহ শুনি বরাননি কিবা তব নাম ॥ তোমায় আমায় চেনা নাই অদ্যাবধি। অকস্মাৎ কেন তুমি বল মোরে দিদি ॥ চিনি না তোমায় আমি আমায় চিনিলে। দিদি ব'লে এসে আমায় প্রণাম করিলে ॥ পূতনা বলেন দিদি আমায় চিন না। তব কনিষ্ঠা ভগ্নী আমি নাম যে পূতনা ॥ পূতনার নাম ধরি অন্ত ভিন্ন

নই। আমায় চিন না তব কনিষ্ঠা ভগ্নী হই॥ বহুদিন তব সহ দেখা শুনা নাই। বিধবা হয়েছি আমি বড় কষ্ট পাই॥ অন্নাভাবে বর্ণ কালী অদৃষ্টে কি আছে। বিধবা হয়েছি আমি যাই কার কাছে॥ ভাবিতে ভাবিতে তোমায় পড়িল যে মনে। যশোদা দিদি রাণী হয়েছে বৃন্দাবনে॥ শুনেছি ভগ্নাপতি ভূপতি বৃন্দাবনে। চিরকাল সুখে রব জুড়াব জীবনে॥ পরম সুখেতে রব ঘুচিবে দুর্গতি। রাণীর ভগ্নী হব ভগ্নাপতি ভূপতি॥ এ আশায় আসা মম নিবেদন করি। যে আশায় আসা যেন পূর্ণ হয় হরি॥ লোকমুখে এই কথা শুনেছিনু স্পষ্ট। রাণীর হয়েছে পুত্র নাম তার কৃষ্ণ॥ শুনেছিনু যাহা তাহা দেখিনু নয়নে। নয়ন সফল হ'ল কৃষ্ণ দরশনে। আর চিন্তা নাহি দিদি স্থির কর মন। আমি করিব কৃষ্ণের লালন-পালন॥ পরম সুখেতে গৃহে কার্য্য কর দিদি। অদ্য হৈতে তব দুঃখ ঘুচাইল বিধি॥ নিত্য নিত্য আমি তোর ল'য়ে নীলমণি। কোলে করি খাওয়াইব ক্ষীর সর ননী॥ ইহা শুনি রাণী তখন মায়ায় ভোলে। কৃষ্ণকে দিলেন রাণী পূতনার কোলে॥ কৃষ্ণকে কোলেতে ল'য়ে পূতনা তখন। শ্রীকৃষ্ণের কালোরূপ করে নিরীক্ষণ॥ মনে মনে পূতনা শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি কয়। কোলে তোমায় পেয়েছি হে কৃষ্ণ দয়াময়॥ ধন্য ধন্য আমি ধন্য মহা পুণ্যবতী। আমার কোলেতে কৃষ্ণ জগতের পতি॥ কত যোগী ঋষি যারে না পায় ধ্যানেতে। হেন কৃষ্ণচন্দ্র আজি আমার কোলেতে॥ ধন্য ধন্য আজি কৃষ্ণ ধন্য হে তোমায়। যে তোমায় ডাকে হে সে তোমারে পায়॥ আমি ক্ষুদ্র নিশাচরী সহজে রাক্ষসী। অনায়াসে মোর কোলে বসিলে হে আসি॥ হাসি হাসি আসি কৃষ্ণ বসিলে হে কোলে। রাক্ষসী ব'লে আমায় ঘৃণা না করিলে॥ জাতিজ্ঞান নাই তব সকলে সদয়। জানিলাম তুমি সত্য কৃষ্ণ দয়াময়॥ সর্ব্ব জীবে দয়া তব জানে হে সকলে। তা নৈলে বসিবে কেন রাক্ষসীর কোলে॥ অন্তর্য্যামী তুমি হরি জানহ আমাকে। বধিতে এসেছি তোমা স্তনে বিষ মেখে॥ তথাপি আমায় তুমি হইলে সদয়। জানিলাম ধন্য তুমি কৃষ্ণ দয়াময়॥

এত দয়া না থাকিলে ওহে দয়াময়। লোকেতে বলিবে কেন কৃষ্ণ দয়াময়॥ নিদয়ে সদয় কৃষ্ণ হইলে আমাকে। আমি যে নিদয়, দিই স্তন বিষে মেখে॥ ধিক্ আমায় ধিক্, ধিক্ কংস রাজায়। শত্রু ভাবে এসেছি হে বধিতে তোমায়॥ এত সদয়ে নিদয় কেমনে হইব। বিষমাখা স্তন তব বদনেতে দিব॥ ইহা বলি পূতনা যে করয়ে রোদন। রাণী বলে পূতনা গো কান্দ কি কারণ॥ হরি কোলে ল'য়ে কর ক্রন্দনের রোল। কেন কর আমার হরির অমঙ্গল॥ পূতনা বলিল দিদি কাঁদি যে কারণ। তাহার তদন্ত বলি করহ শ্রবণ॥ আহা মরি দিদি গো তোমার কি অদৃষ্ট। তব গর্ভে জন্মিয়াছে কুৎসিত শ্রীকৃষ্ণ॥ হায় বিধি দিদির অদৃষ্টে এই ছিল। সবে মাত্র এক ছেলে তাও হ'ল কালো॥ পরমা সুন্দরী তুমি মুনি ভুলে যায়। তব গর্ভে কালো ছেলে দেখে কান্না পায়॥ এই মম কথা দিদি বলি গো তোমারে। চক্ষে জল পড়ে মোর কালোরূপ হেরে॥ হেরিয়া গোবিন্দ-রূপ সন্দ মনে হয়। যেন এ কৃষ্ণের জন্ম তব গর্ভে নয়॥ মনের কথা কও গো শুনিব বিরলে। এমন কুৎসিত ছেলে কোথায় পাইলে॥ বোধ করি কৃষ্ণ হবে কোন রাজার ছেলে। কেবা ফেলে দিয়ে গেছে কৃষ্ণ কালো ব'লে॥ রাজপুত্র কালো হ'লে হয় উপহাস। কালো ছেলে রাখি নাই দেয় বনবাস॥ তাহার তদন্ত বলি শুনহ শ্রবণে। কালো ছেলে দশরথ দিয়েছিল বনে॥ সেই দশরথ রাজা অযোধ্যায় ধাম। জ্যেষ্ঠপুত্র কালো ছিল নাম তার রাম॥ রাজকুলে দেখিয়া কুৎসিত উপহাস। কালো ব'লে সীতা-সহ দিলে বনবাস॥ তাই বলি দিদি এবে মম বাক্য লও। কালো ছেলে কোথা পেলে সত্য ক'রে কও॥ ঈষৎ হাসিয়া রাণী পূতনারে বলে। দৈবেতে পেয়েছি কৃষ্ণ পূর্ব্ব-পুণ্যফলে॥ মম গর্ভে জন্ম নয় বলি তব কাছে। দয়া করি বিধি কৃষ্ণনিধি মিলায়েছে॥ পূতনা বলিছে তব শ্রীকৃষ্ণ উত্তম। কভু নাহি দেন বিধি উত্তমে অধম॥ অতি চমৎকার কালো তোমার কানাই। এমন চিকণ কালো ত্রিভুবনে নাই॥ যেন শোভা পায় মরি মেঘে সৌদামিনী। আহা মরি কিবা রাঙ্গা চরণ দুখানি॥ এত

ভক্তি-স্তুতি করে পূতনা তখন। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম দু'টী করে নিরীক্ষণ॥ দয়া করি পূতনাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখান। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে গঙ্গা বহিছে উজান॥ পূতনা বলয়ে শুন শুন নন্দ-রাণি। ঘেমেছে কৃষ্ণের ওই চরণ দু'খানি॥ পূতনা পরম ভক্ত দেখিল নয়নে। গঙ্গা বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে॥ অপরে অনেক কথা শুন ওহে রায়। সমস্ত লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ সরকার বলে সবে কর অবধান। শ্রীকৃষ্ণ করেন পূতনার স্তনপান॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

ধন্য পূতনা তুমি ভাগ্যবতী।
শ্রীকৃষ্ণ করেন স্তনপান হ'য়ে তোমার সন্ততি॥
কৃষ্ণধন অমূল্য, হৈলে যশোদার তুল্য,
পাবে বৈকুণ্ঠে গতি॥

পূতনা বধ

কে জানে কৃষ্ণের মায়া যে ভাবে সে জানে। শ্রীমুখ দিলেন কৃষ্ণ পূতনার স্তনে॥ টানে পূতনার স্তন ব্রহ্মভেদী টান। সে টানেতে পূতনার বাহিরায় প্রাণ॥ পর্ব্বত-প্রমাণ প্রায় পূতনা পড়িল। পূতনা-বধের কথা সরকার রচিল॥ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হয়ে পূতনা নিধন। পুষ্পরথে চড়ি করে স্বর্গেতে গমন॥ পূতনার দেহ পড়ি রহিল তথায়। সব গোপ-গোপীগণ দেখি-বারে ধায়॥ পর্ব্বত-প্রমাণ দেহ পূতনা রাক্ষসী। সুমেরু শিখর যেন পড়িয়াছে খসি॥ মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাণ্ড শরীর। সমরে পতিত যেন কুম্ভকর্ণ বীর॥ কি শোভিছে রণস্থল দেখিতে সুন্দর। পূতনার রুধিরে ভাসিল ব্রজপুর॥ রক্তে রাঙ্গা ব্রজ-ভূমি স্রোতে ভেসে যায়। মাংসাহারীগণ যত ব্রজপুরে ধায়॥ শৃগাল কুক্কুর আদি যতেক আছিল। সবে আসি পূতনার রুধির খাইল॥ রক্তময় ব্রজপুরী কিবা শোভা তায়। ভূত

আদি পূতনার রক্ত শুষে খায়॥ যশোদা বলে রাক্ষসী কোথা হৈতে এল। কোন্ বীরবর এই রাক্ষস মারিল॥ কে বধিল রাক্ষসী তাহারে নাহি দেখি। কোথা গেল পূতনা ভগ্নী শ্রীকৃষ্ণকে রাখি॥ কৃষ্ণকে ল'য়ে পূতনা ছিল এই ব'সে। কোথা গেল পূতনা কে মারিল রাক্ষসে॥ ইহা বলি নন্দরাণী কৃষ্ণ কোলে নিল। গোপীগণ মধ্যে রাধা ঈষৎ হাসিল॥ যশোদা বলেন রাধা তুমি কি বুঝিলে। কৃষ্ণ কোলে নিতে কেন ঈষৎ হাসিলে॥ যত গোপ-গোপীগণ আছে ব্রজস্থলে। কার মুখে বাক্য নাই তুমি যে হাসিলে। কহ কহ শ্রীরাধা হাসিলে কি কারণ। অবশ্য জানহ এ রাক্ষসী-বিবরণ॥ কে বধিল এ রাক্ষসী বল না বল না। কোথায় লুকালো মম ভগিনী পূতনা॥ শ্রীরাধা বলেন রাণি করহ শ্রবণ। যে কারণে হাসিলাম কহি বিবরণ॥ ক্ষুদ্র নারীবেশ ধরি হইয়ে মানুষী। দিদি ব'লে এসেছিল পূতনা রাক্ষসী॥ ছলনা করি পূতনা স্তনে বিষ মেখে। এসে-ছিল বধিতে তোমার শ্রীকৃষ্ণকে॥ কৃষ্ণচন্দ্র রক্ষা হৈল তব পুণ্যবলে। সেই পূতনা রাক্ষসী পড়ে রণস্থলে॥ এ কারণ হাসি আমি শুন নন্দরাণী। তুমি বল কোথা গেল পূতনা ভগিনী॥ রাণী বলেন শ্রীরাধা তোমারে জিজ্ঞাসি। বল শুনি কে বধিল পূতনা রাক্ষসী॥ এই কথা নন্দরাণী যখন বলিল। শ্রীরাধার মনো-মধ্যে কৃষ্ণ প্রবেশিল॥ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন মন্ত্রণা। আমার কথা রাণীকে বলো না ব'লো না॥ অন্তরেতে অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ বলিল। তাহা শুনি শ্রীরাধিকা গোপন করিল॥ শ্রীরাধা বলেন শুন গো মা নন্দরাণী। কে বধিল পূতনারে তারে নাহি চিনি॥ ইহা বলি শ্রীরাধা রাণীকে প্রবোধিল। গোপ-গোপিনী যতেক গৃহে প্রবেশিল॥ কহে কবি সরকার কৃষ্ণপদ সার। শ্রীবৃন্দাবনে হইল পূতনা উদ্ধার॥ ভাগুরি মুনির মত অদ্ভুত ভাগবতে। এরূপে পূতনা-বধ হইল ব্রজেতে॥

শকট ভঞ্জন

রাজার উক্তি

এ হেন আশ্চর্য্য কথা শুনি জন্মেজয়। মুনির নিকটে তথ্য পুনঃ জিজ্ঞাসয়॥ অতঃপর কি হইল গোকুলের মাঝে। শুনিতে বাসনা জাগে মম হৃদিমাঝে॥ প্রকাশ করিয়া কহ ওহে মুনিবর। কৃষ্ণলীলা কথা শুনি জুড়াক অন্তর॥ নৃপতিরে সম্বোধিয়া সৌতিমুনি কয়। শুন এবে কৃষ্ণলীলা ওহে মহাশয়॥ কৃষ্ণনাম সব চেয়ে সুধামাখা হয়। শুনিলে না মিটে তৃষা পিপাসা বাড়য়॥ গোকুলেতে শিশু কৃষ্ণ সুধাংশুর প্রায়। দিনে দিনে বাড়ে ব্রজে আঁধার ঘুচায়॥ একদিন নন্দরাণী করিলেন মনে। সধবা পূজিব আমি পুত্র জন্মদিনে॥ একে বিশ্বপতি শিশু জননীর প্রাণ। মায়াতে আবদ্ধ রাণী পুত্র ধ্যান জ্ঞান॥ স্নেহ ভরে হিতচিন্তা করিতে কেবল। সদাই কামনা করে পুত্রের মঙ্গল॥ জন্মদিন উপলক্ষে করিতে উৎসব। যশোমতী নিমন্ত্রণ করিলেন সব॥ যতেক সধবা নারী ছিল যেই স্থানে। নন্দালয়ে আনিলেন নিমন্ত্রণ দানে॥ নন্দপুরে যত নারী করি আগমন। আনন্দে বিহ্বল পুত্রে করি নিরীক্ষণ॥ সবে বলে নন্দরাণী বহু পুণ্যফলে। লভিয়াছে ইহজন্মে এ পুত্রকমলে॥ বুকে ল'য়ে কেহ চুম্বে শিশুর বদন। দর্শনে স্পর্শনে কারো মুগ্ধ হয় মন॥ উপযুক্ত শুভকাল করিয়া গণন। যশোমতী আরম্ভিলা সধবা পূজন॥ পুত্রেরে নিদ্রিত করি লইয়া যতনে। শকটের নীচে তারে রাখিল শয়নে। বৃহৎ শকট সেই পূর্ণ দধি পাত্র। ক্ষীর ছানা মাখনাদি পরিপূর্ণ গাত্র॥ শকটের নীচে রাখি সুরম্য শয্যায়। নন্দরাণী রত হ'লো সধবা পূজায়॥ অচেতন হ'যে নিদ্রা যান নারায়ণ। নিশ্চিন্ত হইল গোপী নেহারি শয়ন॥ গুয়াপান তৈল আদি হরিদ্রা সুন্দর। সিন্দুর মিষ্টান্ন দধি লইয়া বিস্তর॥ উৎসবে মাতিল সবে আনন্দিত মনে। এমন সময় শব্দ হইল গৃহ কোণে॥ সহসা গৃহের মধ্যে শুনিয়া নিনাদ। সবে ভাবে হায় একি ঘটিল প্রমাদ॥ শুনিয়া গৃহের মধ্যে শিশুর রোদন। হায়

হায় করি গোপী ছুটিল তখন ॥ হয়ত শিশুর কোন বিপদ ঘটিল। ভাবিতে কাঁপিল প্রাণ ত্বরায় ছুটিল ॥ গৃহস্থের যত শিশু ছিল সেই স্থানে। যশোদার কাছে যায় কম্পিত পরাণে ॥ আশ্চর্য্য কুমার এই হয় গো জননী। ক্ষুদ্রপদে এ শকট ভাঙ্গিল আপনি ॥ ইহা শুনি গোপ গোপী হয় চমকিত। ত্বরায় যাইল পুত্র যথায় শায়িত ॥ ত্বরা করি পুত্র ল'য়ে করিল চুম্বন। স্নেহভরে দিল গোপী চন্দ্রাননে স্তন ॥ তবে বলবান যত ছিল গোপগণ। শকট রাখিল সব পূর্ব্বের মতন ॥ প্রাণ দিতে পারে গোপী পুত্রের কারণে। তাহার অশুভ বল দেখিবে কেমনে ॥ মমতায় করে গোপী মঙ্গল আচার ॥ গ্রহ যাগ যজ্ঞ বলি স্বস্তিক ব্যাভার ॥ ব্রাহ্মণ আনায়ে কত আশীর্ব্বাদ লয়। শিশুর সেবক দ্বিজ মনে নাহি হয় ॥ সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্ম প্রভু ভগবান। মায়বদ্ধ জীব তাহে না বুঝে প্রমাণ ॥ দীন দুঃখী দ্বিজগণে দেয় নানাধন। আনন্দে পূর্ণিত হ'লো গোকুল-ভবন ॥ দিব্য ফলমূল দিয়া পূজয়ে ব্রাহ্মণ। দিব্য রত্ন দান দিল বসন ভূষণ ॥ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যোগী হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে। আশীর্ব্বাদ করি যায় আপন আলয়ে ॥ এই মত শিশু ভাবে শ্রীহরি কুমারে ॥ নন্দ যশোমতী রাখে বিবিধ আচারে ॥ এই ত কহিনু রাজা শকট ভঞ্জন। অতঃপর কি কহিব বল হে রাজন্ ॥

তৃণাবর্ত্ত বধ

জন্মেজয় কহিলেন মুনিবর প্রতি। অতঃপর কি করিল সে কংস ভূপতি॥ মুনি কন তদন্তর শুন নরবর। তৃণাবর্ত্ত বধ কথা অতি মনোহর॥ পূতনা নিধন শুনি তবে কংসরায়। পাত্র মিত্র সহ যুক্তি করে মথুরায়॥ মন্ত্রিগণ বলে রাজা ভয় নাই তব। গোকুল হইতে কৃষ্ণে ধরিয়া আনিব॥ আনিব বালকে ধরি আজ্ঞা কর রায়॥ গোপের নন্দন সেই তারে কে ডরায়॥ আজ্ঞা কর মহারাজ যাই ব্রজপুরে। কৃষ্ণসহ নন্দকে আনিব গিয়ে ধ'রে॥ সহজে বালক কৃষ্ণ তায় গোপবৃন্দ। বালক বধিতে রাজা কেন কর সন্দ॥ নাশিব গোপের কুল গোকুল লুটিব। আজ্ঞা কর পুলকে সে বালক বধিব॥ তোমার ভয়েতে কৃষ্ণ গোকুলেতে গিয়ে। প্রাণরক্ষা কৈল সে গোপের অন্ন খেয়ে॥ সহজে রাখাল বেটা গোধন চরায়। রাখাল বধিতে কেন ভাব ওহে রায়॥ তৃণাবর্ত্ত নামে ছিল অসুর-প্রধান। যোড়করে কহে কথা রাজা বিদ্যমান॥ তৃণাবর্ত্ত কহে ওহে আজ্ঞা কর রায়। কৃষ্ণসহ নন্দে ধ'রে আনি মথুরায়॥ সহজেতে শিশু কৃষ্ণ নন্দ গোপজাতি। তাহারে বধিতে বল কিসের যুকতি॥ আজ্ঞা কর ভূপতি গোপজাতি নাশিব। অকূল যমুনা-মাঝে গোকুলে ডুবাইব॥ ঈশ্বর সরকার কহে, ওহে ভক্তগণ। বৃন্দাবনে তৃণাবর্ত্ত অসুর পতন॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান

কৃষ্ণ কি তোমার মায়া, তুমি হে মায়ার মায়া,
কি মায়া প্রকাশিলে গোকুলে ক'রে মায়া।
জনমিলে দেবকীর অংশে, নাশিতে রাজা কংসে,
গোপবংশে তুমি করিলে দয়া॥

তৃণাবর্ত্তাসুরের বৃন্দাবন যাত্রা

তৃণাবর্ত্ত বলে রায়, বিদায় কর ত্বরায়, যাইব নন্দরায় ধরিতে। শ্রীকৃষ্ণ নব বালক, ধরিব হ'য়ে পুলক, আনিব এ মথুরাতে॥ গোপের রাজা শ্রীনন্দ, তার জন্য নিরানন্দ, সন্দ কর রায় কি কারণ। গোপজাতি হয় তুচ্ছ, তারে কেন ভাব উচ্চ, শ্রীকৃষ্ণ হয় তার নন্দন॥ তব ভয়ে ব্রজপুরে, রহিল গোপের ঘরে, জনমিয়ে দেবকী-উদরে। ত্যজি নিজ পিতামাতা, নন্দকে বলিল পিতা, গোপগৃহে গোপকার্য্য করে॥ গোষ্ঠে যায় রাম-কানু, বৃন্দাবনে রাখে ধেনু, বেণু বাজাইয়া মন হরে। রাখা-লের হয় শ্রেষ্ঠ, খায় রাখাল-উচ্ছিষ্ট, ধেনু ল'য়ে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে॥ লইয়ে রাখাল দল, তুলে খায় বনফল, কত বল ধরে সেই কৃষ্ণ। গোপসহ মহীপাল, আনিব ধেনুর পাল, মথুরায় আনি সেই দুষ্ট॥ ধরি গোপ ধেনুপাল, আনিব হে মহীপাল, গো-পাল সহ সেই গোপালে। প্রতিজ্ঞা কৈনু ভূপাল, মারিব সেই গোপাল, যা থাকুক্ আমার কপালে॥ কিছু সৈন্য দেহ সঙ্গে, যুঝিব রণ-তরঙ্গে, পতঙ্গে যেমন করি ধরে। কি ছার সে গোপানন্দ, তার জন্য নিরানন্দ, সন্দেহ কেন করহ অন্তরে॥ কবি সরকার কয়, জানা যাবে মহাশয়, কেমন হে বীর গুণনিধি। ব্রজেতে গিয়ে ত্বরায়, এ মধুর মথুরায়, কৃষ্ণে ধ'রে আন্‌তে পার যদি॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান

পার হ'লে অকূলে, এলে হে গোকুলে,
গোপকুলে রাখিলে ঘোষণা।
তুমি হে রাম রাঘব, চরণে পাষাণ মানব,
ধীবরের কাষ্ঠ-তরী হয় সোনা॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি হে পরমার্থ,
পরমাত্ম সত্য সত্য আছে জানা॥

তৃণাবর্ত্ত সাজিলেন কৃষ্ণে ধরিবারে। সৈন্যগণ সঙ্গে ল'য়ে গেল ব্রজপুরে॥ যথায় রাখেন কৃষ্ণ গোষ্ঠ বৃন্দাবনে। উপনীত তৃণাবর্ত্ত সহ সৈন্যগণে॥ দেখিলেন তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণ গোষ্ঠে থাকি। খেলিছে রাখাল সঙ্গে হ'য়ে বড় সুখী॥ বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ক'রে রাজা। রাখালেরা আছে তথা হ'য়ে সব প্রজা॥ হয়েছে কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা কোটাল। পাহারা দিতেছে কেহ হ'য়ে দ্বারপাল॥ কেহ হ'য়ে সিংহাসন সভার ভিতরে। শ্রীকৃষ্ণেরে বসায়েছে পিঠের উপরে॥ কেহ বা বৃক্ষের ভাঙ্গিয়াছে লতা-পাতা। কৃষ্ণের মাথায় সব ধরিয়াছে ছাতা॥ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেতে দাঁড়ায়ে দুইজন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে করে চামর ব্যজন॥ কেহ শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে চন্দন করে দান। কেহ বা আনন্দে করে কৃষ্ণ-গুণগান॥ আর যত রাখাল মালা গাঁথি বনফুলে। অর্পণ করয়ে সবে শ্রীকৃষ্ণের গলে॥ কেহ কেহ পুষ্প তুলে আনি সমাদরে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যত্নে পূজা করে॥ বনফল সমাদরে আনিয়ে সকলে। আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের বদনে দেয় তুলে॥ করিয়া রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে রাজা। মনোসুখে রাখালেরা হয় সব প্রজা॥ পরেতে কহিব তৃণাবর্ত্ত সহ রণ। এক্ষণে শঙ্কর-চিলের শুন বিবরণ॥ পেচক আর শঙ্কর-চিল বৃন্দাবনে। বহুদিন থাকে বাসা করি দুইজনে॥ এক বৃক্ষে এক ডালে বাসা দুইজনে। বহুদিন বাসা ক'রে আছে বৃন্দাবনে॥ শঙ্কর-চিল বলে শুন পেচক-নন্দন। বড় লজ্জা পাই আমি তোমার কারণ॥ তুমি হ'লে জাতে পেঁচা আমি শঙ্কর-চিলে। তোমা হৈতে বড় আমি জাতে-কুলে-শীলে॥ এক বৃক্ষে বাসা আর শোভা নাহি পায়। অন্য বৃক্ষে যাও ভাই কহিনু তোমায়॥ তুমি থাকিলে আমার মজে কুলশীল। তুমি জাতে পেঁচা আমি হই শঙ্কর-চিল॥ তুমি নিজে নীচজাতি পেঁচার নন্দন। আমি হই শঙ্কর-চিল ঠাকুরে গণন॥ তুমি আমি থাকা নয় এক বৃক্ষোপরে। বৃন্দাবন হৈতে তুমি যাও স্থানান্তরে॥ এতেক শঙ্কর যদি পেচকে কহিল॥ বাসার কারণে দোঁহে দ্বন্দ্ব আরম্ভিল॥ যেমন ত্রেতায় পেচক গৃধিনী দু'জনে। কোন্দল করিয়াছিল

বাসার কারণে ॥ বিচার করেছিলেন রাম রঘুমণি। গণ্ডগোল বৃন্দাবনে হইল তেমনি ॥

চিলের প্রতি পেচকের উত্তর

পেচক বলয়ে চিল কহ সত্য ভাষা। এই বৃন্দাবনে আগে কে করেছে বাসা ॥ চিল বলে যখন বন ছিল না এখানে। তখন করেছি বাসা এই বৃন্দাবনে ॥ বৃন্দাবনে আগে বাসা করিয়াছি আমি। বৃন্দাবনে ছিল না কেহই, মাত্র ভূমি ॥ পেঁচা বলে চিল তোর বুদ্ধি নহে সূক্ষ্ম। বন না থাকিলে, বৃক্ষ কোথা পেলি মূর্খ ॥ আর এক কথা বলি চিলের নন্দন। কৃষ্ণ-অগ্রে কি হয়েছে এই বৃন্দাবন ॥ এই কথা কহ দেখি মন করি দৃঢ়। কৃষ্ণ বড় হয় কি শ্রীবৃন্দাবন বড় ॥ চিল বলে পেঁচা তোর বুদ্ধি সাধারণ। কৃষ্ণ হ'তে বড় হয় এই বৃন্দাবন ॥ শুনিয়া চিলের কথা পেঁচা তবে কয়। কৃষ্ণ ছাড়া কি মধুর বৃন্দাবন হয়। চিল বলে শুন পেঁচা কি কব রে তোরে। যেদিন জন্মেছে কৃষ্ণ দেবকী-উদরে ॥ কংস-ভয়ে পলাইয়া এসেছে এখানে। রাখালসহ ধেনু চরায় বৃন্দাবনে ॥ দুগ্ধের বালক কৃষ্ণ দুগ্ধ-গন্ধ মুখে। বৃন্দাবন হ'তে বড় বলি কোন্ মুখে ॥ পেঁচা বলে মূর্খ চিল কহ দেখি শুনি। কতদিনের বৃদ্ধ হবে নারদ মুনি ॥ যদি কালি জন্মেছে কৃষ্ণ দেবকী-উদরে। তবে বুড়া হ'ল নারদ কৃষ্ণনাম ক'রে ॥ কৃষ্ণ জন্মেছেন হ'য়ে দেবকীর ছেলে। এতদিন নারদ কৃষ্ণনাম কোথা পেলে ॥ শিব বল কৃষ্ণনাম পাইল কোথায়। দিবানিশি পঞ্চমুখে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ না জন্মিতে সুধা কৃষ্ণনাম যে হইল। ভক্তগণে কৃষ্ণ নাম কোথায় পাইল ॥ এ বৃন্দাবনে কোকিল পুলকিত কায়। দিবানিশি তমালে বসি কৃষ্ণগুণ গায় ॥ শুক-শারী সারি সারি বসিয়া তমালে। কৃষ্ণগুণ গান করে প্রভাতের কালে ॥ বৃন্দাবনে গোপীগণে সবে কৃষ্ণপ্রাণা। দিবানিশি করে সবে কৃষ্ণের সাধনা ॥ মা যশোদা সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে বলে। কৃষ্ণ ব'লে পূজা করে যমুনার জলে ॥ ক্ষীর সর নবনী লইয়া রাণী করে।

উদ্দেশে অর্পণ করে সে কৃষ্ণের করে ॥ যশোদা করিয়ে পূজা যবে গৃহে যায়। উদ্দেশে প্রণাম করে শ্রীকৃষ্ণের পায় ॥ যদি কংস-ভয়ে কৃষ্ণ এলেন বৃন্দাবনে। তবে মা হ'য়ে প্রণাম করে পুত্রের চরণে ॥ কল্য কৃষ্ণ এসেছে এই ব্রজপুরে। চিরকাল মা যশোদা কৃষ্ণে ভক্তি করে ॥ কংস-ভয়ে কৃষ্ণ ব্রজে দিল এসে দেখা। চিরকাল উদ্ধব যার মথুরাতে সখা ॥ অক্রুর নামে কৃষ্ণভক্ত থাকে মথুরায়। কংস-সভায় দিবানিশি কৃষ্ণগুণ গায় ॥ কত শত কৃষ্ণভক্ত আছে মথুরায়। অনেক বর্ণিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায় ॥ চিল প্রতি পেঁচা যদি এতেক কহিল। চির স্বভাবের দোষে অভাব ঘটাইল ॥ চিল বলে শুন পেঁচা বলি পরিচয়। যে কৃষ্ণের ভক্ত উদ্ধব সে কৃষ্ণ এ নয় ॥ নারদ-ঋষি ডাকেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে। সে কৃষ্ণ নয় এ কৃষ্ণ দেবকীর ছেলে ॥ যেই কৃষ্ণ-নাম জপে শিব মৃত্যুঞ্জয়। সে কৃষ্ণ করিবেন কেন কংসকে ভয় ॥ যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজেন বৈকুণ্ঠ-ভুবনে। সে কৃষ্ণ আসিবেন কেন এ বৃন্দাবনে ॥ ব্রহ্মা-আদি যে কৃষ্ণকে ধ্যানে নাহি পায় ॥ সে কৃষ্ণ কি কখন গোপের অন্ন খায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগতের ইষ্ট কল্পতরু। সে কেন এ বৃন্দাবনে চরাইবে গরু ॥ যে কৃষ্ণ জগতের ইষ্ট চতুর্যুগে আছে। যাঁর নাম জ'পে কত পাপী ত'রে গেছে ॥ যশোদা কান্দেন সদা সেই কৃষ্ণব'লে। সেই হয়েছেন এই দেবকীর ছেলে ॥ এইরূপে শঙ্কর-চিল কৃষ্ণনিন্দা কৈল। কতেক লিখিব তার যতেক ভর্ৎসিল ॥

আতাই পক্ষীর প্রতি পেচকের প্রত্যুত্তর

পেচক বলে শুন চিল মূর্খ পাষণ্ড। পক্ষিকুলে জন্ম তোর নাই জ্ঞানকাণ্ড ॥ এক কৃষ্ণ জগদীশ জগত-ঈশ্বর। লীলার কারণে ধরে নর-কলেবর ॥ কভু রাম কভু কৃষ্ণ কভু বনমালী। ভক্ত-মন ভুলায় কভু হ'য়ে কৃষ্ণ-কালী ॥ শত্রুভাবে কৃষ্ণ কংসে করিতে উদ্ধার। যশোদার বাঞ্ছা পূর্ণ পূতনা সংহার ॥ বৃন্দা-বনে গোপীগণের ভক্তির কারণে। যশোদা-নন্দন হ'লেন এই

বৃন্দাবনে ॥ অপর অনেক কথা না যায় বর্ণন। এইরূপে দোঁহার দ্বন্দ্ব হইল ভঞ্জন ॥ চিল বলে পেঁচা তুই সাধু ভাগ্যবান্। কৃপা ক'রে কৈলে কৃষ্ণ তোরে ভক্তি দান ॥ তুমি হে পরম সাধু দেবের দুর্ল্লভ। পক্ষিযোনি হ'য়ে হৈলে পরম বৈষ্ণব ॥ না জেনে কৃষ্ণের মর্ম্ম ধর্ম্ম নষ্ট কৈনু। তোমার নিকটে কত অপরাধী হৈনু ॥ তুমি কৃষ্ণভক্ত আছ বিহঙ্গমরূপে। ধন্য ধন্য তুমি ধন্য জানিনু স্বরূপে ॥ ধন্য শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার প্রকাশ। থাকিব এ বৃন্দাবনে হ'য়ে তব দাস ॥ তুমি জ্ঞান তুমি দাতা তুমি মহাজন। তোমা হ'তে জানিনু কৃষ্ণভক্তি কেমন ॥ তুমি গুরু আমি শিষ্য তোমার অধীন। দেহ ধরি বৃন্দাবনে রব তত দিন ॥ ইহা দেখি বিহঙ্গম বিহঙ্গী দু'জনে ॥ বাসা করি রহিল মধুর বৃন্দাবনে ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

ভক্তাধীন ভক্তের অধিক শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়।
এলেন বৃন্দাবনে গোচারণে, প্রাণময় ॥
গোষ্ঠবিহারী, বংশীধারী কংসারি দয়াময় ॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

বৃন্দাবন-বিহারী হরি এলেন বৃন্দাবনে।
কত পাতক নাশিতে পাতকি জনে ॥
ভক্তাধীন দয়াময়, অধীনে কেন নিরদয়,
বুঝিয়াছি রসময় ভক্তির কারণে ॥

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। তদন্তরে কিবা হৈল করিব শ্রবণ ॥ কৃষ্ণকে রাজা কৈল যত রাখালগণে। তৃণাবর্ত্ত কি করিল আসি বৃন্দাবনে ॥ তৃণাবর্ত্ত কংস-চর হ'য়ে ব্রজে এল। গোষ্ঠে আসি তৃণাবর্ত্ত কি কার্য্য করিল ॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। তৃণাবর্ত্ত আসি কৈল গোধন হরণ ॥ সৈন্যসামন্ত তৃণাবর্ত্তের যত ছিল। গোধন হরিতে তৃণাবর্ত্ত আজ্ঞা দিল ॥ তৃণাবর্ত্তের আজ্ঞায় যত সেনাগণ। হরিতে লাগিল যত গোষ্ঠের

গোধন ॥ তৃণাবর্ত্ত করিতেছে কৃষ্ণ-অন্বেষণ। কৃষ্ণকে করেছে রাজা যত রাখালগণ ॥ তৃণাবর্ত্ত উপনীত তথায় হইল। শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে রাজা দেখিতে পাইল ॥ তৃণাবর্ত্ত অসুর শ্রীকৃষ্ণকে না চিনে। বিস্ময় হইল তৃণাবর্ত্ত হেরিয়া নয়নে ॥ অন্ত-র্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে জানিল। কংসের দূত হ'য়ে তৃণাবর্ত্ত আইল ॥ মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ বলেন তৃণাবর্ত্তে। প্রথমে কৃতার্থ তুমি হৈলে এ ভারতে ॥ গোষ্ঠের প্রথম লীলা কৈলে দরশন। এই ফলে হবে তব বৈকুণ্ঠে গমন ॥ কংস-অগ্রে হবে তব পাপের নিস্তার। শত্রুভাবে এসেছ যে হইতে সংহার ॥ তৃণাবর্ত্ত বলে শুন হে রাখালগণ। রাখালের মধ্যে বল কৃষ্ণ কোন্ জন ॥ রাখালগণ বলে কে তুমি বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় চাও কি কারণে ॥ বোধ করি হবে কোন রাজ-অনুচর। রাজার সম্মুখে এলে বুকে নাহি ডর ॥ কৃষ্ণ ভূপতি এই মধুর বৃন্দাবনে ॥ কৃষ্ণকে করেছি রাজা যত রাখালগণে ॥ রাখাল পৃষ্ঠাসনে বসেছে ঘনশ্যাম। রাখালের রাজা হন কৃষ্ণ এর নাম ॥ তৃণাবর্ত্ত কহিছেন কৃষ্ণ-বিদ্যমানে। কংস-ভয়ে পলায়ে এসেছ বৃন্দাবনে ॥ গোপনে গোপের গৃহে কংসের ভয়েতে। নন্দের ধেনু রাখ, বেণু ল'য়ে হাতে ॥ গোপ-অন্ন ভোজন করিছ কোন্ মুখে। তব তরে দেবকী রৈল পাষাণ বুকে ॥ কারাগারে বদ্ধ আছে তোমার কারণ। কোন্ লাজে বনমাঝে হয়েছ রাজন্ ॥ তোমারে খুঁজিতে কংস পাঠাইল চর। লুকায়ে রয়েছ বৃন্দাবনের ভিতর ॥ বসুদেব মনে বড় পায় মনস্তাপ। কংস-ভয়ে নন্দকে বলিলে হে বাপ ॥ গোয়ালিনী-পুত্র কোথা পাবে সিংহাসন। রাখালের পৃষ্ঠে বসি হয়েছে রাজন্ ॥ রাখাল রাজা রাখাল প্রজা এ বনেতে। গরু চরায়ে রাজা হ'লে গোপ সঙ্গেতে ॥ গোপিনী পুত্রের কেন এতেক সম্মান। বেঁধে ল'য়ে যাব আজি কংস-বিদ্যমান ॥ ইহা বলি তৃণাবর্ত্ত মায়া প্রকাশিল। মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল ॥ চল্লিশ যোজন হৈল দীর্ঘ পরিসর। মস্তক ঠেকিল গিয়ে গগন-উপর ॥ মহাভয়ঙ্কর রূপ দেখি শিশুগণ। কৃষ্ণেতে বেষ্টিত হয় ভয়ার্ত্ত জীবন ॥

যে রাখাল কৃষ্ণের সিংহাসন হয়েছিল। ভয়ে পলাইতে কৃষ্ণ ভুমিতে পড়িল॥ ভূতলে পড়িয়া লজ্জা হইয়ে তখন। বিশ্বম্ভরের মুর্ত্তি কৃষ্ণ করেন ধারণ॥ মহাভয়ঙ্কররূপ বর্ণিতে না পারি। তৃণাবর্ত্ত হৈতে উচ্চ হইলেন হরি॥ কক্ষ হৈতে স্নদর্শন বাহির হইল। তৃণাবর্ত্তের মাথা কাটি ভুমেতে ফেলিল॥ পরেতে তৃণাবর্ত্তের শরীর পড়িল। বৃন্দাবনেতে যেন ভূমিকম্প হইল॥ যে দিকে পড়িলেন তৃণাবর্ত্ত প্রকাণ্ড। বৃক্ষাদি লতা-পাতা হৈল খণ্ড খণ্ড॥ এইরূপে হইলে তৃণাবর্ত্ত নিধন। ভয়ে পলাইল যতেক সৈন্যগণ॥ দূত-মুখে কংসরায় সংবাদ পাইল। কৃষ্ণ-করে তৃণাবর্ত্ত নিধন হইল॥ ধন্য তৃণাবর্ত্ত ধন্য সরকার কন। শুভক্ষণে কৈলে বৃন্দাবনে আগমন॥ শ্রীকৃষ্ণের করে নিধন হইয়া পুলকে। পাপ পরিহরি গমন করিলে গোলোকে॥ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, মহা পুণ্যজন। কংস-অগ্রে হৈল তব বৈকুণ্ঠে গমন॥

শ্লোকঃ

ধন্য লোকং তং হরি ভক্তাঞ্চগতং লীলা।
শক্রভাবঃ কিমদ্ ভূতো যৎ ভক্তি দুর্লভাম্॥ ১
অভাজনং অভ্যাং গতং গতিস্তঃ পদাম্বুজে।
কিং করিষ্যাং রবিসুতাং তৎপরং সাধকম্॥ ২
ভবিষ্যাং ভবতিনয়া ধন্য তং লীলাময়ম্।
অহং মূঢ়মতি তৎপাদং মতির্নাঞ্চয়ং ভবেৎ॥ ৩
ভক্তাঞ্চ ভকতিময়ং ভবার্ণব-নাবিকম্।
তদ্ ইচ্ছা যৎলীলাময়ং কিং ভূতাং॥ ৪
করতি কল্যাণং যস্যা তস্যাঞ্চ নামকম্।
হৃদাং মহবেশু নিরাপদং ভবেৎ॥ ৫
কিং ভক্তিমুক্তিপ্রদাঃ তৎ পদাৎ পদেৎ।
যো নরা সাধকঃ হরি হরিনামং করোতি ফলম্॥ ৬
হংসাসনং ধ্যায়তি সর্ব্বে যোগিনী ফণীন্দ্র ফণা।
ভক্তি প্রণতি স্তুতি যৎ করিষ্য তৎপরম্॥ ৭

এহং ভবতি যস্যাঞ্চ মারুতি ভবেৎ।
রামায়ণং লীলা এতং পদে করোতি যস্যা ॥ ৮

এতদর্থে অষ্টমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তোঽয়ম্।

করিতে বাসনা পূর্ণ, ভক্ত হেতু অবতীর্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে রাখাল সঙ্গ। গোপ জাত অপদৃষ্টে, পতিতপাবন কৃষ্ণে, রঙ্গ ভঙ্গ হেতু হইল ত্রিভঙ্গ ॥ লীলায় হ'য়ে পুলকে, ত্যজ্য করিয়া গোলোকে, গোলোক হইতে ভক্তগণে। হরিনাম দিয়া নরে, কিম্বা পশু বানরে, উদ্ধারিলে কত শত দীনে ॥ কত দয়া প্রকাশিলে, জলেতে ভাসায়ে শিলে, নাশিলে হে জীবের পাতক। কে জানে তোমার মায়া, তুমি হে মায়ার মায়া, মাযাতে হও নর জাতক ॥ কখন কি ভাবে রও, কার ভাগ্যে সদয় হও, তুমি দয়াময় হে শ্রীহরি। তব মায়া বর্ণিতে না পারি, কভু নর কভু নারী, কভু দ্বিজ ছদ্মবেশধারী ॥ গিয়া হে বামনরূপে, ভুলায়ে বলি ভূপে, ত্রিপাদ ভূমি লইলে দান। বার করি নাভিপদ্ম, বলিকে করিলে বদ্ধ, তৎপরে পাতালে দিলে স্থান ॥ হ'য়ে বৃদ্ধ দ্বিজ-চিহ্ন, ছলিলে হে দাতাকর্ণ, বৃষকেতুর কাটিলেন মুণ্ড। দয়া করি প্রহ্লাদে, সে পরম আহ্লাদে, হিরণ্যকশিপু দিলে দণ্ড ॥ আমি অতি অভাজন, না জানি তব ভজন, বশীভুত নহে রিপু ইন্দ্র। না জানি হে তব ভক্তি, কিসে হব পাপ মুক্তি, আমি পাতকী ঈশ্বরচন্দ্র। পাতক করেছি যত, বর্ণিতে না পারি তত, আমি জ্ঞানহত যে পামর। অদ্যাবধি সেই পাপে, আছে মন লুপ্তভাবে, কিসে জিনি শমন-সমর ॥ জ্ঞানতত্ত্ব পরিহরি, মুখে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল বিষাদ হরিষে। ভালে পরেছি তিলক, হাসাইতে ঐ ত্রিলোক, ভক্তি বিনে মুক্তি হবে কিসে ॥

প্রভাস খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

সৌতি মুনির প্রতি রাজা জন্মেজয়ের প্রশ্ন

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। তদন্তরে কি হইলা করিব শ্রবণ॥ তৃণাবর্ত্ত হত শুনি কংস নরপতি। কি মন্ত্রণা করিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ কারে পাঠালেন ব্রজে কহ মহাশয়। শুনিতে বাঞ্ছা মম শুনাতে আজ্ঞা হয়॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। তদন্তরে কি হইল করিব বর্ণন॥ তৃণাবর্ত্ত বধ কথা ভূপতি শুনিয়া॥ কিসে কৃষ্ণ বধ হয় না পায় চিন্তিয়া॥ পাত্রমিত্র সভাসদ্ যতেক আছিল। কংসকে বেষ্টন করি সভায় বসিল॥ কি করি উপায় ভাবে সে কংস রাজন্। হেনকালে আইল নারদ তপোধন॥ নারদে হেরিয়া রাজা অতি সমাদরে। গলে বাস দিয়া কংস দণ্ডবৎ করে॥ বসিতে আসন দিয়া যোড়করে কয়। কিবা যুক্তি করি কহ মুনি মহাশয়॥ গোকুলেতে শত্রু বাড়ে নন্দের নন্দন। কহ মুনি কিসে হয় শত্রুর নিধন॥ ঈষৎ হাসিয়া নারদ মনে মনে কন। বিলম্ব নাহিক তোর নিকট মরণ॥ এজন্য এসেছি আমি এই মথুরায়॥ মরণ ঔষধ তোর বান্ধিতে গলায়॥ ইহা ভাবি মনে মনে নারদ তখন। কহিছে কংসের প্রতি শুন হে রাজন্॥ আর যে মন্ত্রণা বলি শুনহ রাজন্। তুমি এক যজ্ঞ রাজা কর আরম্ভণ॥ বৃন্দাবনে নন্দ উপানন্দ আদি করি। নিমন্ত্রণ কর তুমি সহিত শ্রীহরি॥ যজ্ঞস্থানে এনে তারে তব অধিকারে। যজ্ঞ সূত্রে শত্রুবধ কর তৎপরে॥ আর এক বলি তবে নিগূঢ় রাজন্॥ নিমন্ত্রণ করিতে না যাবে অন্যজন॥ অক্রূর কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণ-

পরায়ণ। কৃষ্ণ আনিতে অক্রূরে করিবে প্রেরণ॥ দিব্য রথ সাজাইয়া দিবে নৃপমণি। শ্রীকৃষ্ণ আনিতে যাবে সে অক্রূর মুনি॥ ভক্ত দেখে আসিবে কৃষ্ণ নাহিক অন্যথা। যুক্তি দিনু মুক্তি পাবে শুন মম কথা॥ এত বলি নারদ যে মথুরা ত্যজিল। পুরোহিত ডাকি রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল॥ যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাইল বিশাই ডাকিয়া। যজ্ঞস্থল আদি কহি সব বিস্তারিয়া॥

গীত

রাগিণী বসন্ত—তাল ঠুংরি

ভাল উপদেশ দিল নারদ তপোধন।
কংস বধ হবে তার হইল লক্ষণ॥
পবিত্র করিতে মধুপুর, কৃষ্ণ আন্‌তে যাবে অক্রূর,
কংস-যজ্ঞে দিয়া নিমন্ত্রণ॥

কংসের যজ্ঞ আরম্ভ

কলসী-উপর আম্রশাখা স্থানে স্থানে। চাঁদোয়া শোভিত করে মঞ্চ হে ভূষণে॥ ঘৃতকুম্ভ সারি সারি নানা আয়োজন। পতাকা তুলিল কত যজ্ঞের শোভন॥ ফল-মূল নানাজাতি আনিল সকল। দধি দুগ্ধ চিনি রম্ভা আতপ তণ্ডুল॥ ভারে ভারে গঙ্গাজল আনে যজ্ঞস্থলে। হোমকাষ্ঠ রাশিকৃত আর বিল্বদলে॥ এইমতে আনে দ্রব্য কতেক কহিব। আনিল যজ্ঞের দ্রব্য কতেক লিখিব॥ যজ্ঞ রক্ষা হেতু শঙ্খচূড় অনুচর। দ্বার রক্ষা হেতু রাখে কুবল কুঞ্জর॥ এরূপ যজ্ঞ প্রস্তুত করিয়া রাজন্। কৃষ্ণভক্ত অক্রূরেরে ডাকিল তখন॥ আসিল অক্রূর মুনি রাজার সাক্ষাতে। নিমন্ত্রণ-পত্র কংস দিল তার হাতে॥ রাজা বলে অক্রূর কর ব্রজেতে গমন॥ নিমন্ত্রণ কর গিয়া যথা গোপগণ॥ রথ ল’য়ে যাও তুমি শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণকে আন রথে করি আরোহণ॥ ইহা বলি কংস রাজা রথ আনাইল। রথ ল’য়ে অক্রূর নিজাশ্রমে যাইল॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে রথারূঢ় হইয়া অক্রূরের ব্রজে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের স্তব

স্নান করিয়া অক্রূর যমুনার নীরে। চক্ষু প্রকাশে অক্রূর হৃদি-সরোবরে॥ হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে কৃষ্ণ করি আরোহণ। কৃষ্ণ-চরণে অক্রূর করে নিবেদন॥ অদ্য দিন সুপ্রভাত এতদিন পারে। তোমারে আনিতে হরি যাই ব্রজপুরে॥ শত্রুভাব ভেবে রাজা আমাকে পাঠায়। তব শত্রুভাবে হরি ভেবো না আমায়॥ যেমন তরণী বিভীষণের নন্দন। শত্রুবধে তরণীকে পাঠায় রাবণ॥ রাবণ ভাবে শত্রু তরণী না ভাবিল। তব দরশনে নিজ কার্য্য সে সাধিল॥ তদ্রূপ করিয়া হরিদাস-আচরণ। তোমারে দেখিতে আমি যাই বৃন্দাবন॥ আমি অতি দীনহীন আছি মথুরাতে। আমার কি সাধ্য প্রভু তোমাকে আনিতে॥ আমি যাই দরশনে নিবেদন করি। কি ভাবে পাঠায় কংস তুমি জান হরি॥ তব পাদপদ্মে করি এই নিবেদন। দয়া করি দিও হরি আমায় দর্শন॥ মথুরায় থাকে যদি তব প্রয়োজন। তবে হরি এ রথে করিবে আরোহণ॥ তোমাকে আনিতে প্রভু কি সাধ্য আমার। কোটী ব্রহ্মা নাহি পারে করি যোগাচার॥ তোমারে আনিতে বশে কত ভক্তগণ। নানা স্থানে করে কত তীর্থ পর্য্যটন॥ তথাপি আনিতে নারে পুরাণে শুনেছি। আনিব তোমায় আমি কি পুণ্য করেছি॥ হেন পুণ্য কি করেছি আমি অভাজন। করিবে আমার রথে হরি আরোহণ॥ নিজ কার্য্য হেতু যাই তব দরশনে। কংস-দূত বলি হরি ক'রো না হে মনে॥ আমি দাসানুদাস আছি মধুভুবনে। চিরকাল আছে মন তব দরশনে॥ দয়া করি দয়াময় পূরাও বাসনা। কংস-দূত বলি হরি আমায় ভেবো না॥ নারদের বাক্য রক্ষা হেতু ভাবি মনে। তোমাকে আনিতে যাই আমি বৃন্দাবনে॥ আমি অতি অভাজন না জানি সাধন। দয়া করি মোরে হরি দিও দরশন॥ এত স্তব করিয়ে অক্রূর গুণধাম। সর্ব্বাঙ্গেতে লিখিল সে রাধাকৃষ্ণ নাম॥

রথধ্বজে কৃষ্ণনাম লেখে চক্রোপরে। রথময় কৃষ্ণনাম লিখে চারিধারে॥ সর্ব্ব অঙ্গে কৃষ্ণনাম রথের যোগান। রথে কৃষ্ণ গাত্রে কৃষ্ণ মুখে কৃষ্ণ গান॥ সাজন করিয়া হৃদে ভাবি অভিপ্রায়। জননীর নিকটে বিদায় হ'তে যায়॥ অক্রূর প্রণাম করে ধরণী লোটাই। আজ্ঞা কর মাতা গো আনিতে কৃষ্ণে যাই॥ কংস-পরমায়ু শেষ হ'ল এতদিনে। মথুরা পবিত্র করি শ্রীকৃষ্ণকে এনে॥ এই আশীর্ব্বাদ মাতা কর দয়া করি। আমার রথেতে যেন আসেন শ্রীহরি॥ আনিব শ্রীকৃষ্ণকে এই মধুবনে। জনম সফল হবে হেরিয়া নয়নে॥ যে দিন হেরিব কৃষ্ণ-চরণ-কমল। সেদিন হইবে মম জনম সফল॥ জননীর পদরজঃ করিয়ে ধারণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে করে রথে আরোহণ॥ রথোপরে অক্রূর-মুনি করি আরোহণ। শ্রীকৃষ্ণে আনিতে যায় যথা বৃন্দাবন॥

গীত

রাগিণী বসন্ত—তাল ঠুংরী

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আন্‌তে যাই, রসনা বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
রসনার বাসনা মোর পূরাও ওহে কৃষ্ণ।
নামে হ'য়ে নিষ্ঠ, রথে আরোহণ করি হে কৃষ্ণ,
শ্রীচরণ স্মরণে তব পূর্ণ হবে অভীষ্ট॥

অক্রূর সংবাদ

রথ ল'য়ে অক্রূর যমুনা হৈল পার। বৃন্দাবনে আসিয়া হইল অগ্রসর॥ বৃন্দাবন-মধ্যে রথ রাখিয়া তখন। প্রদক্ষিণ করে অক্রূর সে বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবন-পদরজঃ মস্তকে ভূষণ। প্রণাম করিয়া বন করে নিরীক্ষণ॥ তাল ও তমাল আদি নানা বৃক্ষ জাতি। ফল-ফুলে প্রফুল্লিত মাধবী মালতী॥ ভাণ্ডির বন মধু-বন তাল ও পিয়াল। স্থানে স্থানে বিকসিত রসাল কাঁঠাল॥

রাম-রম্ভা তরুবর নারিকেল আদি। বকুল মুকুল আম জাম নানা বিধি ॥ কেলিকদম্ব নিম্ব অশ্বত্থ বট কত। মাধবী মালতী লতা তাহে অনুগত ॥ তাল পিয়াল গুবাক জাম্বির খর্জ্জুর। লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি ও কর্পূর ॥ নন্দন পাদপ শ্বেত লাল সারি সারি। নানা জাতি ফল-ফুল বর্ণিতে না পারি ॥ স্থানে স্থানে কুটীর যে তাহাতে বসত। কোন স্থানে প্রণীত ফুলের ইমারত ॥ কোন স্থানে শোভে দীঘি তাহে শতদল। কোন ঠাঁই জলে স্থলে শোভিছে কমল ॥ বিরাজে জলধি কত না যায় বাখান। ভ্রমর-ভ্রমরী কত করে মধুপান ॥ ময়ূর-ময়ূরী কত নৃত্য করে বনে। সারি সারি শুক-সারী বসিয়ে নির্জ্জনে ॥ চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা যদি করেন বর্ণন। তথাপি বর্ণিতে নাহি পারে বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবন বর্ণিতে ব্রহ্মার দর্প চূর। কি বর্ণিতে জানি আমি অধম অক্রূর ॥ শরৎ বসন্ত ষড়ঋতু মহাকাল। বৃন্দাবনে বদ্ধ আছে এই চারি কাল ॥ যমের যমত্ব ক্ষয় সে বন দর্শনে। রোগ শোক নাই শ্রীমধুর বৃন্দাবনে ॥ নানা জাতি বিহঙ্গম শোভা করে তায়। তমালে কোকিল বসি কৃষ্ণগুণ গায় ॥ নানাবিধ পশুজাতি না যায় বর্ণন। সকলের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ॥ কৃষ্ণনামে মত্ত সবে পশু নানা জাতি। কৃষ্ণপ্রেম-সাগরেতে করেন বসতি ॥ কৃষ্ণনামে মত্ত সদা ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর। বনচর নানা জাতি মহিষ গণ্ডার ॥ বৃন্দাবনে বনে সবে কৃষ্ণনাম করে। প্রবেশিয়ে মধুবনে আনন্দসাগরে ॥ কৃষ্ণনাম করে বৃন্দাবনে যতদূর। পশু-মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতে মধুর ॥ অক্রূর করেন বৃন্দাবনের বর্ণন। তদন্তরে শুন টুনটুনির করণ ॥ বৃন্দাবনে টুনটুনি করেন বিশ্রাম। বাসে বসি কহে টুনটুনি কৃষ্ণনাম ॥ ক্ষুদ্র টুনটুনি-অঙ্গ অঙ্গুলি প্রমাণ। ক্ষুদ্র হ'য়ে করে পক্ষী কৃষ্ণ-গুণগান ॥ টুনটুনি-মুখেতে কৃষ্ণ-নাম যে শুনিল। ক্রোধভরে ডাকি তারে কহিছে কোকিল ॥ কোকিল বলে টুনটুনি বড়ই অজ্ঞান। ক্ষুদ্র হ'য়ে কর তুমি কৃষ্ণ-গুণগান ॥ পক্ষীর নীচ যে তুই তোরে ছুঁতে নাই। তোর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে লজ্জা পাই ॥ আমি কৃষ্ণ-গান

করি কোকিল সুন্দর। আমার গানেতে তুষ্ট অমর-কিন্নর॥ মম গানে তুষ্ট রাধা বৃষভানু-কন্যে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণনাম গাই তার জন্যে॥ ক্ষুদ্র পক্ষী তুই কৃষ্ণনামেতে বিভোর। তুচ্ছ উচ্চপদে আশা কেন ওরে তোর॥ পুনঃ যদি কৃষ্ণ-গান কর টুনটুনি। বৃন্দাবন হৈতে তোরে তাড়াব এখনি॥ টুনটুনি বলে কোকিল কি বলিলি মোরে। কৃষ্ণভক্ত ব'লে জ্ঞান করেছিনু তোরে॥ কৃষ্ণ-গান গাহ সত্য গুণ নাহি তায়। তোর রূপ দেখে কালপেঁচা লজ্জা পায়॥ গুণ-মধ্যে গান কর আছে স্বরশক্তি। কৃষ্ণনাম কর, নাহি জান সেই ভক্তি। ভক্তি বিনা মুক্তিপদ না পায় সুশীল। ভক্তিহীন গানেতে কি হইবে কোকিল॥ কৃষ্ণভক্তি পক্ষীদের যদি হয় দৃঢ়। নিশ্চয় জানিও সে গরুড় হ'তে বড়॥ অল্প যে শক্তি তোর, ভক্তিমাত্র নাই। বসন্তের দূত তুই যুবতী-বালাই॥ হরিগান করহ গুণ নাই অন্তরে। বৃন্দাবন শোভা হেতু রেখেছেন তোরে॥ তুই গাস কৃষ্ণগান আমি করি গান। আর পক্ষী করি তান গায় হরিগান॥ ইহা বলি টুনটুনি হরিগুণ গেয়ে। গর্জ্জিয়া উঠে পক্ষী গরুড় সম হ'য়ে॥ টুনটুনি-মাহাত্ম্য দেখে অক্রূর মুনি। গরুড় হৈতে দীর্ঘকায় হইল টুনটুনি॥ অসম্ভব দেখিয়া অক্রূর মুনি কয়। তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ কভু নাহি হয়॥ তাহার প্রমাণ আমি দেখিনু হেথায়। টুনটুনি হৈলা গরুড় হরির কৃপায়॥ এত ক্ষুদ্র হ'য়ে যেই হরিগুণ গায়। ক্ষুদ্র হ'যে ভজিলে শ্রীহরি সেই পায়॥

গীত

রাগিণী জয়ন্তী—তাল খয়রা

ভজ মন হরিপদ দিন গেল ব'য়ে।
হরি-পাদপদ্ম-সুধা-রসেতে মজিয়ে॥
ত্যজ বসন আভরণ, উচ্চ হ'য়ে উচ্চ বস্তুর
কর রে সাধন, ধন জন সব ক্ষমা দিয়ে॥

রাধাকৃষ্ণ দর্শনার্থে হনুমানের বৃন্দাবনে গমন

অক্রূর করিছে বৃন্দাবনের বর্ণন। তদন্তরে শুন কিছু হনু-বিবরণ। রাম-সীতা যুগলরূপ করিয়া ভাবন। নয়ন মুদিয়া ধ্যান করে হনুমান॥ ধ্যানে দেখে রাম কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে। সকল বৃত্তান্ত তার জানিলেক মনে॥ ভৎর্সনা কতেক করি হ'য়ে তৎপর। লেজে রথ বেন্ধে বৈসে বৃক্ষের উপর॥ অক্রূর করিল বৃন্দাবনে পর্য্যটন। রথের নিকটে আসি দিল দরশন॥ সর্ব্বাঙ্গেতে হরিনাম যেন বিষ্ণু-অংশ। হনুমান্ বলে বুঝি এই হবে কংস॥ আবার ভাবিছে বীর হনু গুণধাম। এ কংস না হবে অঙ্গে লেখা হরিনাম॥ হরিভক্ত হবে, দেখি বৈষ্ণব-আকৃতি। বোধ করি হবে এই রথের সারথি॥ ইহা বলি নিবর্ত্তিল পবন-নন্দন। পরেতে অক্রূর কৈল রথে আরোহণ॥ রথ চালাইল দেখি ব্রজপুর-পথ। হনু-লেজে বান্ধা আছে নাহি চলে রথ॥ অচল দেখিয়ে রথ অক্রূর তখন। রথ-পার্শ্বদেশে সেই করে নিরীক্ষণ॥ রথ-চক্রে দেখে লেজ পরম বন্ধন। অক্রূর অঙ্গ শিহরি ভাবিছে তখন॥ হনুমান্ বলেন বিলম্ব করা নয়। অতি আবশ্যক এর নিতে পরিচয়॥ ছদ্মবেশে থাকা অতি হয় অনুচিত। হরিভক্তসহ প্রেম করা ত বিহিত॥ কিরূপ এ হরিভক্ত জানিয়ে যথার্থ। অঙ্গে লেখা হরিনাম তরণীর মত॥ ত্রেতায় যেমন বিভীষণের নন্দন। রাবণ-আজ্ঞায় আসে করিবারে রণ॥ হ'য়ে রামভক্ত সে তরণী গুণধাম। রণে এসেছিল অঙ্গে লিখে রামনাম॥ এমন না যদি হন জানিব কারণ। লেজের আঘাতে এরে শিখাইব রণ॥ ইহা ভাবি হনুমান্ দর্প করি কয়। কে হে তুমি রথোপরে দেহ পরিচয়॥ সারথির বেশ দেখি সন্দ করি মনে। কার রথ আনিয়াছ বল বৃন্দাবনে॥ সত্য তুমি হরিভক্ত বৈষ্ণব-সম্মত। কোল দিয়া দুহাতে করিব দণ্ডবৎ॥ পদরজঃ ল'য়ে তবে পবন-কুমার। বৃন্দাবনে হৈল রাম কৃষ্ণ-অবতার॥ রাম হৈল

হরি ও লক্ষ্মণ বলরাম। সীতা হয়েছেন রাধা এসে ব্রজধাম॥ হেরিতে বাসনা করি রাধাকৃষ্ণ মনে। হনুমান্ ধায় শ্রীমধুর বৃন্দাবনে॥ আসিয়ে দেখেছি মনে এই অনুমান। নিকুঞ্জ-কানন-মধ্যে আছে রথখান॥ রথ দেখে হনুমান্ সন্দ করে মনে। এ কাহার রথ, কে আনিল বৃন্দাবনে॥ রাবণ রাজা ইত্যাদি যত নৃপমণি। একে একে রথ আমি সকলের চিনি॥ বৃন্দাবনে কাহার রথ না জানি কারণ। বৃক্ষে বসি হনুমান্ করে নিরীক্ষণ॥ যুগে যুগে কি কষ্ট এ অদৃষ্টের ফের। কংসসহ শত্রুভাব শুনেছি কৃষ্ণের॥ শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু ভাবে কংস মহারায়। দেবকীকে বন্ধ ক'রে রেখেছে কারায়॥ ভাই হ'য়ে কংসরায় শত্রু ভাবে তাকে। ভগ্নীকে রেখেছে সে যে শিলা দিয়ে বুকে॥ বোধ করি হরিকে হরিবেন রাজন্। লুকায়ে রেখেছে রথ এনে বৃন্দাবন॥ রথোপরে কংসচর অনুভব করি। নিকুঞ্জে আইলে হরি লইবেন হরি॥ ত্রেতায় রাবণ রাজা লুকায়ে যেমনে। রেখেছিল রথ ঘোর পঞ্চবটী বনে॥ তাদৃশ হরিবে কংস বুঝিনু কারণ। বৃন্দাবনে করিবে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ॥ হরিকে হরিয়ে যদি ল'য়ে যায় চ'লে। রথসহ ডুবাইব সাগরের জলে॥ দশ মুণ্ড রাবণের ছিল নারী-চোর। কিসের বড়াই কংস এক মুণ্ড তোর॥ সীতা হয়েছেন রাধা নিকুঞ্জ-কাননে। ভাব গুণ যতেক না দেখি স্বনয়নে॥ সীতারূপে শতস্কন্ধ করিল নিধন। এক স্কন্ধে এসেছ হে করিবারে রণ॥ রাবণ হইতে তুই মূর্খ শতগুণে। শ্রীকৃষ্ণকে হরিবারে এলে বৃন্দাবনে॥ আয়ু শেষ বলি তুই এলি রথোপর। দোঁহে মিলে প্রেম দোঁহে করিব তৎপর॥ তাহার প্রমাণ আমি দেখেছি নয়নে। বিভীষণ ভক্ত হ'য়ে তরিলেন রণে॥ দারা-সুত-পরিবার দিয়া বিসর্জ্জন। ভক্ত হ'য়ে শ্রীরামের লইল শরণ॥ মায়া ত্যজি মন দিয়া শ্রীরাম-চরণে। নিজ-পুত্র তরণীকে পাঠাইল রণে॥ দেবের অবধ্য হয় লঙ্কার রাবণ। দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন॥ ভুবন জুড়িয়া গণ্য-মান্য চমৎকার। অমর-কিন্নর-আদি আজ্ঞাকারী যার॥ সুবর্ণ-নির্ম্মিত লঙ্কা কত শোভা পায়। হেরিয়ে লঙ্কায়

জ্যোতি কাশী লজ্জা পায় ॥ এ-হেন লঙ্কায় ছিল যাহার বসতি। এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি ॥ সৈন্য-সামন্ত কত না যায় বর্ণন। অশ্বশালে ছিল যার আপনি শমন ॥ পুরন্দর গাঁথি হার সভাতে যোগায়। চন্দ্র ছত্র ধরেছিল যাহার মাথায় ॥ ধন-ধেনু গজবাজী অমূল্য রতন। ব্রহ্মার অসাধ্য যাহা করিতে বর্ণন ॥ সমরে অটল যে ভুবন পরাভব। সংখ্যা নাই তার যত অতুল বৈভব ॥ দেবের দুর্লভ রথ পুষ্পেতে গঠন। যার রথে লক্ষ্মীদেবী কৈল আরোহণ ॥ হেন ভ্রাতা পরিত্যাগ করি বিভীষণ। ল'য়েছিল শ্রীরামের চরণে শরণ ॥ বিভীষণ-অভিপ্রায় ল'য়ে এইজন। বৃন্দাবনে লইল আসি কৃষ্ণের শরণ ॥ ইহা ভাবি হনুমান্ অক্রূরকে কয়। কেবা তুমি রথোপরে দেহ পরিচয় ॥ হনুমান্ দৃশ্য করি অক্রূরকে কয়। কর যুড়ি অক্রূর দিলেন পরিচয় ॥ অক্রূর আমার নাম শ্রীহরির দাস। আশা হরি দরশন মথুরায় বাস ॥ আপনি কে সত্য কন শুনিব শ্রবণে। কপিবেশে ব'সে আছ তুমি বৃন্দাবনে ॥ অসংখ্য প্রণাম করি তোমার চরণে। সত্য কও তত্ত্ব তুমি শুনিব শ্রবণে ॥ ইহা বলি অক্রূর রথ হৈতে নামিয়ে। হনুমানে নমস্কারে ধরণী লোটায়ে ॥ বৃক্ষ হৈতে নামে তবে পবন-তনয়। অক্রূরের পদরজঃ মস্তকেতে লয় ॥ কোলাকুলি করে দোঁহে প্রেমেতে অস্থির। অক্রূর সহ হনুর বহে প্রেমনীর ॥ অক্রূর-পদে হনু অক্রূর হনু-পদে। দোঁহার বাড়িল মহা প্রেমের আমোদে ॥ হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে দুইজন। দোঁহার চরণরজে শুদ্ধ বৃন্দাবন ॥ এইরূপে প্রেমে মগ্ন হয় দুইজন। দোঁহার চরণরজে শুদ্ধ বৃন্দাবন ॥ এইরূপে প্রেমে মগ্ন হ'য়ে দুইজন। উভয়ে উভয়ে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥ হনু বলে অক্রূর হে শুনিব শ্রবণে। কার রথ আনিয়াছ তুমি বৃন্দাবনে ॥ সত্য তত্ত্ব কও শুনি মধুর ভারতী। বৃন্দাবনে এলে হ'য়ে কাহার সারথি ॥ অক্রূর বলে মারুতি শুনহ কারণ। মথুরার অধিপতি সে কংস রাজন্ ॥ দৈবকী ভগিনী তার বন্দী কারাগারে। কৃষ্ণের মাতুল কংস শত্রু ভাব ধরে ॥ হরি-হস্তে হবে বধ শুনি অতঃপরে। দৈবকীর বক্ষেতে

পাষাণ বদ্ধ করে ॥ যজ্ঞস্থলে শ্রীহরিকে করিবে নিধন। নারদ মন্ত্রণা দিল যজ্ঞের কারণ ॥ কংসের রথেতে ল'য়ে যাইতে তাঁহারে। লইতে এসেছি আমি এই ব্রজপুরে ॥ হনুমান্ শুনি বলে অক্রূর-ভারতী। হরিরে লইতে এলে কংসের সারথি ॥ শ্রীহরির শত্রু কংস করালে শ্রবণ। শ্রীহরি-নিধন হেতু যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ ইহা কোন্ কর্ম্ম তব বুঝিতে না পারি। শত্রুপক্ষ হ'য়ে তুমি নিতে এলে হরি ॥

হনুমানের প্রতি অক্রূরের প্রত্যুত্তর

অক্রূর বলে তোমায় কি কহিব আর। সকল জানহ তুমি রুদ্র-অবতার ॥ দেব-অংশে জন্ম তব বীর-অবতার। রামের প্রধান ভক্ত পবন-কুমার ॥ শ্রীসীতার দর্পচূর্ণ করিলে যখন। অস্থিভেদী রামনাম দেখালে তখন ॥ সন্তোষ হইয়া সীতা কৈল বরদান। জানিনু হনুমান্ তুমি ভক্ত-প্রাণধন ॥ শিব শুক সনাতন দেবতা প্রভৃতি। যতেক প্রভুর ভক্ত আছে নানাজাতি ॥ অহর্নিশি নাম করে বৈষ্ণব গোঁসাই। অন্তরেতে অস্থিভেদী নাম কারো নাই ॥ এত যে নামেতে নিষ্ঠা দেব ত্রিলোচন। রামের কারণে যাঁহার পঞ্চ বদন ॥ নাম জপি মৃত্যুঞ্জয় হৈল গুণধাম। তথাপি না হৈল তার অস্থিভেদী নাম ॥ নারদ নামের লাগি বৈরাগী হইল। তথাচ তাহার নাম অস্থিতে না গেল ॥ এত যে কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ গুণধাম। তথাপি না হৈল তার অস্থিভেদী নাম ॥ ভক্ত তুমি চূড়ান্ত হে বৈষ্ণব-চূড়ামণি। কপিবেশে লঙ্কা জয় করিলে আপনি ॥ তোমায় সহায় করি জিনিলেন রাম। দশাননসহ সেই দুর্জ্জয় সংগ্রাম ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ছিল ভক্ত যত। কেহ হ'তে প্রভু-কার্য্য না হইল এত ॥ তোমা হৈতে প্রভুর কার্য্য যতেক হৈল। ভক্ত হ'য়ে কেহ হেন করিতে নারিল ॥ অতএব বলি শুন পবন-তনয়। প্রভুর চরিত্র যত জান সমুদয় ॥ ত্রেতায় রাবণ পাইলেন শত্রুভাবে। শত্রুভাবে দ্বাপরেতে কংস রাজা পাবে ॥ এহেতু করিল যজ্ঞ কংস রাজন্। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরেতে হইবে নিধন ॥ কংস দোষী নহে শুন বীর

হনুমান্। পূর্ব্বে বরদান করেছেন ভগবান্॥ শত্রুভাবে কৃষ্ণ পাবে জানি কংসরায়। একারণে দৈবকীকে রেখেছে কারায়॥ কংস রাজা শ্রীকৃষ্ণের পরম যে ভক্ত। যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণ-হাতে হইবে সে মুক্ত॥ কৃষ্ণ-করে মুক্ত হ'য়ে কংস পুণ্যবান্। অনায়াসে পাবে রাজা বৈকুণ্ঠেতে স্থান্॥ শত্রুভাব কংসরায় প্রকাশ করিল। কৃষ্ণে লৈতে কংসরাজা রথ পাঠাইল॥ এ শত্রুভাবেতে যদি ভাবনা থাকিবে। কৃষ্ণ হৈতে কংস কত ভক্তি প্রকাশিবে॥ মথুরায় কৃষ্ণ লৈতে রথ পাঠাইল। মনের বাসনা তার ভাবে জানা গেল॥ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে করি যজ্ঞ সমর্পণ। বৈকুণ্ঠে যাবে কৃষ্ণ-করে হৈয়ে নিধন॥ কৃষ্ণের করেতে হত হবে করি জ্ঞান। রাজা পুনঃ রাজ্য পাবে করিল সন্ধান॥ দানেতে দুর্গতি খণ্ডে জানিয়া রাজন্। কৃষ্ণপদে করিবেন রাজ্য সমর্পণ॥ ইহার তদন্ত যদি আমি না জানিব। কৃষ্ণে লৈতে ব্রজে আমি কি-হেতু আসিব॥ সব তত্ত্ব ভেবে দেখ পবন-কুমার। কৃষ্ণকে নিধন করে সাধ্য আছে কার॥ এমন রাবণ রাজা দেবের দুর্লভ। অমর কিন্নর যার রণে পরাভব॥ কিবা সে কিসেতে পাবে বল নারায়ণে। সামান্য জ্ঞানেতে তুমি ভেবে দেখ মনে॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণ-পদে। রেখো রেখো হরি মোরে শমন বিপদে॥ বৃন্দাবন ভ্রমণে যাব আছে এই মনে। রাধাকৃষ্ণ-মধু-লীলা হেরি দরশনে॥ বৃন্দাবন-ভ্রমণেতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। যদি দয়া করেন শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়॥ চরণের বাসনা শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণে। অবশ্যই প্রাপ্ত হবে যদি থাকে মনে॥ শিক্ষাগুরু শ্রীরাধার চরণ স্মরণে। যদি মন থাকে যাব বৃন্দাবন বনে॥ দীক্ষাগুরু হন- কৃষ্ণমোহন গোস্বামী। বৃন্দাবন-দর্শনে কৃপা কর তুমি॥ গুরু কৃপা হ'লে তবে তীর্থ প্রাপ্ত হয়। গুরুর হইলে কৃপা বহু ভাগ্যোদয়॥ হেন কি অদৃষ্টেতে আছে বৃন্দাবন। অদৃষ্টেতে না থাকিলে কেন হবে মন॥ প্রভাস সাঙ্গ হ'লে ত্রিভঙ্গ দরশনে। বাস করি গিয়া সুমধুর বৃন্দাবনে॥ এই বাঞ্ছা মনে যদি কৃপা করে গুরু। বাঞ্ছাপূর্ণ কর ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু॥ যদি কৃষ্ণ পূর্ণ করে মন অভিলাষ। কৃষ্ণ-দয়া হৈলে তবে বৃন্দাবনে বাস॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

বৃন্দাবনে চল মন আমার।
সেথা শমনের নাই অধিকার॥
এড়াবে শমনের ভয়, দিবেন কৃষ্ণ অভয়,
ভব-ভয়ে পাব নিস্তার॥

নন্দালয়ে অক্রূরের আগমন

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। বৃন্দাবন দর্শন করি পবন-নন্দন॥ করিলেন প্রস্থান স্বস্থানে মারুতি। তারপর কি করিল অক্রূর সুমতি॥ কহ কহ মহামুনি শুনিতে মধুর। নিমন্ত্রণ-পত্র কারে দিলেন অক্রূর॥ কোন্ গোপ-গোপীগণে অগ্রে নিমন্ত্রিল। অক্রূরকে নন্দ কি সমাদর করিল॥ সহজে সে গোপজাতি বিহীন পরমার্থ। বালক-ভাবে কৃষ্ণে পেযেছ এই মাত্র॥ শ্রীকৃষ্ণ জগৎ-কর্ত্তা গোপে নাহি জানে। অক্রূর যে কৃষ্ণভক্ত গোপে নাহি চিনে॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। নন্দের নিকটে অক্রূর করিল গমন॥ নন্দালয়ে রথ হইতে অক্রূর নামিল। হাসি হাসি আসি কৃষ্ণ দরশন দিল॥ দেখিয়া অক্রূর-রথ নন্দ যশোমতী। ঘেরিল কতেক গোপী পুরুষ প্রকৃতি॥ বৃন্দা সহ শ্রীরাধা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখি অক্রূর মনে ভাবিত হইল॥ পরম জ্ঞানী অক্রূর ভাবেন অন্তরে। অগ্রেতে প্রণাম আমি করিব কাহারে॥ জগতের কর্ত্তা হরি দাঁড়ায়ে সম্মুখে। কেমনে প্রণাম আমি করিব নন্দকে॥ এক্ষণে বিচারে নন্দ শ্রীকৃষ্ণের পিতা। পিতা ব'লে ডাকে যারে জগতের পিতা॥ পিতা ব'লে কৃষ্ণ যার বাড়ায় সম্মান। কেমনে করিব আমি তার অপমান॥ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ নন্দ নাহি জানে। কৃষ্ণকে প্রণাম কৈলে দুঃখ হবে মনে॥ নন্দ বলিবে অক্রূর বড়ই অজ্ঞান। পুত্রকে প্রণাম করে

পিতা বিদ্যমান॥ লোকাচার বেদাচার একত্র হইল। কি করি হরি কারে প্রণাম করি বল॥ ইহা বলি অক্রূর কৃষ্ণ-পানে চাহিল। নন্দকে প্রণাম দিতে ইসারা করিল॥ অক্রূর বলেন ধন্য কৃষ্ণ দয়াময়। আপনি যে ক্ষুদ্র হ'য়ে ভক্তকে বাঁচায়॥ ইহা বলি অক্রূর কৃষ্ণ ভাবি মনে। কৃষ্ণের আজ্ঞায় নমে নন্দের চরণে॥ তদন্তরে গোপগণে রাখি মধ্যস্থলে। প্রণাম করয়ে অক্রূর লোটায়ে ভূতলে॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে॥ দয়া কর দয়াময় রাখ হে বিপদে॥ আমি অতি অভাজন না জানি সাধন। কি হবে এ ভবে কৃষ্ণ কর হে তারণ॥

নন্দসহ অক্রূরের কথোপকথন

নন্দ বলে কে তুমি আইলে বৃন্দাবনে। কোথা ধাম কিবা নাম শুনিব শ্রবণে॥ কার রথ লয়ে তুমি ব্রজে কৈলে গতি॥ সত্য তত্ত্ব কও তুমি কাহার সারথি॥ কি নিমিত্ত রথ ল'য়ে ব্রজে আগমন। যথার্থ বারতা তব কর বিজ্ঞাপন॥ অক্রূর বলে মম বসতি মধুপুর। কংসের সারথি আমি নাম যে অক্রূর॥ মথুরার অধিপতি সে কংস রাজন্। করেছেন কংসরায় যজ্ঞ আরম্ভণ॥ তাঁহার যজ্ঞের পত্র করহ পঠন। পত্রপাঠে জানিবে যজ্ঞের বিবরণ॥ রথ পাঠাইয়া দিয়াছেন কংসরায়। রথে করি শ্রীকৃষ্ণেরে নিতে মথুরায়॥ ঈষৎ হাসিয়া নন্দ কহিছে তখন॥ অক্রূর কি কথা ওহে করালে শ্রবণ॥ শুনেছি মথুরাপতি সে কংস রাজন্। তার সহ কভু মম নাহি আলাপন॥ তিনি হন রাজা কংস আমি গোপজাতি। মোরে নিমন্ত্রণ কৈল কংস নর-পতি॥ নাম তার কংসরাজা শুনেছি শ্রবণে। কিরূপ সে ভূপ-রূপ না দেখি নয়নে॥ বিশেষ তাহার সহ নাহি পরিচয়। তিনি কৈল নিমন্ত্রণ শুনে লজ্জা হয়। নিমন্ত্রণ শুনে নন্দ সন্দ হয় মনে। গোপ-পুত্র যজ্ঞে যাবে রথ-আরোহণে॥ বোধ করি ইহার কোন মর্ম্ম থাকিবে। তা না হ'লে কেন তিনি রথ পাঠা-

হবে॥ কৃষ্ণ হয় গোপ-পুত্র জানে সে রাজন। তারে ল'য়ে যাবে করি রথে আরোহণ॥ বল হে অক্রূর শুনি এ কোন্ বিধান। রাজা হ'য়ে করে এত গোপের সম্মান॥ যশোদা বলেন অদ্য দেখেছি স্বপন। অক্রূর নামেতে কে এসেছে একজন॥ নিমন্ত্রণ পত্র এনে এ ব্রজভুবনে। শ্রীকৃষ্ণকে ল'য়ে গেল রথ আরোহণে॥ কংস নামেতে রাজা বধিয়ে জীবনে। কৃষ্ণ যেন বসিয়াছে রাজ-সিংহাসনে॥ অদ্য নিশিমধ্যে যাহা দেখিনু স্বপনে। প্রাতে সেই অক্রূরকে দেখিনু নয়নে॥ দেখেছি যে কুস্বপন ওহে নন্দরায়। কৃষ্ণকে কভু না দিব যেতে মথুরায়॥ কোথাকার কংস রাজা বড়ই নিষ্ঠুর। যশোদার স্বপ্ন শুনে হাসেন অক্রূর॥ যশোদা বলেন ওরে সারথি নিষ্ঠুর। মম স্বপ্ন শুনে কেন হাসিলে অক্রূর॥ অক্রূর বলে রাণি কি কহিব তোমায়। সুস্বপ্নকে কুস্বপন শুনে হাসি পায়॥ স্বপনে দেখেছ বধি কংসের জীবনে। কৃষ্ণ তব বসিযাছে রাজ-সিংহাসনে॥ তুমি হবে রাজ-মাতা নন্দরাজ পিতে। এর উপর সুখ্যাতি কি আছে ত্রিজগতে॥ এস্বপ্ন কুস্বপ্ন কেন বল নন্দ-রাণি। মথুরায় রাজা হবে তব নীলমণি। নন্দ বলে কিশোর বয়স কৃষ্ণধন। সিংহাসন লবে বধি কংসের জীবন॥ অসম্ভব স্বপ্ন অসম্ভব নিমন্ত্রণে। গোপ-পুত্র যজ্ঞে যাবে রথ-আরোহণে॥ নন্দসহ হ'তেছিল কথোপকথন। হেনকালে এলেন নারদ তপোধন॥ কৃষ্ণগুণ গান মুনি পরম কৌতুকে। দেখিতে পাইল এক রথ যে সম্মুখে॥ আসিতে আসিতে মুনি ভাবে মনে মনে। কাহার এ রথ কে আনিল বৃন্দাবনে॥ রথপার্শ্বে বেষ্টিত যতেক গোপগণ। মধ্যভাগে দাণ্ডায় সারথি একজন॥ নিকটে আসিয়া মুনি অক্রূরে চিনিল। কংস রাজার রথ মনেতে জানিল॥ মনে মনে বলিল নারদ তপোধন। এতদিন পরে হৈল কংসের নিধন॥ কংসের শমন কৃষ্ণ জানি মনে মনে। রথ পাঠাইল কংস লইতে শমনে॥ কংসের সারথি হে অক্রূর মহাশয়। তার পার্শ্বে আছে হরি প্রভু দয়াময়॥ হাসি হাসি নারদ যে আসি ততক্ষণে। ধরণী

লোটায়ে নমে কৃষ্ণের চরণে ॥ নন্দ ও যশোদা আদি গোপ-গোপীগণে। দণ্ডবৎ করয়ে মুনি সবার চরণে ॥ পরম আনন্দে মুনি জিজ্ঞাসে তখন। কি-হেতু অক্রূর তব হেথা আগমন ॥ কপট বচনে মুনি জিজ্ঞাসে তখন। কার রথ ল'য়ে কৈলে ব্রজে আগমন ॥ আহা মরি রথের কি শোভা চমৎকার। বোধ করি এই রথ সে কংস রাজার ॥ কহ কহ হে অক্রূর শুনিব শ্রবণে ॥ আনিলে কংসের রথ কেন বৃন্দাবনে ॥ বল হে অক্রূর মুনি শুনি বল বল। কংস কেন বৃন্দাবনে রথ পাঠাইল ॥ কি কার্য্য সাধনে রথ নিলে বৃন্দাবনে। পাঠাইল কংস রথ গোপের ভবনে ॥ ঈষৎ হাসিয়া অক্রূর কহেন তখন। কংস রাজা কৈল এক যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ এসেছি তাহার নিমন্ত্রণে বৃন্দাবনে ॥ শ্রীকৃষ্ণকে ল'য়ে যাব রথ-আরোহণে ॥ ইহা শুনি নারদ যে কহিছে তখন। এ বড় আশ্চর্য্য কথা করালে শ্রবণ ॥ কংস হন রাজা, নন্দ হন গোপজাতি। গোপগৃহে নিমন্ত্রণ অসম্ভব অতি ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপের পুত্র ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে। গোপ-পুত্র যজ্ঞে যাবে রথ আরোহণে ॥ একি অসম্ভব কথা হাসি পায় শুনে। গোপপুত্র যজ্ঞে যাবে রথ-আরোহণে ॥ বল বল অক্রূর হে এ কোন্ বিধান। রাজা হ'য়ে করে এত গোপের সম্মান ॥ শুনিয়া কপট-বাক্য নারদ ঋষির। মনে মনে হাসে কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ সুধীর ॥ এইরূপে হ'তেছিল কথোপকথন। হেনকালে হৈল তথা ব্রহ্মা-আগমন ॥ ব্রহ্মার আগমন দেখিয়ে বৃন্দাবনে। গলে বাস কৃতাঞ্জলি করে গোপগণে ॥ ব্রহ্মাকে হেরিয়া তবে কৃষ্ণ দয়াময়। সমাদরে ডাকেন আসিতে আজ্ঞা হয় ॥ মহতের মান্যমান মহতেই রাখে। সমাদর করি কৃষ্ণ ব্রহ্মাদেবে ডাকে ॥ নারদ অক্রূর দণ্ডাইয়ে দুইজনে। প্রণাম করিল দোঁহে ব্রহ্মার চরণে ॥ কৃষ্ণের নিকটে ব্রহ্মা আসিয়ে তখন। কৃষ্ণ-পদরজঃ করে মস্তকে ধারণ ॥ সমাদর করিয়ে সে শ্রীনন্দ তখন। ব্রহ্মাকে বসিতে দেন রাজ-সিংহাসন ॥ ব্রহ্মা বলে দণ্ডায়ে শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়। এ সময়ে সিংহাসনে বসা যোগ্য নয় ॥ ইহা বলি ব্রহ্মা সিংহাসনে না বসিল। 'শ্রীকৃষ্ণ-চরণ

হেরি দণ্ডায়ে রহিল ॥ দেখিয়া ব্রহ্মার স্তব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। কান্দিয়ে অস্থির হৈল নন্দ যশোমতী ॥ নন্দ কহে, কহ প্রভু দেব পদ্মযোনি। গোপপুত্র হয় শুন মম নীলমণি ॥ সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা তুমি চতুর্ব্বেদ সার। কৃষ্ণকে প্রণাম কর একি অবিচার ॥ একে শিশু কৃষ্ণ তায় গোপের কুমার। ব্রহ্মা হ'য়ে নতি কর চরণে তাহার ॥ একি অবিচার তব কহ পদ্ম-যোনি। এই অপরাধে হারাইব নীলমণি ॥ ব্রহ্মা বলে, নন্দ না করি যে অবিচার। তোমাকে প্রণাম করা সৌভাগ্য আমার ॥ এই কথা দেব ব্রহ্মা যখন কহিল। ঈষৎ হাসিয়া নারদ কহিতে লাগিল ॥ নারদ বলেন, পিতা, ক'রো নাকো গোল। আজি নন্দ-যশোদার বড় অমঙ্গল ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপপুত্র তুমি পদ্ম-কুমার। দেবতা হ'য়ে তাকে নতি করা অবিচার ॥ একে মনো-দুঃখে আছে মাতা যশোমতী। কৃষ্ণ নিতে রথ পাঠায় সে কংস ভূপতি ॥ অসম্ভব নিমন্ত্রণ সে কংস-ভবনে। গোপপুত্র যজ্ঞে যাবে রথ আরোহণে ॥ না জানি সে কংসের কিবা আছে মনে। রাজা হ'য়ে নিমন্ত্রণ করে গোপগণে ॥ এ-সব অলক্ষণ বিলক্ষণ ঘটিল। তাহে কুস্বপন রাণী নিশিতে দেখিল ॥ পদ্মযোনি বলে শুন, হে নারদ মুনি। কিবা কুস্বপন দেখেছেন নন্দরাণী ॥ নারদ বলে, রাণী দেখেছে কুস্বপনে। কংস বধি কৃষ্ণ বসেছেন সিংহাসনে ॥ কৃষ্ণ-হস্তে মরে প্রাণে কংস নরপতি। কৃষ্ণ হয়েছেন মথুরার অধিপতি ॥ এই কুস্বপন দেখেছেন নন্দরাণী। স্বপ্নকথা শুনিয়া হাসেন পদ্মযোনি ॥ ঈশ্বর সরকার কহে কৃষ্ণপদ সার। বল হরি বদন ভরি মনরে আমার ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

কুস্বপন দেখেছেন নন্দরাণী।
কংস ধ্বংস করে রাজা হয়েছেন নীলমণি ॥
অক্রূর আসি বৃন্দাবনে, করি রথ আরোহণে,
লয়েছে নীলমণি ॥

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থে দেবগণের বৃন্দাবনে আগমন।

ত্রিপদী। প্রভু কৃষ্ণ দরশনে, বৃন্দাবনে দেবগণে, সকলেতে করে আগমন। জানিয়া শ্রীভাগবতে, হরি যাবে মথুরাতে, অমর কিন্নর নরগণ॥ ধ্রুবলোকে ব্রহ্মলোকে, ইন্দ্রলোকে তপোলোকে, অসুরলোকাদি সুর সংখ্যা। তলাতল রসাতল, দেব আদি সুনির্ম্মল, সমুদ্রে প্রয়াগ আদি লঙ্কা॥ তথা যত জীবগণ, কৃষ্ণভক্ত অগণন, ভূত প্রেত রাক্ষস পিশাচ। করিতে কৃষ্ণ দরশন, বৃন্দাবনে আগমন, ক'রে সবে ত্যজি নিজবাস॥ এইরূপ ভক্তগণে, শ্রীকৃষ্ণের দরশনে, বৃন্দাবনে করে আগমন। জলধির পারাবারে, সাজিছেন রথোপরে, লঙ্কায় ধার্ম্মিক বিভীষণ॥ রাবণের পুষ্পরথে, আরোহণ করি তাতে, রথে ল'য়ে রাণী মন্দোদরী। সাজিছেন বিভীষণ, করিতে কৃষ্ণ দর্শন, ধার্ম্মিক লঙ্কার অধিকারী॥ যতেক রাক্ষসগণে, কহিলেন জনে-জনে, লঙ্কাপুরে দিতেছে ঘোষণা। রথে করি আরোহণ, চল যাই বৃন্দাবন, দর্শন পাব আছে বাসনা॥ ব্রজলীলা পূর্ণ করি, মথুরায় যান হরি, পরিহরি এবে বৃন্দাবন। এমন আর হবে না, সময় আর পাবে না, চল হেরি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥ চলে জ্ঞানী বিভীষণ, করিতে কৃষ্ণ দরশন, আরোহণ করি পুষ্পরথে। কহে কবি সরকার, ব্রজলীলা চমৎকার, বিভীষণ চলে ব্রজপথে॥

গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান

বৃন্দাবনে চল আমার মন।
পাবে রথে কৃষ্ণ দরশন॥
দেখিবে কৃষ্ণের চরণকমল হবে সফল,
হবে পাপ-তাপ বিমোচন॥

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থে বিভীষণের বৃন্দাবনে আগমন

পয়ার। সাজিছেন বিভীষণ লঙ্কা-অধিকারী। রথে করে আরোহণ বামে মন্দোদরী॥ সরমাদি করিয়া যতেক দাসীগণ। শ্রীবৃন্দাবনে চলে রাক্ষস অগণন॥ দেবকন্যা, মুনিকন্যা, কন্যা অগণন। রাবণ যত এনেছিল করিয়া হরণ॥ ষাটি হাজার দেবকন্যা, মুনির কন্যাদি। চলে বৃন্দাবনে হেরিবারে কৃষ্ণনিধি॥ এইরূপে বিভীষণ সমুদ্র হৈল পার। বৃন্দাবন হইল রাক্ষস-অধিকার॥ যত রাক্ষসগণে প্রবেশে বৃন্দাবনে। ভয়ে পলাইল যত গোপ-গোপীগণে॥ যতেক অমরের ভয় হৈল যে মনে। রাক্ষস অধিকার কৈল শ্রীবৃন্দাবনে॥ দেখিল বিভীষণে লঙ্কার অধিকারী। পুষ্পরথে আসে বামে শোভে মন্দোদরী॥ ইন্দ্র বলে রাবণের ভাই বিভীষণ। রাক্ষসজাতি বিশ্বাস না করি কখন॥ ত্রেতাযুগে রাবণ যে রাজা নিশাচর। যতেক অমর ধ'রে করিল কিঙ্কর॥ আমি ইন্দ্র হৈয়া ত্যজি স্বর্গ-অধিকার। দিতাম প্রত্যহ গেঁথে দশাননের হার॥ পবন দেবতা দ্বারী হ'য়েছিল দ্বারে। চন্দ্র ধ'রেছিল ছত্র রাবণের শিরে॥ শমন রাখিতে অশ্ব প'ড়ে ঘোর দায়। দেবগণ খেটেছিল রাবণ-আজ্ঞায়॥ কে বুঝে রাক্ষস-মায়া বিধি-অগোচর। ধার্ম্মিক হৈলে কি হয় জাতি নিশাচর॥ কি জানি কিভাবে এল এই বৃন্দাবনে। নাহি জানি কিবা আছে বিভীষণ-মনে॥ ইহা ভাবি দেবগণ কৈল পলায়ন। পদ্মযোনি একমাত্র রহিল তখন॥ রথ হৈতে নামিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ। বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা শ্রীচরণ॥ একে-একে রাক্ষসগণ করে দরশন। ষাটি হাজার দেবকন্যা আসিল তখন॥ কৃষ্ণ দরশন কৈল দেবকন্যাগণ। শুনহ সূর্পণখার কৃষ্ণ-দরশন॥ অবশেষে সূর্পণখা প্রণাম করিল। রামকৃষ্ণ দুইজনে ঈষৎ হাসিল॥ সূর্পণখা বলে, কৃষ্ণ করি নিবেদন। প্রণাম করিতে তুমি হাসিলে কি কারণ॥ ষাটি হাজার কন্যা আসি প্রণমে তোমায়। তাহা দেখি না হাসিলে দেব

যত্নরায় ॥ আমার প্রণামে কেন হাস নারায়ণ। কহ শুনি, ওহে কৃষ্ণ ইহার কারণ ॥ সকল মনের কথা বলিব তোমাকে। হেসেছি তোমার এই কাটা নাক দেখে ॥ কিবা নাম ধর শুনি ইহার কারণ। করেছিল কে তোমার নাসিকা ছেদন ॥ সূর্পণখা বলে, শুন নিবেদন করি। সূর্পণখা নাম মোর শুনহ শ্রীহরি ॥ ত্রেতাতে রাবণ রাজা ব্যক্ত ত্রিভুবনে। তার ভগ্নী হই আমি, জানে দেবগণে ॥ হরগৌরী-পূজা লাগি কুসুম চয়নে। আমি গিয়াছিলাম দূর পঞ্চবটী বনে ॥ তথায় আছিল রামের ভাই সে লক্ষ্মণ। বিনা দোষে কৈল মম নাসিকা ছেদন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কহি শুন সূর্পণখা। আমি সেই রামচন্দ্র বিভীষণ সখা ॥ এই বলরাম হয়েছিল যে লক্ষ্মণ। এই করেছিল তব নাসিকা ছেদন ॥ সূর্পণখা বলে হরি না করি প্রত্যয়। দয়া করি রামরূপ দেখাও আমায় ॥ ধর প্রভু রামরূপ সীতা ল'য়ে বামে। রামলীলা প্রকাশ শ্রীবৃন্দাবন-ধামে ॥ ধনুর্ব্বাণ ধরিতে আজ্ঞা করহ লক্ষ্মণে। যেরূপ দেখিয়াছিনু পঞ্চবটী বনে ॥ তবে আমি প্রত্যয় করিব নারায়ণ। বৃন্দাবনে কর আজি পঞ্চ-বটী বন ॥ যে-রূপ দেখেছি আমি কুসুমচয়নে। সে-রূপ ধারণ কর শ্রীবৃন্দাবনে ॥ সূর্পণখা বাক্যে কৃষ্ণ হইয়া সদয়। রামরূপ ধরেন শ্রীকৃষ্ণ দয়াময় ॥ শ্রীরাধা হইয়া সীতা দণ্ডাইল বামে। পঞ্চবটী করিলেন বৃন্দাবন-ধামে ॥ শ্রীবলরাম ঠাকুর হইল লক্ষ্মণ। ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে দণ্ডায় তখন ॥ বৃন্দাবনে রামলীলা করিল প্রকাশ। দেখিয়া সে সূর্পণখা করিল বিশ্বাস ॥ দূরে ছিল বিভীষণ নিকটে আইল। রামে হেরি মন্দোদরী কান্দিতে লাগিল ॥ নিকষা হেরিয়া তবে রাম রঘুবর। রাবণের শোকেতে যে হইল কাতর ॥ রামের নিকটেতে দণ্ডায়ে সারি সারি। কান্দেন রাবণের ষাটি হাজার নারী ॥ রাবণের শোকে সবে করয়ে রোদন। নয়নের জলে ভাসিল শ্রীবৃন্দাবন ॥ রাবণের পূর্ব্বশোক করিয়া স্মরণ। কান্দিয়া কাতর যে ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥ শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ। কান্দিয়া কাতর হৈলে কিসের কারণ ॥ বিভীষণ বলে, হরি করি নিবেদন।

বৃন্দাবনে রামরূপ করি দরশন॥ রাবণের পূর্ব্বশোক হৈল মম মনে। মনাগুন দ্বিগুণ জ্বলিল বৃন্দাবনে॥ ত্রেতাযুগে শ্রীরাম-রূপ করি দরশন। কু-মন্ত্রণায় করেছি বংশের নিধন॥ কু-মন্ত্রণা দিয়ে তোমায় হে ভগবান্। দিয়েছিনু রাবণের আমি মৃত্যুবাণ॥ আমার কু-মন্ত্রণায় মরিল রাবণ। বৃন্দাবনে সেই শোক হইল স্মরণ॥ ত্রিভুবনজয়ী ভাই রাজা ত রাবণ। কু-মন্ত্রণা দিয়া কৈনু তাহাকে নিধন॥ কু-মন্ত্রণা দিয়া কুম্ভকর্ণের কারণে। নিদ্রাভঙ্গ করি তারে বধিলাম রণে॥ বধিলাম ইন্দ্রজিতে দিয়া কু-মন্ত্রণ। লঙ্কার সন্ধান যত বলি নারায়ণ॥ সমস্ত বীরবরে যে করেছি নিধন। নিজ পুত্র তরণীকে তোমার কারণ॥ পিতা হ'য়ে শত্রু হৈনু বধিলাম রণে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা-সম শাস্ত্রেতে বাখানে॥ সকল অত্যাচার কি কব যদুরায়। করেছি কুৎসিত কার্য্য তোমার আজ্ঞায়॥ জন্মিয়া রাক্ষসকুলে আমি দুরাচার। কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাহি তার॥ পোড়া লঙ্কারাজ হ'য়ে আমি মন-পোড়া। যেই দিকে চেয়ে দেখি সেই দিক পোড়া॥ স্বর্ণ-লঙ্কা পোড়াইয়া ওহে যদুরায়। সে পোড়া লঙ্কায় রাজা করিলে আমায়॥ কিসে প্রাণ জুড়াবে পোড়া লঙ্কায় থেকে। সদা মন পোড়ে হরি, পোড়া লঙ্কা দেখে॥ লঙ্কা পোড়া রাজা আমি পোড়া লঙ্কা দেখি। বড় শোকে মন পোড়ে, পোড়া লঙ্কায় থাকি॥ কবি কহে শুনি বিভীষণের কাতর। তদন্তরে কি বলিল রাম রঘুবর॥

গীত

রাগিণী সিন্ধু—তাল খয়রা

ওহে কৃষ্ণ, তোমার মায়া কে জানে।
ছিলে কৃষ্ণ হ'য়ে রাম নিকুঞ্জ-কাননে॥
সীতা ল'য়ে বামে বৃন্দাবন ধামে,
দেখালে রামরূপ বিভীষণে॥

বিভীষণের প্রতি শ্রীরামের প্রত্যুত্তর

রাম বলে, শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ। ধার্ম্মিক হইয়া এত খেদ কি কারণ॥ যে ব্যক্তি পরম ভক্ত এই চরাচরে। রোগ-শোক নাহি থাকে তাহার শরীরে॥ মায়া-মোহ নাই করে অনিত্য সংসারে। ধন ধরা গজ বাজী না ভাবে অন্তরে॥ মরিল আপন দোষে রাবণ ভূপতি। শত্রুভাবে হরিলেন সীতা সম সতী॥ সীতা হরণের পাপে মরিল রাবণ। তার জন্য শোক কেন কর অকারণ॥ বিভীষণ বলে নয় রাবণ নির্গুণ। কেন হরি জ্বাল আর নির্ব্বাণ আগুন॥ ত্রিজগত কর্ত্তা তুমি, ওহে চিন্তামণি। আদ্যাশক্তি সীতাদেবী তোমার গৃহিণী॥ যার কোপানলে হরি জ্বলে ত্রিভুবন। হরণ করিতে পারে তাঁরে কি রাবণ॥ মিছা দোষে দোষী ক'রে হইলে নিদয়। রক্ষবংশ ধ্বংস কেন কৈলে দয়াময়॥ মোর বোলে নয় ভেবে দেখ হে অন্তরে। অনেকের মনোদুঃখ রাম-অবতারে॥ বিনা দোষে বালিরাজে করিলে নিধন। বিনা দোষে রত্নাকরে করিলে বন্ধন॥ বিনা দোষে সে তোমার অনুজ লক্ষ্মণ। করিল যে সূর্পণখার নাসিকা ছেদন॥ বিনা দোষে ওহে রাম রাক্ষস বধিলে। রাম-অবতারে অনেকেরে দুঃখ দিলে॥ অমর বরেতে মম নাহি প্রয়োজন। আজ্ঞা কর, হোক্ মম শরীর পতন॥ ত্যজিব পাপের দেহ এই বৃন্দাবনে। পোড়া লঙ্কা আর না হেরিব এ-নয়নে॥ ইহা বলি বিভীষণ ধরণী লোটায়। কান্দিয়া কৃষ্ণের ধ'রে রাঙ্গা দুটি পায়॥ বিভীষণে কাতর দেখিয়া নারায়ণ। বৃন্দাবনে রামরূপ করিল গোপন॥ কৃষ্ণ বলে, শুন হে ধার্ম্মিক বিভীষণ। রাবণের শোক কর তুমি নিবারণ॥ চারিযুগে অমর তুমি মৃত্যু না হবে। কলির আগতকালে কৃতার্থ পাইবে॥ ইহা শুনি বিভীষণ করিল গমন। তদন্তর শুন কৃষ্ণ রথ-আরোহণ॥ সেবি শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায়। রথ-আরোহণে কৃষ্ণ যান মথুরায়॥

গীত

রাগিণী মুলতান—তাল ঝিঁঝিট

শ্রীকৃষ্ণকে সাজান নন্দরাণী।
কৃষ্ণের করে প্রদান করে ক্ষীর সর ননী॥
নন্দ উপানন্দ আদি, সজ্জা করে যথাবিধি,
যত গোপ-রমণী॥

শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ

ধার্ম্মিক বিভীষণ কৃষ্ণের দরশনে। অক্রূরের বিলম্ব হইল বৃন্দাবনে॥ অদ্ভুত ভাগবতে কয় ভাগুরি মুনি। শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিলেন নন্দরাণী॥ বর্ণিতে অনেক হয় কৃষ্ণের বিদায়। লিখিলে রাধার খেদ গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ গোপীগণে প্রবোধিয়া দেব নারায়ণ। অক্রূরের রথে হরি কৈল আরোহণ॥ কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে রথে আরোহিল। বৃন্দাবন হইতে রথ অক্রূর ছাড়িল॥ যমুনার মধ্যভাগে রথের গমন। জলমধ্যে শ্রীযমুনা কহিছে তখন॥ রাখ হে অক্রূর করি কৃষ্ণ দরশন। অদ্য মম সুপ্রভাত কৃষ্ণের গমন॥ অক্রূর বলে, কে তুমি জলের মধ্যেতে। কেমনে রাখিব রথ বল যমুনাতে॥ পবনবেগেতে হয় রথের গমন। কেমনে করিবে তুমি কৃষ্ণ-দরশন॥ যমুনা বলেন, তুমি শুনহ অক্রূর। সসৈন্যেতে রথ তুমি রাখ কিছুদূর॥ মম বাক্য না শুনিয়া যাবে মথুরায়। রথসহ তোমায় ডুবাব যমুনায়॥ অক্রূর ঈষৎ হাসি কহেন তখন। ইচ্ছা থাকে ক'রে যাও কৃষ্ণ দরশন॥ এতেক নিষ্ঠুর বাক্য যমুনা শুনিল। বেগবতী মহাবেগ ধারণ করিল॥ মিছা বেগ ধারণ করি হৈল পর্ব্বত। ক্রোধ করি ডুবাইল অক্রূরের রথ॥ মহাবেগ যমুনা যে করিল ধারণ। করিলেন কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন॥ মনে মনে অক্রূর কহিছে তখন। ধন্য কৃষ্ণ তুমি, ধন্য তব ভক্তগণ॥ জল-ময়ী যমুনা তরঙ্গ জলময়। তব দরশন বাঞ্ছা করে জলাশয়॥

জলে স্থলে তব ভক্তি অঘোর কাননে। বারি বাঞ্ছা রাখে হরি তব দরশনে ॥ তব ভক্তিবিহীন যে, সে হয় চণ্ডাল। যমকুণ্ডে দণ্ড ভোগ করে চিরকাল ॥ তোমার ভকতি বিনে যমের যমত্ব। যমে রাজ্য দিলে হীন করি ভক্তিতত্ত্ব ॥ তব ভক্তি যাতে আছে সে জন শিখায়। তব ভক্তিহীন হৈলে রক্ষা নাহি পায় ॥ তাহার প্রমাণ আমি দেখিনু নয়নে। জলময়ী ইচ্ছা কৈল তব দরশনে ॥ ইহা বলি অক্রূর রথ চালাইল। মথুরার প্রান্তভাগে উপনীত হৈল ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রথ রাখহ অক্রূর। বলহ মথুরা আরো আছে কতদূর ॥ অক্রূর বলেন, কৃষ্ণ করি নিবেদন। এইত কংসের রাজ্য মথুরা-ভুবন ॥ দৃশ্য করি দেখ এবে তুমি বংশীধারি। রাজধামে পতাকা উড়িছে সারি সারি ॥ তূরী ভেরী বাজে কত শুনিতে সুরস। মন্দির উপরে শোভে সোনার কলস ॥ স্থানে স্থানে নহবৎ বাদ্য নানাজাতি। শোভিছে শ্রীকংস-ধামে যথা রাজনীতি ॥ কংস নৃপতির রাজ্য দেখহ শ্রীহরি। নানাজাতি প্রজা বাস করে নরনারী ॥ ইহা বলি অক্রূর রাজ্য কংস দেখায়। সেবি শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায় ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রজলীলা সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

——০ঃ(*)ঃ০——

তৃতীয় খণ্ড

—ঃ*ঃ—

শৈবমতে মাথুরের শ্লোক

ভক্তানাঞ্চ প্রিয়-মাধবঃ লীলাময়ং গতং ভবেৎ।
তেষাং এষাং ভক্ত বিষ্ণু স্বয়ং সদা॥ ১
ভক্তাধীনঃ গোবিন্দঃ গোপবৃন্দঃ মাধবে।
ব্রজানুকুলোদ্ভবাং তস্যাঞ্চ গোপবালকং॥ ২
কংসারি কেশব লীলায়াং মাধব।
প্রিয়োত্তম কৃষ্ণাঞ্চ ব্রজানুভবেম্মবাদ॥ ৩
তুষ্টাঙ্গকরভি মধুরপুর বাসরে।
বলরাম তস্যাঞ্চ উবাচ তথা॥ ৪
বিমানাঃ পরিহস্তাবরং মথুরায় সদা।
তেষাং মহিমা নারায়ণঃ করোতি ভবেৎ॥ ৫

এতদর্থে পঞ্চমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তঃ।

কৃষ্ণ-বলরাম কর্ত্তৃক কংসের রাজ্য বর্ণন

কৃষ্ণ এবে কহিছেন দাদা বলরাম। কিবা সুশোভন অতি কংস-রাজ্যধাম॥ কংস নৃপতির রাজ্য ইন্দ্রের সম্মত। স্থানে স্থানে দেখিলাম শিবালয় কত॥ সুবর্ণ-পতাকা কত উড়ে মনোহর। সোনার কলস শোভে মন্দির উপর॥ সারি সারি ইমারত কনকে বেষ্টিত। বোধ করি হবে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত॥ কতই উদ্যান শোভে বন-উপবন। নানাজাতি বিহঙ্গম না যায় বর্ণন॥ সরোবরে কমলের অতি সুশোভন। বারি মধ্যে শোভে কত বারিজের বন॥ রাজীব সজীব জলে অতি সুশোভন। কুসুমে প্রমোদে মত্ত আছে অলিগণ॥ গুন্‌গুন্‌ শব্দে

মধুকর করে গান। আমোদে কুসুমে বসি করে মধুপান॥ স্থানে স্থানে পিক কত ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে। সারি সারি শুক-সারী পুরীর সম্মুখে॥ ময়ূর-ময়ূরী কত না যায় বর্ণন। করী আর অশ্ব কত না যায় গণন॥ তুরঙ্গ-কুরঙ্গ আদি নানা রঙ্গ আর। বাহান্ন সড়ক মধ্যে তিপান্ন বাজার॥ সমুদ্রে বেষ্টিত হৈল মথুরাভুবন। কংস রাজ্য হৈল সোনার লঙ্কা যেমন॥ কনক-লঙ্কা অধিক সে মথুরানগর। কেবল সাগর আর নাই নিশাচর॥ সমুদ্রে রাক্ষস যদি এখানে আসিত। দ্বিতীয় কনক-লঙ্কা মথুরা হইত॥ এতেক প্রশংসা করি কংস-রাজ্য রাম। কংস-পুরী হেরি হর্ষ কৃষ্ণ-বলরাম॥

এইরূপে রামকৃষ্ণ ভাই দুইজন। সবে কংস-রাজার রাজ্য করেন বর্ণন॥ সুবল নামেতে এক কৃষ্ণভক্ত ছিল। শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণ শিশুকে দেখিল॥ হরিভক্ত সুবল মুখেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কেমন মূরতি তার নাহি চিনে কৃষ্ণ॥ ব্রজেতে বিরাজমান শুনেছি শ্রবণে। কিরূপ কৃষ্ণের রূপ না দেখি নয়নে॥ কৃষ্ণের নিকটে আসি করেন প্রণাম। তৎপরে জিজ্ঞাসে তারে কৃষ্ণ-বলরাম॥ শ্রীহরি বলেন, কহ তুমি কোনজন। আমায় প্রণাম কৈলে কিসের কারণ॥ সুবল বলে, মোর সুবল হয় নাম। কৃষ্ণ-অভিজ্ঞানে আমি করেছি প্রণাম॥ আমি দীনহীন অতি শুন বলি স্পষ্ট। কৃষ্ণভক্ত সত্য কিন্তু নাহি চিনি কৃষ্ণ॥ ব্রজলীলা করে হরি শুনেছি শ্রবণে। কিরূপ কৃষ্ণের রূপ না দেখি নয়নে॥ আমি দীনহীন ব্রজে যেতে করি মন। যমুনা পার হ'তে নারি অর্থের কারণ॥ পঞ্চতঙ্কা লাগে যে যমুনা পারাপারে। বিনা দানে পার হই বল কি প্রকারে॥ একারণ ভাগ্যে নাই কৃষ্ণ-দরশন। কৃষ্ণভক্ত হই কৃষ্ণ না চিনি কেমন॥ কৃষ্ণ বলে, কৃষ্ণ-রূপ না দেখি নয়নে। কৃষ্ণ অভিপ্রায় তুমি জানিলে কেমনে॥ কহ কহ হে সুবল শুনিব শ্রবণে। ব্রজের যে কৃষ্ণ আমি ভাবিলে কেমনে॥

সুবল বলেন, প্রভু করি নিবেদন। কৃষ্ণ-অভিপ্রায় আমি জানি যে কারণ॥ গুরু উপদেশ মম যখন হইল। ইষ্টদেবে

কৃষ্ণরূপ সংক্ষেপে কহিল॥ নীলবর্ণ কৃষ্ণ হন নবজলধর। চূড়া-ধড়া বান্ধা সবে মস্তক উপর॥ বামে হেলা শ্যামচাঁদ করে-ধরা বাঁশী। শ্রীপদে নূপুর শোভে ভক্ত অভিলাষী॥ ভৃগুপদ-চিহ্ন আছে শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষেতে। ভাবে জানা গেল তুমি কৃষ্ণ হেনমতে॥ স্নান ক'রে শুচি হ'য়ে করি আকর্ষণ। মনে মনে হৃদিমাঝে পাতি কুশাসন॥ এইরূপ ভাবি কৃষ্ণে করি আনয়ন। হৃদপদ্মে বসাইয়া করিবে সেবন॥ মনে মনে কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধোয়াইয়া। যশোদা-কর্ত্তৃক বেশে দিবে সাজাইয়া॥ চূড়া-ধড়া বেশ তারে করায়ে ধারণ। মন-পদ্ম কৃষ্ণপদে করিবে অর্পণ॥ মনের নৈবেদ্য তাহে মনেতে সাজায়ে। কৃষ্ণায় নমঃ বলি তাহে ভক্তি মিশাইয়ে॥ চক্ষে বহে প্রেমধারা তারা স্থির করি। ভক্তিভাবে ভাব তুমি ত্রিভঙ্গ মুরারি॥ মনমঞ্চে মনকে লইয়া সাবধান। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কৃষ্ণে করিবেক ধ্যান॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ করি বিসর্জ্জন। প্রেমসাগরেতে বসি করিবে সাধন॥ অগ্নিমধ্যেতে শীতল করিয়া মিলন। সেইরূপ কৃষ্ণরূপ করিবে দর্শন॥ আপনি পূজক হ'য়ে করিবে সেবন। আপনি করিবে কৃষ্ণ চামর ব্যজন॥ আপনার জঠরে আপনি প্রবেশিয়া। স্তবন করিবে কৃষ্ণে ভক্তি মিশাইয়া॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দৃষ্টে করি মনে করি ভয়। অন্য বিনা নাহি হয় ভক্তির আশ্রয়॥ ভয়াতীত ভক্তি হ'লে হইবেক মুক্তি। ভক্তিতে জপিবে কর সার গ্রন্থ-উক্তি॥ গুরু-উপদেশে যে চিনিছে মহাশয়। নবজলধররূপে কৃষ্ণ দয়াময়॥ গুরুবাক্য ঐক্য করি দেখিনু এখন। হৃদপদ্মে এইরূপ করেছ ধারণ॥ এই হেতু ভাবি কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অভিপ্রায়। ইহা শুনি হাস্য করি কহে যদুরায়॥ শ্রীকৃষ্ণ বলে, সুবল আমি সেই কৃষ্ণ। দরশন কর তুমি মন করি নিষ্ঠ॥ সুবল শুনিয়া ইহা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। ধূলায় লোটায় পড়ে হরি-পদতলে॥ শ্রীহরি বলেন, শুন প্রাণের সুবল। তোমায় যে ভাবি আমি ব্রজের সুবল॥ সুবল বলেন, প্রভু আমি দুরাচার। ব্রজের সুবল পদে প্রণাম আমার॥ গুরুমুখে উপদেশ করেছি শ্রবণ। শ্রীদাম সুদাম যত রাখালের গণ॥

গোষ্ঠেতে বিরাজ হরি লইয়া গোপালে। অতুল্য তুলনা সেই ব্রজের সুবলে॥ তার সহ তুল্য মম না যাই কেবল। ধন্য সে সুবল সেই জীবন সফল॥ ব্রজের সুবলে আছে সৌভাগ্য প্রকাশ। আমি হ'তে নারি তাদের দাস-অনুদাস॥ যদি দয়া-ময় দয়া কর প্রকাশিয়ে। ব্রজের সুবলে দাও বলে মিশাইয়ে॥ ইহা বলি নতি করি কৃষ্ণ-পদতলে। মথুরা-জনগণে সংবাদ দিতে চলে॥ সরকার কহে, শুন কৃষ্ণভক্তগণ। মথুরার-লোকদের কৃষ্ণ-দরশন॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

মথুরাবাসিগণ করে দরশন।
দয়া করি দয়াময় দিল পদ্মাসন॥
যে-কৃষ্ণ-দরশনে, বসে যোগে যোগীগণে,
যোগাসনে কত মুনি-ঋষিগণ॥

সুবল বলে, শুন মথুরাবাসীগণ। এস শীঘ্র যদি ইচ্ছা কৃষ্ণ-দরশন॥ এস হে, দেখিবে যদি কৃষ্ণ গুণধাম। কৃষ্ণের অগ্রজ সঙ্গে ভাই বলরাম॥ শ্বেত-নীলবর্ণ যে দণ্ডায়ে দুইজন। আহা মরি মধুপুরী হয়েছে শোভন॥ কে কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ দেখিবি যদি আয়। কালোরূপে আলো করিয়াছে ব্রজময়॥ কি দিব তুলনা তাহা কি আছে ধরায়। গোলোকবিহারী হরি অবতীর্ণ হয়॥ সুবল-মুখে কৃষ্ণ-কথা করিয়ে শ্রবণ। নর-নারী ধায় যত না যায় বর্ণন॥ বিপ্র শূদ্র নানাজাতি দেখিবারে ধায়। মুখে বলে হরি-হরি কৃষ্ণ দেখি আয়॥ কুল ত্যজি ধায় যত কুলবধূগণ। বিবসন হ'য়ে করে হরি-দরশন॥ কৃষ্ণ-দরশনে সবে করে হুড়াহুড়ি। ভূমি ধরি যায় আশী বৎসরের বুড়ী॥ কাণা-খোঁড়া চলে কত হাজার হাজার। হরি-দরশনে যেন বসিল বাজার॥ মহাগোল উতরোল কৃষ্ণ-দরশনে। গৃহ-শূন্য হৈল কেহ না রহে ভবনে॥ কেশ কেহ নাহি বান্ধে ধায় বামাগণে। ছেলে ফেলে চলে সবে হরি-দরশনে॥ অধ্যভাগে

দাঁড়াইয়ে কৃষ্ণ-বলরাম। কে কাহার গায়ে প'ড়ে করিছে প্রণাম। লক্ষ লক্ষ প্রণাম করিছে কত লোকে। কে করে প্রণাম কারে কেবা কারে দেখে॥ প্রণামে প্রণামে হৈল ধূল পরিমাণ। প্রণামের নদী যেন বহিছে উজান॥ কেহ বলে, এই কৃষ্ণ ছিল ব্রজপুরে। কৃষ্ণ দরশন কর দু'নয়ন ভরে॥ কেহ বলে, কোটি কৃষ্ণ কোটি বলরাম। একটি শ্বেত একটি যে দূর্ব্বাদল-শ্যাম॥ কৃষ্ণ-কোলে শ্বেতবর্ণ কিবা শোভা পায়। মেঘের কোলেতে যেন বক উড়ে যায়॥ কেহ বলে এদের কি মাতা-পিতা আছে। প্রাণ ধ'রে কেমনে এ-পুত্র ছেড়ে দেছে॥ কেহ কেহ বলে ধন্য-ধন্য হে রাজন্। তোমার কল্যাণে করি হরি দরশন॥ কেহ বলে সাধু সাধু মথুরার গ্রাম। গ্রামের কল্যাণে দেখি দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ কেহ বলে, ধন্য হে অক্রূর মহাশয়। কৃষ্ণ এনে পবিত্র করিলে কংসালয়। যেন ভগীরথ ধন্য হয় সূর্য্য-কুলে। পবিত্র করিল গঙ্গা এনে মহীতলে॥ তদ্রূপ পবিত্র যে করিলে মধুবন। তোমার কল্যাণে করি হরি দরশন॥ ইহা বলি যতেক মথুরাবাসিগণে। আনন্দে চলিল সবে হরি দরশনে॥ দর্শন করিয়া কৃষ্ণে তথা হৈতে চলে। সেবিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদ ঈশ্বরচন্দ্র বলে॥

গীত

রাগিণী বসন্ত—তাল তিওট

ওহে কৃষ্ণ, আমার অনিষ্ট হবে দূর্ব্বাদলশ্যাম।
জানিলাম হে দয়াময়, তুমি যত দয়াময়,
কোটি মহাদায়ে আমায় হ'লে বাম॥

কংসের সভায় কৃষ্ণ-বলরামের আগমন ও রজক-বধ

বলরাম-প্রতি তবে কৃষ্ণচন্দ্র কয়। এ-বেশেতে রাজ-বাসে যাওয়া যোগ্য নয়॥ কংস সভা করি বসি আছে সিংহাসনে। কেমনে যাইব বল এমন বসনে॥ কোন্ লাজে সভামাঝে করিব প্রবেশ। সকলে হাসিবে দেখে রাখালের বেশ॥ চূড়া

ধড়া ব্রজভাব করিয়া গোপন। রাজসভা-যোগ্য চাই উত্তম বসন ॥ বিশেষ মাতুল হন কংস নরপতি। আমরা হইনু রাজার ভগ্নীর সন্ততি ॥ লোকাচার বেদাচার বল কিসে ঢাকে। এই বেশে গেলে সব হাসিবেক লোকে ॥ বেদাচারে শত্রু লোকাচারেতে মাতুল। বল দাদা কিসে হয় দুদিক্ প্রতুল ॥ লোকাচার বেদাচার করিব গোপন। বল, কোথা পাই দাদা উত্তম বসন ॥ এই কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলিল যখন। হেনকালে কংস-রজক দিল দরশন ॥ রাজসভায় যায় রজক বসন লৈয়া। রজকে ডাকেন কৃষ্ণ বিনয় করিয়া ॥ রাজার রজক তাই ভয় নাহি মনে। যত ডাকে তত যায় শুনেও না শুনে ॥ তাহা দেখি ক্রোধ করি করিল অনিষ্ট। ধোপের বস্ত্রের মোট কেড়ে লন কৃষ্ণ ॥ রজক বলে, কে রে তুই দুষ্ট দুর্জ্জন। জান না কি কংস-রাজা দ্বিতীয় শমন ॥ তাহার রজক আমি না জান কারণ। জোর ক'রে কেড়ে লও রাজার বসন ॥ অজ্ঞান বালক তুমি একি অসঙ্গত। কটিদেশে ধটি আঁটা রাখালের মত ॥ মরা ময়ূরের পাখা বাঁধিয়া মাথায়। দস্যুগিরি করিবারে এসেছ হেথায় ॥ এমনি দুষ্টামি তোর অতিশয় দেখে। কোন্ দ্বিজ পদাঘাত কৈল তোর বুকে ॥ বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে মন। রাখাল হইয়া চাও রাজার বসন ॥ এতেক ভর্ৎসনা যদি রজক করিল। মহাক্রোধে কৃষ্ণচন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ দক্ষ করে রজকেরে করিয়া ধারণ। চপেট আঘাতে কৈল মস্তক ছেদন ॥ রজকে বধিয়া হরি লইল বসন। কে পরাবে বস্ত্র চিন্তা করেন তখন ॥ জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। এত অবিচার কেন কৈল নারায়ণ। রজকে কি দোষে বধে কহ তপোধন। বধিয়া রজকে কেন লইল বসন ॥ রাজার রজক কাচে রাজার বসন। বস্ত্র হরি লয় তার বধিয়া জীবন ॥ পর-ধন হরণে অনেক অত্যাচার। জগৎ-ইষ্ট কৃষ্ণ হ'য়ে কৈল অবিচার ॥ কি কথা শুনালে মুনি অতি অত্যাচার। রজকে বধিল কৃষ্ণ করি অবিচার ॥ কিবা দোষ রজকের, দোষী কেন হয়। দয়াময় হ'য়ে কেন এতেক নির্দ্দয় ॥ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর যিনি, দেব নারায়ণ।

তিনি কেন হরিলেন পরের বসন॥ কৃষ্ণের বসনে যদি ছিল প্রয়োজন। ব্রহ্মারে করিলে আজ্ঞা যোগাত বসন॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদি যাঁর আজ্ঞাকারী। দেবের দুর্লভ যাঁর কুবের ভাণ্ডারী॥ পরম গৃহিণী লক্ষ্মী যাঁর গৃহে রন। তাঁর কেন সামান্য বসনে হৈল মন॥ বিনাদোষে রজকের বধিল জীবন। এ-কার্য্য তাঁহার নাহি হয় ত শোভন॥ ইহার তদন্ত কহ, মুনি মহাশয়। বাঞ্ছা মম শুনিতে, শুনাতে আজ্ঞা হয়॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। কেন অবিচার করিলেন নারায়ণ॥ বস্ত্র উপলক্ষে কৈলা রজকে উদ্ধার। যেহেতু রজক-বধ শুন তত্ত্ব তার॥ ত্রেতাযুগে হৈল হরি রাম-অবতার। অযোধ্যায় এল করি সীতার উদ্ধার॥ অযোধ্যায় শ্রীরাম যে রজকের ভাষে। পঞ্চমাস গর্ভ সীতা দিল বনবাসে॥ লোকমুখে শুনিয়া রজক গুণধাম। যোড়করে আসে যথা আছেন শ্রীরাম॥ রাম পাশে ত্বরা আসি রজক তখন। গলে বাস দিয়া বলে শুন নারায়ণ॥ আমি অতি দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন। আমার কথায় হৈল জানকীর বন॥ কত অপরাধ কৈনু না যায় বর্ণন। নিজ হস্তে-কর মম মস্তক ছেদন॥ পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি। স্বহস্তে মস্তক ছেদ কর ধনুর্দ্ধারি॥ শ্রীরাম বলেন, যদি বধিব তোমাকে। নিন্দুকের অপরাধ বল ভুগিবে কে॥ মম হস্তে দেহত্যাগ করে যেইজন। অপরে গোলোকে কিম্বা বৈকুণ্ঠে গমন॥ এই হেতু বলি তোমা রজক-কুমার। বর দিনু কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার॥ বর পেয়ে রজক যে অতি সমাদরে। দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরানগরে॥ বস্ত্র-উপলক্ষ মাত্র, শুনহ রাজন্। এই হেতু করিলেন রজক নিধন॥ সংক্ষেপে কহিনু রাজা শুন তত্ত্ব তার। ঈশ্বরচন্দ্র রচিল রজক উদ্ধার॥

শৈব উক্তি শ্লোকঃ

জনক-দুহিতা তত্ত্বময়ী লক্ষ্মীরূপা।
রজক-ভাষয়া অরণ্যং গচ্ছতি॥ ১

নারায়ণ-ময়ং সর্ব্বং জিহ্বাতু চ ভারতী।
কাকস্তং গুণাধিময়ঃ যথা ভবেৎ ॥ ২ ॥
সর্ব্বগুণারু ভবেৎ বেতিভুত্র।
সাখ্যঞ্চ প্রখরা মেহং তস্যাঞ্চ মারোতিং ॥ ৩ ॥
পঞ্চভূতদেহ আত্মনি লয়ং সদা।
দশনরূপী রোগী যথায়ং ॥ ৪ ॥
মধুকৈটভনাশনং তৎ পদপল্লবং।
তেষাং এষাং ভবেৎ সদা ॥ ৫ ॥

জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ ॥ রজক বধিয়া তবে লইয়া বসন। তন্তুবায় কাছে আসি দিল দরশন ॥ তন্তুবায় দেখে যবে কৃষ্ণ-বলরাম। ধূলায় লোটায় দোঁহে করয়ে প্রণাম ॥ ভক্তির সাগরে ডুবি তন্তুর নন্দন। গলে বাস দিয়া করে কৃষ্ণ-দরশন ॥ চক্ষে বহে প্রেম-নীর চিত্ত স্থির করি। বাহিরে দর্শন করে, মনে জপে হরি ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন তন্তুর নন্দন। কংস-যজ্ঞে যাব শীঘ্র পরাও বসন ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন কৃষ্ণের বস্ত্র পরিধান ॥ তন্তুবায় বলে, হরি করি নিবেদন। যশোদা-কর্ত্তৃক সাজে কেন অযতন ॥

তন্তুবায়-কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-বলরামের বস্ত্র পরিধান

পয়ার। তন্তুবায় বলে, কৃষ্ণ করি নিবেদন। যশোমতী সাজায়েছে করিয়া যতন ॥ যশোদা-কর্ত্তৃক সাজ ঘুচাইতে নারি। যশোদা-যতনে কেন অযতন হরি ॥ চূড়াতে রাজার নাম রয়েছে শোভন। ঘুচাতে মাথার চূড়া কেঁদে উঠে প্রাণ ॥ যশোদার এই বেশ করিয়া গোপন। পরাতে নারিব হরি সামান্য বসন ॥ মাতৃদত্ত সাজ আমি ঘুচাইতে নারি। তাহার তদন্ত কিছু শুন হে শ্রীহরি ॥ ত্রেতাযুগ-কথা কৃষ্ণ করহ স্মরণ। কৈকেয়ী বিবাদী হ'য়ে দিয়াছিল বন ॥ কৌশল্যা পরায়েছিল রাজ আভ-

রণ। করেছিল মাতৃ-সাজ কৈকেয়ী হরণ॥ সে অপরাধে কৈকেয়ী নাহি আছে সুখে। অদ্যাবধি আছে তার পাষাণ চাপা বুকে॥ শ্রীহরি বলেন, শুন তন্তুর নন্দন। কহ তুমি ত্রেতা-যুগে ছিলে কোন্‌জন॥ এ-বড় আশ্চর্য্য কথা করালে শ্রবণ। ত্রেতাযুগের কথা তব হইল স্মরণ॥ তন্তুবায় বলে, হরি করি নিবেদন। কুঁজী নামে চেড়ী আমি ছিলাম তখন॥ আমার মন্ত্রণায় কৈকেয়ী হর্ষ হ'য়ে। বনবাস দিল রাজ-আভরণ ল'য়ে॥ তদন্ত জানিয়ে যে কৌশল্যা মহারাণী। অভিসম্পাত আমারে করিলেন তিনি॥ তব মন্ত্রণায় মম ঘটে এই গ্রহ। যথাস্থানে জন্ম লও ধ'রে নরদেহ॥ নারী আছ নর হ'য়ে ভুগিবে যন্ত্রণা। মাড়-অন্ন গ্রহণেতে পূরিবে বাসনা॥ মম শাপদান তোরে অন্যথা না হবে। এই অপরাধ তোর মনেতে থাকিবে॥ এই হেতু করি ভয় শুন নারায়ণ। বারেক পেয়েছি দণ্ড তোমার কারণ॥ আমার মন্ত্রণা পেয়ে কৈকেয়ী তখন। খুলেছিল তোমার সে অঙ্গ আভরণ॥ মাতৃ-দত্ত সজ্জা তবে ঘুচায়ে একবার। কৈকেয়ী পাষণ বুকে, আমি তন্তুকার॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন তন্তুর নন্দন। বর দিব আমায় হে পরাও বসন॥ মম অঙ্গ পরশনে পাপ বিমোচন॥ পাপেতে উদ্ধার হবে পরাও বসন॥ তন্তুবায় কহে, হরি করহ শ্রবণ। তব পাদপদ্মে কিছু করি নিবেদন॥ যখন তোমারে হরি পেয়েছি এবার। আর কিবা দেহে আছে পাপের সঞ্চার॥ পাপ-তাপ তখনি হয়েছে বিমোচন। যখন তোমায় হরি করেছি দর্শন॥ যে চক্ষে তোমায় হরি হেরে একবার॥ তার দেহে থাকে কি পাপের অধিকার॥ তব নাম জপিলে পার ভক্তে অভয়। তোমায় হেরিনু নিজে আর কিবা ভয়॥ সেই নারায়ণ আমি ভাবি হে এখন। ব্রহ্মবেশ হৃষীকেশ ক'রো না গোপন॥ যেই বেশে ব্রহ্মাণ্ড ভুলালে নারায়ণ। সে

বেশ ত্যজিবে এবে কিসের কারণ॥ কংস-সভা যাবে পরি সামান্য বসন। বুঝিনু হে দয়াময় সমস্ত কারণ॥ কংসের অদৃষ্টে নাই কৃষ্ণ দরশন। এ কারণে কৃষ্ণ রূপ করিবে গোপন॥ চূড়া-ধড়া পরিহরি ওহে যদুরায়। রাজপুত্র-বেশে যাবে কংসের সভায়॥ চূড়া-ধড়া বংশী তিন কৃষ্ণের ভূষণ। এ তিন থাকিলে হয় কৃষ্ণ দরশন॥ কৃষ্ণরূপ থাকিলে পরি সামান্য বসন। শ্রীকৃষ্ণ রূপেতে কংসে দিবে দরশন॥ শত্রুভাবে পাবে তোমায় কংস রাজন্। এ-কারণ কৃষ্ণরূপ করিবে গোপন॥ শত্রুভাবে পাবেন তোমায় কংসরাজ। চূড়া-ধড়া ত্যজিয়ে করিলে শত্রু-সাজ॥ শত্রুবেশ নারায়ণ করিল ধারণ। শত্রুর ভাবেতে কংস-রাজার দর্শন॥ তন্তুবায় বলে, হরি করি নিবেদন। কোথায় পাইলে হরি পুরানো বসন॥ ঈষৎ হাসিয়া তারে কহে চিন্তা-মণি। বস্ত্র লই পথেতে করিয়া রাহাজানি॥ তন্তুবায় বলে, হরি কহ তত্ত্ব তার। বিচারক হ'য়ে কেন কৈলে অবিচার॥ জগতের কর্ত্তা তুমি শ্রীমধুসূদন। অবিচারে পরধন হর কি কারণ॥ এতেক শুনিযা তবে কহিছে শ্রীহরি। কেন বস্ত্র লই আমি অবিচার করি॥ কংস-রাজা মাতুল বিচারে সন্তোষ। মাতুলের বস্ত্র নিলে কিবা তায় দোষ॥ মাতুলের অন্ন-বস্ত্র পায় ত ভাগিনে। মাতুলের বস্ত্র নিতে দোষ ত দেখিনে॥ জগতের কর্ত্তা আমি শ্রীমধুসূদন। অবিচারে কারো কভু না করি হরণ॥ আমিই বিচারপতি আমাতে ব্রহ্মাণ্ড। দোষ-গুণ বিচার করিয়া দিই দণ্ড॥ তন্তু বলে, তব পদে প্রণাম আমার। কে জানে ত্রিভঙ্গ হরি ভক্তি হে তোমার॥ ঈশ্বর সরকার কহে কৃষ্ণপদ সার। গেল দিন দিনে দিনে অসার সংসার॥ সংসার ভোজের বাজী মায়াযোগে তায়। আমার আমার করা বৃথা অভিপ্রায়॥ কে তোমার তুমি কার ভাব পরস্পর। নয়ন মুদিলে সব হইবেক পর॥ দারা-সুত পরিবার সঙ্গে নাহি যাবে। চতুর্দ্দোল শয্যা হবে সজ্জা প'ড়ে রবে॥ অতএব কৃষ্ণ ভজ দিন গেল মন। দিন দিন হ'লো আসি নিকট মরণ॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান

ত্রিভঙ্গ হে, কে জানে ভঙ্গী তোমার।
তব লীলা শুনিলে হরি, ভবে হয় নিস্তার॥
শমনের শমন তুমি, শুনেছি হে আমি,
তুমি হে সংসারের সার॥

তন্তুবায় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সজ্জা

তন্তুবায় পরায় বস্ত্র পরেন শ্রীহরি। কৃষ্ণ-বলরামেরে সাজায় যত্ন করি॥ বড় ভাগ্যবান সেই তন্তুবায় হয়। বসন পরায়ে সেইরূপে নিরীক্ষয়॥ প্রেমে গদ-গদ নেত্র হইল তখন। দিব্যজ্ঞান লভে কৃষ্ণে করিয়া স্পর্শন॥ করযোড়ে স্তুতি করে তবে তন্তুবায়। অধীনেরে কৃপা কর ওহে শ্যামরায়॥ পরম কারণ তুমি অখিলের পতি। জগতের সার বস্তু জগতের পতি॥ দয়াময় কর দয়া এ দাসে এখন। এ ভব যন্ত্রণা প্রভু করহ মোচন॥ স্তবে তুষ্ট হৈল তবে দেব দামোদর। আনন্দ-অন্তরে কহে, লহ তুমি বর॥ তন্তুবায় কহে, দেব কি আর মাগিব। অতুল ঐশ্বর্য্য আমি কিছু না লইব॥ যাহে তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ। এই বর দেহ মোরে পতিতপাবন॥ তন্তুবায়-বাক্যে কৃষ্ণ প্রফুল্ল-হৃদয়। মনোমত বর তারে দিল সে সময়॥ চূড়া-ধড়া তন্তুবায় করেন গোপন। মালাকার-গৃহে হরি করিল গমন॥

মালাকার-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের আগমন

রাজবস্ত্র পরিধান গলে পরি রেখা। কৃষ্ণ-অঙ্গ-বিভূতি যে তাহে গেছে ঢাকা॥ মাথায় পাগড়ি বাঁধা চূড়া নাই তায়। শিশুবেশে পাগড়িটি কিবা শোভা পায়॥ মালাকার বলে, কহ সত্য বিবরণ। কোন বাসে কে তোমরা আইলে দু'জন॥ সত্য

সত্য কহ ত হে শুনি সবিশেষ। সন্দ মনে দুইজনে দেখি রণ-বেশ॥ কিবা নাম কোথা ধাম কহ কার পুত্র। বোধ করি তোমরা হে হবে রাজপুত্র॥ শ্রীহরি বলেন, শুন কৃষ্ণ মম নাম। জ্যেষ্ঠ আমার ইনি ঠাকুর বলরাম॥ ব্রজেতে বসতি করি নন্দ হন পিতে। কংসরাজ মামা হন এসেছি যজ্ঞেতে॥ বিস্মিত না হবে এনু ভাই দুইজন। পরিতে এলাম মালা তোমার সদন॥ পরিচয় পেয়ে মালাকার সে তখন। গলে বাস কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন॥ ধন্য আমি ধন্য আমি করি প্রণিপাত। অদ্য নিশি আমার হইল সুপ্রভাত॥ আমার ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন। দয়া করি দয়াময় দিল দরশন॥ ওহে দেব দামোদর পুরুষ-প্রবর। অদ্য যে সফল জন্ম হইল আমার॥ মায়ার ঈশ্বর তুমি দেব মায়াময়। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যে হইলে উদয়॥ পরম কল্যাণময় সবাকার পতি। অধমের গৃহে আজ করিয়াছ গতি॥ তব পদার্পণে গৃহ পবিত্র এখন। সফল মানব জন্ম ওহে নারায়ণ॥ তুমি পরমাত্মা হও সূক্ষ্ম রূপ স্থূল। তোমার উপরে হয় এ বিশ্বের মূল॥ নাশিতে অসুর দলে তব অবতার। সাধুজনে রক্ষা কর তুমি অনিবার॥ জগতের আত্মা তুমি ওহে সর্ব্বাশ্রয়। তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়॥ শরণ লইনু আমি তব শ্রীচরণে। ভবভয় হর হরি এ অধম জনে॥ আমি অতি মূঢ়মতি কি দিয়ে পূজিব। তব রাঙ্গাপদ আমি মস্তকে ধরিব॥ এ হ'তে অধিক ভাগ্য কি আর হইবে। পাইয়া পরমপদ কেবা ছাড়ি দিবে॥ কি কার্য্য করিব প্রভু কর আজ্ঞা মোরে। তব আজ্ঞামত কার্য্য করিব সাদরে॥ মালাকার-বাক্যে তবে বলে দামোদর। সুগন্ধি উত্তম মাল্য আনহ সত্বর॥ এই কথা শুনি মালী অমনি তখন। আনিল পুষ্পের হার সুন্দর দর্শন॥ জাতে মালাকার আমি অতি অভাজন। তোমারে বসাতে মোর কি আছে আসন॥ এক আসন আছে মম শুন সবিশেষ। হৃদি-পদ্মাসনে প্রভু করহ প্রবেশ॥ শ্রীহরি বলেন, তুষ্ট হলেম ভক্তিতে। শীঘ্র পরাও মালা যাব যজ্ঞ দেখিতে॥ প্রেম-নীরে ভাসিয়া কহেন

মালাকার। তোমাকে পরাতে মালা সাধ্য আছে কার॥ তুমি মালাকার মালা হও জপমালা। আয়ানে ভুলালে গলে প'রে মুণ্ডমালা॥ গলায় হাড়ের মালা নিয়া নারায়ণ। রাধার দুর্জ্জয় মান করিলে ভঞ্জন॥ নাশিতে এবার কার মান-প্রাণ কালা। ছল ক'রে এসেছ পরিতে বনমালা॥ ইহা বলি মালাকার অতি সমাদরে। প্রদান করিল মালা দুই সহোদরে॥ মালা পরি রাম-কৃষ্ণ ভাই দুইজন। আসিয়া কংসের যজ্ঞে দিল দরশন॥

কুব্জার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

মুনির উক্তি

এক্ষণে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন্। অনন্ত কৃষ্ণের লীলা বুঝে কোন্ জন॥ কংসপুরী যান হরি রথ আরোহণে। রাজপথে রামকৃষ্ণ হরষিত মনে॥ পথমাঝে এক নারী ছিল কদাকার। কুব্জা নাম ধরে সেই কুৎসিত আকার॥ চন্দনের পাত্র ল'য়ে করিছে গমন। দীর্ঘ নাসা পৃষ্ঠে কুঁজ বিকট বদন॥ বঙ্কিম নয়না ধনি নবীন-যৌবনা। এঁকে-বেঁকে চলি যায় তরুণী ললনা॥ বংশীধারী তারে হেরি আনন্দ-হৃদয়। হাস্যাননে তার কাছে মৃদুভাষে কয়॥ কহ লো সুন্দরি, তুমি কাহার ললনা। পরম রূপসী নারী নবীন-যৌবনা॥ মথুরানগর মাঝে তুমি রূপবতী। কহ লো সুন্দরি, এবে কোথা তব গতি॥ ক্ষণেক দাঁড়াও ধনি, তুমি একবার। হেরিব তোমার রূপ অতি চমৎকার॥ কহ কহ সুবদনি, কি দ্রব্য হস্তেতে। কোথায় যেতেছ তুমি বলহ সাক্ষাতে॥ সুগন্ধি চন্দনপাত্র হয় দরশন। কার জন্য ল'য়ে তুমি করিছ গমন॥ নিজহস্তে মম গাত্রে মাখাও চন্দন। নিশ্চয় তোমার হবে শুভ সংঘটন॥ কৃষ্ণের বচনে তবে সে কুবুজা নারী। কহিতে লাগিল কথা অতি ধীরি ধীরি॥ শুন তুমি সবিনয়ে করি নিবেদন। কংসের কিঙ্করী আমি জানে সর্ব্বজন। কুব্জা নাম হয় মম জেনো

মহাশয়। অনুলেপ কার্য্য করি রাজার আলয়॥ আমার চন্দনে কংস প্রিয় সর্ব্বক্ষণ। কংসরাজ অঙ্গে মাখে এই ত চন্দন॥ যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হয় এ চন্দনে। অঙ্গে তব দিতে পারি কিবা ভয় মনে॥ এত কহি সে কুব্জা সুকোমল করে। কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দেয় আনন্দ অন্তরে॥ চন্দন মাখায় কুঁজি দুজনার গায়। কুঙ্কুমে বিচিত্র অঙ্গ কত শোভা তায়॥ চন্দনাদি দেয় কুঁজি বিবিধ প্রকারে। কৃষ্ণ-স্পর্শে সুখবোধ করয়ে অন্তরে॥ আনন্দ-অন্তরে হরি তারে কৃপা কৈল। রূপসী করিতে তারে অন্তরে ভাবিল॥ শুন ওহে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। সেইক্ষণে করে তার কুঁজ নিবারণ॥ পরম সুন্দর রূপ তখন হইল। ভগবান-পরশনে ফল যে ফলিল॥ কি কব আশ্চর্য্য লীলা ওহে মহামতি। কৃষ্ণস্পর্শে কুব্জা এবে হৈল রূপবতী॥ পরমা রূপসী কুঁজি তখন হইল। কৃষ্ণ-দরশনে তার প্রেম উপজিল॥ তবে ধনি শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া বসন। ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিল তখন॥ আইস আমার গৃহে জগতের পতি। অনুক্ষণ তব সঙ্গে করিব বসতি॥ ক্ষণমাত্র তব সঙ্গ কভু না ছাড়িব। তব পদে সদাকাল আমি দাসী হব॥ পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ। মনের বাসনা তুমি করহ পূরণ॥ মম আশা যদি দেব তুমি না পূরাবে। তবে এই দাসী প্রাণ নিশ্চয় ছাড়িবে॥ তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়। কহিলাম সার কথা ওহে দয়াময়॥ সঙ্কেত করিয়া হরি কহে কুব্জা প্রতি। শুনহ সুন্দরি তুমি মধুর ভারতী॥ এখন গৃহেতে তুমি হও আগুসার। অন্যথা না কর, যাহ শীঘ্র স্থানান্তর॥ পরেতে বাসনা তব করিব পূরণ। মম বাক্য লঙ্ঘন না হয় কদাচন॥ অগ্রেতে সাধিব মোর কার্য্য বরাননি। না হও চিন্তিত কিছু কহি সত্য বাণী॥ অবশ্য তোমার গৃহে করিব গমন। মিথ্যা কভু নহে জেনো সত্য এ কথন॥ বিবিধ প্রকারে হরি তারে প্রবোধিয়া। রাজপথে যায় তবে আনন্দিত হৈয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্ভঙ্গ

কতদূর গিয়া হরি পুরবাসিগণে। জিজ্ঞাসিল ধনু এবে আছে কোন স্থানে॥ দেখাইয়া দিল পথ পুরবাসী যত। রাম সহ কৃষ্ণ তথা হয় উপস্থিত॥ হেরিলেন মহাধনু পতিত ধরায়। মহাভয়ঙ্কর সেই ইন্দ্রধনু প্রায়॥ রক্ষিগণ অনুক্ষণ করিছে রক্ষণ। বড় বড় বীর রহে চৌদিকে বেষ্টন॥ কালান্তক কাল-সম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। প্রবেশিতে বাধা দেয় কংসের কিঙ্কর॥ না শুনে বারণ তবে দেব যদুপতি। ত্বরিত গমনে তথা করিলেন গতি॥ ক্রোধিত কম্পিত দেব হইয়া তখন। বাম করে সেই ধনু করিল গ্রহণ॥ তবে হরি ক্রোধ করি গুণে দেয় টান। ভাঙ্গিয়া হইল ধনু মধ্যে দুইখান॥ ভাঙ্গিল বিষম ধনু শব্দ ভয়ঙ্কর। প্রলয় কালেতে শব্দ হয় যে প্রকার॥ সে শব্দ শ্রবণে তবে মথুরা-ঈশ্বর। জ্ঞানহারা যেন হয় সভয় অন্তর॥ হেথা ধনুগৃহে তবে যত রক্ষিগণ। দেখিল বিষম ধনু হইল ভঙ্গন॥ ক্রোধিত হইল তবে যত রক্ষিদল। ধর ধর রবে তারা সকলে ধাইল॥ বলে সবে দুরাচারে করহ বন্ধন। শীঘ্র করি ল'য়ে চল যথায় রাজন্॥ বীরগণ ক্রোধমন কম্পিত-হৃদয়। মারিবারে রাম-কৃষ্ণে সবে বেগে ধায়॥ কত অস্ত্র দোঁহা অঙ্গে করয়ে ক্ষেপণ। তদন্তর রাম-কৃষ্ণ ভাই দুইজন॥ ভাঙ্গাধনু তুলি তারা করিল ধারণ। তাহার প্রহারে সবে বধিল জীবন॥ মারিল অনেক দৈত্য সংখ্যা নাহি তার। যারে পায় তারে তথা করয়ে সংহার॥ বধিয়া তখন সেথা কংস চরগণে। রাজপথে মহানন্দে চলে দুইজনে॥ হেনকালে গোপগণ সবে উপনীত। নন্দ উপানন্দ আর ব্রজশিশু যত॥ সেইস্থানে বিশ্রাম লভিল সর্ব্বজন। সকলের সহ নিশি করিল যাপন॥

শ্লোকঃ

ভুভারহরণং হরি সর্ব্বমূলাধারণং।
তং হি গচ্ছতি মধু ভবান্ নয়ং॥ ১॥

কংসারি মুরারি হরি হরিময়াঃ সর্ব্বে।
তং হি তিষ্ঠন্তে যজ্ঞযাগহোমে ॥ ২ ॥
যজ্ঞাজ্ঞ মাধব মুরারি মূহতিং হরে।
নরেশ উদ্ধারং নারায়ণ ত্রাহি মে সদা ॥ ৩ ॥
বরতিঃ বল্লভং যস্যা নারায়ণং।
অবতীর্ণ ত্রিজগতং কৃত্যং প্রণিতব্যে ॥ ৪ ॥
কিং সৌভাগ্য তর্পেণঃ কংস মূরতিং।
আহুতিং যাগযজ্ঞময়ং কৃষ্ণঞ্চ ॥ ৫ ॥
পঞ্চমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তঃ

কুবলয়-হস্তী বধ

এখানেতে কংস করে যজ্ঞ আরম্ভণ। সিংহদ্বারে শঙ্খ-চূড় কৌবল বরণ॥ স্থানে স্থানে আয়োজন ঘৃতের কলসী। পট্টবস্ত্র তণ্ডুলাদি মধু রাশি রাশি॥ স্থানে স্থানে আম্রশাখা কদলী রোপণ। আতপ তণ্ডুল দিয়া ঘটাদি স্থাপন॥ পাঠ করে দ্বিজগণ মোহে দিল মন। তন্ত্রমন্ত্র পাঠ কত করে জনে জন॥ চন্দন ঘর্ষণ আদি করি রাশি রাশি। বেদিমঞ্চে রাখিতেছে মিশায়ে তুলসী॥ আছে যজ্ঞ-রক্ষার্থে সৈন্য বহুতর। সুহৃদ্-বান্ধব কত পুরীর ভিতর॥ নন্দ-উপানন্দ আদি ব্রজবাসিগণ। যজ্ঞস্থলে বসিয়াছে হরষিত মন॥ স্নান করি পট্টবস্ত্র করিয়ে ধারণ। চন্দন তুলসী অঙ্গে করিল লেপন॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা গলদেশে পরি। বসিয়াছে যজ্ঞমঞ্চে সুশোভন করি॥ এইরূপ কংসরায় বসি মঞ্চোপরে। যজ্ঞেতে আহুতি দিতে অনুমতি করে॥ হেনকালে উপনীত দেব নারায়ণ। সিংহদ্বারে আসি তবে দিল দরশন॥ দ্বারের অনতিদূরে ছিল সে কৌবল। রামকৃষ্ণ-প্রতি আসি করিলেক বল॥ কৌবলের বল দেখি দেব নারায়ণ। ক্রোধভরে কুঞ্জরের ধরিল দশন॥ কৃষ্ণ বলে শীঘ্র দ্বার ছাড় হস্তিপতি। দ্বার হ'তে সরাইয়া লহ তুমি হস্তী॥ যজ্ঞস্থলে যাবো মোরা, শুনহ বচন। যদ্যপি না ছাড় পথ, বধিব জীবন॥ এতেক

বচনে তবে সেই হস্তিপতি। হস্তীর পৃষ্ঠেতে থাকি হয় ক্রোধমতি॥ করীর মস্তকে করে অঙ্কুশ ঘাতন। একে মত্ত হস্তী, তাতে পাইল পীড়ন॥ উন্মত্ত হইল করী মহা ভয়ঙ্কর। কালান্তক যম সম ধরিয়া আকার॥ শুণ্ড দেখাইয়া হস্তী ধাইল সত্বরে। ধরিল কৃষ্ণেরে তবে সক্রোধ অন্তরে॥ আছাড়ি মারিতে হস্তী ধাইল সত্বর। দলিতে আপন পদে ভাবে হস্তিবর॥ তবে হরি ক্রোধ করি বিক্রম প্রকাশে। দাঁড়াইল দূরে হস্তী কাঁপে ভয়ে-ত্রাসে॥ পুনঃ মত্ত কুবলয় ক্রোধিত অন্তরে। চারিদিকে ঘুরে ফিরে কৃষ্ণে ধরিবারে॥ মহাক্রোধে কুবলয় করয়ে ভ্রমণ। ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল ধারণ॥ শুণ্ডে ধরি শ্রীকৃষ্ণেরে আছাড়িতে যায়। নেচে-নেচে যদুবর ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ তবে হরি মহারোষে হস্তীরে তখন। মহাবলে পুচ্ছ ধরি করে আকর্ষণ॥ ভূমিতলে ফেলি হরি করে পদাঘাত। সেই ঘায়ে কুবলয় হইল নিপাত॥ মহাশব্দ করি করী ত্যজিল জীবন। কুবলয়-দন্ত রাম করে উৎপাটন॥ দুই দন্ত হস্তীর উপাড়ি নারায়ণ। দুই ভাই হস্তে দন্ত করিল ধারণ॥ কৌবল পড়িল রণে করিয়া চীৎকার। সভার সহিত সবে হৈল চমৎকার॥ অতি অসম্ভব সবে করি নিরীক্ষণ। কৌবল বধিল সেই শিশু দুইজন॥ কেহ বলে, দু'জন না, বধে একজন। কালোরূপ জিনি, যার মেঘের বরণ॥ তাহার প্রমাণ দেখ রক্ত কলেবরে। দিগম্বর আসি যেন রণেতে বিহরে॥ শঙ্খচূড় বলে, আমি দেখেছি নয়নে। বধেছে ও কালো-শিশু কৌবলে জীবনে॥ ঐ কালো-শিশু হইয়ে পর্ব্বত-আকার। কৌবলের দন্ত ধরি করিল বিদার॥ স্বচক্ষে দেখেছি আমি শুনহ রাজন্। হস্তী বধি শিশুরূপ করেছে ধারণ॥ কালোটি দুষ্টের শেষ, শুন নরবর। কালোটি বধেছে তব কৌবল-কুঞ্জর॥ অতি শান্ত-শিষ্ট শিশু শ্বেতবর্ণ যিনি। কালোটি কালের প্রায় দুষ্ট-শিরোমণি॥ এই কথা শঙ্খচূড় বলিল যখন। ক্রোধভরে বলিলেন দেব নারায়ণ॥ শ্রীহরি বলেন, শুন, ওহে শঙ্খচূড়। মুষ্ট্যাঘাতে করিব তোমার দর্প চুর॥ ইহা বলি ক্রোধভরে দেব

গদাধর ॥ মুষ্ট্যাঘাত করে তার মাথার উপর ॥ পড়িয়া সে শঙ্খচূড় ভূতলে লোটায়। শঙ্খচূড়-বধ-গীত সরকার গায় ॥

চানুর-মুষ্টিক বধ

পযার। চানূর-মুষ্টিক দুই মল্ল তথা ছিল। কৃষ্ণ-বলরাম সহ যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ প্রথমেতে হাতে-হাতে হয় ঠেলাঠেলি। তদন্তরে বুকে-বুকে, পরে গলাগলি ॥ মাঝে-মাঝে চারিজন হুঙ্কার ছাড়িছে। প্রলয়ের কালে যেন আকাশ গর্জ্জিছে। এইরূপে মল্ল ক্রীড়া করে নারায়ণ। চানূর-মুষ্টিক করে ঘন আস্ফালন ॥ ভয়ঙ্কর মল্ল যুদ্ধ হয় রণস্থলে। উঠিল বিষম শব্দ মল্ল-করতালে ॥ কৃষ্ণে আগে মুষ্ট্যাঘাত করে দৈত্যপতি। কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পায় রমাপতি ॥ দৈত্যের প্রহারে নাহি একপদ টলে। তবে হরি ধরিলেন, চানূরের চুলে ॥ চুলে ধরি চানূরেরে ঊর্দ্ধেতে তুলিল। মহাক্রোধে ধরি তারে ঘুরাতে লাগিল ॥ কুম্ভকার-চক্র যথা হয় বিঘূর্ণন। সেইমত ঘুরি দৈত্য ত্যজিল জীবন ॥ পর্ব্বত-সমান বীর পড়ে ভূমিতলে। পড়িল চানূর বীর সেই রণস্থলে ॥ তাহা দেখি মহাবীর দেব সঙ্কর্ষণ। মুষ্টিকে বধিতে তবে করিল চিন্তন ॥ দুই আঁখি রক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায়। মহাকোপে মুষ্টিকেরে মারে এক ঘায় ॥ মারিল চাপড় এক তার বক্ষস্থলে। কাঁপিতে-কাঁপিতে বীর পড়ে ভূমিতলে ॥ বিষম চপেটাঘাতে অস্থির তখন ॥ ঝলকে-ঝলকে করে রুধির বমন ॥ ত্যজিল মুষ্টিক প্রাণ সেই রণস্থলে। পর্ব্বত পড়য়ে যথা প্রলয়ের কালে ॥ চানূর-মুষ্টিক-বধ শুনি কংসরায়। রামকৃষ্ণে ভাবেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মকায় ॥ অতএব, আজি আর নাহি প্রতি-কার। ঘটিল আমার মৃত্যু নাহিক নিস্তার ॥ এত বলি কংসরায় নিশ্বাস ত্যজিল। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী সব তারে প্রবোধিল ॥

———

তত্ত্বজ্ঞানে কংসের কৃষ্ণ-দর্শন ও উভয়ের উভয়কে দর্শন

পয়ার। শঙ্খচূড় বধ করি দেব হৃষীকেশ। যজ্ঞস্থলে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ ॥ বসিয়াছে কংস-রাজা যজ্ঞে ভাবি ইষ্ট। কংসের সভায় গিয়া দণ্ডাইল কৃষ্ণ ॥ অতঃপর দরশন উভয়ে হইল। কংস কৃষ্ণে দেখে, কৃষ্ণ কংসকে দেখিল ॥ একদৃষ্টে কংস করে কৃষ্ণ-দরশন। মনে-মনে কংস-রাজা বলেন তখন ॥ জানিনু হে দয়াময়, তুমি নারায়ণ। যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-তপ তোমার কারণ ॥ চিরদিন শত্রুভাবে ভেবেছিনু মনে। অহর্নিশি নিদ্রা নাই তোমার কারণে ॥ চূড়া-ধড়া-বাঁশী তব করিয়া গোপন। শত্রুভাবে শত্রু ভেবে দিলে দরশন ॥ ভক্তি যদি তোমায় থাকিত নারায়ণ। কৃষ্ণ-সাজে সাজি আসি দিতে দরশন ॥ যেভাবে যে ভাবে তোমা, ওহে নারায়ণ। সেইভাবে তারে তুমি দাও দরশন ॥ শত্রু-ভাবে কিবা লাভ কও নারায়ণ। চূড়া-ধড়া কৃষ্ণ-সাজ করিলে গোপন। আমার অদৃষ্টে এই ছিল বংশীধারি। মৃত্যুকালে শত্রু ভেবে মরিনু শ্রীহরি ॥ অন্তকালে অন্ত তুমি দেব-নারায়ণ। অন্তকালে কৃষ্ণরূপে না দিলে দর্শন ॥ ভক্তিভাবে তোমায় পাইয়া নারায়ণ। সশরীরে প্রহ্লাদের বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ধ্রুব-আদি ভক্তিরসে যত-শত জন। আছে তারা আনন্দে যন্ত্রণা নিবারণ ॥ ভক্তিভাবে যে তোমায় পেয়েছে হে হরি। দিবানিশি হ'য়ে আছে তব আজ্ঞাকারী ॥ শত্রুভাবে শীঘ্র পায়, কথা মিথ্যা নয়। শত্রুভাবে যন্ত্রণা কেবল দয়াময় ॥ শত্রুভাবে তোমা ভাবি রাবণ নির্গুণ। অদ্যাপি জ্বলিছে তার চিতার আগুন ॥ স্বর্ণ-লঙ্কা ছারখার কুহকে তোমার। রক্ষঃ-শিরে পদ হানে বানর সে ছার ॥ সবংশে নিধন তারে কৈলে নারায়ণ। বংশে কেহ না রহিল করিতে তর্পণ ॥ অপরে হইল তার বৈকুণ্ঠে বসতি। চতুর্যুগ জুড়ে তার রহিল অখ্যাতি ॥ অদ্যাপি কলঙ্ক তার ব্যক্ত ত্রিভুবন। স্বর্ণময় লঙ্কা কৈল বানরে লুণ্ঠন ॥ ব্রহ্ম-অস্ত্রে কষ্ট যত না যায় বর্ণন। শরাঘাতে জ্বলিয়া যে মরিল রাবণ ॥

শত্রুভাবে যত দেখ যন্ত্রণা চক্ষেতে। মৃত্যুপরে শত্রুভাব না থাকে তোমাতে ॥ ইহা বলি কংসরায় পরে নিবর্ত্তিল। শত্রু-ভাব আসি তার দেহে প্রবেশিল ॥

কংসের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ও শত্রুভাব প্রকাশ

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, হে কংস রাজন্। মম সঙ্গে তোমার যুঝিবে কোন্‌জন ॥ মোরা দুইজন শিশু দেখহ সাক্ষাতে। যুদ্ধ কে করিবে বল, এস যোদ্ধামতে ॥ কংস বলে, ভক্তিতে কি আর প্রয়োজন। শত্রুভাবে আসে কৃষ্ণ বধিতে জীবন। তবে আর বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। ইহা ভাবি কহে কংস কর্কশ বচন ॥ কংস বলে, শুন, ওরে পাগল দুর্জ্জন। কৌবল বধিয়া বল করেছ ধারণ ॥ রাজার কৌবল বধ নাহি ভয় মনে। এখনি পাঠাব তোরে যমের ভবনে ॥ পূতনাকে বধ নারীঘাতী দুরাচার। সেই পাপ আসি তোরে করিবে সংহার। কারাগারে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুরাচার। মোর ভয়ে হ'লে তুমি যমুনার পার ॥ নরের মধ্যেতে তোরে নাহি করি গণ্য। গোকুলে খাইলি তুই গোপ-গৃহে অন্ন ॥ মাঠে-মাঠে গোঠে-গোঠে রাখালের সনে। চরালি গোধন তুই গিয়ে বৃন্দাবনে ॥ এতেক ভর্ৎসনা যদি কৃষ্ণকে করিল। মহাক্রোধভরে কৃষ্ণ গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ক্রোধভরে কংসের ধরিয়া দুই কর। হস্তি-দন্তা-ঘাত করে মস্তক-উপর ॥ শির-ভঙ্গ হইয়া সে কংস মহাবীর। কুঞ্জরের দন্তাঘাতে ত্যজিল শরীর ॥ কৃষ্ণহস্তে কংস দেহ ত্যজিল যখন। স্বর্গ হৈতে পুষ্পরথ আসিল তখন ॥ নরদেহ ত্যজি কংস দেবমূর্ত্তি ধরে। হরষিয়া উঠিলেন রথের উপরে ॥ বৈকুণ্ঠে গেলেন কংস রথ-আরোহণে। সভাস্থ সকল লোক দেখিল নয়নে ॥ দেখিয়া কংসের গতি সভাসদ্‌গণ। গলবস্ত্র হ'য়ে করে কৃষ্ণের স্তবন ॥ নন্দ-উপানন্দ যে আনন্দে উতরোল। কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে করিলেন কোল ॥ কংস হৈল স্বর্গবাসী

আইলেন রাণী। •যজ্ঞস্থলে কান্দিলেন লুটায়ে ধরণী॥ রাণীরে কাতর দেখি, কহে নারায়ণ। শোক পরিহরি তুমি স্থির কর মন॥ গোলোকে পুলকে তিনি কৈলেন গমন। সৎকার করহ তার বিধান যেমন॥ যতদিন দেহ আছে করগে যাপন। দেহ-অন্তে হবে তব বৈকুণ্ঠে মিলন॥ ইহা বলি কংসের সৎকার করিল। কংসবধ-গীত সরকার বিরচিল॥

ইতি তৃতীয় খণ্ডে কংসবধ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

দেবকীর পাষাণ উদ্ধার

পয়ার। কংস ধ্বংস করি তবে দেব যত্নুরায়। বলরাম সহ যান কংসের কারায় ॥ কারামধ্যে প্রবেশিয়া ভাই দুইজন। দেখেন দেবকী-বুকে পাষাণ তখন ॥ দেবকী পাষাণ বক্ষে হ'য়ে অচেতন। লোহার শিকলে হস্তপদের বন্ধন ॥ কেঁদে অন্ধ হইয়াছে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ ব'লে। ভীষণ জড়িত তা'রা লোহার শিকলে ॥ নয়নের বারি-ধারা পড়ে বক্ষস্থলে। কোথা কৃষ্ণ-দয়াময় ক্ষণে ক্ষণে বলে ॥ বক্ষেতে পাষাণ বদ্ধ দুঃখের তরঙ্গ। কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে-কেঁদে হৈল স্বরভঙ্গ ॥ দেবকীর দুঃখ দেখি দেবকী-তনয়। কাঁদিয়া অস্থির হৈল কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণ বলে, হায় হায় একি বিস্মরণ। অগ্রে কেন করিলাম কংসকে নিধন ॥ আসিতাম অগ্রে যদি কারার মধ্যেতে। দেবকীর দুঃখ যদি দেখিতাম চক্ষেতে ॥ এ-শোধ নিতাম আমি কারায় কংসকে। কিছুদিন রাখিতাম পাষাণ দিয়া বুকে ॥ দেবকীর মনোদুঃখ হ'ত নিবারণ। সফল হইত তাঁর অভীষ্ট পূরণ ॥ দেবকী কংসের মৃত্যু দেখিতে নারিল। মনোদুঃখ দেবকীর মনেতে রহিল ॥ হায় হায়, আমার এতেক বিস্মরণ। দেখিতে না পেল মাতা কংসের নিধন ॥ এত মনোদুঃখ করি দেব-ভগবান্। দূরে ফেলে দেবকীর বুকের পাষাণ ॥ পাষাণ-উদ্ধার করে যবে নারায়ণ। গাত্রোত্থান কৈল পেয়ে দেবকী চেতন ॥ কারা-মধ্যে কৃষ্ণ হেরি প্রফুল্ল হৃদয়। মা বলিয়া ডাকে তবে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ দেবকী বলে, কে তুমি নীরদবরণ। কারামধ্যে আসি কৈলে পাষাণ ভঞ্জন ॥ ইহা শুনি কহিলেন দেব-ভগবান্।

কৃষ্ণ নাম ধরি আমি তোমার সন্তান॥ তব গর্ভে জন্ম মম শুন বলি স্পষ্ট। গোকুলনগরে ছিনু সেই আমি কৃষ্ণ॥ তব দুঃখ নিবারণ কংসের নিধন। কংস ধ্বংস হৈল মাতা তোমার কারণ॥ দেবকী বলেন, শুন, কৃষ্ণ-দয়াময়। শ্বেতবর্ণ শিশু ইনি কাহার তনয়॥ একমাত্র জন্মি ছিল আমার জঠরে। কোথায় পাইলে এরে শ্বেতবর্ণ ধরে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা, শুন পরিচয়। বলরাম নাম এঁর রোহিণী-তনয়॥ কংস-যজ্ঞে এসেছে পূরাতে মনস্কাম। রোহিণী-তনয় ইনি নাম বলরাম॥ দেবকী বলেন, শুন, কৃষ্ণ-দয়াময়। আমার ভাগ্যেতে কেন এতেক নিদয়॥ ভকতবৎসল কৃষ্ণ তুমি ভক্তাধীন। আমার ভাগ্যেতে কেন এতেক কঠিন॥ জগতের কর্ত্তা তুমি সংসারের সার। তোমায় জঠরে ধরি যন্ত্রণা আমার॥ তুমি পুত্র থাকিতে শ্রীদেব ভগবান্। কারাভোগ কৈনু আমি বুকেতে পাষাণ॥ কংস-শত্রু হ'য়ে মম গর্ভেতে জন্মিলে। কি দোষেতে দোষী ক'রে মোরে কষ্ট দিলে॥ ভক্তে তোকে ডাকে ব'লে কৃষ্ণ-দয়াময়। বিনা দোষে মোরে কেন হইলে নিদয়॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা, দোষী তুমি হবে। দোষ না থাকিলে কেন এত কষ্ট পাবে॥ ত্রেতাযুগের কথা কি সকলি ভুলিলে। পুত্রে শত্রু ভেবে তুমি কত কষ্ট দিলে॥ ত্রেতাযুগে ছিলে দশরথের বনিতা। কৈকেয়ী নামেতে ছিলে আমার বিমাতা॥ দশরথ-পুত্র আমি নাম ছিল রাম। লক্ষ্মণ ছিলেন ইনি এবে বলরাম॥ রাজা হ'য়ে বসিবারে যাই সিংহাসনে। পুত্রে শত্রু ভেবে তুমি পাঠাইলে বনে॥ রাজ-আভরণ কেড়ে লইলে সকল। বনবাসে পাঠাইলে পরায়ে বাকল॥ কত মনোদুঃখ পেনু তোমার কারণ। রাজপুত্র হ'য়ে কৈনু বনেতে গমন॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে খাই বনফল। বনে ভ্রমি পরি মোরা জটা ও বাকল॥ কত কষ্ট দিলে মাতা বুঝহ আভাসে। সীতা চুরি হ'লো বনে রাক্ষসের দেশে॥ কত কষ্টে করিলাম সীতাকে উদ্ধার। অঙ্গেতে ধরেছি কত রাক্ষস-প্রহার॥ মূর্খ সে-রাক্ষসজাতি নাহি তার জ্ঞান। মানুষ ভাবিয়া কত করে অপমান॥ বালক লক্ষ্মণ কত কষ্ট পেয়েছিল।

রাবণের শক্তিশেল বক্ষেতে ধরিল ॥ রাক্ষসের নাগপাশে নিগড় বন্ধন। মৃত্যু-ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ ॥ যত দুঃখ দিলে তুমি কব তব স্থানে। সীতাদেবী বাঁধা ছিল অশোকের বনে ॥ আদ্যাশক্তি সীতাদেবী কত কষ্ট পেলে। আদ্যাশক্তি তব দুঃখ স্মরণ করিলে ॥ তোমা হৈতে বেশী দুঃখ পেয়েছি যে বনে। দ্বাপরে সে-সব কথা ভুলিলে এক্ষণে ॥ পর-মন্দ কৈলে আপনার মন্দ ঘটে। সেই অপরাধী তুমি আমার নিকটে ॥ চৌদ্দ বর্ষ বনবাস তোমার কথায়। সেই দোষে ভোগ কর কংসের কারায় ॥ কর্ম্মরূপ ফল ঘটে শাস্ত্রে হেন কয়। পরজন্মে তাহা ভোগ করিবারে হয় ॥ দেবকী বলেন, কৃষ্ণ, না হয় স্মরণ ॥ দয়া করি রাম-রূপ করাও দর্শন ॥ কিরূপেতে রামরূপ হ'য়েছিলে হরি। গিয়াছিলে অরণ্যেতে জটা-বাকল পরি ॥ কিরূপেতে কেড়ে ল'য়ে সুবেশ সকল। পরায়েছিলাম তোমা জটা ও বাকল ॥ বলরাম হোক্ লক্ষ্মণ হেরি এ-নয়নে। কিরূপেতে গিয়াছিলে ভাই দুইজনে ॥ তব দুঃখ দেখে দুঃখ করি নিবারণ। একবার জটা-বাকল করহ ধারণ ॥ ধনুর্ব্বাণ করে ধরি দাঁড়াও লক্ষ্মণ। মথুরায় কর হরি অযোধ্যাভুবন ॥ আমার বাক্যেতে কৃষ্ণ হইয়ে সদয়। দ্বাপরেতে ত্রেতাযুগ কর দয়াময় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা, করি নিবেদন। একবার মুদ্রিত করহ দু'নয়ন ॥ ইহা শুনি দেবকী যে নয়ন মুদিল। জটা ও বাকল পরি হরি দাঁড়াইল ॥ দেবকীকে কৈকেয়ী সাজায়ে নারায়ণ ॥ কৈকেয়ীর হাতে দিল রাজ-আভরণ ॥ বলরাম-রূপ ত্যজি হইলা লক্ষ্মণ। ধনুর্ব্বাণ করে ধরি দণ্ডায় তখন ॥ নয়ন প্রকাশি দেখে দেবকী তখন। বলরাম-কৃষ্ণে দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ত্রেতাযুগে প্রকাশ যে করিল দ্বাপরে। রাম-রূপ দেখান শ্রীকৃষ্ণ কারাগারে ॥ যে ছিল দেবকী হৈল কৈকেয়ী তখন। নিজহস্তে দেখিলেন রাজ-আভরণ ॥ দেখিলেন অসম্ভব দেবকী সকল। দাঁড়ায়েছে রাম পরি জটা ও বাকল ॥ দাঁড়াইয়া সম্মুখে যে আছেন লক্ষ্মণ। দুই করে ধনুর্ব্বাণ করিয়ে ধারণ ॥ দ্বাপরেতে রামরূপ দেবকী দেখিল। যোড়করে দেবকী যে স্তব আরম্ভিল ॥

কংস-কারাগারে রামরূপ হেরিয়া দেবকীর স্তব।

ত্রিপদী। ধন্য ধন্য আমি ধন্য, কত করেছিনু পুণ্য, মম জন্ম সংসারের সার। দ্বাপরে শ্রীরামরূপ, হেরিলাম অপরূপ, মম হেতু রাম-অবতার ॥ কে জানে তোমার মায়া, তুমি হে মায়ার মায়া, কখন হরি কি রূপ ধর ॥ হ'য়ে ভক্ত-আজ্ঞাকারী, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হরি, বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর ॥ রামায়ণে আছে শোনা, কাষ্ঠতরি কৈলে সোনা, ধীবরের বাসনা পূরালে। পদরেণুতে রাঘব, কৈলে পাষাণ মানব, লঙ্কায় রাক্ষস উদ্ধারিলে ॥ হ'য়ে রাম অবতার, করি রাক্ষস সংহার, দেবগণে করিলে যে হিত। দিয়ে আমায় কুমতি, শ্রীরাঘব রঘুপতি, ঘটাইলে তুমি বিপরীত ॥ মিত্র-কার্য্য হেতু হরি, হয়েছিলে বনচারী, আপনি পরি জটা-বাকল। আমায় কুমতি দিলে, জটা-বাকল পরিলে, হৈল মম কলঙ্ক কেবল ॥ তুমি হে জগদীশ্বর, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর, পরম পুরুষ পরাৎপর। কে আছে তোমারি উপর, তুমি হও সর্ব্বোপর, দয়া সর্ব্বজীবের উপর ॥ যে তোমায় ভাবে পর, সেই হয় তব পর, পরকালে দেও তারে দণ্ড। ব্যাপ্ত আছে পরস্পর, তোমায় যে ভাবে পর, সেই হয় পরম পাষণ্ড ॥ জীবের জীবন তুমি, স্থাবর জঙ্গম ভূমি, যত যে ধারণ করে জীব। তব পদ যেই ভ্রান্ত, অন্তে তাহার কৃতান্ত, তব তত্ত্ব-অধিকারী শিব ॥ তুমি অগতির গতি, কি হবে আমার গতি, ক্ষম প্রভু মম অপরাধ। দয়া করি ভগবান্, কর মম স্তনপান, হর হরি পূর্ব্বের বিষাদ ॥ নাশ হরি কষ্ট-সূত্র, ভেবে না আমায় শত্রু, পুত্রভাবে কর স্তনপান। রামরূপ পরিহরি, কোলে এসে ব'স হরি, মা বলিয়ে ডাক ভগবান্ ॥ কহে কবি সরকার, কৃষ্ণ সংসারের সার, ভাব মন কৃষ্ণপদ-বিন্দু। কৃষ্ণনাম সুধাময়, শ্রবণেতে পাপক্ষয়, অক্লেশে তরিবে ভবসিন্ধু ॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান।

দয়া কর দয়াময়, এ ভব-সংসারে।
দিয়ে চরণতরী হরি, এ অধম দুরাচারে॥
আমি অতি দীনহীন, দিনে দিনে গেল দিন,
তনু ক্ষীণ, আর কতদিন রব এ পাপ-পিঞ্জরে॥

কংস-কারাগারে কৃষ্ণের রামরূপ গোপন।

পয়ার। রামরূপ গোপন করিয়া দয়াময়॥ দেবকীর প্রতি কৃষ্ণ হ'লেন সদয়॥ দেবকী বলেন, কৃষ্ণ, করি নিবেদন। এ ভব-যাতনা হরি কর নিবারণ॥ পূর্ব্ব-অপরাধ যাহা ভুগিলাম হরি। কংস-কারাগারে আমি শিলা বক্ষে করি॥ নারী হ'য়ে হেন দণ্ড কারো নাহি হয়। অপরাধ ক্ষমা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ শ্রীমুখেতে আজ্ঞা কর সংসারের সার। মর্ত্ত্যভুমে জন্ম যেন না হয় আমার॥ কর্ম্মদোষে ভুমে মম যাতায়াত সার। কর্ম্মভোগ করিলাম যা ছিল আমার॥ তব দাসদাসী যারা ওহে ভগবান্। অনায়াসে পেলে তারা বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥ হয়েছে তোমার কাছে তুচ্ছ যেইজন। তারে তুমি উচ্চপদ দেহ নারায়ণ॥ আমি উচ্চ হ'য়ে কৃষ্ণ তব বরাবরে। ভুগিলাম কর্ম্মভোগ কংস-কারাগারে॥ আমায় শ্রীকৃষ্ণ আর মা ব'লে ডেকো না। দাসী হ'লে ঘুচিবেক ভবের যন্ত্রণা॥ মাতাপিতা বল যারে মায়ার কারণে। তাদের দুর্গতি এই দেখিলে নয়নে॥ বসুদেবে দৃষ্ট করি দেখ দয়াময়। লোহার শিকলে বান্ধা বক্ষে শিলাদ্বয়॥ তব পিতামাতা হ'য়ে এতেক যন্ত্রণা। ক্ষম অপরাধ আর মা ব'লে ডেকো না॥ শ্রীচরণে স্থান দেহ দেব নারায়ণ॥ দাসী ব'লে ডেকো করি বৈকুণ্ঠে গমন॥ তুমি হরি নিরঞ্জন হও নিরাকার। মর্ত্ত্যেতে ভ্রমণ কর ধরিয়ে আকার॥ লীলার কারণে তুমি কৃষ্ণ নাম ধর। জন্মিয়া মানবী-গর্ভে নরলীলা কর॥ তব লীলা ভোজবাজী, ওহে দয়াময়। কেবা কার মাতাপিতা, কেহ কারো নয়॥ মথুরায় রাজা ছিল কংস, বলবান্। কোথা গেল, এবে প'ড়ে রহে রাজ্যধন॥ কোথায় পাঠালে তারে

কেবা তাহা জানে। পাতালে গেল কি গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥ তাই বলি, দয়াময় ক্ষমা কর হরি। জন্মভূমে কর্ম্মভোগ ভুগিতে যে নারি॥ কহিছে দেবকী-প্রতি কৃষ্ণ-দয়াময়। যে কথা বলিলে মাতা কভু মিথ্যা নয়॥ ত্রেতাযুগ-কথা মাতা করহ স্মরণ। কৌশল্যা অভিসম্পাত দিলেন যখন॥ আমি যবে বনমাঝে করিনু গমন। কৌশল্যা কাতর হৈল করিয়া রোদন॥ কান্দিতে-কান্দিতে কৈল কৌশল্যা তোমাকে। তিন-জন্ম জ্বলিবে যে তুমি পুত্রশোকে॥ আমি যেন পুত্রশোকে হইনু কাতর। এমনি জ্বলিবে পুত্রশোকে জন্মান্তর॥ তিনজন্মের এক জন্ম হৈল দ্বাপরে। ভুগিলে কর্ম্মভোগ কংস-কারাগারে॥ দ্বিতীয় জন্ম হইবে কলির মধ্যেতে। ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাণী হবে দক্ষের দেশেতে॥ কষ্ট ভোগ হবে পুনঃ ঘোর কর্ম্মসূত্র। অংশরূপে হব তব অষ্টাদশ পুত্র॥ অষ্টাদশ পুত্র মরি হবে তাতে নালা। তবু ও হবে না শেষ তব জন্মজ্বালা॥ কৌশল্যার অভিশাপ না হবে মোচন। জন্মভূমে কর্ম্মভোগ পাপের কারণ॥ তৃতীয় জন্ম হইবে গৌর-অবতারে। শচীমাতা নাম হবে নদীয়া মাঝারে॥ জন্মিব তোমার গর্ভে নিমাই নামেতে। সন্ন্যাস লৈয়ে দেহ ছাড়িব শ্রীক্ষেত্রেতে॥ কলিতে হইব আমি গৌর-অবতার। কৌশল্যার শাপে তবে পাইবে নিস্তার॥ শ্রীকৃষ্ণের পদ ভাবি কহে সরকার। করিলেক দেবকীর পাষাণ উদ্ধার॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

ওহে কৃষ্ণ দয়াময়।
কংস-কারাগারে হইলে উদয়॥
দ্বাপরে অপরূপ, দেখাইলে রামরূপ,
কংস-ভূপালয়॥
কে জানে তোমার মায়া, ওহে দয়াময়,
কখন কি ভাবে রও, কার ভাগ্যে হও সদয়॥
কৃষ্ণ ছলে মথুরায়, এস হে শ্যামরায়,
দেবকীর ভাগ্যোদয়॥

কংসের কারাগার হইতে বসুদেব ও দেবকীর অন্তঃপুরে গমন।

পয়ার। কারা হৈতে বসুদেব দেবকীরে ল'য়ে। অন্তঃপুরে প্রবেশিল হরষিত হ'য়ে॥ কংসের যে রাজরাণী আসিয়া তখন॥ দেবকীর করে আসি গাত্রের মার্জ্জন। মাথাযে সুগন্ধি তৈল করাইল স্নান। নানাবিধ অলঙ্কারে তাঁহারে সাজান॥ বসন-ভূষণ পরি' হ'য়ে হরষিতা। বসিল দেবকী সেই হ'য়ে রাজমাতা॥ সুহৃদ্-বান্ধবে যেই করাল ভোজন। নন্দ-উপানন্দ-আদি ছিল যতজন॥ এই মতে সেই দিন গত হৈল তায়। আনন্দে মথুরাবাসী যজ্ঞস্থলে যায়॥ নন্দ-উপানন্দ তবে জানিল তখনি॥ দেবকী নামেতে হয় কৃষ্ণের জননী॥ হরিষে বিষাদ হৈল শ্রীনন্দের মন। না যাবে পুনশ্চ বুঝি কৃষ্ণ বৃন্দাবন॥ পিতা-মাতা অদর্শনে বহুদিন গত। এবে হ'ল কৃষ্ণ বসুদেব অনু-গত॥ বসুদেব-বাক্যে কৃষ্ণ হইল তৎপর। মথুরায় নন্দের হইল অনাদর॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। উগ্রসেনে রাজ্যকর্ত্তা করিল তখন॥ রাজা হ'ল কৃষ্ণচন্দ্র কংস রাজ্য-ধামে। কুব্জাকে শ্রীকৃষ্ণ বসালেন নিজ বামে॥ জন্মেজয় রাজা বলে, কহ মুনি স্পষ্ট। সে কুব্জাকে রাণী কেন করিল শ্রীকৃষ্ণ। কুব্জা যে কংসের দাসী ব্যক্ত চরাচরে। এ কোন্ বিচারে রাণী করিলেন তারে॥ মুনি বলে, সব তত্ত্ব শুনহ ভূপতি। পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা সে কুব্জার প্রতি॥ অশোক-বনেতে ছিল জনক-দুহিতে। নিশাচরী ছিল যে এক কুব্জা নামেতে॥ সাগর পার হ'য়ে রাম গেলেন লঙ্কাতে। সংবাদ দানিল কুব্জা সীতার সাক্ষাতে॥ কুব্জা বলে, সীতাদেবী কাঁদিও না আর॥ চিন্তা নাই রাম এল সাগরের পার॥ স্থির হও সীতাদেবী, দুঃখ হৈল শেষ। রামচন্দ্র আসি কৈল লঙ্কায় প্রবেশ॥ রামের সংবাদ শুনি হরিষ অন্তর। বর মাগ কুব্জা যে দিব তোমায় বর॥ কুব্জা বলে, অন্য বরে মম কাজ নাই। বর দাও যাতে আমি রাম-পদ পাই॥ সীতা কন, রাম-পদে আছে তব মন। বর দিনু

দ্বাপরেতে হইবে মিলন ॥ কুব্জা বলে, আমার যে দাসী হ'তে মন। মিলনের বর দিলে মিলন কেমন ॥ সীতা বলে, দাসী হৈতে আছে তব মন। দাসী হ'য়ে পাবে তুমি কৃষ্ণের চরণ ॥ দ্বাপরে হইবে যবে কৃষ্ণ-অবতার। সেইকালে কৃষ্ণসহ মিলন তোমার ॥ এই হেতু কুব্জারাণী শুনহ রাজন্। কুব্জা সে রাক্ষসী ছিল কুব্জা সে এখন ॥ ত্রেতাযুগে কুব্জা ছিল এ-কুব্জা দ্বাপরে। পরিচয় কুব্জার যে কহিনু তোমারে ॥ কুব্জার যে-জন্মকথা কহিনু তোমায়। কহিতে সে সব কথা গ্রন্থ বেড়ে যায় ॥ জন্মেজয় রাজা বলে, জানিনু কারণ। তদন্তরে কি হইল, কহ তপোধন ॥ মুনি কন, নৃপমণি করহ শ্রবণ। মথুরার লীলা কিছু করিব বর্ণন ॥ উগ্রসেনে রাজ্য যে দিলেন যদুরায়। তদন্তরে শুন তথ্য শ্রীনন্দ-বিদায় ॥

নন্দ-বিদায়

ত্রিপদী। মরুয়া নামেতে হয়, ব্রজগোপাল-তনয়, তারে আজ্ঞা করেন শ্রীনন্দ। তুমি হও শিশুমতি, অন্তঃপুরে কর গতি, যথা আছেন প্রাণগোবিন্দ ॥ জানাও সে সবিশেষ, যজ্ঞ যে হইল শেষ, এস প্রাণকৃষ্ণ ব্রজে যাই। এস এস ব্রজপতি, সাজ সাজ শীঘ্র-গতি, চূড়া-ধড়া পর রে কানাই ॥ বলরামে বল গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে ল'য়ে, শীঘ্র যাত্রা কর ব্রজপথে। যথায় সে দেবকিনী, প্রাণকৃষ্ণের জননী, বসুদেব উগ্রসেন সাথে ॥ পুরবাসী বামাগণে, জানাইয়া জনে জনে, যথা আছে কংসের গৃহিণী। সবাকারে জানাইয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে ল'য়ে, শীঘ্র শীঘ্র এস যাদুমণি ॥ হ'য়ে আছি পরাধীন, ব্রজ ছাড়া বহুদিন, না জানি ব্রজের সমাচার। ইহা বলি নন্দরায়, কৃষ্ণ আনিতে পাঠায়, হ'য়ে নন্দ আনন্দ অপার ॥ ল'য়ে নন্দ-অনুমতি, মরুয়া করেন গতি, কৃষ্ণ নিতে অন্তঃপুর মাঝে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কন, শুন প্রিয় ভক্তগণ, ভক্তিতে মিলায় রসরাজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মরুয়ার আগমন

পয়ার। অন্তঃপুরে আছে কৃষ্ণ দেবকী সহিত। বসুদেব আদি করি সভায় বিদিত॥ কংস-রাণী আদি পুরনারী যতজন। আনন্দ-নীরেতে সবে হইয়া মগন॥ দুঃখ কষ্ট যত ছিল যে যাহার মনে। বিমোচন হইয়াছে হরি-দরশনে॥ রাজরাণী পতি-শোকে তাপিতা জীবনে। পতিশোক ভোলে রাধাকান্ত দরশনে॥ সানন্দ-মনেতে সবে হইয়ে এমন। গৃহমধ্যে বসি করে হরি-দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণেরে দেখি যেই ব্রহ্ম তেজোময়। কালো-রূপে আলো হইয়াছে কংসালয়॥ দেবকী শ্রীহরি কোলে লইয়া তখন। স্নেহেতে শ্রীহরি-মুখ করেন চুম্বন॥ এইরূপে আনন্দেতে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। হেনকালে সে মরুয়া হইলেন দৃষ্ট॥ মরুয়া বলেন, শুন, প্রাণের কানাই। যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল, চল ব্রজপুরে যাই॥ ব্রজপুরী শূন্য তোরে না হেরে শ্রীকৃষ্ণ। তোমা বিনা বৃন্দাবনে কে রাখিবে গোষ্ঠ॥ চল যাই ব্রজধামে প্রাণের কানাই। তোমা বিনা যশোদার আর কেহ নাই॥ তুই রে মা যশোদার অঞ্চলের ধন। তোমা বিনা বৃন্দাবন হ'য়ে আছে বন॥ পথ নিরখিয়া আছে মা যশোদা-রাণী। কতক্ষণে আসিবে আমার নীলমণি॥ আসিব বলিয়া কাল এসেছ কানাই। তিন দিন হ'ল গত, তবু যেতে নাই॥ ব্রজের জীবন তুই মাতা যশোদার। তোমা বিনে বৃন্দাবন হয় অন্ধকার॥ সাজ সাজ সাজ ভাই, বাঁধ শিরে চূড়া। কটিদেশে ধটি পর তাহে আঁট ধড়া॥ শ্রীপদে নূপুর দাও হস্তেতে বাঁশরী। ব্রজসাজে ব্রজে চল ব্রজের শ্রীহরি॥ চল চল ওরে কৃষ্ণ, চল শীঘ্র চল। কটিতে আঁটিয়া বাঁধ ধড়ার অঞ্চল॥ চল চল যত বলি মানস চঞ্চল। আর কতদিন রবে মথুরাতে বল॥ শ্রীহরি বুঝিতে নারি একি তোর ছল। মনে-মনে ওহে হরি পেতেছ কি কল॥ কেন তোর দু'নয়ন করে ছলছল। মন-কথা ওহে হরি বল বল বল॥ ছলিতেছ কোন ছলে বুঝিতে না পারি। ছলছল করে তব দু'নয়নে বারি॥ ব্রজে যাইবার নামে আঁখি ছলছল। মথুরায় এসে তুই পেতেছিস্ ছল॥ ব্রজে যেতে কেন তোর আঁখি ছলছল। মন-কথা

ওরে কৃষ্ণ শীঘ্র করি বল ॥ কৃষ্ণ বলে, মরুয়া হে শুন, সত্যসার। কালি যাব আজি তোরা হও আগুসার ॥ মরুয়া বলেন, হরি বল মম কাছে। কালের মধ্যেতে কাল যত কাল আছে ॥ সত্যই আসিব কালি ব'লে যশোদায়। পুনঃ এক সত্য কর এসে মথুরায় ॥ ভক্তপাশে সত্যে বন্দী হ'য়ে নারায়ণ। স্বর্গ ত্যজি মর্ত্ত্যে ভ্রম কিসের কারণ ॥ এক সত্য ক'রে তুমি রাবণের সনে। কত কষ্ট পেলে তুমি সত্যের কারণে ॥ কর্কশ বাক্যেতে রক্ষ দিল কত গালি। পথেতে সুগ্রীব সহ করিলে মিতালি ॥ বলিতে সে-সব কথা বড়ই লজ্জিত। নাগপাশে বেঁধেছিল রক্ষ ইন্দ্রজিৎ ॥ সেই সত্যবন্দী হ'য়ে তুমি ভগবান্। কত কষ্টে করিলে রাবণে পরিত্রাণ ॥ এক সত্য ক'রে তুমি আয়ানের সনে। নিজ ভার্য্যা প্রদান করিলে বৃন্দাবনে ॥ এই এক সত্য ক'রে যশোদার ঠাঁই। আসিব বলিয়া কাল এসেছ কানাই ॥ পুনঃ এক সত্য তুমি কর মম সনে। অগ্রসর হও কালি যাব বৃন্দাবনে ॥ বুঝেছি তোমার কালি ওহে ভক্তাধীন। তোমার এ কালি সে ব্রহ্মার একদিন ॥ যার তার কাছে তুমি হেন সত্য ক'রে। বাঁধা থাক ওহে হরি তার প্রেমডোরে ॥ তব পিতা নন্দরায় দণ্ডাইয়া আছে। যাবে কি না, ব'লে এস গিয়ে তাঁর কাছে ॥

গীত

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা

ওহে ব্রজের হরি, ব্রজে যাই চল।
মথুরায় এসে ব্রজের ভাব ভুলিলে সকল ॥
এ তব কোন্ ছল, কেন আঁখি ছলছল,
মনের কথা বল, বল ॥

———

নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন

পয়ার। অন্তঃপুর হৈতে তবে দূর্ব্বাদলশ্যাম। নন্দের নন্দন আসি করিল প্রণাম ॥ নন্দ বলে, শ্রীকৃষ্ণ বিলম্বে কিবা কাজ।

চল চল শীঘ্র চল, পর ব্রজসাজ॥ হইল দিবস ত্রয়, যজ্ঞ হ'ল সাঙ্গ। বিলম্বে কি কাজ আর চল হে ত্রিভঙ্গ॥ চল বাপ গৃহে যাই বিলম্বে কি ফল। এখানে থাকিলে হবে বহু অমঙ্গল॥ আমার কপাল মন্দ শুন বাপধন। এস শীঘ্র বৃন্দাবনে করিব গমন॥ চূড়া-ধড়া পর কৃষ্ণ, পর ব্রজসাজ। ব্রজ-হরি ব্রজে চল, ওহে ব্রজরাজ॥ তোমা বিনা বৃন্দাবন `বন হ'য়ে আছে। কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণবর্ণ সকল হয়েছে॥ তোমার জননী যিনি রাণী যশোমতী। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে হ'ল শবাকৃতি॥ কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অনুকায়। পথ নিরখিয়ে আছে চাতকিনী প্রায়॥ কৃষ্ণ বিনে হাহাকার করে ব্রজধাম। কতক্ষণে আসিবেন দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ তব হেতু গোপী-গণ করিছে রোদন। গাভী-বৎস তৃণ-জল না করে ভক্ষণ॥ চল চল ব্রজে চল, ওরে নীলমণি। ব্রজের সংবাদ হরি কিছু নাহি জানি॥ শ্রীহরি বলেন, পিতা, করি নিবেদন। কিছুদিন পরে ব্রজে করিব গমন॥ পিতা তুমি ব্রজে অদ্য হও আগুসার। যশোদায় জানাইবে প্রণাম আমার॥ বিনয়পূর্ব্বক জানাইও সমাচার॥ কল্য ব্রজে আসিবেক শ্রীকৃষ্ণ তোমার॥ নন্দ বলে, কি কথা শুনালি অকস্মাৎ। বজ্রাঘাত সম বাক্যে করিলে আঘাত॥ ব্রজে যাবে কি না কৃষ্ণ বলহে সুস্পষ্ট। কি লইয়ে ব্রজে যাব বল ওহে কৃষ্ণ॥ তুই রে জীবন-ধন শ্রীকৃষ্ণ কি কব। তোরে রেখে শূন্যদেহে ব্রজে নাহি যাব॥ যবে রাণী যশোদা করিবে জিজ্ঞাসন। কোথায় রাখিয়া এলে মম কৃষ্ণধন॥ যশোদা ক্রন্দন যে দেখিতে নারিব। তব কাছে রব কৃষ্ণ ব্রজে নাহি যাব॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পিতা, করি নিবেদন। শোক পরিহরি কর ব্রজেতে গমন॥ মাতা যশোমতী আর তুমি মহাশয়। যতনে পালিলে মোরে কথা মিথ্যা নয়॥ স্নেহেতে পালন করে যেই মহাজন। জন্মদাতা হ'তে গুরু হয় সেইজন॥ পিতামাতা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি গোপেশ্বর। জনম অবধি পিতা তুমি হও মোর॥ তোমাদের ঋণে বদ্ধ মোরা দুইজন। শোধিতে তোমার ঋণ নারিব কখন॥ অতএব শুন পিতা বচন আমার। আমার বচনে কভু হবে না

কাতর ॥ নিজ গৃহে তুমি অদ্য করহ গমন। কভু না হইও পিতা দুঃখেতে মগন ॥ যে কারণে আইলাম এই মথুরায়। সেই কথা এবে আমি কহিব তোমায় ॥ স্থির হ'য়ে তাহা তুমি শোন গোপরায়। জ্ঞাতিগণ শোক-নীরে সবে মগ্ন প্রায় ॥ অতএব, কিছুদিন এখানে রহিব। জ্ঞাতিগণে প্রবোধিয়া তবে গৃহে যাব ॥ বৃন্দাবনে বাঁধা আছে আমাদের মন। এক তিল ছাড়া আমি নহি বৃন্দাবন ॥ ব্রজবাসিগণে তুমি করিও সান্ত্বন। কেহ যেন নাহি কাঁদে আমার কারণ ॥ গোপগণ সহ তুমি যাহ নিজঘর। অবশ্য যাইব আমি কিছু দিন পর ॥ শোক ত্যজি তুমি পিতা যাহ নিজালয়। এখন না ব্রজে যাব জানিহ নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণের বচনে নন্দ বিস্ময় মানিল। অচেতনে ভূমিতলে অমনি পড়িল ॥ ক্ষণপরে চেতন পাইয়ে গোপবরে। মগ্ন হ'ল একেবারে শোকের সাগরে ॥ কৃষ্ণ বলে, কেন পিতা শোকেতে কাতর। কেন বা কাঁদিছ বৃথা, ওহে গোপেশ্বর ॥ কহি শুন, ওগো পিতা বেদের বচন। কেবা পিতা, কেবা মাতা, পুত্র কোন জন ॥ কেবল জানিবে মাত্র ঈশ্বরের লীলা। এইরূপে জীবগণে ল'য়ে করে খেলা ॥ কেবল ঈশ্বর মায়া কহি যে তোমায়। কেহ কার নহে পিতা জানিবে নিশ্চয় ॥ যেমন নিশাতে এক বৃক্ষের উপর। নানাজাতি পক্ষী রহে হ'য়ে একত্তর ॥ প্রভাতে সকলে তারা দিকে-দিকে যায়। সেইমত আত্ম-বন্ধু জানিবে সবায় ॥ অতএব, কেন আর আকুল অন্তরে। বৃথা কাঁদিতেছ পিতা আমাদের তরে ॥ মায়া পাশে বদ্ধ জীব আছয়ে সতত। স্বজন-বিচ্ছেদে তাই হয় জ্ঞানহত ॥ যথা বৃন্দাবন তথা কৃষ্ণ ভাব মনে। মন বাঁধা রয় পিতা তোমার চরণে ॥ শুন পিতা মন-কথা তব কাছে কই। বৃন্দাবন ছাড়া আমি তিলার্দ্ধ যে নই ॥ যবে পিতা মোরে তব পড়িবেক মনে। 'কৃষ্ণ ব'লে' ডাকিলে পাইবে বৃন্দাবনে ॥ অবশ্য পাইবে মোরে হৃদ-পদ্মাসনে। পিতা তব সাক্ষাতেতে কহিনু এক্ষণে ॥ এই সত্য, পিতা আমি কহিনু তোমায়। যখন ডাকিবে, পাবে তখন আমায় ॥ যশোদাকে বুঝাইবে হ'য়ে প্রেমাধীন। তাঁহার চরণে আমি বাঁধা চিরদিন ॥

যে পালন করিলেন ভাবিয়া সন্ততি। তাঁহার চরণদ্বয়ে মম মন গতি॥ পালন করেছে মোরে ক্ষীর-সর দানে। চারিযুগে আছে মন তাঁহার চরণে॥ ইহা বলি নন্দে বিদায় দিল নারায়ণ। কান্দিতে কান্দিতে নন্দ করিল গমন॥ পথমাঝে যায় নন্দ গোপগণ সঙ্গ। তদন্তরে শুন কিছু নারদের রঙ্গ॥

পথমধ্যে নন্দের সহিত নারদের সাক্ষাৎ

পয়ার। বীণায় চড়ায়ে তান মথুরার পথে। চলে মুনি কৃষ্ণ-গুণ গাহিতে গাহিতে॥ কেঁদে কেঁদে নন্দ করে ব্রজেতে গমন। পথ-মাঝে নারদের সহিত মিলন॥ নারদ কহয়ে নন্দে কিবা অমঙ্গল। কৃষ্ণ ব'লে কান্দ কেন চক্ষে বহে জল॥ নন্দ বলে, নারদ কি কব আর গুণ। ফুঁক দিয়া জ্বাল কেন মনের আগুন॥ কি আর জিজ্ঞাসা কর ওহে মুনিরাজে। কৃষ্ণ পুনঃ ফিরে আর নাহি এলো ব্রজে॥ মম সঙ্গে ফিরে নাহি এলো নীলমণি। কি কব দুঃখের কথা হে নারদ মুনি॥ নারদ ঈষৎ হাসি কহিছে তখন। শ্রীহরি এলো না ব্রজে সে-কথা কেমন॥ তব পুত্র সে শ্রীহরি রাষ্ট্র ত্রিভুবন। এক দিবসের ছেলে করেছ পালন॥ কংস ভয়ে লুকায়ে রহিল তব ঠাঁই। কংস মৈল ব'লে দিন পেয়েছে কানাই॥ এতদিন তুমি তাঁরে করিলে পালন। ঘুচেছে কংসের ভয় বুঝিনু এখন॥ আহা মরি যশোদার গুণ কব কত। পালন কৈলেন তিনি সন্তানের মত॥ নিত্য নিত্য খাওয়াইত ক্ষীর-সর-ননী। তার ধর্ম্ম এই বুঝি রাখে নীলমণি॥ এস এস নন্দ তুমি সঙ্গেতে আমার। কেন হরি করিলেন এত অবিচার॥ আর এককথা বলি, নন্দ তুমি শুন। তোমার বিষয় তুমি ছেড়ে যাবে কেন॥ আর এক উপদেশ ব'লে দিই আমি। শ্রীহরি করে ধরি ল'য়ে যাও তুমি॥ তোমার সহায় আমি চিন্তা নাহি আর। এস এস ফিরে এস, ওহে নন্দরায়॥ নারদ এতেক বলি নন্দে ল'য়ে যায়। উত্তরিল বিধিপুত্র কংসের আলয়॥ নারদ বলেন, নন্দ হেথা থাক বসি।

আমি গিয়ে শ্রীহরিকে ফাঁকে ল'য়ে আসি॥ শ্রীহরি লইয়ে আমি আসিব যখন। অমনি হরির করে ধরিবে তখন॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বসুদেবে বিরোধ এবং নারদের আগমন

পয়ার। ইহা বলি শিক্ষা দিয়া সেই তপোধন। বসুদেব-কাছে আসি দিল দরশন॥ বসুদেব নারদেরে দেখিয়া তখন। প্রণাম করিয়া দেন বসিতে আসন॥ ঋষি বলে, বসুদেব শুন বিবরিয়া। ব্রজে যেতে হরিকে দিও না পাঠাইয়া॥ নন্দ যে এসেছে ফিরে হরিকে লইতে। কোনমতে তাকে যেতে দিও না ব্রজেতে॥ তোমার জাতক-পুত্র কৃষ্ণ-দয়াময়। নন্দ-পোষ্যপুত্র ছাড়া আর কিছু নয়॥ পর-পুত্র করে নন্দ মানুষ নির্ব্বোধ। গোচারণ করি কৃষ্ণ দেছে তায় শোধ॥ শ্রীহরি তোমার পুত্র জানে যে জগতে। কৃষ্ণ ছেড়ে নাহি তুমি দিও কোনমতে॥ ছেড়ো না ছেড়ো না কৃষ্ণে, বলি যে বিশেষে। কৃষ্ণ হ'তে বে-দখল কর নন্দঘোষে॥ বসুদেবে শিক্ষা দিয়া ঋষি তপোধন। কৃষ্ণের নিকটে আসি দিল দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দিয়া তখন। কুশাসনে বসি কহে মধুর বচন॥ গগনেতে দিবাকর বাড়িল গগনে। সেবার উদ্যোগ নাই কিসের কারণে॥ নারদে বলেন কৃষ্ণ, শুন তপোরায়। বেলা হৈল পিতা নন্দে করিতে বিদায়॥ হাসি-হাসি বিধিপুত্র বলেন তখন। পুনঃ নন্দ ফিরে এল কিসের কারণ॥ চমকিত শ্রীকৃষ্ণ না জানি বিবরণ। পুনঃ পিতা ফিরে এল কিসের কারণ॥ বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ, নারদ তপোধন। কি জন্যে এলেন ফিরে বলহ কারণ॥ নারদ বলেন, আমি জিজ্ঞাসিনু তায়। জোরে নন্দালয়ে ল'য়ে যাইবে তোমায়॥ নারদ বলেন কৃষ্ণ, কি করি উপায়। ইহার তদন্ত তুমি কহিবে আমায়॥ নারদ বলেন, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে। নন্দকে বিদায় কর কর্কশ বচনে॥ এই কথা শুনিয়া কহেন রাধানাথ। জিহ্বাতে দশন চাপি কর্ণে দেন হাত॥ নন্দ আর বসুদেব সমান দু'জনে। কত লীলা করিয়াছি মধু-বৃন্দাবনে॥ ক্ষীর-সর ননী কত করেছি

ভক্ষণ। তুমি তাহা জান সব, ওহে তপোধন॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ বাহিরে আইল। বসুদেব নারদাদি তথা দণ্ডাইল॥ বাহির হইয়া কৃষ্ণ আইল যখন। কৃষ্ণ করে বসুদেব ধরিল তখন॥ দক্ষপাণি নন্দ যবে করিল গ্রহণ। বসুদেব বামকর করিল ধারণ॥ নন্দ বলে, চল কৃষ্ণ যাই ব্রজভূমি। বসু বলে, কার পুত্র ল'য়ে যাবে তুমি॥ ঘটিল বিবাদ এইরূপেতে যখন। কি করি উপায় কৃষ্ণ ভাবেন তখন॥ মহামায়া প্রকাশিয়া দেব হৃষীকেশ। নারদের বীণা মধ্যে করিল প্রবেশ॥ কৃষ্ণ যদি অদর্শন হইল তখন। নন্দ, বসুদেব ভূমে পড়ে দুইজন॥ ধূলায় পড়িয়া দোঁহে করেন রোদন। ব্রজে যায় নন্দ, পরে পাইয়া চেতন॥ তদন্তর নন্দরায় বুঝিতে পারিল। মোরে প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ লুকাইল॥ ব্রজপুরে নন্দ আসি সকল কহিল। যে-রূপেতে কৃষ্ণচন্দ্র অদর্শন হৈল॥ কৃষ্ণের কারণে যে ব্যাকুল যশোমতী। কৃষ্ণের মায়ায় ভুলে স্থির কৈল মতি॥ কৃষ্ণ-বিহীন নন্দ ব্রজেতে আইল। গোপ-আদি গোপীগণ সমস্ত শুনিল॥ শ্রীরাধা করেন খেদ ভাবিয়া ত্রিভঙ্গ। তদন্তরে নন্দ-বিদায় হৈল যে সাঙ্গ॥

নন্দ বিদায় সমাপ্ত।

মথুরাবাসিগণের রথারোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ হইয়ে রাজা আছে কিছুদিন। মথুরাবাসি-গণে ভাবে দিন-দিন॥ সবে বসি একত্রে যে ভাবেন তখন। মথুরায় রাজা হ'ল দেব-নারায়ণ॥ বৃন্দাবনে ছিল কৃষ্ণ শুনেছি শ্রবণে। কৃষ্ণ বহু লীলা করিলেন বৃন্দাবনে॥ শুনিয়াছি হিরণ্যকশিপুর নন্দন। বহুকষ্টে পেয়েছিল কৃষ্ণ-দরশন॥ কৃষ্ণ দরশনের ফল তারে প্রাপ্ত হৈল। সশরীরে প্রহ্লাদ স্বর্গেতে গিয়াছিল॥ পঞ্চ-বৎসরের শিশু ধ্রুব মহাজন। কৃষ্ণ-দর্শনার্থে গিয়াছিলেন যে বন॥ রাজ্যলাভ হৈল তাঁর কৃষ্ণ দরশনে।

অন্তে গিয়াছিলেন সে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥ সেই কৃষ্ণ রাজা হৈল মথুরায় আসি। প্রজা হ'য়ে দরশন করি দিবানিশি॥ একে কৃষ্ণ তায় রাজা জগতের সার। প্রজা হ'য়ে দিবানিশি সেবা করি যার॥ যে-কৃষ্ণ পাবার আশে যেতে হয় বন। হেন কৃষ্ণে গৃহে বসি পাই দরশন॥ মোর তুল্য ভাগ্যবান্ কে আছে জগতে। নিত্য-নিত্য কৃষ্ণ দরশন সুপ্রভাতে॥ কত যোগী-ঋষি যোগে বসি নাহি পায়। হেন কৃষ্ণ দয়া করি এল মথুরায়॥ ভাগ্যবান হ'য়ে জানি অভাগ্য সকল। মোদের অদৃষ্টে নাহি দর্শনের ফল॥ কংসরাজ অধিকারে ছিলাম যেমন। কৃষ্ণরাজ অধিকারে আছি ত তেমন॥ যেই কৃষ্ণ, সেই কংস জানিনু সকল। কৃষ্ণ হ'তে প্রজাদের কি হৈল মঙ্গল॥ কংস অধিকারে যথা ছিল প্রজাগণে। সেইভাবে আছে প্রজা কৃষ্ণ দরশনে॥ প্রজার কি হৈল কৃষ্ণ মথুরায় এসে। কৃষ্ণ কংস-সম হৈল অদৃষ্টের দোষে॥ আমাদের পাপ কত বর্ণন না যায়। কংসসম হৈল কৃষ্ণ আসি মথুরায়॥ এইরূপ ভাব যদি প্রজাগণ কৈল। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তরে জানিল॥ যামিনী প্রভাতকালে হইয়া সদয়। ডাকিলেন অক্রূরে শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ আইলেন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ বরাবরে। দণ্ডায়ে প্রণাম করে কৃষ্ণের গোচরে॥ বিনয়েতে সে অক্রূর ধীরে-ধীরে কয়। কিবা হেতু ডাকিলেন, কহ দয়াময়॥ অক্রূরে কহেন কৃষ্ণ, করহ শ্রবণ। মথুরানগরে আছে প্রজা যত জন॥ দ্বিজ-ভদ্র-শূদ্র-আদি আছে যত জাতি। নীচ-শূদ্র দ্বিজ কিংবা সন্ন্যাসী প্রভৃতি॥ কংস-রথে সবারে করায়ে আরোহণ। প্রজাগণে আন করি স্বরগে ভ্রমণ॥ স্বর্গ-আদি গোলোক ও বৈকুণ্ঠ-ভুবনে। একে একে ভ্রমণ করাও প্রজাগণে॥ যেই যাহা ইচ্ছা করে যেতে যেই স্থানে। সেই স্থানে ল'য়ে যাও রথ আরোহণে॥ থাকিতে বাসনা করে যেই যেইজনে। স্বর্গ ও গোলোক কিম্বা বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥ পরিবারসহ কেহ যেতে ইচ্ছা করে। অনায়াসে ল'য়ে যাবে রথের উপরে॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে অক্রূর তখন। জানালেন রাজ্যমধ্যে সব প্রজাগণ॥ অক্রূর বলেন, শুন, যত প্রজাগণ।

রথ-আরোহণে কর স্বর্গেতে গমন॥ রথ-আরোহণ সবে কর হে ত্বরায়। স্বর্গেতে ভ্রমণ কর কৃষ্ণের আজ্ঞায়॥ পরিবারসহ যদি যেতে কর মন। কৃষ্ণ বলি কর আসি রথে আরোহণ॥ গোলোক-বৈকুণ্ঠ কিম্বা স্বর্গস্থান আদি। থাকিতে বাসনা কর, থাক নিরবধি॥ নীচ ক্ষুদ্র কি সন্ন্যাসী হীনজাতিগণ। কৃষ্ণ বলি কর আসি রথে আরোহণ॥ জাতিভেদ নাহি মুচি-চণ্ডালাদি তায়। স্বরগ-ভ্রমণে চল কৃষ্ণের কৃপায়॥ এ হেন-দিবস নাহি পাবে প্রজাগণ। কৃষ্ণ বলি কর আসি রথে আরো-হণ॥ যে-স্বর্গ পাবার আশে কত রাজগণ। যোগিবেশে কত করে তীর্থ পর্য্যটন॥ এই স্বর্গ অভিলাষে বলি যজ্ঞ কৈল। তথাপি স্বর্গেতে বলি যাইতে নারিল॥ হেন স্বর্গে বাস অতি দুর্ল্ভেতে হয়। দয়া করি দিলেন শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণের দয়া কত দেখ প্রজাগণে। স্বর্গভ্রমণে পাঠায় রথ-আরোহণে॥ এই মথুরায় কংস ছিলেন রাজন্। কে কোথা করেছ বল স্বর্গেতে ভ্রমণ॥ এস গো মথুরাবাসি এস গো ত্বরায়। স্বর্গেতে ভ্রমণ কর কৃষ্ণের কৃপায়॥ রথ ল'য়ে করিছেন অক্রূর ভ্রমণ। কে যাবে স্বর্গেতে কর রথে আরোহণ॥ এই কথা জনে-জনে অক্রূর কহিল। বিজ্ঞ ভদ্র বিশিষ্ট যে শুনিতে পাইল॥ বিজ্ঞ ভদ্র বলে, অক্রূর শুন বিবরণ। এত অবিচার কৃষ্ণ কৈল কি কারণ॥ বিজ্ঞ ভদ্র দ্বিজ আদি হীনজাতিগণে। সবে স্বর্গে যাবে এক রথ-আরোহণে॥ কহ হে অক্রূর, শুনি এ কথা কেমন। হাড়ি-মুচি এক রথে করি আরোহণ॥ বিজ্ঞ ভদ্র হীনজাতি চণ্ডালাদি তায়। এক রথে স্বর্গে যায় শুনি না কোথায়॥ বিজ্ঞ ভদ্র হীনজাতি একত্র হয়েছে। এক রথে স্বর্গে যায় কোন্ শাস্ত্রে আছে॥ অক্রূর বলেন, দ্বিজ, কি কব তোমায়। সকলি হইতে পারে কৃষ্ণের কথায়॥ তাহার প্রমাণ কিছু শুন বিজ্ঞগণ। রাম-অবতারের কথা করহ শ্রবণ॥ সীতার উদ্ধার করি রাম নারায়ণ। রাবণের পুষ্পরথে কৈল আরোহণ॥ এক রথে রাম-সীতা শ্রীযুত লক্ষ্মণ। সেই রথে আরোহিল যত কপিগণ॥ রাম-সীতা কপিগণে এক রথে

যায়। বানরেতে চড়ে রথে রামের আজ্ঞায়॥ অতএব দ্বিজ বিজ্ঞ কহি যে তোমায়। সকলি হইতে পারে কৃষ্ণের কৃপায়॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা করিলেন রথ-আরোহণে। সবে স্বর্গে বাস কর আনন্দিত মনে॥ তুমি কর জাতিজ্ঞান সে কথা কেমন। প্রজা হ'য়ে কেন কর রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন॥ বিশেষ কৃষ্ণ-দয়াময় জগতের সার। কৃষ্ণ-আজ্ঞা হেলা করে সাধ্য আছে কার॥ রীতি-নীতি অক্রূর যতেক সে কহিল। দ্বিজ-বিজ্ঞ সুপণ্ডিত কেহ না শুনিল॥ অক্রূর আইল পুনঃ কৃষ্ণ-বিদ্যমানে। সমস্ত কহিলা যা বলিল দ্বিজগণে॥ নানা জাতি এক রথে করি আরোহণ। দ্বিজ-ইচ্ছা নাহি স্বর্গে করিতে ভ্রমণ॥ কৃষ্ণ বলে, অক্রূর, পণ্ডিত বিজ্ঞজনে। স্বর্গে ল'য়ে যাও কংস-রথ-আরোহণে॥ নীচ-শূদ্রে হীনজাতি আছে যতজন। পুষ্পরথে ল'য়ে কর স্বর্গেতে ভ্রমণ॥ স্বর্গেতে অক্রূর তুমি যাও হে ত্বরায়। দারুক, পুষ্পকরথ আন মথুরায়॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক তখন। পুষ্পরথ মথু-রায় কৈল আনয়ন॥ অক্রূর কহিল, পুনঃ সাধু বিজ্ঞজনে। চল সবে স্বর্গে কংস-রথ-আরোহণে॥ নীচ-শূদ্রে হীনজাতি আছে যতজন। পুষ্পরথে স্বর্গে চল করিবে ভ্রমণ॥ তোমরা একত্রে হ'য়ে বিজ্ঞ-দ্বিজগণে। স্বর্গে চল কংসের রথ-আরোহণে॥ হীন-জাতি পুষ্পরথে করি আরোহণ। স্বচ্ছন্দে করিবে তারা স্বর্গেতে গমন॥ আমরা স্বর্গেতে যাব সাধু বিজ্ঞজন। কংসের কাষ্ঠের রথে করি আরোহণ॥ কৃষ্ণের বিচার এই কি অক্রূর মুনি। এতেক অন্যায় কেন করিলেন তিনি॥ মোরা কেহ নাহি যাব স্বরগ ভ্রমণে। যাও হে অক্রূর, বল কৃষ্ণ-বিদ্যমানে॥ অক্রূর ঈষৎ হাসি করিল গমন। হরির নিকটে আসি কহে বিবরণ॥ হীনজাতি পুষ্পরথে করি আরোহণ। অনায়াসে করিবে তারা স্বর্গেতে ভ্রমণ॥ ইহা শুনি যত ভদ্র দ্বিজ-বিজ্ঞ জনে। ইচ্ছা নহে যাইবার সে স্বর্গ-ভ্রমণে॥ ইহা শুনি কহিছেন দেব-ভগবান্। ডেকে আন সকলেরে মম বিদ্যমান॥ হীনজাতিগণে যাবে আরোহি বিমান। তাদের উপরে কেন এত অভিমান॥ আপন মহত্ত্ব ভাবে পরে ভাবে হীন। কিসের

পণ্ডিত তারা অতি দীনহীন ॥ আপনাকে উচ্চ ভাবে পরে দেয় লাজ। বিজ্ঞ হ'য়ে করে কেন নরকের কাজ ॥ তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ নহে কদাচন। বিজ্ঞ হইয়ে অন্যায় করে কি কারণ ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা অক্রূর তখন। সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণে করে আনয়ন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, বিজ্ঞ-ভদ্রগণ। স্বর্গেতে অনিচ্ছা কর কিসের কারণ ॥ বিজ্ঞ-ভদ্র বলে, হরি করি নিবেদন। হীন যে করিবে পুষ্পরথ-আরোহণ ॥ পুষ্পরথে স্বর্গে যাবে হ'য়ে হীনজাতি। অবিচার কৈলে হ'য়ে জগতের পতি ॥ কৃষ্ণ বলে, হীনজাতি নাহি আমি চিনি। কারে বল হীনজাতি কহ দেখি শুনি ॥ সকল জীবেতে আমি হয়েছি আশ্রিত। কর্ম্মদোষে জন্মভূমে জীবের পতিত ॥ সেই জীবগণে যায় আমার আজ্ঞায়। তুমি তারে হীন বল এত বড় দায় ॥ জগতের কর্ত্তা আমি সংসারের সার। আমার কাছেতে নাই জাতির বিচার ॥ জাতি-জ্ঞান আছে যার আমার কাছেতে। তাহার বিপদ বড় শ্রীপদ পাইতে ॥ জীবে উচ্চ ভেবে যে লভেছে উচ্চপদ। সেই সে লইতে পারে আমার শ্রীপদ ॥ যেই জীব সেই কৃষ্ণ ভাবে যেই-জন। সেইজন হ'তে পারে কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥ পুষ্পরথ আরোহণে সেই জীব যায়। স্বর্গেতে ভ্রমণ করে আমার কৃপায় ॥ তুমি তারে হীন বল হ'য়ে শত্রুপক্ষে। বল ভদ্র, কে তোমায় দিয়েছে এ শিক্ষে ॥ আমা দরশনে যবে স্বর্গে হবে গতি। তুমি তারে হীন বল এ কোন্ ভারতী ॥ জাতি বিদ্যা ও মহত্ত্ব ভাবে যেইজন। সেই নাহি হ'তে পারে স্বর্গ-পরায়ণ ॥ ইহা বলি আজ্ঞা দিল দেব-নারায়ণ। হীনজাতি কৈল পুষ্পরথে আরোহণ ॥ শুন কৃষ্ণভক্তগণ সবাকারে কই। এত তুচ্ছ হৈলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হই ॥ অতএব, তুচ্ছ হও মন দুরাশয়। অবশ্য করিবে দয়া কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ যা বলে বলুক লোকে, স্থির হ'য়ে থেকো। কলঙ্ক-সাগরে ডুবি কৃষ্ণ ব'লে ডাক ॥ যে তোমায় হীন ভাবে তা'রে বল গুরু। তবে বাঞ্ছা পূরাবেন বাঞ্ছাকল্পতরু ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

গেল দিন দীননাথে ডাক না।
আমার পামর মন, এড়াবে ভব-যাতনা
কবে আসিবে মরণ, নাহিক স্মরণ,
সচেতন তুমি থাক না।

হীনজাতির পুষ্পরথ-আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন।

পযার। পুষ্পরথ-আরোহণে হীনজাতিগণ। কৃষ্ণের কৃপায় করে স্বর্গেতে ভ্রমণ॥ স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ-আদি করয়ে ভ্রমণ। পুলকে গোলোকে সবে করিল গমন॥ ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোক তপোলোক আদি। ধ্রুবলোক নাগলোক ভ্রমে যথাবিধি॥ ভ্রমিতে-ভ্রমিতে রথ গেল সে দক্ষিণে। উপনীত হৈল বীর সুতের ভবনে॥ সঘনে উড়িছে রথ পবন প্রচণ্ড। ভূতলে রয়েছে চৌরাশী নরককুণ্ড॥ কত-শত পাপী পতিত নরককুণ্ডে। লোহার মুদ্গর দূত প্রহারে যে মুণ্ডে॥ কত লিখিব নরককুণ্ডের তসিল। মহা-মহা যমদূত আছযে মসীল॥ রথীগণ কহিল, সারথি বিদ্যমান। কোথায় আনিলে কহ, এই কোন্ স্থান॥ মহাভয়ঙ্কর স্থান দেখিতে প্রচণ্ড। সারথি কহিছে এই নরকের কুণ্ড॥ যমের ভবন এই দেখ জনগণ। পতিত নরককুণ্ডে যত পাপীগণ॥ ঐ চেয়ে দেখ হে যমের দক্ষিণদ্বার। যমদূত করিতেছে পাপীরে প্রহার॥ হস্ত পদ বদ্ধ করে লোহার শিকলে। কা'রেও ফেলিছে দূত ল'য়ে তপ্ত তৈলে॥ কোন কোন পাপীর ধরিয়া দুই হাত। মস্তকেতে বসা'য়েছে লোহার করাত॥ এইরূপে করিছে মসীল দূতগণ। করাতে করিছে কা'রো মস্তক ছেদন॥ কা'রে রাখিয়াছে ঊর্দ্ধে করি হেঁটমুণ্ডে। কারে ধরি ফেলিতেছে নরকের কুণ্ডে॥ কা'রো শিরে বসি কাক চক্ষু খুলে খায়। কা'রেও বান্ধিয়া অগ্নিকুণ্ডেতে ফেলায়॥ এরূপে দিতেছে দেখ পাপীদের দণ্ড। মহাভয়ানক

চৌরাশী নরককুণ্ড ॥ পাপীর যন্ত্রণা দেখিয়া দারুক সারথি। দয়া উপজিল তার পাপীগণ প্রতি ॥ দয়াবান দারুক ভাবিছে মনে মনে। নরক হইতে উদ্ধারিতে পাপীগণে ॥ বহুকাল ভুগেছে নরকে পাপীগণ। নরক কুণ্ডেতে সব পতিত জীবন ॥ যথাশক্তি করি কিছু জীব-উপকার। নরক হইতে করি পাপীর নিস্তার ॥ পুষ্পরথে আসি হরি হও হে সদয়। পাপী-গণে দয়া কর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি সারথি তখন। পাপীগণে পুষ্পরথ করায় দর্শন ॥ শূন্য হইতে রথ যে নাময়ে কৌতুকে। পুষ্পরথ রাখে সেই নরক-সম্মুখে ॥ সারথি কহিছে, শুন যত রথীগণ। রথোপরে কর হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥ স্বর্গেতে ভ্রমণ কৈলে রথ-আরোহণে। নরককুণ্ড হৈতে উদ্ধার পাপীগণে ॥ জীবের কষ্টমোচন বহুপুণ্যে হয়। নরক-কুণ্ডে পাপীগণে হও হে সদয় ॥ দারুক সারথি যদি এতেক কহিল। রথোপরে রথীগণ হরিনাম কৈল ॥ হরিনাম শুনিয়া যতেক পাপীগণ। উর্দ্ধমুখে করে পুষ্পরথ দরশন ॥ সম্মুখেতে পুষ্পরথ করে দরশন। শ্রবণ করেন হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥ এমতে হৈল পাপীর পাপ বিমোচন। নরক হইতে করে স্বর্গেতে গমন ॥ যমদূত আসি যমে বলে সমাচার। নরক হইতে পাপী পায় যে নিস্তার ॥ কোথা হৈতে পুষ্পরথ আনে একজন। পাপে মুক্ত পুষ্পরথ করি দরশন ॥ এখন সে পুষ্পরথ আছয়ে যথায়। দেখিবে যদ্যপি চল, ওহে যমরায় ॥ দূতবাক্য শুনি রবি-দেবের নন্দন। দারুকের প্রতি আসি করে জিজ্ঞাসন ॥ আমার এ-অধিকারে কে তুমি আইলে। পুষ্প-রথ আনি সব পাপী উদ্ধারিলে ॥ কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি। কার এই পুষ্পরথ সুন্দর সাজনি ॥ রথের মুরতি হেরি সফল নয়ন। নরক হইতে পাপী কৈলে পরিত্রাণ ॥ সারথি কহিল, মোর দারুক যে নাম। শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পরথ বৈকুণ্ঠেতে ধাম ॥ কংস ধ্বংস করি সুখে আছে কংসালয়। মথুরায় রাজা হৈল কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণের প্রজা এই মথুরাবাসিগণ। পুষ্পরথ কৈল সবে স্বর্গেতে গমন ॥ স্বর্গলোকাদি ভ্রমিয়া

বৈকুণ্ঠনগরে। অবশেষে আইলাম তব অধিকারে॥ দেখিয়ে নরককুণ্ড মহা ভয়ানক। কত শত পাপী তাহে ভুঞ্জয়ে নরক॥ পুষ্পরথ দরশনে যত পাপীগণ। পাপে মুক্ত হ'য়ে কৈল স্বর্গেতে গমন॥ মম পরিচয় এই শুনহ রাজন্। কৃষ্ণ-পুষ্পরথ এই কর দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পরথ করি দরশন। অনায়াসে কৈল পাপী শমন দমন॥ শমন বলিল, আমি পাপীর শমন। হরিনাম শুনায়ে কৈলে আমারে দমন॥ গমনের শমন দমন হয় যাতে। হেন হরিনাম শুনাও মোর কর্ণেতে॥ হরিনাম শুনায়ে কৈলে পাপীর উদ্ধার। কা'রে ল'য়ে আমি আর করি অধিকার॥ কি শুভক্ষণে তুমি পুষ্পরথ আনিলে। চৌরাশী নরককুণ্ড খালি যে করিলে॥ কি ছার অসার এই রাজ্যেতে আমার। অদ্য হৈতে রচিল পুণ্যের অধিকার॥ ভাল হৈল, গেল মোর এ পাপ রাজত্ব। দয়া প্রকাশিয়ে মোরে করহ কৃতার্থ॥ বল হে সারথি, হ'য়ে ক'দিন পাষণ্ড। ব'সে রব কোলে করি নরকের কুণ্ড॥ মম পূর্ব্ব-পাপ কত না যায় বর্ণন। কি পাপে হইনু বিষ্ঠাকুণ্ডের রাজন্॥ তুমি হে সারথি মোরে কর দীনহীন। বিষ্ঠা কোলে করি আর রব কতদিন॥ পুনঃ পুষ্পরথে কর নাম-সংকীর্ত্তন। কৃতার্থ হইয়ে শুনি হরিনাম ধন॥ চিত্রগুপ্ত বলে, মোর কপাল যে পোড়া। নিত্য-নিত্য করি নরকের লেখাপড়া॥ জাতিতে কায়স্থ আমি বাজ পড়ে মুণ্ডে। পাপীর হিসাব লিখি নরকের কুণ্ডে॥ পাপ লিখে গেল দিন, সাধুসঙ্গ নাই। কপালে আগুন মম, বিদ্যার মুখে ছাই॥ কায়স্থ-কুলেতে জন্ম একি মনস্তাপ। বিদ্যা যে শিখেছি লিখিতে পাপীর পাপ॥ পাপ লিখিতে পাপ বিদ্যা করেছি সংগ্রহ। পাপ লিখে পাপে পরিপূর্ণ হৈল দেহ॥ জাতিশ্রেষ্ঠ কায়স্থ যে করি কর্ম্ম হীন। যমালয়ে আছি হ'য়ে পরের অধীন॥ জাতি বিদ্যা ও মহত্ত্বে কিবা আছে সুখ। সেইজন হীন যারে শ্রীকৃষ্ণ বৈমুখ॥ আমি ত কায়স্থ পড়ি যমের ভবনে। হীনজাতি এলো পুষ্পরথে-আরোহণে॥ অতএব, জানিলাম সকলি অসৎ। কৃষ্ণ কৃপা করে যারে

সে হয় মহৎ ॥ এতদিন পরেতে ঘুচিল মম ভ্রম। যমালয়ে ক'রে মরি মিছা পরিশ্রম ॥ আমি মহাপাপী জানিলাম অতঃপর। তা নহিলে হব কেন যমের কিঙ্কর ॥ মম সম নরাধম কেবা এত হীন। যমালয়ে থাকে হ'য়ে যমের অধীন ॥ নরক লিখিতে আসি দণ্ডায়ে সম্মুখে। নরকে পাপীর ভোগ আমি ভুগি লিখে ॥ যেই পাপী সেই আমি জানিনু কারণ ॥ নরক লিখিতে করি নরক দর্শন ॥ অতএব, চল যাই কৃষ্ণ-দরশনে। মথুরায় যাই পুষ্পরথ-আরোহণে। এত বলি কায়স্থ-পো কাগজ ফেলে দিল। বাহু তুলি হরি বলি নাচিতে লাগিল ॥ চিত্র-গুপ্ত-নৃত্য দেখে যম মহাশয়। বাহু তুলি বলে, কোথা কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ যম নাচে গুপ্ত নাচে নাচে যমদূত। বাহু তুলি কৃষ্ণ বলি নাচে যত ভূত ॥ দক্ষিণ দ্বারেতে যত পাপীগণ ছিল। যম-নৃত্য দেখি সব নাচিতে লাগিল ॥ যমালয়ে ছিলেন যতেক পাপীগণ। সকলেতে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥ সাধ ক'রে নাচে তবে যতেক পাষণ্ড। পদরজে বুজে গেল সে নরককুণ্ড ॥ এইরূপে নাচে সবে হইয়া পুলক। যমালয় হ'য়ে গেল দ্বিতীয় গোলোক ॥ এইরূপে পাপীগণ কৃষ্ণ-দরশনে। মথুরায় চ'লে গেল রথ-আরোহণে ॥ এ-অবধি মথুরার লীলা শুন বিজ্ঞ। তদন্তরে বৃন্দাবনে শুন রাধা-যজ্ঞ ॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান

হরি, কে জানে হরিনামের গুণ।
হরিনামের জোরে তরে যত নির্গুণ ॥
হরিনামেতে তরিল পাষণ্ড, শূন্য নরককুণ্ড,
হলো পাপের বিমোচন ॥

মথুরালীলা সমাপ্ত।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার যজ্ঞারম্ভ

পয়ার। জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। তদন্তরে কি হইল, করিব শ্রবণ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদেতে রাধা-বিনোদিনী। বৃন্দাবনে কি করিল কহ দেখি শুনি॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। শ্রীরাধিকা কৈল এক যজ্ঞ আরম্ভণ॥ যজ্ঞ কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ নিবারণে। পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে আনিতে বৃন্দা-বনে॥ যতেক গোপিনীসহ বসিয়া নির্জ্জনে। মন্ত্রণা করেন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কারণে॥ শ্রীরাধা বলেন, শুন, যত গোপীগণ। কিসে আর নিবারি বিচ্ছেদ-হুতাশন॥ যে অবধি গেছে কৃষ্ণ মথুরা-ভবনে। দহিছে জীবন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-আগুনে॥ কি করি উপায়, বৃন্দে, কহ গো এক্ষণে। কি করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসেন বৃন্দাবনে॥ বৃন্দে দূতী বলে, রাধা শুনহ উপায়। কংস-যজ্ঞ ছলে কৃষ্ণ গেছে মথুরায়॥ তুমি যজ্ঞ কর রাধে এই বৃন্দাবনে। নিমন্ত্রিয়া আন কৃষ্ণে নিকুঞ্জ-কাননে॥ নিমন্ত্রণ-পত্র রাধে দেহ মম স্থানে। কৃষ্ণে আনিবারে যাই মথুরা-ভুবনে॥ তুমি পুনঃ যজ্ঞ-ছল কর ওগো রাই। আনিতে শ্রীকৃষ্ণে নিমন্ত্রণ ল'য়ে যাই॥ মধু-যজ্ঞ কর রাই মধু-বৃন্দাবনে। আনিতে সে মধু-যজ্ঞে যাই নারায়ণে॥ ধনুর্যজ্ঞে শ্রীহরি গেলেন মধুপুরে। পদ-ব্রজে শীঘ্র ব্রজে আনি ব্রজেশ্বরে॥ গোবিন্দের প্রিয় বৃন্দা এই যুক্তি দিল। নিকুঞ্জ-কাননে রাধা যজ্ঞ আরম্ভিল॥ রাধা-যজ্ঞ নাম তার রাখিলেন রাধা। গোপীগণ সাহায্য যে করেন সর্ব্বদা॥ নানাজাতি ফলমূল আনি কুঞ্জবনে। রাধাযজ্ঞ করে রাধা নিকুঞ্জ-কাননে॥ যজ্ঞস্থানে যজ্ঞকুণ্ড জ্বালিল শ্রীমতী। কৃষ্ণ ব'লে নিজে প্রাণ দিবেন আহুতি॥ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে রাধে পেয়ে মনস্তাপ। যজ্ঞকুণ্ডে কৃষ্ণ ব'লে রাধা দিবে ঝাঁপ॥ পত্রে লিখি সমস্ত যজ্ঞের বিবরণ। বৃন্দাদূতী হস্তে পত্র করিল অর্পণ॥ মধুপুরে যায় বৃন্দে ল'য়ে যজ্ঞ-বার্ত্তা। কৃষ্ণে আনিবারে কৃষ্ণ ব'লে করে যাত্রা॥ উপনীত হৈল বৃন্দে যমুনার তটে। দেখিল নাবিক নাই যমুনার ঘাটে॥ তাহা দেখি বৃন্দেদূতী কাতর হইল। শ্রীকৃষ্ণে আনিতে ব্রজে বিপদ ঘটিল॥ কৃষ্ণ

নিতে কৃষ্ণবর্ণ হৈল সহচরী। আনিতে ভব-কাণ্ডারী না পায় কাণ্ডারী॥ কোথা হে শ্রীকৃষ্ণ ভব-পারের কাণ্ডারী। কিসে পার হব, নাই যমুনা-কাণ্ডারী॥ অপার নদীতে পার কর বংশীধারি। তুমি হে শ্রীকৃষ্ণ হও পারের কাণ্ডারী॥ সম্বল পথের নাই তুমি বিনা হরি। অপার নদীতে কৃষ্ণ তুমি হে কাণ্ডারী॥ তুমি কৃষ্ণ অপার নদীর কর্ণধার। পদ-তরী দিয়ে কর অধমেরে পার॥ আমি দুঃখী দীননাথ তুমি দীনবন্ধু। কৃপা করি পার কর এই ভবসিন্ধু॥ পার কর হে হরি যমুনা-জলাশয়। ভবের কাণ্ডারী তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যতেক মহিমা তব জ্ঞাত সর্ব্ব মুনি। অপার-নদীতে পার ক'রে থাক তুমি॥ অগতির গতি তুমি, ওহে বংশীধারি। এক নাম ধর ভবপারের কাণ্ডারী॥ অপার নদীতে কৃষ্ণ যে তোমায় ডাকে। দয়া ক'রে দয়াময় পার কর তাকে॥ আমি হে গোপের নারী না পারি চিনিতে। ঘুচাও আমার যমুনা পারের চিন্তে॥ এই যমুনায় কৃষ্ণ হ'য়ে কর্ণধার। গোপীগণে নায়ে করি করেছিলে পার॥ এক্ষণে নিদয় হ'য়ে গোপীগণ প্রতি। নিকুঞ্জ ত্যজিয়া হৈলে মথুরা-ভূপতি॥ কখন কিভাবে রও ওহে দয়াময়। আমার ভাগ্যেতে কৃষ্ণ হও হে সদয়॥ অপার নদীতে পার কর হে শ্রীহরি। কোথায় আছ হে ভবপারের কাণ্ডারী॥ গোবিন্দের প্রতি বৃন্দে এরূপ বলিলে। দেখা দিল কৃষ্ণ আসি যমুনার জলে॥ চূড়া-ধড়া পরি হরি হইয়ে সদয়। জলমধ্যে দেখা দিল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণকে দেখিয়ে বৃন্দে যমুনার জলে। শ্রীরাধার বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকে বলে॥ প্রণাম করিয়ে বৃন্দে গোবিন্দের পায়। যমুনার তীরে ধনি ধরণী লুটায়॥ বৃন্দে বলে, ধন্য ধন্য আমি গোপনারী। জলমধ্যে দেখা দিল দয়াময় হরি॥ কত-শত যোগী-ঋষি ধ্যানে নাহি পায়। বিরিঞ্চি-শঙ্কর সদা যে পদ ধেয়ায়॥ এমন যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীর ভক্তি বলে। দেখা দিল আসিয়া সে যমুনার জলে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বৃন্দে কহ ত তৎপর। কি হেতু যমুনাতীরে হইলে কাতর॥ কেমন আছে মা যশোদা নন্দ প্রভৃতি। কেমন আছেন রাধা, কহ

বৃন্দাদূতী ॥ বৃন্দাদূতী বলে, কৃষ্ণ, করি নিবেদন। সকলে আছেন ভাল গোপ-গোপীগণ ॥ সম্প্রতি শ্রীমতীর জানাই বিবরণ। নিকুঞ্জে করিছে রাধা যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ রাধাযজ্ঞ নাম তার, শুন রাধানাথ। যজ্ঞের শোধন অতি ভূত-ভবিষ্যৎ ॥ নিমন্ত্রণ-পত্র কৃষ্ণ এনেছি তোমারি। যজ্ঞ নিমন্ত্রণ-পত্র ধর ওহে হরি ॥ ধর ধর পত্র ধর, ধর নারায়ণ। পত্রে দৃষ্টি ক'রে দেখ যজ্ঞ-বিবরণ ॥ হাসিতে-হাসিতে কৃষ্ণ পত্র নিল করে। পত্র-ছন্দ শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ না করে ॥ শ্রীকৃষ্ণ পড়েন পত্রে যজ্ঞ-বিবরণ। শ্রীমতী পত্রেতে যাহা লিখিল কারণ ॥ সেবকানুসেবকী শ্রীরাধা বিনোদিনী। তব পাদপদ্মে নিবেদন চিন্তামণি ॥ অসংখ্য প্রণাম হরি তোমার চরণে। কল্য যজ্ঞ নারায়ণ নিকুঞ্জ-কাননে ॥ এ-অধিনী যজ্ঞ যে করিবে সমাপন। রাধাযজ্ঞে রাধানাথ করিবে গমন ॥ পত্র দ্বারা করি হে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ। যজ্ঞে এসে যজ্ঞপূর্ণ কর নারায়ণ ॥ তুমি হে যজ্ঞের কর্ত্তা যজ্ঞেশ্বর হরি। তব পাদপদ্মে কৃষ্ণ নিবেদন করি ॥ মম যজ্ঞ যে কারণ জান হরি মনে। পত্রপাঠ যাত্রা কর নিকুঞ্জ-কাননে ॥ অন্তর্য্যামী তুমি ওহে, দেব চিন্তামণি। যাগ-যজ্ঞ তব রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥ গঙ্গাজল আছে কৃষ্ণ তোমার চরণে। বিল্বদল তুলিয়াছি নিকুঞ্জ-কাননে ॥ গঙ্গাজল পদেতে মিশায়ে বিল্বদলে। অর্পণ করিব যজ্ঞে শ্রীশ্রীদুর্গা ব'লে ॥ হইবেন শিবরাণী যজ্ঞে অধিষ্ঠান। নিকুঞ্জ-কাননে যাত্রা কর ভগবান্ ॥ অধিক কি জানাব লিখে পত্রে পরিচয়। সর্ব্ব-যজ্ঞে কর্ত্তা যেই কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ অবশ্য আসিবে যজ্ঞে তুমি হে শ্রীপতি। পত্র দ্বারা করিলাম নিমন্ত্রণ ইতি ॥ এইরূপ পত্রপাঠ করি নারায়ণ। জানিল রাধার যজ্ঞে যত বিবরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বৃন্দে জানিনু কারণ। কল্য প্রাতে যজ্ঞে আমি করিব গমন ॥ যাও বৃন্দে বল যথা আছেন কিশোরী। তব যজ্ঞে কল্য প্রাতে আসিবেন হরি ॥ ইহা বলি শ্রীকৃষ্ণ হলেন অন্তর্দ্ধান। মথুরায় আপনি গেলেন ভগবান্ ॥ তদন্তরে বৃন্দে আসি রাধায় কহিল। উঠি প্রাতে

শ্রীমতী যজ্ঞ আরম্ভিল ॥ কহে কবি সরকার, শুন ভক্তগণে। রাধা কৈল রাধাযজ্ঞ নিকুঞ্জ-কাননে ॥

গীত

রাগিণী মুলতান—তাল খয়রা

আজি কৃষ্ণ চল হে নিকুঞ্জবন।
তার লহ পত্র করি নিমন্ত্রণ ॥
যজ্ঞ করিবে শ্রীমতী, নিতে তব অনুমতি,
এসেছি হে সম্প্রতি, শুন বিবরণ ॥

———

শ্রীরাধার যজ্ঞে যাইতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবের প্রতি অনুমতি

পয়ার। মথুরায় আসি কৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি। রাধা-যজ্ঞে যাইতে করেন অনুমতি ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা উদ্ধব তখন। বৃন্দাবনে যান রথে করি আরোহণ ॥ যথা রাধা-যজ্ঞ নিকুঞ্জ-কাননে। উদ্ধব এলেন তথা রথ-আরোহণে ॥ কৃষ্ণবর্ণ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধরে। ভৃগু-পদচিহ্ন নাই বক্ষের উপরে ॥ মস্তকেতে চূড়া তার নাই আর বাঁশী। নিকুঞ্জ-কাননে দেখা দিলেন যে আসি ॥ উদ্ধবে হেরিয়া যত সব গোপীগণে। কৃষ্ণ-জ্ঞানে চলে সবে নিকুঞ্জ-কাননে ॥ কৃষ্ণ এলো কৃষ্ণ এলো, বলে গোপীগণ। ব্রজবাসী ধাইল করিতে দরশন ॥ রথের উপরে উদ্ধব ভাবেন তখন। গোপীগণ আইল করিতে দরশন ॥ রথোপরে থাকা আর উচিত না হয়। কোথা হে অনাথবন্ধু কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ 'কৃষ্ণ বলি' উদ্ধব যে ভূমিতে নামিল। শ্রীরাধার শ্রীপদে যে প্রণাম করিল ॥ শ্রীমতী বলেন, শুনি, কহ দয়াময়। এ কী ভাবে নিকুঞ্জেতে হইলে উদয় ॥ কোন্ ভাবে চূড়া-ধড়া করিয়া গোপন। নিকুঞ্জ-কাননে আসি দিলে দরশন ॥ একি ভাব প্রকাশিলে ওহে গুণধাম। দাসীর চরণে আসি করিলে প্রণাম ॥ শ্রীরাধার ভক্তি দেখি উদ্ধব তখন। গলে বাস কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন ॥ উদ্ধব বলেন, শুন, রাধে ব্রজময়ী।

কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব আমি কৃষ্ণ নই॥ মথুরায় আছেন শ্রীকৃষ্ণ গুণধাম। কৃষ্ণদাস আমি, উদ্ধব আমার নাম॥ কৃষ্ণদাস বাস করি মথুরা-ভুবনে। কৃষ্ণের আজ্ঞায় আসি নিকুঞ্জ-কাননে॥ নিকুঞ্জ-বনেতে যজ্ঞ করেন কিশোরী। নিমন্ত্রণ-রক্ষা হেতু পাঠালেন হরি॥ শ্রীকৃষ্ণ-আজ্ঞায় আইলাম নিমন্ত্রণে। কোথা রাধা-যজ্ঞ তব নিকুঞ্জ-কাননে॥ শ্রীকৃষ্ণ দেছেন আজ্ঞা মথুরা-ভুবনে। শ্রীরাধকে ল'য়ে এস রথ-আরোহণে॥ এস রাধে-পুষ্পরথে কর অরোহণ। কৃষ্ণাদেশে ল'য়ে যাব মথুরা-ভুবন॥ রাধে বলে, কে তুমি হে রথ-আরোহণে। উদ্ধব-নামেতে এলে নিকুঞ্জ-কাননে॥ কে তুমি হেথায় এলে নিকুঞ্জ-কাননে। উদ্ধব কি কৃষ্ণ তুমি কে তোমায় চিনে॥ চূড়া-ধড়া গোপন করিয়ে হৃষীকেশ। নিকুঞ্জে আইলে ধরি উদ্ধবের বেশ॥ বিশেষ এ রথ হেরে সন্দ হয় মনে। কেবা তুমি রথোপরে নিকুঞ্জ-কাননে॥ ত্রেতাযুগে এই রথে করি আরোহণ। পঞ্চমাস গর্ভ আমি গিয়াছিনু বন॥ সাধে কি বিষাদ ঘটেছিল সীতা রূপেতে। পুনঃ বুঝি সেই যোগ ঘটিল ভাগ্যেতে॥ ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণ এ রথ-আরোহণে। বনবাস দিয়াছিল বাল্মীকির বনে॥ দ্বাপরেতে পুনঃ ছল করিল প্রকাশ। কোন্ বনে শ্রীরাধায় দিবে বনবাস॥ পঞ্চবটী বনে করি রথ-আরোহণ॥ কত কষ্ট দিয়াছিল পাপিষ্ঠ রাবণ॥ তাই বলি হে উদ্ধব থাকিতে জীবন। আর না করিব আমি রথে আরোহণ॥ পঞ্চবটী বন আর অশোক-কানন। বাল্মীকির বন আর নিকুঞ্জ-কানন॥ জন্ম গেল বনে-বনে করিয়া ভ্রমণ। আর না করিব আমি রথে আরোহণ॥ উদ্ধব বলেন, শুন জনক-নন্দিনী। রাম-অবতার কথা কহ দেখি শুনি॥ কি হেতু গো বনবাস বাল্মীকির বনে। কিবা কষ্ট পেয়েছিলে রথ-আরোহণে॥ কহ কহ শ্রীরাধা শুনিব যে শ্রবণে। রামায়ণ সুধাময় কহ মম স্থানে॥ বাল্মীকির কৃত রামায়ণ সুধাময়। ইচ্ছা করি শুনিতে গো বল আজ্ঞা হয়॥ শুনিয়াছি মহাঋষি মুনিদের স্থানে। নাশয়ে সকল পাপ রামায়ণ শুনে॥ শ্রীরাম নামের গুণ রামায়ণে শুনি। রাম

নাম জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি ॥ সীতারূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে। রামায়ণ কহ সীতা শুনিব শ্রবণে ॥ কি রূপেতে সীতারূপ করিয়া ধারণ। করেছিলে রাবণের রথে আরোহণ ॥ যেরূপ ধারণ করি জনক-নন্দিনী। রামায়ণ সুধাময় কহ দেখি শুনি ॥ একে রামায়ণ তায় তুমি হও সীতে। সীতারূপ দেখি এই শ্রীবৃন্দাবনেতে ॥ কিরূপেতে মায়াযোগী হৈল সে রাবণ। সেই রূপ বৃন্দাবনে করাও দর্শন ॥ মায়া করি মহামায়া সাজাও রাবণে। রাবণের যোগিবেশ দেখাও এখানে ॥ কিরূপে রাবণ-রাজা যোগী সেজেছিল। কিরূপে তোমারে বল রথেতে তুলিল ॥ কি ব'লে তোমায় ভিক্ষা মাগিল রাবণ। প্রথমে কি বলেছিল ভিক্ষার কারণ ॥ কিরূপে সীতা তুমি ফল ল'য়ে করে। ভিক্ষা দিতে এসেছিলে গণ্ডীর বাহিরে ॥ কিরূপেতে ফল ল'য়ে আসিলে বাহিরে। কি বলিয়া ভিক্ষা দিলে রাবণের করে ॥ কি ক'রে সে যোগী তব কেশ ধরেছিল। কেশে ধরি রাবণ সে রথেতে তুলিল ॥ কেঁদে ব'লেছিলে কোথা রৈলে রামনিধি। তব চক্ষুজলে কোথা হয় মায়ানদী ॥ আসিয়া জটায়ু পথে পঞ্চবটী বনে। কি ক'রে করিল যুদ্ধ রাবণের সনে ॥ তদন্তরে রাবণ সে পেয়ে পক্ষী দেখা। অস্ত্রাঘাতে কেটেছিল জটায়ুর পাখা ॥ রাবণের রথে তুমি হ'য়ে অগ্রসর। কি ক'রে বা হয়েছিলে সাগরের পার ॥ কহ কহ সীতাদেবি, শুনি রামায়ণ। বৃন্দাবনে রামায়ণ করিব শ্রবণ ॥ আমি ত অজ্ঞান শিশু উদ্ধব দুরাচার। বৃন্দাবনে আশাপূর্ণ করহ আমার ॥ শ্রীরাধাযজ্ঞেতে এসে সেই বৃন্দাবনে। সীতা-রূপ দরশন করি দু'নয়নে ॥ উদ্ধব-মানসপূর্ণ করিতে তখন। সীতারূপ রাধা-সতী করিল ধারণ ॥ যে-রূপেতে গণ্ডীরেখা দেয় শ্রীলক্ষ্মণ। বৃন্দাবনে সেই গণ্ডী হৈল ততক্ষণ ॥ মায়াগণ্ডী এমনি পড়িল বৃন্দাবনে। দিয়েছিল যেই গণ্ডী পঞ্চবটী বনে ॥ গণ্ডীর ভিতরে সীতা রহিল তখন। হেনকালে যোগী সাজে আইল রাবণ ॥ সীতারূপে রাধা বসি গণ্ডী-মধ্যস্থানে। খেলিছে ভোজের বাজী নিকুঞ্জ-কাননে ॥ কে জানে তোমার মায়া হে

জানে সে জানে। সীতা চুরি উদ্ধবে দেখান বৃন্দাবনে॥ আইলেন মায়াযোগী দেখিছে উদ্ধব। স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি মুখে ডাকিছে মাধব॥ রক্তবস্ত্র পরিধান করে বাঘাম্বর। কোথা গো মা সীতা বলি ডাকে যোগিবর॥ ভিক্ষা দেহ বলি যোগী ডাকিছে বাহিরে। ভয়ে সীতা তখন চলেন ধীরে-ধীরে॥ গৃহস্থের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার মনে। অদূরে প্রণাম করে যোগীর চরণে॥ সীতা কহে যোগিবর দেখ হে নয়নে। একমাত্র আছি আমি পঞ্চবটী বনে॥ রাম গেছেন করিতে সে মৃগ-অন্বেষণ। সঙ্গেতে গেছেন তার অনুজ লক্ষণ॥ কুলবধূ আমি যে বাহিরে যেতে নারি। কেমনে তোমায় ভিক্ষা দিব তাই ডরি॥ যোগী বলে, তুমি সীতা জানত সকল। অতিথি বৈমুখ হইলে গৃহে অমঙ্গল॥ সীতা বলে, ভিক্ষা দিব গণ্ডীর ভিতর। হস্ত বাড়াইয়া ভিক্ষা নাও যোগিবর॥ ইহা বলি সীতাদেবী ফল লইয়া করে। 'ভিক্ষা নাও' বলি ডাকিলেন যোগিবরে॥ মায়া-যোগী বলে, শুন ওগো সীতা-নারী। গণ্ডীর মধ্যেতে গিয়া ভিক্ষা নিতে নারি॥ গৃহধর্ম্ম সীতাদেবী তুমি কর রক্ষা। এক পদ বাহিরে রাখিয়া দাও ভিক্ষা। বারম্বার শুনি বাক্য যোগী ক্রোধ কৈল। বাহিরেতে সীতা তবে ভিক্ষা দিতে গেল॥ ভিক্ষা দিতে সীতা গেল বাহিরে যখন। যোগি-বেশ ত্যাগ করি হইল রাবণ॥ কোথা গেল যোগিবর ভস্ম বিভূষণ। দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত করেন ধারণ॥ দেখি রাবণের মূর্ত্তি উদ্ধব তখন। ভয়েতে নিকুঞ্জবনে করে পলায়ন॥ উদ্ধবের পলায়নে জনক-নন্দিনী। হেসে-হেসে মায়া ত্যাগ করিলেন তিনি॥ ত্যাগ কৈলা সীতা-রূপ লুকায় রাবণ। রাধা-রূপে বসিলেন নিকুঞ্জ-কানন॥ শ্রীরাধা বলেন, তবে এস হে উদ্ধব। রথ রাখি কোথা গেলে কৃষ্ণের বান্ধব॥ উদ্ধব বলে, ঐ রূপ কর সম্বরণ। এখানে আছে কি সেই পাপিষ্ঠ রাবণ॥ রাবণের প্রতিমূর্ত্তি দেখালেন নয়নে। পলাইয়া গেছে কিম্বা আছে এ-কাননে॥ শ্রীরাধা বলেন, উদ্ধব সে-কথা কেমন। নিকুঞ্জ-কানন মধ্যে দেখিলে রাবণ॥ শুনেছি শ্রবণে ত্রেতাযুগেতে রাবণে। সীতাকে হরণ কৈল পঞ্চবটী বনে॥ সেই রাবণ

মরিল শ্রীরামের বাণে। আর কেন রাবণে দেখিবে বৃন্দাবনে॥ কোথা সেই সীতারূপ জনক-নন্দিনী। নিকুঞ্জ-বনেতে কেন বসিবেন তিনি॥ কোথা সে রাবণ-রাজা বলহ উদ্ধব। সাধু হ'য়ে বল কেন কথা অসম্ভব॥ রাবণের ভয়ে কেন এত ভীত হও। কৃষ্ণের বান্ধব তুমি অন্য কিছু নও॥ উদ্ধবের প্রতি রাধা এতেক কহিলা। ভয়েতে অভয় পেয়ে নিকটে আইলা॥ রাধার নিকটে উদ্ধব দেখিছে তখন। কোথা গেল সীতাদেবী কোথা সে রাবণ॥ রাধারূপে বসিয়াছে নিকুঞ্জ-কাননে। কোথা লুকাইলা সীতা পঞ্চবটী বনে॥ একদৃষ্টে উদ্ধব রাধায় নিরীক্ষণ। মনে-মনে হেসে রাধে ঢাকিল বদন॥ বদনে বসন ঢাকি হাসেন শ্রীমতী। তাহা দেখি উদ্ধব হইল ভীত অতি॥ রাবণের ভয় উদ্ধবের আছে মনে। রাবণ লুকাল কোথা নিকুঞ্জ-কাননে॥ অদ্ভুত ভাগবতে যে ব্যক্ত আছে সব। নিকুঞ্জে সীতাহরণ দেখিল উদ্ধব॥ কহে কবি সরকার, আমি দীনহীন। পাপে জরজর তনু বৃথা গেল দিন॥ উদ্ধব দেখিল সীতা নিকুঞ্জ-কাননে। আমায় হইলে বাম বাঁকুড়ার বনে॥

গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান

কি হবে হে কৃষ্ণ-দয়াময়।
আমি দীনহীন দীননাথ দেহ পদাশ্রয়॥
দিনে দিনে গেল দিন, নিকট সঙ্কট দিন,
আমি হীন হলেম নিরাশ্রয়॥

শ্রীরাধার নিকট উদ্ধবের বিদায়-প্রার্থনা

পয়ার। উদ্ধব বলেন, ওগো রাধে ব্রহ্মময়ি। রাধাযজ্ঞ সাঙ্গ হৈল আমি এবে যাই॥ তোমায় শ্রীরাধে আর বলিব কেমনে। মথুরায় যাইতে এ রথ-আরোহণে॥ যে-রথের প্রমাণ এ দেখালে নয়নে। সীতারূপ ধরিয়া এ নিকুঞ্জ-কাননে॥ যেই রাধাযজ্ঞ রাধে দেখালে নয়নে। হেন রাধাযজ্ঞ কে দেখেছে

ত্রিভুবনে॥ যাগযজ্ঞ যতেক হইল এ ভুবনে। হেন রাধাযজ্ঞ কেবা দেখেছে নয়নে॥ ধন্য ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য দ্বিনয়ন। নিকুঞ্জেতে রাধাযজ্ঞ করিনু দর্শন॥ আর এক কথা রাধে করি নিবেদন। কুঞ্জবনে দেখা হ'ল যুগল-মিলন॥ ইহা বলি, উদ্ধব শ্রীরাধার চরণে। প্রণমিয়া যাত্রা কৈল রথ-আরোহণে॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। নিকুঞ্জেতে রাধাযজ্ঞ হৈল সমাপন॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

——০ঃ(*)ঃ০——

পঞ্চম খণ্ড

—ঃ*ঃ—

দ্বারকা-লীলা আরম্ভ ও শ্রীকৃষ্ণের অতিথিশালার কথা

পয়ার। দ্বারকায় বসিলেন দেব নারায়ণ। সভা করি ব্রহ্মা-আদি বহু দেবগণ॥ বেদপাঠ করে ব্রহ্মা হইয়া সদয়। শ্রোতা হ'য়ে শুনিছেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ হেনকালে আইল সৌতিক মহামুনি। বসিতে করিল আজ্ঞা দেব চিন্তামণি॥ সভামধ্যে বসিল সৌতিক মহাশয়॥ মুনিবরে জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দেখ দেখ দেখ হে সৌতিক তপোধন। দ্বারকা কেমন হইয়াছে সুশোভন॥ দেখ মুনি অট্টালিকা স্বর্ণ-রচিত। অতি মনোহর বিশ্বকর্ম্মার রচিত॥ দ্বারকার শোভা আমি বর্ণিব বা কত। স্থানে-স্থানে দেবালয় শিবালয় যত॥ এইরূপ হেরিয়া পুরীর সুশোভন। কৃষ্ণ প্রতি কহিছে সৌতিক তপোধন॥ দয়াময় নাম তব কৃষ্ণ-দয়াময়। আপন তাদৃশ কার্য্য কোথা মহাশয়॥ নিজে সুখী হৈলে তারে কেবা বলে সুখী। পরকে যে করে সুখী সেইজন সুখী॥ কাঙ্গালে যে দয়া করে ত্যজিয়ে নিষ্ঠুর। সেইজন হ'তে পারে কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ তুমি যত দয়াময় ওহে দয়াময়। ইচ্ছা করি শুনিতে শুনাতে আজ্ঞা হয়॥ জন্ম ল'য়ে রাজকুলে দেবকী-উদরে। যশোদাকে মা বলিলে গোকুল-নগরে॥ ব্রজপুরে কৃষ্ণ তুমি কিছুদিন ছিলে। আপ্তসুখী হ'য়ে হরি কত লীলা কৈলে॥ বাৎসল্যভাবেতে হৈলে গোপ-নীলমণি। নিত্য-নিত্য খেতে কত ক্ষীর-সর-ননী॥ রাখালের

সহ ধেনু-বৎস সকল। বনেতে বসিয়া কত খেলে বনফল॥ বাঁশরী বাজায়ে হরি নিকুঞ্জ-কাননে। করিলে বিহার কত ল'য়ে গোপগণে॥ রাজভোগ কৈলে কত থাকি ব্রজপুর। সকলেতে বলে তোমা কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর হ'য়ে কাঙ্গালে কি কৈলে। আপ্তসুখী হ'য়ে হরি ব্রজে কাটাইলে॥ তদন্তরে হরি আসি এই কংসালয়। কংস ধ্বংস করি রাজা হ'লে দয়াময়॥ কিছুদিন রাজত্ব করিয়া মথুরায়। অবতীর্ণ হৈলে হরি আসি দ্বারকায়॥ দ্বারকায় আসি ওহে দয়াময় হরি। গঠন করিলে এক মনোহর পুরী॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর তুমি হরি-দয়াময়। কাঙ্গালে করিতে দয়া তব আজ্ঞা হয়॥ তব নামে তরয়ে কাঙ্গাল পরকালে। তাদের সাহায্য হরি কর এইকালে॥ এবে তা'রা হয় অতি দুঃখেতে দাহন। কিঞ্চিৎ সাহায্য তা'রে কর নারায়ণ॥ কাঙ্গালে সাহায্য হরি করা ত উচিত। দ্বারকায় কর অতিথিশালা গঠিত॥ কাঙ্গালের উপকারে ওহে দয়াময়। দ্বারকায় কর এক কাঙ্গাল-আলয়॥ দেশ ও দেশান্তরে কাঙ্গাল যতদূর। কাঙ্গালের সেবা কর কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর তুমি সকলেই বলে। কাঙ্গালকে কর কিছু দয়া ইহকালে॥ কৃষ্ণ বলি তাহাদের দুঃখে গেছে দিন। ভিক্ষে-দুঃখে গেল কাল হ'য়ে উদাসীন॥ অন্নাভাবে হইয়াছে অস্থি-চর্ম্ম সার। তৈলাভাবে উড়ে খড়ি গায়েতে কাহার॥ বস্ত্র অভাবেতে কারো কৌপীন ধারণ। শয্যা অভাবেতে কা'রো ধূলাতে শয়ন॥ আশ্রয় বিহনে কা'রো গাছতলা সার। কা'রো অন্নাভাবে কান্দিতেছে পরিবার॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর তুমি আছ সুবিদিত। ইহকালে কাঙ্গালের কর কিছু হিত॥ যত সব কাঙ্গালে আনিয়া দ্বারকাপুর। কাঙ্গালের সেবা কর কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ তোমায় চিনেছে সব কাঙ্গাল-চতুর। নাম রাখ ওহে কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ তাহার উচিত কার্য্য কর দয়াময়। কাঙ্গালেরে ইহকালে হও হে সদয়॥ ইহা বলি, সৌতিক যে করিল গমন। তদন্তরে যাহা কৈল করহ শ্রবণ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকায় কাঙ্গালের আলয় স্থাপন

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

দ্বারকায় অতিথিশালা করেন কৃষ্ণ-দয়াময়।
কাঙ্গালের ঠাকুর তিনি নিত্য কাঙ্গালে আনিয়ে,
কাঙ্গালে সদা সেবয়ে, কি আর বলিব হায়॥

পয়ার। শুনিয়ে সৌতিক-বাক্য কৃষ্ণ-দয়াময়। দ্বারকায় করিলেন কাঙ্গাল-আলয়॥ দ্বারকায় করিতে কাঙ্গালের আলয়। বিশ্বকর্ম্মা বলি ডাকে কৃষ্ণ-দযাময়॥ আইল সে বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোচর। বিশ্বকর্ম্মাদেবে কহে, করি সমাদর॥ শুন ওহে বিশ্বকর্ম্মা হইয়ে সদয়। দ্বারকায় কর তৈরী কাঙ্গাল-আলয়॥ স্বর্গ বৈকুণ্ঠবাসী যত তথায় আছয়। তা হৈতে উত্তম কর কাঙ্গাল-আলয়॥ স্বর্ণপিঁড়ি স্বর্ণথাল সহিত ভৃঙ্গার। স্বর্ণ-পালঙ্ক কর শয়ন করিবার॥ স্থানে স্থানে কর হে অপূর্ব্ব-সুশোভন। প্রণীত কর হে যেন ইন্দ্রের ভুবন॥ তা হৈতে উত্তম কর শুনহ বিশাই। অদ্বিতীয় কর যেন ত্রিভুবনে নাই॥ কাঙ্গাল-আলয় কর অতি মনোহরে। দেখিবা মাত্রেতে যেন হর-মন হরে॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা করিলা গমন। কাঙ্গাল-আলয় বাস করিল পত্তন॥ দ্বাদশযোজন যুড়ে আড়ে পরিসর। স্থানে-স্থানে কৈল কত ঘর মনোহর॥ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর সুশোভন। দ্বারে-দ্বারে শোভিতেছে কত দ্বারিগণ॥ চিত্র ও বিচিত্র কত গৃহ সুশোভন। সুবর্ণ জিনিয়া পুরী করিল গঠন॥ ধ্বজপতাকা যে কত উড়ে সারি সারি। কতেক মন্দির কৈল বর্ণিতে না পারি॥ স্বর্ণপিঁড়ি স্বর্ণথাল সুবর্ণ ভৃঙ্গার। স্বর্ণের পালঙ্ক কৈল শয়ন করিবার॥ স্বর্ণের পতাকা কৈল কতেক হাজার। আয়োজন করিলেন কাঙ্গাল-পূজার॥ পঞ্চ মণ তণ্ডুল যার হইবে রন্ধন। তার উপযুক্ত আর করিতে ব্যঞ্জন॥ দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-আদি নানা উপহার। ক্ষীর সর নবনীত

আনে কত আর॥ ফলমূল নানাজাতি না যায় বর্ণন। বিবিধ প্রকারে কত খাদ্য আয়োজন॥ ফলাহার অন্নাহার ক্ষীর সর ননী। যার যেই ইচ্ছা হয় ভক্ষিবেন তিনি॥ স্বর্ণথালে ভোজন করিবে নানা রঙ্গে। শয়ন করিবে সবে সুবর্ণ-পালঙ্কে॥ স্বর্ণময় ভৃঙ্গার রাখিল সারি সারি। কাঙ্গালের পদ প্রক্ষালনের যে বারি॥ শুক্লবস্ত্র পট্টবস্ত্র নানা আভরণ। যার যেই ইচ্ছা মতে করিবে ভূষণ॥ পরিবার ল'য়ে কারো রৈতে ইচ্ছা হয়। চিরবাসী হবে আসি কাঙ্গাল-আলয়॥ মাতা-পিতা আদি ল'য়ে পরিবারগণ। কাঙ্গাল-আলয়ে আসি করিবে যাপন॥ যাহার মানসে যেই বাসনা হইবে। এইখানে এলে তাহা সকল পাইবে॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালী যারা তাহাদের প্রতি। ঘোষণা পত্রিকা লিখিলেন যদুপতি॥ দারুক সারথিকে আনাইয়ে তখন। ঘোষণা-পত্রিকা তারে করেন অর্পণ॥ সারথিকে আজ্ঞা করে কাঙ্গাল-ঠাকুর। দেশ-দেশান্তরে কাঙ্গাল আছে যতদূর॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভিক্ষা মাগিছে যেজন। সে-কাঙ্গাল আন করি রথে আরোহণ॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃষ্ণ বলিবে যে জন। তারে ল'য়ে এস করি রথে আরোহণ॥ যাহার নয়নে পড়ে কৃষ্ণ-প্রেমবারি। যে বলিবে কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীহরি॥ দেশে-দেশে আছে যত কাঙ্গালের গণ। দ্বারকায় আন করি রথে আরোহণ॥ সামান্য কাঙ্গাল যারা জঠরের দায়। বল ত্যজি ছল করি ভিক্ষা মেগে খায়॥ তাহাদিগে ব'লো পদব্রজেতে আসিতে। যেন কর্ম্ম তেন ফল পাবে দ্বারকাতে॥ ইহা বলি শ্রীকৃষ্ণ দারুকে আজ্ঞা দিল। কৃষ্ণ-আজ্ঞায় দারুক রথে আরোহিল॥ দেশ-দেশান্তরে দারুক করিল গমন। যথায় যতেক আছে কাঙ্গালের গণ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গাল যত তাদের ল'য়ে রথে। দারুক করেন যাত্রা দ্বারকার পথে॥ সামান্য কাঙ্গাল যারা তারা সব কয়। আমাদের ল'য়ে চল দারুক মহাশয়॥ দারুক বলে, তোমরা যে সামান্য কাঙ্গাল। কঠোর জঠর-দায়ে হ'য়েছ কাঙ্গাল॥ সামান্য কাঙ্গাল তোমরা চ'লে চল ভাই। তোমাদের রথে নিতে কৃষ্ণ-আজ্ঞা নাই॥ দ্বারকা গেলে দেখিতে

পাবে সব চক্ষে। যেন কর্ম্ম তেন ভোগ রবে সবে সুখে॥ দ্বারকায় গেলে সব খেতে পাবে ভাই। তোমাদের রথে নিতে কৃষ্ণ-আজ্ঞা নাই॥ ইহা বলি, দারুক যে করিল গমন। কৃষ্ণেরে কাঙ্গাল ল'য়ে দিল দরশন॥ কাঙ্গাল-আলয়ে আসি কাঙ্গাল-ঠাকুর। কাঙ্গালের প্রতি বলে বচন মধুর॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালেরা পেয়ে কৃষ্ণ-দরশন। সমাদরে করে কৃষ্ণ-চরণ বন্দন॥ গলে বাস দিয়া সবে যত প্রেমিগণ। আঁখিভরে করে সবে কৃষ্ণ-দরশন॥ কৃষ্ণধনে কাঙ্গাল আছিল যতজনা। কৃষ্ণধন প্রাপ্ত হ'য়ে পূরিল বাসনা॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন কৃষ্ণ কাঙ্গালী-যতন॥ কহে কবি সরকার, হায় হায় হায়। কাঙ্গাল হয়েছি আমি জঠর-জ্বালায়॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালী যদি হতেম ওরে মন। কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃষ্ণ করিত যতন॥ কাঙ্গালের সঙ্গে পুষ্পরথ-আরোহণে। যেতাম কাঙ্গাল-বাসে দ্বারকা-ভুবনে॥ সামান্য কাঙ্গাল হ'য়ে কি কার্য্য করিনু। সামান্য কাঙ্গাল হ'য়ে কৃষ্ণ হারাইনু॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান

ওহে কৃষ্ণ দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু কর পার।
পড়েছি ভবঘোরে, বারেক না দেখি নিস্তার॥
ঈশ্বর কয়, ওহে ভবনাথ দয়াময়।
পূরাও মনোরথ, আমি যে অতি পামর॥

কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের সেবা করেন

পয়ার। কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃষ্ণ কাঙ্গালে সদয়। নিযুক্ত হয়েন কৃষ্ণ কাঙ্গাল-সেবায়॥ সুবর্ণ-পিঁড়িতে রাখি কাঙ্গালে সারি-সারি। চরণে ঢালিছে স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি॥ পদ-প্রক্ষালন অন্তে বসায়ে সকলে। সমাদরে অন্ন আনি দিল স্বর্ণথালে॥ দধি-দুগ্ধ আদি ক্ষীর সর আয়োজন। ঘৃতপক্ক নানাজাতি অশেষ

ব্যঞ্জন ॥ পায়স-পিষ্টক আদি নানা উপহার। মহাসুখে সকলেতে করেন আহার ॥ নানাবিধ উপহারে করিয়া ভোজন। সুবর্ণ-পালঙ্কে সবে করিল শয়ন ॥ এইরূপে নিত্যনিত্য কাঙ্গাল-আলয়। হেন সেবা করেন শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গাল যতেক ছিল যে যেথায়। দেশ-দেশান্তর হ'তে এল দ্বারকায় ॥ এইরূপ যথা তথা কাঙ্গাল-সেবন। নিত্য হয় রন্ধন তণ্ডুল লক্ষ মণ ॥ এইরূপে দেশে-দেশে প্রকাশ হইল। শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গাল গোপীগণ যে শুনিল ॥ নন্দ যশোদা আদি যতেক গোপিনী। ব্রজেতে ছিলেন যত কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী ॥ বৃন্দাবনে শুনে যত গোপ-গোপীচয়। করিছে কাঙ্গাল-সেবা কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গাল যথায় ছিল যতজনে। দারুক লইয়ে গেছে রথ-আরোহণে ॥ মোরা কৃষ্ণ-কাঙ্গালী যে আছি বৃন্দাবনে। চল সবে যাই মোরা রথ-আরোহণে ॥ কাহার কেমন আছে কৃষ্ণ-প্রতি মনে। কৃষ্ণ দেখি সবে মনোরথ আরোহণে ॥ এ সবার জানা যাবে কার কেমন মন। শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গালী সব হয়েছ কেমন ॥ ইহা বলি বৃন্দে বসি মুদিল নয়ন। কৃষ্ণ বলি মনোরথ কৈল আরোহণ ॥ পবন সারথি হ'য়ে শূন্যে করি ভর। বৃন্দাকে তুলিল মনোরথের উপর ॥ মনোরথে আরোহিয়া বৃন্দে সে চলিল। আর যত গোপীগণ রথে আরোহিল ॥ শ্রীরাধিকা মনোরথে করে আরোহণ। নন্দ ও যশোদা আদি যত গোপীগণ ॥ গোপীগণ করি মনোরথ আরোহণ। উপনীত হইলেন দ্বারকা-ভুবন ॥ আসিয়াছে ব্রজের যতেক গোপীগণ। মনোরথে সকলেতে করে আরোহণ ॥ শূন্যের উপরে বসি বহু নারীগণে। আসিতেছে দ্বারকায় বিনা আবাহনে ॥ নাহি কোন রথ-রথী, না দেখি বাহন। তাহা দেখি ভয়ার্ত্ত হইল দ্বারীগণ। দ্বারকা-নিবাসী সব যতেক আইল। সসৈন্যেতে নর-নারী দেখিতে পাইল ॥ অসম্ভব দেখি সব শূন্যের উপর। দ্বারীগণ কহে গিয়া কৃষ্ণের গোচর ॥ অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ তিনি, অন্তরে জানিল। মনোরথ-আরোহণে গোপিনী আইল ॥ শুনি ব্যস্ত হ'য়ে কৃষ্ণ চলিল তথায়। মনোরথ-আরোহণে গোপীরা যথায় ॥ প্রত্যক্ষ

দেখিয়া মনোরথের উপর। এস বলি কৃষ্ণ সবে করে সমাদর॥ গোপ-গোপীগণ যত মনোরথে ছিল। সমাদর করি কৃষ্ণ আসন অর্পিল॥ নন্দ ও যশোদা আদি যত গোপনারী। সবে দিতেছেন কৃষ্ণ ভৃঙ্গারের বারি॥ বৃন্দে বলে, একি তোমার অবিচার হরি। গোপীর চরণে স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী মোরা, শুনহ শ্রীহরি। কাঙ্গালে প্রদান স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী মোরা ওহে দয়াময়। এসেছি তোমার এই কাঙ্গাল-আলয়॥ কাঙ্গালে এতেক ভক্তি কে কোথায় করে। কাঙ্গালে কে জল দেয় সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে॥ কাঙ্গালের প্রতি কেন এতেক সদয়। কহ কহ শুনি, ওহে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী মোরা ব্রজের গোপিনী। চিরদিন মোরা সবে কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, যতেক গোপিনী। কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী নও কৃষ্ণধনে ধনী॥ কৃষ্ণধনে দাতা যে তোমরা গোপীগণ। কৃষ্ণধন সকলে করিলে বিতরণ॥ তোমাদের কাছ হৈতে এনে কৃষ্ণধন। মথুরায় স্থাপন কৈল কংস রাজন্॥ তোমরা কংসকে দান করি কৃষ্ণধন। দানেতে করিলে তার দারিদ্র্য মোচন॥ তোমাদের দানে মুক্ত হইয়ে রাজন্। পাপ পরিহরি কৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥ কত ধনে ধনী সবে ভেবে দেখ মনে। কংসের স্বরগ-প্রাপ্তি তোমাদের ধনে॥ মথুরায় দ্বারকায় যতেক কাঙ্গাল। তোমাদের ধনে ধনী সকলে হইল॥ তোমাদের ধন ল'য়ে শুন গোপীগণ। দ্বারকায় করেছি যে কাঙ্গাল স্থাপন॥ কোষ হ'তে কৃষ্ণধন করি বিতরণ। দেশে-দেশে করিলাম দারিদ্র্য মোচন॥ শ্রীকৃষ্ণধনের ধনী তোমরা গোপিনী। কেন বৃন্দে বল মোরা কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী॥ ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র গোপী সান্ত্বাইল। গোপ-গোপী ল'য়ে কৃষ্ণ নিজ গৃহে গেল॥ নন্দ ও যশোদা আদি বন্দিয়ে চরণ। ষোড়শোপচারে কৃষ্ণ করিল পূজন॥ বৃন্দাবনে আর কৃষ্ণ যেতে নাহি দিল। নন্দ আদি গোপগণে তথায় রাখিল॥ ভাগুরি মুনির মতে অদ্ভুত ভাগবতে। গোপ-গোপী নন্দাদি-রহিল দ্বারকাতে॥ দেশ-দেশান্তরে যত কাঙ্গালের গণ। সবে

আসি দ্বারকায় করয়ে সেবন॥ অন্ধ ও খঞ্জ আদি যতেক আছিল। কাঙ্গাল-আলয়ে আসি সকলে রহিল॥

বৃদ্ধ দ্বিজ-কাঙ্গালবেশে হনুমানের দ্বারকায় কাঙ্গালের আলয়ে গমন

পয়ার। দ্বারকায় কাঙ্গল-সেবা করিয়া শ্রবণ। হনুমান্ অনুমান করিল তখন॥ নিত্য-নিত্য লক্ষ মণ তণ্ডুল রন্ধন। ক্ষীর সর ননী আদি নানা আয়োজন॥ দ্বারকায় কঙ্গাল সেবা দেখিব নয়নে। লক্ষ মণ চালের অন্ন খায় কতজনে॥ কতেক কাঙ্গালগণ আসি দ্বারকায়। নিত্য-নিত্য নিযুক্ত যে কাঙ্গাল-সেবায়॥ বৃদ্ধ-কাঙ্গাল বেশে যাইব দ্বারকায়। খাইব সমস্ত অন্ন রামের কৃপায়॥ লক্ষ মণ চালের অন্ন খাব সমুদয়। দেখিব কেমন তিনি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ গ্রাসিব সমস্ত অন্ন হইয়ে বিদুর। জানিব কেমন তিনি কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ যদি মন থাকে মম শ্রীরামের পায়। খাইব সমস্ত অন্ন কতবড় দায়॥ লক্ষ মণ চালের অন্ন গ্রাসিব যে সব। কাঙ্গাল সেবায় কৃষ্ণ হবে পরাভব॥ ইহা ভাবি হনুমান্ পবন-নন্দন। মায়া করি কাঙ্গাল-বেশ করিল ধারণ॥ অতিবৃদ্ধ হইল হনু পাকা গোঁপ-দাড়ি। চলিতে শকতিহীন করে আশাবাড়ি॥ দন্ত অন্ত হ'য়েছে যে অন্ধ দু'নয়ন। দ্বারকায় কাঙ্গাল-গৃহে কৈল আগমন॥ কাঙ্গাল-আলয়ে হনু করিল গমন। লক্ষ মণ চালের অন্ন হৈল রন্ধন॥ প্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জন দেখে হনুমান্। মনে-মনে করে শ্রীরামেরে নিবেদন॥ কোথা হে শ্রীরামচন্দ্র জগতের ইষ্ট। কাঙ্গাল-সেবায় অন্ন কর প্রভু তুষ্ট॥ ত্রেতাযুগে রামরূপে হইলা সদয়। দ্বাপরে হয়েছ তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দয়াময় নাম তব সর্ব্বজীবে দয়া। একবার এ অধীনে কর প্রভু দয়া॥ ত্রেতাযুগে ওহে প্রভু, তব কৃপাগুণে। পোড়ায় সুবর্ণ-লঙ্কা লেজের আগুনে॥ ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ আমি করেছিনু গ্রাস। রাবণের বংশ যত করিনু

বিনাশ॥ অলঙ্ঘ্য সাগর প্রভু লঙ্ঘি এক লম্ফে। রাবণ সে কম্পমান হৈল মম দম্ভে॥ রাবণ-ভাণ্ডারে যত আছিল বসন। লেজে জড়াইয়া সব করিনু হরণ॥ গ্রাসিনু আম্র-বাগান রাক্ষস-সমাজে। দুর্জ্জয় সে রাবণকে বেঁধেছিনু লেজে॥ অযোধ্যাতে লক্ষ্মণের ভোজনের কালে। খেয়েছি সমস্ত যজ্ঞ-অন্ন অবহেলে॥ সে সমস্ত প্রভু তুমি জান ত রাঘব। মম ভোজনেতে লক্ষ্মী হৈল পরাভব॥ যদি তব পদে মন থাকে দয়াময়। লক্ষ মণ চালের অন্ন গ্রাসিব নিশ্চয়॥ ইহা বলি হনুমান্ কায়াবৃদ্ধি করে। রন্ধনী দ্বিজকে বীর বলে ধীরে-ধীরে॥ শুন শুন সূপকার দ্বিজ মহাশয়। আমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন দিতে আজ্ঞা হয়॥ অতিবৃদ্ধ-কাঙ্গাল আমি দন্ত-অস্ত হীন। অধিক খেতে না পারি হয়েছি প্রবীণ॥ চলিতে অশক্ত আমি দন্ত-অস্ত হৈল। দুর্ব্বল শরীর মম অরুচি ঘটিল॥ মুষ্টি দুই অন্ন খাই দিয়ে যাও পাতে। পুনর্ব্বার চেয়ে লব পারি যদি খেতে॥ বৃদ্ধদশাতে এই ঘটেছে উৎপাত। অধিক খেলে যে ভাই গলায় লাগে ভাত॥ ছল করি হনু বলে, তাহা না বুঝিল। সূপকার দ্বিজ কিঞ্চিৎ অন্ন আনি দিল॥ মনে মনে হনুমান্ বলেন তখন। পূর্ব্বে অন্ন হরি তোমা করেছি অর্পণ॥ এক্ষণে প্রসাদ পাই আজ্ঞা কর হরি। লক্ষ মণ চালের ভাত খেতে যেন পারি॥ ইহা বলি হনুমান্ আরম্ভে ভোজন। কাঙ্গাল-বেশেতে যোগী পবন-নন্দন। শ্রীরাম বলিয়া প্রসাদ বদনে তুলিল। উত্তম হ'য়েছে বলি হাসিতে লাগিল॥ হেসে হেসে বলে তবে পবন-নন্দন। আর কিছু অন্ন আন রন্ধনী ব্রাহ্মণ॥ অন্ন-পাক হয়েছে উত্তম সুধাময়। অরুচি ঘুচিল মম শুন মহাশয়॥ ইহা শুনি সূপকার অন্ন আনি দিল। পাতেতে দিতে না দিতে অন্ন তখনি খাইল॥ হইল না বলে দ্বিজ মম বাক্য শুন। মিষ্ট যে লেগেছে অন্ন শীঘ্র ক'রে আন॥ স্বর্ণথালে অন্ন আনি দিতেছে ব্রাহ্মণ। হেসে-হেসে বলে তবে পবন-নন্দন॥ সুবর্ণ-থালের অন্ন কিছু হ'ল নাই। ঝুড়ি ক'রে কুড়ি দুই অন্ন আন খাই॥ অতি সুধাময় অন্ন হয়েছে উত্তম। ইহা বলি

হনুমান্ প্রকাশে বিক্রম॥ রন্ধনী বলেন, তুমি কেমন কাঙ্গাল। কৃষ্ণকে এসেছ বুঝি করিতে কাঙ্গাল॥ পূর্ব্বে বলিলে তুমি প্রাচীন, ক্ষুধা নাই। অধিক যে অন্ন আমি খেতে পারি নাই॥ মুষ্টি দুই অন্ন আনি দাও মম পাতে। অরুচি করেছে মোর পারিব না খেতে॥ এবে বল কুড়ি ঝুড়ি অন্ন আনি দাও। কোথাকার কাঙ্গাল তুমি এত অন্ন খাও॥ হনুমান বলে, শুন রন্ধনী ব্রাহ্মণ। দাতব্য অন্নেতে কেন হও হে কৃপণ॥ কাঙ্গালের ক্ষুধা যদি নাহি হয় দূর। কেমনে হবেন কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর। তোর কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর শুনেছি। তাই আমি একদিন খেতে যে এসেছি॥ জানা যাবে আমার না হ'লে ক্ষুধা দূর। কেমন তোর কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর॥ আন আন অন্ন আন, রন্ধনী ব্রাহ্মণ। কাঙ্গাল-সেবায় বিঘ্ন কর কি কারণ॥ ইহা শুনি ক্রোধ করি রন্ধনী-ব্রাহ্মণ। কুড়ি ঝুড়ি অন্ন আনি দিলেন তখন॥ দিবা মাত্র অন্ন সব করিল ভক্ষণ। হনু বলে, অন্ন আন রন্ধনী-ব্রাহ্মণ॥ বিলম্ব করহ কেন অন্ন আনিবারে। শীঘ্র অন্ন আনি দাও খাই পেটভরে॥ ইহা শুনি ক্রোধ করি সূপকারগণ। অন্ন দিতে সাজিলেন বিংশতি ব্রাহ্মণ॥ ঝুড়িতে পূরিয়া অন্ন বয় অবিরত। মাথায় করিয়া আনে দ্বিজগণ যত॥ বিংশতি সূপকার দণ্ডায়ে সারি-সারি। মাথে করি বহিছে ঝুড়িতে অন্ন পূরি॥ মাথায় করিয়া অন্ন বহে দ্বিজগণ। তার যত উপযুক্ত আছিল ব্যঞ্জন॥ ক্ষীর-সর-ননী-আদি যা ছিল যথায়। সকল খাইল হনু রামের কৃপায়॥ অবশেষে ফল-মূল খাইলেন সব। হনু-কাছে সূপকার হৈল পরাভব॥ দ্বিজগণ বলেন, হইল পরাভব। লক্ষ মণ চালের অন্ন ফুরাইল সব॥ হনুমান্ বলে, যদি অন্ন ফুরাইল। কৃষ্ণ-ভাণ্ডারেতে আর কিবা আছে বল॥ ক্রোধ করি কহিছেন যত দ্বিজগণ। কল্য রন্ধনের আছে চার লক্ষ মণ॥ হনু বলে, মোর ক্ষুধা না হইল দূর। কেমনে হবেন কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর॥ লক্ষ মণ চাল আনি দেহ দ্বিজগণ। চর্ব্বণ করিয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ॥ এই কাঙ্গালের ক্ষুধা না হইল দূর। এই তোমাদের কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ আন হে তণ্ডুল আমি করিব

ভক্ষণ। চর্ব্বণ করিয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ॥ কাঙ্গাল-বিক্রম দেখি যত দ্বিজগণ। কৃষ্ণের নিকটে ভয়ে কৈল পলায়ন॥ দ্বিজগণ বলে, কৃষ্ণ করি নিবেদন। কোথা হ'তে আইল কাঙ্গাল একজন॥ অতি বৃদ্ধ হয় সেই সহজে দুর্ব্বল। দ্বারকায় আইল সে পেতে কোন ছল॥ লক্ষ মণ চালের অন্ন ব'সে সে খাইল। অবশেষে লক্ষ মণ চাউল চিবাল॥ ক্ষীর সর ননী আদি নানা উপহার। সকলি সে কাঙ্গাল ত করিল আহার॥ ভাণ্ডার খাইল তবু নহে ক্ষুধা দূর। বলেন কোথা কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর॥ এমন কাঙ্গাল কোথা হইতে আইল। খাইয়া ভাণ্ডার তোমা কাঙ্গাল করিল॥ শ্রীকৃষ্ণ আইল ইহা শুনিয়া তথায়। কাঙ্গাল বেশে হনুমান আছিল যথায়॥ শ্রীকৃষ্ণে নেহারি হনু লজ্জিত হইল। প্রণাম করিয়ে হনু কহিতে লাগিল॥ হনুমান্ বলে, শুন কৃষ্ণ-দয়াময়। দ্বারকায় স্থাপন কৈলে কাঙ্গাল-আলয়॥ নিত্য-নিত্য নিয়ম করেছ যদুরায়। লক্ষ মণ অন্ন দিবে কাঙ্গাল-সেবায়॥ দেশে দেশে ঘোষণা দিয়েছ ওহে হরি। লক্ষ মণ অন্নে হে কাঙ্গাল-সেবা করি॥ ওহে কৃষ্ণ-দয়াময় কি করেছ শুনি। লক্ষ মণ চালে কি কাঙ্গাল-সেবা গণি॥ করিবারে নারিলে আমার ক্ষুধা দূর। লক্ষ মণ চালে হবে কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ লক্ষ মণ চালে হবে অর্দ্ধ ক্ষুধা দূর। কি করি উপায় এবে কাঙ্গাল ঠাকুর॥ শুনি বাক্য হনুর লজ্জিত নারায়ণ। মনে মনে করিলেন লক্ষ্মীরে স্মরণ॥ মনে মনে লক্ষ্মীরে ডাকিল হৃষীকেশ। কাঙ্গাল-আলয়ে লক্ষ্মী করিল প্রবেশ॥ মহালক্ষ্মীদেবী যদি ভাণ্ডারে আইল। যেমন আছিল সব প্রস্তুত হইল॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন বীর হনুমান্। পুনর্ব্বার অন্ন খাও মম বিদ্যমান॥ ক্ষুধা যদি তোমার করিতে পারি দূর। তবে আমি হইব কাঙ্গালের ঠাকুর॥ এই কথা শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন। স্বর্ণথালে অন্ন ল'য়ে লক্ষ্মী আইলেন॥ লক্ষ্মীদেবী ব'লে, শুন পবন-নন্দন। যত পার খাও অন্ন করাব ভোজন॥ ঈষৎ হাসিয়া হনু মনে মনে বলে। জেনেছ লক্ষ্মণ লক্ষ্মী ভোজনের কালে॥ পরাভব হয়েছিলে খাওয়াতে

নারিলে। দ্বারকায় এলে অন্ন ল'য়ে স্বর্ণথালে॥ সেই হনু-মান্ যে এসেছে দ্বারকাতে। বুঝে-সুঝে অন্ন দাও হনুমান্-পাতে॥ সরকার বলে, শুন শুন ভক্তগণ। দ্বারকায় কাঙ্গাল বেশে হনুর ভোজন॥

লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক হনুমানকে ভোজন-দান

গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল খয়রা

এবার লক্ষ্মি, যাবে জানা।
যদি পার হনুমানের পূরাতে বাসনা॥
লক্ষ্মণ-ভোজনকালে, পরাভব হয়েছিল,
এখন কি ভুলে গেলে, মনে কি তা পড়ে না॥

পয়ার। লক্ষ্মীদেবী বলে, শুন, পবন-নন্দন। আনিয়াছি অন্ন তুমি করহ ভোজন॥ শ্রীরাম স্মরণ করি পবন-নন্দন। পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন ভোজন॥ মনে মনে বলে, শুন লক্ষ্মীনারায়ণ। তোমার চরণে যদি থাকে মম মন॥ যত অন্ন দিবে লক্ষ্মী গ্রাসিব সে সব। আমায় করিতে যে নারিবে পরাভব॥ ইহা বলি হনুমান্ বীর অন্ন খায়। যত খায় তত বাড়ে লক্ষ্মীর কৃপায়॥ মহারুদ্র-অবতার বীর হনুমান্। ব্রহ্ম-অগ্নি হনুর জঠরে বর্ত্তমান॥ সব গ্রাস করে বীর পবন-তনয়। ব্রহ্ম-অগ্নিতে সব ভস্ম হইয়ে যায়॥ ব্রহ্ম-অগ্নি বর্ত্তমান যাহার জঠরে। আহারেতে পরাভব কে করে তাহারে॥ বিশেষ আমায় বর দেছে যে অমর। চতুর্যুগে মৃত্যু নাই সংসার-ভিতর॥ হনুর ভোজনে হৈল দিবা অবসান। হনুমানে স্তব করে দেব ভগবান্॥ ধন্য-ধন্য হনুমান্ তোমার গৌরব।. তোমার ভোজনে মম লক্ষ্মী পরাভব॥ হনুমান্ বলে, হরি করি নিবেদন। তব ঐ শ্রীচরণে আছে যার মন॥ তার পরাভব কিবা আছে ত্রিসংসারে। যত গ্রাস কৈনু তব চরণের জোরে॥ যুগে-যুগে আমি তব শ্রীপদের দাস। তব শ্রীপদের জোরে বীরত্ব প্রকাশ॥

আমি ক্ষুদ্র বানর থাকি হে কোনমতে। আমার কি সাধ্য তব ভাণ্ডার লুণ্ঠিতে॥ বনফুলে হয় যার জঠর পূরণ। পারে কি চালের অন্ন খেতে লক্ষ মণ॥ অন্তর্য্যামী তুমি হরি জান যদুরায়। আমার বীরত্ব বল তব রাঙ্গা পায়॥ তব শ্রীচরণে প্রভু আছে যার মন। তার কাছে পরাভব আছে নারায়ণ॥ তব পদে মন যার সে-জন অজেয়। তাহার প্রমাণ শুন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দাতাকর্ণে পরাস্ত করিতে হৃষীকেশ। গিয়াছিলে ধরি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের বেশ॥ সত্যপাশে বেঁধে তারে 'ওহে নারায়ণ। তুমি বল তব পুত্র করিব ভোজন॥ তব শ্রীপদের জোরে ভয় না করিল। স্ত্রী-পুরুষে করাত ধরি পুত্রেরে কাটিল॥ মরা পুত্র পায় তব চরণের জোরে। পরাভব করিতে কৈ পারিলে হে তারে॥ নিজে পরাভব তুমি হৈলে তার কাছে। অজেয় সে তব পদে মন যার আছে॥ সে ত্রিপদ বলি যদি পারিত চিনিতে। তবে কি পারিতে তারে পাতালে পাঠাতে॥ যেজন ভেবেছে তব চরণ-বৈভব। তার কাছে তুমি প্রভু নিজে পরাভব॥ অতএব, ভগবান্ করি নিবেদন। আমি অতি ক্ষুদ্রজাতি পশুতে গণন॥ মম কণ্ঠে হরি তব লীলা প্রকাশিলে। নিজের ভাণ্ডার হরি আপনি লুণ্ঠিলে॥ যে হয়েছে প্রভু তব চরণের দাস। কটাক্ষে করিতে পারে ত্রিভুবন গ্রাস॥ অতএব, ভগবান্ করি নিবেদন। জন্মে-জন্মে তব পদে যেন থাকে মন॥ যারে দাস কর দিয়া চরণ দুর্ল্ভ। তার কাছে হও প্রভু নিজে পরাভব॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব, ওহে দয়াময়। ব্রহ্মাণ্ড তোমার ভাণ্ডে তুমি নিরাশ্রয়॥ সকলেরে দিয়ে ভার আপনি হও ভারী। যার দোষ দেখ প্রভু বৈরী হও তারি॥ যে তোমার পদপ্রান্তে হয় হে অধীন। তাহার বৈভব ভবে রাখ কিছুদিন॥ দেহ ধরি হরি তোমায় যে নাহি চিনিল। পশুর জনম তার বৃথায় হইল॥ আমি অতি ক্ষুদ্র পশু জাতিতে বানর। কি বলিতে জানি প্রভু তোমার গোচর॥ স্তবেতে অশক্ত আমি অতি দীনহীন। তোমার চরণে বাঁধা আছি চিরদিন॥ যেরূপে আমারে দয়া

আছে দয়াময়। যুগে-যুগে প্রভু কভু না হও নিদয়॥ তুমি যারে দয়া কর, ওহে দয়াময়। দেবের দুর্লভ সেই সংসারে অজেয়॥ ইহা বলি হনুমান্ নিজমূর্ত্তি ধরি। প্রণাম করিয়া চলিলেন নিজপুরী॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। দ্বারকায় সাঙ্গ হৈল কাঙ্গাল-ভোজন॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। পড়িলে বিপদে কৃষ্ণ রেখো পাদপদ্মে॥

ইতি পঞ্চম খণ্ডে দ্বারকায় কাঙ্গাল-সেবা ও
দ্বারকাপালা সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—০ঃ◡✻◡ঃ০—

ষষ্ঠ খণ্ড

—✻—

নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন

পয়ার। জন্মেজয় রাজা বলে, শুন তপোধন। নরমেধ-যজ্ঞ কহ করিব শ্রবণ॥ কোন্ রাজা নরমেধ যজ্ঞ করেছিল। তাহার তদন্ত শুনি বল মোরে বল॥ কোন্ পাপ প্রাপ্ত হ'য়ে কোন্ নৃপ-মণি। নরমেধ-যজ্ঞ কৈল কহ দেখি শুনি॥ মুনি বলে, নৃপ-মণি করহ শ্রবণ। ব্রহ্মবৃত্তি হরণ কৈল নহুষ রাজন্॥ সেই পাপ প্রাপ্ত হ'য়ে নহুষ-ভূপতি। নরমেধ-যজ্ঞ হেতু কৈল অনু-মতি॥ যযাতি তাহার পুত্র যজ্ঞ আরম্ভিল। যজ্ঞ হেতু বহুতর আয়োজন কৈল॥ যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাইল ডাকিযা বিশাই। মঞ্চবেদী নির্ম্মাইল হেন আর নাই। যজ্ঞপাশে রোপিল কদলী আম্রশাখা। সারি-সারি স্থাপিলেন সুশোভা পতাকা॥ আতপতণ্ডুল আর ঘৃতের কলসী। নানাজাতি কুসুম সে আনে রাশি রাশি॥ ভারে করি গঙ্গাজল বহে কতজন। নব নব বিল্বদল কুঙ্কুম-চন্দন॥ নানাবিধ ফল-ফুল আনে কতশত। পট্টবস্ত্র শুক্লবস্ত্র শাস্ত্রের সম্মত॥ নানাজাতি খাদ্যদ্রব্য আনে ভারে-ভার। এইরূপে যজ্ঞ কৈল রাজার কুমার॥ সাজাইল রথ অতি মনোহর বেশ। সারথি আনিয়ে তারে করায় নিবেশ॥ নানাজাতি অস্ত্র আনি ভাণ্ডার হইতে। রথে তুলি লয় ধন সারথি সাক্ষাতে॥ সারথিরে রাজপুত্র বলেন তখন। ধন দিয়ে কিনে আন ব্রাহ্মণ-নন্দন॥ পঞ্চম বৎসরের শিশু জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিনে আন দ্বিজপুত্রে দিয়ে এই ধন॥ যথায় পাইবে যাও দেশ-দেশান্তর।

ধন দিয়ে কিনে আন ব্রাহ্মণ কুমার ॥ তুমি না আইলে যজ্ঞ-পূর্ণ না হইবে। দ্বিজপুত্র কিনে ল'য়ে শীঘ্র যে আসিবে ॥ ইহা বলি সারথিকে বিদায় করিল। পয়ার প্রবন্ধে কবি সরকার রচিল ॥

গীত

রাগিণী জয়ন্তী—তাল একতালা

আনিতে দ্বিজের পুত্র চলিল সারথি।
হায় কি যজ্ঞের সূত্র, পুড়ে মরে দ্বিজপুত্র,
এমন না শুনি পুত্র ধন্য রাজা যযাতি ॥

———

দ্বিজপুত্র-অন্বেষণে সারথির গমন

পয়ার। কিনিতে দ্বিজের পুত্র করিল গমন। দেশে দেশে ভ্রময়ে সে রথে ল'য়ে ধন ॥ নগরে প্রবেশ করে কিনিতে সন্ততি। দ্বিজপুত্র কে বেচিবে বলেন সারথি ॥ তেজস্বী ব্রাহ্মণ হবে তাহার নন্দন। থাকে যদি বেচ মোরে ল'য়ে এই ধন ॥ ইহা শুনি বলে লোক আসিয়া সকল। কাহার সারথি এই নির্ব্বোধ পাগল ॥ কোন্ রাজার সারথি এ কোথায় বসতি। কে আছে নিষ্ঠুর এত বেচিবে সন্ততি ॥ দূর হ' পাপাত্মা তোর ধনে পড়ুক্ ছাই। ধন পেয়ে পুত্র বেচে কোথাও শুনি নাই ॥ পুত্রেরে বেচিবে তোর ল'য়ে এই ধন। কে আছে এমন বল দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ইহা বলি সারথিকে দিল তাড়াইয়ে। পুনঃ এক দ্বিজ-ধামে উত্তরিল গিয়ে ॥ জনার্দ্দন নাম তার অতি দুঃখীজন। তাহার গৃহেতে আছে পঞ্চম-নন্দন ॥ পঞ্চম পুত্রের পিতা জনার্দ্দন রায়। অতীব দরিদ্র-দ্বিজ দুঃখে কাল যায় ॥ পিন্ধনেতে ছিন্নবস্ত্র ক্ষুধায় বিকল। অন্ন বিনা জীর্ণ তনু ভাঁড়ে খায় জল ॥ পত্রের কুটিরে দ্বিজ আছেন বসিয়ে। হেনকালে সারথি যে উত্তরিল গিয়ে ॥

দরিদ্র-দ্বিজের নিকট সারথির আগমন

পয়ার। দরিদ্র দ্বিজের বাসে রথ থামাইল। পুত্র কে বেচিবে বলি সারথি ডাকিল॥ দ্বিজ বলে, কে তুমি হে কোথায় বসতি। কোথা হৈতে এলে কোন্ রাজার সারথি॥ বিশেষ বৃত্তান্ত কহ, শুনি বিবরণ। পুত্র ল'য়ে কি করিবে তোমার রাজন্॥ সারথি বলেন, শুন দ্বিজ মহাশয়। নরমেধ-যজ্ঞ করে রাজার তনয়॥ কিনিয়া লইয়ে যাব দ্বিজের সন্ততি। যজ্ঞকুণ্ডে দ্বিজপুত্রে দিবেন আহুতি॥ পুত্র যদি থাকে দ্বিজ লও এই ধন। ধন ল'য়ে হও তুমি দ্বিতীয় রাজন্॥ ইহা বলি রথের সে দরজা খুলিয়ে। ধন দেখায় দ্বিজবরে সন্তুষ্ট হইয়ে॥ হীরা-মুক্তা পরশ-পাথর নানা জাতি। স্বর্ণমুদ্রা রাশি রাশি দেখায় সারথি॥ হরিদ্রা জিনিয়া রূপ স্বর্ণমুদ্রা ধরে। জ্যোতিতে হয়েছে শোভা রথের উপরে॥ প্রত্যেক প্রত্যেক অর্থ আছে থরে থরে॥ তাহে শোভে মণি-মুক্তা প্রবাল পাথরে॥ ধন দেখি দ্বিজের যে মন ভুলে গেল। পুত্রকে বেচিব বলি স্বীকার করিল॥ দ্বিজ বলে, সারথি হে, বলি তব স্থানে। ব্রাহ্মণীকে ব'লে আসি বৈসহ এখানে॥ ইহা বলি দ্বিজবর করিল গমন। ব্রাহ্মণীর নিকটে গিয়া দিল দরশন॥ দ্বিজ বলে, ব্রাহ্মণী করহ তুমি মত। বিধি নিধি মিলাইল কুঁড়ের দ্বারে রথ॥ দেখে প্রাণ জুড়াইবে এস হে ব্রাহ্মণি। ধন পাঠালেন মোরে যযাতি নৃপমণি॥ এতদিন বিধি কৈল দুঃখ অবসান। কুঁড়ের ধারে রথ হেরি জুড়াইল প্রাণ॥ কি শোভা হয়েছে সেই রথের উপর। রথে আছে হীরা মণি পরশ-পাথর॥ নানাজাতি অলঙ্কার রাজ-অভিলাষী। কতশত স্বর্ণ-মুদ্রা আছে রাশি-রাশি॥ চল চল লবে চল যদি থাকে মনে। কুঁড়েতে হয়েছে আলো অর্থের কিরণে॥ ব্রাহ্মণী বলেন, দ্বিজ কহ বিবরণ। কি হেতু পাঠান ধন যযাতি রাজন্॥ তুমি হে দরিদ্র দ্বিজ অতি অনাদর। তোমা সহ কি সুবাদ আছয়ে রাজার॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিনু শ্রবণে। শুনিয়া তোমার কথা সন্দ হয় মনে॥ মন-কথা কও শুনি, ওহে দ্বিজবর। রথপূর্ণ অর্থ কেন কুঁড়ের ভিতর॥ তব বাক্য আজি যেন ওহে মহাশয়। শক্তিশেল-

সম মম বক্ষে প্রবেশয় ॥ বল বল দ্বিজ হে অর্থের অর্থ বল। দক্ষিণ-নয়ন মোর নৃত্য আরম্ভিল ॥ সরকার বলে, দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান। কৃষ্ণপদে রতি মতি তোমার সন্তান ॥

ব্রাহ্মণীর নিকটে দ্বিজের অর্থের অর্থ প্রকাশ

পয়ার। দ্বিজ বলে, মম কথা শুনহ ব্রাহ্মণি। নরমেধ-যজ্ঞ করে যযাতি নৃপমণি ॥ ধন ল'য়ে এল রথে তাহার সারথি। দ্বিজ পুত্রে অগ্নিকুণ্ডে দিবেন আহুতি ॥ এই প্রয়োজন হেতু ধন ল'য়ে রথে। এসেছে সারথি তাই দ্বিজপুত্র নিতে ॥ তাই বলি ব্রাহ্মণী যে শুনিল কারণ। পুত্রকে বিক্রয় করে লব সব ধন ॥ পঞ্চপুত্র দেছে বিধি শুনহ প্রেয়সি। কনিষ্ঠে বিক্রয় ক'রে এ দুঃখ বিনাশি ॥ পুত্র হ'লে দুঃখ যায় শাস্ত্রের লিখন। পুত্র বেচে করি এই দুঃখ নিবারণ ॥ এই অর্থ ল'য়ে পূরাইব মনোরথ। নাশ ক'রে কুঁড়েঘর করি ইমারত ॥ দীনহীন বেশে সদা থাকি দীনহীন। পুত্র বেচে সুখাদ্য ভক্ষিব কিছুদিন ॥

ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি

পয়ার। কর্ণে হাত দিয়া বলে, দ্বিজের রমণী। বজ্রাঘাত পড়ে শিরে হেন বাক্য শুনি ॥ কি কহিব, পতি গুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। এ কারণ ভয়, পাছে ধর্ম্মহানি হয় ॥ একে ত এ-জন্ম মম গেল দুঃখে-দুঃখে। পতিনিন্দা করিয়া কি মজিব নরকে ॥ যে কথা প্রকাশ তুমি করিলে প্রচণ্ড। ইতর রমণী হৈলে দিত এর দণ্ড ॥ পতিব্রতা সতী যেই পতি-বাক্য রাখে। তাহার প্রমাণ কিছু কহিব তোমাকে ॥ পতি-বাক্য রক্ষা হেতু কর্ণের রমণী। বৃষকেতু পুত্রমুণ্ড কেটেছিলেন তিনি ॥ পতি-বাক্য রক্ষা হেতু সে কুন্তী যুবতী। পতি-অনুমতি ল'য়ে কৈল উপ-পতি ॥ পতি-বাক্য রক্ষা হেতু হরিশ্চন্দ্র-গৃহিণী। পুত্রসহ পরালয়ে বঞ্চিলেন তিনি ॥ বাক্য রক্ষা হেতু যে পাইয়া মনস্তাপ। অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে সীতা দিয়াছিল ঝাঁপ ॥ পতি-বাক্য রক্ষা হেতু

কৌশল্যা জননী। পুত্রধনে বনবাস দিয়াছিলেন তিনি॥ ইহা ভাবি নিবারণ কৈনু পুত্রশোক। পতি-বাক্য লঙ্ঘি কেন ভুঞ্জিব নরক॥ তব পুত্র তুমি নিজে করিবে বিক্রয়। তাহাতে বিবাদী আমি নহি মহাশয়॥ পুত্র রক্ষা হেতু বাদী হ'য়ে হে তোমাকে। পরকালে আমি কিহে যাইব নরকে॥ ইহা বলি ব্রাহ্মণী যে অনুমতি দিল। সারথিকে দ্বিজপুত্রে বিক্রয় করিল॥ রথ হৈতে অর্থ নিল কুঁড়ের ভিতর। স্বর্ণমুদ্রা হীরক ও পরশ-পাথর॥ কহে কবি সরকার, কৃষ্ণপদ সার। হরি বল বদনেতে হবে ভবপার॥ হরি বিনে গতি নাই ভাবে ভক্তগণ। দারা-পুত্র ধনজন সব অকারণ॥ কবে যে মুদিবে আঁখি, প্রাণপাখী পলাবে। দিন থাকিতে হরি বল, তর ভবার্ণবে॥

গীত

রাগিণী বারোয়া—তাল ঠুংরি

ভজ মন রাধিকা-রমণ।
দিনে দিনে দিন অবসান নিকট মরণ॥
ভয়ে ভব তরিবে যদি, ডাক তারে নিরবধি,
তিনি এ রোগের ঔষধি, ওরে আমার মন॥

ঐ সুর

কবে আসে শমন, কি কয় মন, ভবের কূলে ব'সে।
এখন না ভাবিছ রে মন, কি হবে অবশেষে॥
কাল দিয়েছে শমন রে ভাই, জারি হ'তে আর দেরী নাই,
কিসে পরিত্রাণ পাই, দিন ঘনালো এসে॥

———

দ্বিজ-পুত্রের বাল্যক্রীড়া

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া দ্বিজ-পুত্র পঞ্চজন। খেলিতে নগরে সবে করিল গমন॥ কুশধ্বজ নামে দ্বিজের কনিষ্ঠ সন্ততি। বৈষ্ণব লক্ষণ পুত্র কৃষ্ণপদে মতি॥ তুলসীর মালা গলে তিলক অঙ্গময়। সেই কুশধ্বজে দ্বিজ করিল বিক্রয়॥ নগরের শিশু সব ল'য়ে কুশধ্বজে। খেলিবারে প্রবেশ করিল বনমাঝে॥ কুশধ্বজ

বলে, শুন যত শিশুগণ। রাধাকৃষ্ণ খেলা আজি খেলিব সর্ব্বজন॥ কেহ রাধা সাজ আর কেহ হও কৃষ্ণ। কেহ ধেনু সাজ ভাই কেহ রাখ গোষ্ঠ॥ কেহ হও বলরাম রোহিণী-নন্দন। আমি দাস হ'য়ে পূজি কৃষ্ণের চরণ॥ এ বড় কৌতুক খেলা হ'ল ভাই মনে। রাধাকৃষ্ণ-খেলা যে খেলিব এই বনে॥ সংসারের খেলা ধনজন পরিবার। সে-খেলায় হার জিত আছে সবাকার॥ সেবিত প্রণীত গৃহ করে যেইজন। কৃষ্ণভক্তি খেলাতে করে হস্ত ক্ষেপণ॥ কৃষ্ণনাম রাখি খেলায় নিযুক্ত হয়। সে খেলায় হার নাই জানিবে নিশ্চয়॥ এই সংসারের খেলা আছে শাস্ত্রনীত। পরম আত্মা পরমাত্মা খেলার চরিত॥ সকল খেলার সার কৃষ্ণের চরণ। এ খেলা খেলিতে ভাই যার আছে মন॥ সেইত খেলার সার খেলাইয়া গেল। সংসারের আশাপথ পাশায় জিনিল॥ কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণনাম খেলার প্রধান। সংসারের খেলা এই কর প্রণিধান॥ শিশুকাল বাল্যকালে ধূলায় লেপন। যুবাকালে নারীসহ সদাই ভ্রমণ॥ বার্দ্ধক্যে অবশ অঙ্গ সাঙ্গ সব খেলা। কৃষ্ণ-খেলায় মন নিষ্ঠা কর এইবেলা॥ ইহা বলি, কুশধ্বজ কৃষ্ণ আরাধিয়ে। রাধাকৃষ্ণ খেলে সব শিশুকে লইয়ে॥ খেলা সাঙ্গ করি তবে কুশধ্বজ কয়। আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়॥ শিশু সব বলে, লৈয়া তার পদরজঃ। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হোক্ তোর, ওহে কুশধ্বজ॥ এই আশীর্ব্বাদ সবে কৈল শিশুগণ। হেনকালে ডাকে তার পিতা জনার্দ্দন॥ কুশধ্বজ আইল পিতার নিকটেতে। জনার্দ্দন পুত্র ল'য়ে করিল কোলেতে॥ পুত্রকে কোলেতে করি পিতা কেন্দে কয়। ওরে কুশধ্বজ তোরে করেছি বিক্রয়॥ যযাতি নামেতে রাজা নরমেধ কৈল। দ্বিজ-পুত্রে ল'য়ে তিনি ধন পাঠাইল॥ নরমেধ-যজ্ঞ করে রাজন্ যযাতি। অগ্নিকুণ্ডে তোরে বাপু দিবেক আহুতি॥ ধনলোভে আত্ম খেয়ে ওরে বাছাধন। যযাতি রাজাকে তোরে করেছি অর্পণ॥ কুশধ্বজ বলে, পিতা কান্দ কি কারণ। ধন ল'য়ে কর তুমি দুঃখ নিবারণ॥ পুত্র হ'য়ে পিতৃ-কার্য্য করা যে

উচিত। পিতৃ-আজ্ঞাকারী পুত্র শাস্ত্রের বিহিত॥ পঞ্চভ্রাতা আছি সব মোদের গৃহেতে। আমি গেলে চারি রবে বংশে পিণ্ড দিতে॥ সুখী যদি হও মোরে করিলে বিক্রয়। তার হেতু কেন কান্দ পিতা মহাশয়॥ পিতৃ-আজ্ঞা বলবান পুত্রেতে রাখয়। তাহার প্রমাণ শুন পিতা মহাশয়॥ ছিল রাজা দশরথ অযোধ্যাভুবনে। তাঁহার আজ্ঞায় পুত্র রাম গেল বনে॥ পিতৃ-আজ্ঞাকারী পুত্র সংসারের মতে। প্রহ্লাদ খাইল বিষ পিতার আজ্ঞাতে॥ সফল জীবন মম ধন্য ভাগ্যোদয়। পিতাকে করিব সুখী হইয়া বিক্রয়॥ পিতা স্বর্গ চতুর্ব্বেদ শাস্ত্রের লিখন। পুত্র হ'য়ে স্বর্গবাসী পিত্রাজ্ঞা পালন॥ অতএব শুন কহি, পিতা মহাশয়। চিরসুখী হও মোরে করিয়া বিক্রয়॥ ইহা বলি কুশধ্বজ করিল গমন। জননী-নিকটে আসি দিল দরশন॥ ধরণী-পতিত হ'য়ে কুশধ্বজ কয়। একবার শ্রীচরণ দেহ গো মাথায়॥ গদগদ বাণী কহে সজল নেত্রেতে। আজ্ঞা কর যাই মাতা যযাতি-যজ্ঞেতে॥ নরমেধ-যজ্ঞে যাই হইতে আহুতি। ধন্য ধন্য ওগো মাতা তুমি পুণ্যবতী॥ তব জঠরেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ। নরমেধ-যজ্ঞে করি রথে আরোহণ॥ আজি নরমেধ হবো যযাতি-যজ্ঞেতে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ঝম্প দিব অনলেতে॥ আশীর্ব্বাদ কর মাতা যজ্ঞস্থলে যাই। যজ্ঞকুণ্ডে যেন কৃষ্ণে দেখিবারে পাই॥ অগ্নির কুণ্ডেতে মোরে হইয়া সদয়। দেখা যেন দেন সেই কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিদায় এক্ষণে। পুনঃ আসি প্রণাম করিব শ্রীচরণে॥ ইহা বলি কুশধ্বজ বন্দিয়া চরণ। কৃষ্ণ বলি করিলেন রথে আরোহণ॥ সারথি চালায় রথ পবনগমন। যযাতি-যজ্ঞেতে আসি দিল দরশন॥ অপরে অনেক কথা শুন ওহে রায়। সমস্ত লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দেয় এমন সময়। কুশধ্বজে রক্ষা কৈল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পুনঃ কুশধ্বজ গেল আলয় আপন। এ অবধি নরমেধ হৈল সমাপন॥

প্রভাসযজ্ঞ আরম্ভ

পয়ার। জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। দ্বারকালীলা-অন্তে কি কৈল নারায়ণ॥ ব্রজলীলা সম্বরিয়া জগতের সার। মথুরায় আসি কৈল দেবকী উদ্ধার॥ কংসরাজ ধ্বংস করি দেব চিন্তামণি। মথুরাধামেতে রাজা হ'লেন আপনি॥ মথুরার লীলা সাঙ্গ করি দেব হরি। দ্বারকায় লীলা করে অট্টালিকা করি॥ মনোহর পুরী কৈল বিশাই পণ্ডিত। তাহাতে যে যদুবর করিল আশ্রিত॥ যদুবংশ ক্রমেতে ছাপান্ন কোটি হৈল। অনন্তর নারায়ণ কি লীলা করিল॥ দ্বারকা-লীলার অন্তে প্রভু নারায়ণ। কি কর্ম্ম করিল, কহ প্রভু তপোধন॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত অমৃত-সমান। যে শুনায় যেবা শুনে সেই পুণ্যবান্॥ কহ কহ মহামুনি পাপ হোক্ দূর। শ্রীকৃষ্ণ-চরিতামৃত শুনিতে মধুর॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। প্রভাসযজ্ঞ মহাপুণ্য করিব বর্ণন॥ যে হেতু প্রভাসযজ্ঞ প্রভাসেতে হয়। তাহার তদন্ত কিছু শুন মহাশয়॥ কুরুক্ষেত্র প্রান্তভাগে যজ্ঞের স্থাপন। প্রভাসের তীরে কৈল যজ্ঞ নারায়ণ॥ প্রভাসযজ্ঞের এই হইল কারণ। যজ্ঞ স্থাপিলেন দেব নারায়ণ॥ বিশ্বকর্ম্মা আনি কৈল স্থান নিরূপণ। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত মন্দির স্থানে স্থান॥ দেবলোক নরলোক থাকিবার ঘর। সুবর্ণে নির্ম্মিত কৈল অতি মনোহর॥ সুবর্ণে গঠিত পুরী মধ্যে সিংহদ্বার। দ্বারে দ্বারপাল রহে শোভে চমৎকার॥ কি বর্ণিব যজ্ঞ-শোভা অতুল ভূষণ। কি দিব তুলনা হেথা কি আছে তেমন॥ কুবেরে ডাকেন হরি অর্থের কারণ॥ শকটে পূরিয়া কৃষ্ণে আনি দিল ধন॥ শুক্লবস্ত্র পট্টবস্ত্র বহি আনে কত। দধি-দুগ্ধ-আদি যত যজ্ঞে নিয়মিত॥ খাদ্যদ্রব্য আনে কত না যায় বর্ণন। আতপতণ্ডুল আনে যজ্ঞ-আয়োজন॥ ঘৃতের কলসী কত বহে সারি-সারি। ভারীগণ আনে সদা সরসীর বারি॥ নানাজাতি ফল-ফুল আনে রাশি-রাশি। চন্দনে চর্চ্চিত কত চম্পক তুলসী॥ কদলী-বৃক্ষ রোপণ করে স্থানে স্থানে। আম্রশাখা বেষ্টিত যে ঘটের

বিধানে। স্বর্ণ-পতাকা কত উড়িছে সারি সারি। দু'সারি বসেছে কত বিবিধ পসারি॥ নহবৎ বাজিতেছে কত স্থানে স্থানে। বাজায় অনেক বাদ্য বাদ্যকারগণে॥ নর্ত্তকী করেন নৃত্য দেখিতে সুন্দর। শোভিল প্রভাসযজ্ঞ অতি মনোহর॥ নানাজাতি বাদ্য বাজে কিন্নরে গীত গায়। বিদ্যাধরগণ আসি চামর ঢুলায়। কোথা বাজে ঢোল খোল কোথা বা পিনাক। তবোল মন্দিরা কত বাজে থাক্ থাক্॥ নানাবিধ নৃত্য-গীত আছে বিশারদ। বীণায় তুলিয়া তান নাচিছে নারদ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি দেবগণ। আইল প্রভাসযজ্ঞে না যায় বর্ণন॥ দেবলোক ব্রহ্মলোক তপোলোক আদি। আইল প্রভাসযজ্ঞে যথাবিধি নিধি॥ দেবঋষি যোগিগণ যথায় যে ছিল। নিমন্ত্রণ পেযে যজ্ঞে সকলে আইল॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ও হুতাশন। আইল যজ্ঞেতে দেবদেবী অগণন॥ অসংখ্য আইল মুনি না যায় বর্ণন। দেশে দেশে কতেক আইল যোগিগণ॥ কাঙ্গাল অতিথি কত আইল যজ্ঞেতে। দরিদ্র-ব্রাহ্মণ এল যজ্ঞে দান নিতে॥ বড় বড় রাজগণ আইল প্রভাসে। কত কব নাম যত ছিল দেশে-দেশে॥ যজ্ঞের রক্ষক যত আছে চতুর্ভিতে। শোভিছে প্রভাসযজ্ঞ অতি সুশোভিতে॥ কেহ রথে কেহ গজে যায় যে বাহনে। কেহ বা আইসে করি অশ্ব আরোহণে॥ এইরূপে রাজগণ প্রভাসে আইল। বাহন রাখিয়া সবে সভায় বসিল॥ যার যেই যজ্ঞ-স্থানে বসিলেন তিনি। মৃগচর্ম্মে কুশাসনে বসিলেন মুনি॥ এইরূপে হ'ল সভা প্রভাসযজ্ঞেতে॥ হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র এলেন সভাতে॥ কৃষ্ণ আসি কি করিছে শুন ভক্তগণ। বৃন্দা-বনে গোপীগণে কৈতে আবাহন॥ উদ্ধবে কহিছে কৃষ্ণ মধুর বচনে। রথ লইয়া উদ্ধব যাও বৃন্দাবনে॥ নন্দ ও যশোদা আদি গোপ-গোপীগণে। যজ্ঞে আন সবে পুষ্পরথ আরোহণে॥ বৃন্দাবনে আছয়ে যত রাখালগণ। সকলেরে করি আন যজ্ঞে নিমন্ত্রণ॥ বৃন্দাবনে দেহ ধরি আছে যতজন। সকলেরে করি আন রথে আরোহণ॥ আগে যাবে পিতা নন্দ মা যশোদা

যথা। প্রণাম জানাবে মম কহিবে বারতা॥ সবিনয়ে ধরি নন্দ-যশোদা-চরণ। জানাবে আমার এই যজ্ঞ বিবরণ॥ প্রভাসেতে যজ্ঞ করে তব নীলমণি। রথোপরে যাত্রা কর মা যশোদা-রাণী॥ তব অপেক্ষায় আছে যদুবধূগণ। তব সনে করিবে তারা যজ্ঞে গমন॥ গোপরাজ নন্দে এই জানাবে কারণ। তুমি গেলে হইবে সে-যজ্ঞ আরম্ভণ॥ আপনি যজ্ঞের কর্ত্তা হইযা ভুপতি। যজ্ঞ আরম্ভ হেতু দিবেন অনুমতি॥ তব আজ্ঞা বিনা যজ্ঞ নহে আরম্ভণ। চল শীঘ্র পুষ্পরথে করি আরোহণ॥ শ্রীরাধায় বিনয় করি কহিবেক ধীরে। চল যজ্ঞেশ্বরী ত্বরা প্রভাসের তীরে॥ যজ্ঞেশ্বরী হ'য়ে কর যজ্ঞ সমাপন। চল চল শীঘ্র, কর রথে আরোহণ॥ বৃন্দারে বলিবে, শুন বৃন্দে সহচরি। প্রভাসযজ্ঞেতে গিয়ে কর দূতীগিরি॥ যজ্ঞেতে হয়েছে বহু দেব-আগমন। দরশন করি কর সফল নয়ন॥ ষোল শত গোপীগণে কহি সকরুণে। যজ্ঞ দরশনে আন রথ আরোহণে॥ ব্রজরাখালগণ আছয়ে যতজন। সমাদরে করি আন রথে আরোহণ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা উদ্ধব তখন। রথ ল'য়ে বৃন্দাবনে করিল গমন॥ অদ্ভুত ভাগবতে ভাগুরি মুনি মত। গোপগোপী আনিতে কৃষ্ণ পাঠাইল রথ॥ কৃষ্ণের প্রভাসযজ্ঞ মত ভিন্ন আছে। ভাগুরির মহামতে গোপীরা এসেছে॥

রথ লইয়া উদ্ধবের ব্রজে আগমন

পয়ার। পুষ্পরথ আরোহণে উদ্ধব তখন। কৃষ্ণ বলি বৃন্দাবনে করেন গমন॥ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া দেখিছে উদ্ধব। কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ শবাকার সব॥ ব্রজে দিনে অন্ধকার দীননাথ বিনে। দিবাকরে অধিকার নাই বৃন্দাবনে॥ সারি-সারি শুক-সারী বসিয়ে তমালে। কৃষ্ণ-বৈমুখে আছে নীরব সকলে॥ সুখে অসুখোদয় সে-সুখ সুস্বরে। ত্যজেছেন সব, কৃষ্ণ-রব নাহি করে॥ ছিন্নভিন্ন সব বৃন্দাবন অভিপ্রায়। বন

হৈল বৃন্দাবন বিনা যদুরায়॥ ইহা ভাবি উদ্ধব করিলেন গমন। চলিলেন যথায় সে-গোপগোপীগণ॥ রথ পরিহরি দূত নামিয়া ভূতলে। প্রণমিল গোপীগণ-চরণকমলে॥ বৃন্দা বলে, কও উদ্ধব শুনিব শ্রবণে। কি সংবাদ ল'য়ে এলে মধুর বৃন্দাবনে॥ মথুরার সুমঙ্গল শুনি সমুদয়। কেমনে আছেন বল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কিবা হেতু আগমন হৈল বৃন্দাবনে। তাহার তদন্ত-তথ্য শুনিব এখানে॥ উদ্ধব বলেন, শুন যত গোপীচয়। করেন প্রভাস-যজ্ঞ কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণ করিলেন আজ্ঞা লৈতে গোপীগণে। এ কারণে রথ ল'য়ে এনু বৃন্দাবনে॥ প্রভাস-যজ্ঞেতে চল যত গোপীগণ। ত্বরিতে করহ সবে রথে আরোহণ॥ যজ্ঞ আরম্ভণ করেছেন নারায়ণ। ধর ধর বৃন্দে ধর যজ্ঞ নিমন্ত্রণ॥ গোপীর প্রধানা তুমি শুনেছি শ্রবণে। প্রভাস-যজ্ঞেতে চল রথ-আরোহণে॥ বৃন্দা বলে, উদ্ধব শুনে জুড়াল জীবন। জীবন-বিহীন দেহে আনিলে জীবন॥ যজ্ঞেশ্বর করে যজ্ঞ আসিয়া প্রভাসে। শ্রবণ জুড়াল হ'লো পূর্ণ অভিলাষে॥ হৃদপদ্ম প্রফুল্লিত করিয়ে শ্রবণ। যজ্ঞ বার্ত্তা শুনি পবিত্র হৈল বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবন পবিত্র করিলে হে উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল শুনাইবে সব॥ পুষ্পরথ সামান্য হে শুনহ উদ্ধব। এ-রথে প্রভাসে নাহি যাবে গোপী সব॥ আমাদের রথের সারথি নারায়ণ। যজ্ঞে যাব মনোরথে করি আরোহণ॥ আমাদের রথ আছে শুনহ উদ্ধব। গোপীদের রথের সারথি শ্রীমাধব॥ পুষ্পরথ সামান্য রথ করেছেন হরি। গোপীদের ভবনদী পরপারে তরী॥ হরিনাম জপি পাপী পায় হে নিস্তার। এ রথারোহণে তারা করে ভবে পার॥ এ ভবের তরী পুষ্প করেছেন হরি। এই রথে ভবসিন্ধু পারাবারে তরি॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী মোরা গোপী বৃন্দাবনে। অভয় পেয়েছি ভয়ে মোরা এ-কারণে॥ যার মনোরথে রথী কৃষ্ণচন্দ্র হন। সে কেন সামান্য রথে করিবে আরোহণ॥ যে রথের চক্র ষড়রিপুগণ হয়। সে রথে বিরাজ করে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমাদের মনোরথ

ব'লো উদ্ধব, ব'লো হে নারায়ণে। গোপীগণ আসিবেন মনো-রথারোহণে॥ ইহা শুনি উদ্ধব করিল গমন। কৃষ্ণের প্রভাস-যজ্ঞ সরকার কন॥

মনোরথ-আরোহণে গোপীগণের প্রভাসে গমন

পয়ার। নন্দ যশোদা করি গোপ-গোপীগণ। নিজ নিজ মনোরথ সাজায় তখন॥ গোপীগণ বলে, মনোরথ হও মন। রথ-চক্র হও যত দেহ-রিপুগণ॥ কৃষ্ণের প্রেমের ধ্বনি কর সদা মন। পবনবেগেতে কর রথে আরোহণ॥ তুলাবৎ হও দেহ ত্যজি পাপা-বলি। মনোরথে যাত্রা কর কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি॥ জড় পদার্থ ধারণ করে গোপনারী। শূন্যেতে গোপিনীগণ রহে সারি সারি॥ ষোলশত গোপীগণ শূন্যেতে দণ্ডায়। প্রভাসেতে যাত্রা করে কিবা শোভা তায়॥ নাহি চলে হস্ত-পদ নাহি দোলে কায়। মনোরথ আরোহণে গোপীগণ যায়॥ নন্দ-যশোদা আদি যতেক ব্রজাঙ্গনা। বৃন্দাবনে যতেক ছিল যে কৃষ্ণপ্রাণা॥ ধেনুগণ উঠে রথে হইয়া পুলক। গাভীর পশ্চাতে ধায় যতেক বালক॥ শ্রীব্রজধামেতে না রহিল একজন। গোপীশূন্য হৈল কৃষ্ণের নিকুঞ্জ-কানন॥ শুক-সারী পশু-আদি পক্ষী নানা রঙ্গে। প্রভাসে করেন যাত্রা গোপীগণ সঙ্গে॥ তুরঙ্গ-মাতঙ্গ আদি কুঞ্জর প্রভৃতি। ব্যাঘ্র ও গণ্ডার আদি যত পশুজাতি॥ ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস যত ছিল। প্রেমানন্দে গোপসঙ্গে প্রভাসে চলিল॥ ফণী ফণা মণিময় যতেক ভুজঙ্গে। প্রভাসে চলিল সবে গোপীগণ সঙ্গে॥ এইরূপে যতেক আছিল গোপীগণে। প্রভাসে চলিল মনোরথ আরোহণে॥ এখানেতে শ্রীমাধব প্রভাসে-যজ্ঞেতে। আছেন সকল গোপীগণ অপেক্ষাতে॥ হেনকালে গোপীগণ প্রভাসের তীরে। আসি উপনীত হৈল সিংহের দুয়ারে॥ অসম্ভব সিংহের দ্বার শোভিতেছে দ্বারী। শূন্যেতে আসিছে নারী সব সারি-সারি॥ নাহি চলে হস্ত-পদ না দেখি বাহন। আসিছে শূন্যেতে সব মুদিয়া নয়ন॥ আর এক অসম্ভব দেখে দ্বারীগণ। পশ্চাতে আসিছে

গাভী বৎস অগণন॥ শূন্যেতে আসিছে গাভী নবলক্ষ পাল। চল রে ধবলি ধীরে, কহিছে গোপাল॥ গণ্ডার মহিষ কত আসে পালে পালে। ব্যাঘ্রগণ আসে যে মিশায়ে ধেনুপালে॥ ব্যাঘ্র-গাভী এক স্থলে দেখিতে ভয়ঙ্কর। দ্বারী-প্রহরী সবে ত্রাসিত অন্তর॥ আসিতেছে গোপীগণ মনোরথে চড়ি। গগনেতে ঢাকিলেন সূর্য্যকে আবরি॥ গোপী-অঙ্গে ধূলা লাগে ব'লে দেবগণ। পথ অগ্রে করে যত্নে পুষ্প বরিষণ॥ স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ আসিয়া তথায়। গোপ-গোপী অঙ্গে আসি চামর ঢুলায়॥ কুসুম-তুলসী সঙ্গে মিশায়ে চন্দন। স্বর্গ হৈতে গোপী-অঙ্গে করে বরিষণ॥ দ্বারকা-নিবাসী যত ছিল দ্বারকায়। গোপ-গোপী দেখিবারে সকলেতে ধায়॥ নানাজাতি নরনারী প্রভাসের তীরে। কুলবধূ যায় কত গোপী দেখিবারে॥ কে কারে দর্শন করে হাজার-হাজার। প্রভাসেতে হ'য়ে গেল দর্শন বাজার॥ আনি সবে একভাবে তুলসী-চন্দন। গোপ-গোপী অঙ্গে সবে করিছে বর্ষণ॥ বড় বড় রাজগণ আসিয়া তখন। স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে করে গোপী দরশন॥ কেহ বা ধান্য-দূর্ব্বায় করয়ে ভকতি। ক্ষুদ্র শুধু ভক্তি করে যার যেই শক্তি॥ এইরূপে করে সবে গোপী-দরশন। বিচিত্র আসনে বৈসে যত গোপী-গণ॥ স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি আনে যদুগণ। গোপ-গোপীর চরণ করে প্রক্ষালন॥ নন্দকে বসান কৃষ্ণ রত্ন-সিংহাসনে। পদ প্রক্ষালন করে তুলসী-চন্দনে॥ যশোদা আসন কৃষ্ণ দিলেন মাথায়। ব্রহ্মা আসি যশোদারে চামর ঢুলায়॥ তদন্তরে আসি সব যদুকুল-নারী। চরণ ধোয়ায়ে দিল সরসীর বারি॥ মাতাপিতা সমাদর করি ভগবান্। অবশেষে রাখে সর্ব্ব গোপীগণ মান॥ তদন্তরে দেখিলেক ব্রজের বালক। কোলেতে করিল কৃষ্ণ হইয়ে পুলক॥ ব্রজবালকেরে কোলে করি নারায়ণ। প্রেমানন্দে করে সবা মুখেতে চুম্বন॥ বিচিত্র আসনে বসাইয়া সকৌতুকে। ক্ষীর-সর-ননী তুলে দেন সবা মুখে॥ ব্রজবালকের প্রতি সখা-কৃষ্ণ বলে। কত ক্ষুধা পথে পেলে আসিবার কালে॥ কত সেবা করেছিলে সবে বৃন্দা-

বনে। সতত করিতে রক্ষা গোষ্ঠ গোচারণে॥ পিপাসাতে দিতে হে অঞ্জলি করি জল। ক্ষুধা পেলে তুলে এনে দিতে বনফল॥ দশনে কাটিয়ে ফল যেটি হৈত মিষ্ট। বদনেতে তুলে দিতে খাও ওহে কৃষ্ণ॥ রবির কিরণ হৈলে দুঃখী হ'যে তায়। ভাঙ্গিয়ে বৃক্ষের পত্র ধরিতে মাথায॥ যত্নেতে রাখিতে পথে গোষ্ঠে সমাদরে। বিপদে রাখিতে যেতে দিতে না অন্তরে॥ ইহা ভাবি ব্রজবালক সবে বলে হরি। ঝর-ঝর ঝরে দুই নয়নেতে বারি॥ দেখিলা কৃষ্ণের ভক্তি ব্রজ-বালক প্রতি। জিজ্ঞাসেন নারদেরে যতেক ভূপতি॥ কহ গো নারদ মুনি, শুনিব শ্রবণে। কেন কৃষ্ণ ভক্তি কৈল এ-বালকগণে॥ রাখালের বেশ ধরে গোপাল বোধ হয। রাখালেরে তুষ্ট কেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। বালকের ভক্তি কৃষ্ণ কৈল যে কারণ॥ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যখন বৃন্দাবন-বনে। গোষ্ঠ করিতেন এই রাখালের সনে॥ সে ব্রজবালক ভিন্ন অন্য এরা নয়। ইহা সঙ্গে গোষ্ঠ করেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বৃন্দাবনে থাকিতেন হইয়ে পুলক। প্রভাসেতে আসে এবে সে ব্রজবালক॥ মস্তকে আসন যারে দিল চিন্তা-মণি। ব্রজপুরে এর নাম মা-যশোদা-রাণী॥ কৃষ্ণকে প্রতি-পালন করে বৃন্দাবনে। নিত্য নিত্য ক্ষীর-সর-নবনী প্রদানে॥ তাইতো করিল মান্য কৃষ্ণ-নারায়ণ। মস্তকে দিলেন কৃষ্ণ বসিতে আসন॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন সবে যজ্ঞ আরম্ভণ॥

গীত

রাগিণী মুলতান—তাল ঝাঁপতাল

বাজিছে নহবৎ কত প্রভাস-যজ্ঞেতে।
কি শোভা হয়েছে শোভা কুরুক্ষেত্রেতে॥
প্রভাসতীর্থ মহাতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞে প্রবর্ত্ত,
সকলেতে করে নৃত্য ভাসিয়ে আঁখির নীরেতে।
ব্রজ-গোপীগণ সব এসেছে যজ্ঞেতে॥

সচন্দন তুলসী, বনফল রাশি-রাশি,
যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করেন হর্ষেতে।
বাদ্য বাজে নানাজাতি, নৃত্যগীত যথারীতি,
সুশোভন হ'য়ে অতি রাহুগ্রহ-আদিতে॥

———

যজ্ঞ-মঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন

পয়ার। ব্রহ্মা বলিলেন, কৃষ্ণ করি নিবেদন। যজ্ঞের যোগ্য হে তুমি, দেব নারায়ণ॥ যজ্ঞ-অগ্রে পূজা তোমার মুনি-গণে কয়। সংসারের সার তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যজ্ঞকুণ্ডে হবে এবে আহুতি প্রদান। যজ্ঞকর্ত্তা তুমি হও, ওহে ভগবান্॥ যাগ-যজ্ঞ-হোম-আদি যাহা বেদে কয়। অগ্রে কৃষ্ণ না পূজিলে যজ্ঞ সিদ্ধ নয়॥ যজ্ঞের যজ্ঞ তুমি বেদ অনুসারে। তোমাকে কি শোভা পায় যজ্ঞ করিবারে॥ কৃষ্ণনামে যাগ-যজ্ঞ লিখিয়াছে বেদে। যজ্ঞ সিদ্ধ নাহি হয় তোমার বিচ্ছেদে॥ ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ ব্রহ্মার বচনে। যজ্ঞ-মঞ্চোপরি কৃষ্ণ বসে সিংহাসনে॥ ব্রহ্মা বলে, নন্দ, বসুদেব বিদ্যমান। করিও না এখন কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান॥ ভগবান্ জ্ঞানে ল'য়ে তুলসী-চন্দন। ভগবানের শ্রীচরণে করহ অর্পণ॥ বধূ-সঙ্গে আসি যত গোপ-গোপীগণে। সচন্দন-তুলসী দাও কৃষ্ণের চরণে॥ কোথায় দেবকীরাণী এস বিদ্যমান। এখন শ্রীকৃষ্ণে নাহি কর পুত্রজ্ঞান॥ ভক্তিভাবে চক্ষু মুদে ভাব ভগবানে। সচন্দন-তুলসী দাও কৃষ্ণের চরণে॥ বৃন্দা বলে, ওহে ব্রহ্মা, শুনহ শ্রবণে। জানাতে হবে না, মোরা জানি ভগবানে॥ কৃষ্ণ-ভগবান্ হন ভক্তের অধীন। জানাতে হবে না তাহা, জানি বহুদিন॥ যাকে ভগবান্ জেনে এই বৃন্দাবনে। কুল শীল মান প্রাণ সঁপেছি চরণে॥ তুলসী-চন্দন দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে। আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি শ্রীচরণে॥ শ্রীকৃষ্ণের পদে দেহ সঁপি একেবারে। আমার এ-দেহ কোথা মম অধিকারে॥ এই দেহ দান করিলাম বৃন্দাবনে। কোন দেহ ল'য়ে পূজি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥ দেহ ল'য়ে আছি মাত্র কিছু না

আমার। এ-দেহ হয়েছে মম কৃষ্ণ-অধিকার॥ তুমি ব্রহ্মা, বিচারপতি, বল হে এখন। কার দেহ ল'য়ে করি শ্রীকৃষ্ণ-পূজন॥

বৃন্দার প্রতি ব্রহ্মার প্রত্যুত্তর

পয়ার। ব্রহ্মা বলে, বৃন্দে-দূতী শুন তত্ত্বসার। দেহে মাত্র শ্রীকৃষ্ণের আছে অধিকার॥ বৃন্দা বলে, ওহে ব্রহ্মা, কথা মিথ্যা নয়। সকল দেহেতে আছে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ অচৈতন্য জীব সব চৈতন্যবিহীন। চেতন বিনে চৈতন্য পাওয়া যে কঠিন॥ যে-চৈতন্য দেহে নাই কৃষ্ণের সেবায়। সে-দেহের মধ্যেতে কৃষ্ণের দেহ নয়॥ অনিত্য সে-দেহ নিত্য কভু নাহি রয়। দেহ মাত্র লৈয়ে যোনি ভ্রমেতে ভ্রময়॥ কদর্য্য ভক্ষণ করে কদর্য্য আচার। সেই দেহে নাহি কৃষ্ণসাধন অধিকার॥ যে-দেহেতে কৃষ্ণ ভাব মনের গতিক। সাংসারিক বিষয় তার সকলি অলীক॥ সংসারেতে থাকে মাত্র মিলিয়ে লোকেতে। শর্করা পতিত যেমন বালির সঙ্গেতে॥ সুবর্ণ পতিত যেন কুবর্ণ সহিত। মাতঙ্গ হইয়া যেন পতঙ্গে মিশ্রিত॥ অর্ণবে পতিত যেন গজমোতি হার। গরলে করিলে যেন সুধার সঞ্চার॥ কূপেতে যেমন হয় নর নিরাকার। মেঘেতে বেষ্টিত যেন থাকয়ে মিহির॥ ফণী মুণ্ডে পতিত যেন মাণিক রতন। পিকবর কণ্ঠে হয় সুস্বর যেমন॥ এতেক প্রমাণ যদি বৃন্দা যে কহিল। অন্তরে চতুরানন কুপিত হইল॥

পদ্মপুষ্পসহ গোপীগণের পরীক্ষা

পয়ার। পদ্মযোনি বলে, বৃন্দে জানিব কারণ। বৃন্দাবনে কৈলে কৃষ্ণে কিরূপ সেবন॥ কিরূপেতে কৃষ্ণপ্রেম আলোচনা কৈলে। কি প্রেমে কমল-পদে দেহ সমর্পিলে॥ কৃষ্ণের কমল-পদ কমলের দলে। কমল হ'য়ে কেমনে মিশালে কমলে॥ কমল সহ পরীক্ষা করি গোপীগণে। দেহ সঁপেছে কৃষ্ণের

কমল-চরণে ॥ পদ্মপুষ্প আনিয়ে যে নিক্তির উপরে। ওজন করিব গোপী সভা বরাবরে ॥ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম পরে যে লিখি। পদ্মসহ ওজন করিব সব সখী ॥ পদ্মসহ সম হেন হও গোপীগণে। তবে দেহ সঁপিয়াছ কৃষ্ণের চরণে ॥ ইহা বলি পদ্মযোনি পদ্ম আনিবারে। হনুমানে পাঠাইল পদ্ম সরোবরে ॥ ইন্দ্রালয়ে পদ্ম-সরোবর মনোহর। তথায় শোভিত পদ্ম দেখিতে সুন্দর ॥ দেব-হস্তী বিরাজিত পদ্ম সরোবরে। ত্বরা করি যায় হনু পদ্ম আনিবারে ॥ পদ্মযোনি বলে, শুন পবন-নন্দন। পদ্মপুষ্প অন্বেষণে করহ গমন ॥ ইন্দ্রালয়ে আছে পদ্ম পদ্ম-সরোবরে। পদ্ম ল'য়ে এস তুমি অতি যত্ন ক'রে ॥ বিলম্ব না কর, শুন পবন-নন্দন। শীঘ্রগতি এস, করি যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া চলে পবন-নন্দন। ইন্দ্রালয়ে উপনীত পদ্মের কারণ ॥

পদ্ম-অন্বেষণে মারুতির ইন্দ্রালয়ে গমন

পয়ার। মনে মনে ভাবিলেন পবন তনয়। কপিবেশে তথা যাওয়া উচিত না হয় ॥ ইন্দ্রালয় দেবপুরী দেবের সমাজ। কপিবেশে গেলে তথা পাব বড় লাজ ॥ ইন্দ্রালয় দেবপুরী অতি সুশোভন। সেখানে না হয় কভু পশুর গমন ॥ কদর্য্য মুরতি তার পশুতে গণন। পোড়ামুখ দেখি হাসিবেন দেবগণ ॥ উপহাস হবে মোর কপির মূর্ত্তিতে। কোন মুখে যাব আমি এ-মুখ দেখাতে ॥ ইন্দ্রালয়ে যাই আমি পুষ্প-অন্বেষণ। উচিত মনুষ্যবেশ করিতে ধারণ ॥ শ্রীরাম চিন্তিয়া তবে পবন-তনয়। মনুষ্যের বেশ ধরি চলে ইন্দ্রালয় ॥ ইন্দ্রালয়ে প্রবেশিয়া করে নিরীক্ষণ। ইন্দ্রালয় ইন্দ্রপুরী অতি সুশোভন ॥ হস্তেতে ফুলের ঝুড়ি মালাকার বেশ। পদ্ম-সরোবরে হনু করিল প্রবেশ ॥ দেখিছেন হনুমান থাকিয়া অন্তরে। দেব-হস্তী বিরাজ করিছে সরোবরে ॥ ভাবিতেছে হনুমান সরোবর তটে। পদ্ম হেতু হস্তিসহ দ্বন্দ্ব বুঝি ঘটে ॥ কুমুদে আমোদ হেরি আছে

গজবর। তুলিতে হইবে পদ্ম ক্রোধিত অন্তর॥ কি করি উপায় হৈল হরিষে বিষাদ। পদ্ম নিতে অবশ্য যে ঘটিবে বিবাদ॥ একে ত মাতঙ্গ তায় এত রঙ্গ কুণ্ডে। পদ্ম তুলি নিলে মোরে জড়াইবে শুণ্ডে॥ শুণ্ডে জড়াইলে মোর ক্রোধ যে বাড়িবে। অবশ্য ইন্দ্রের হস্তী সমরে মরিবে॥ কি করি উপায় কিসে হস্তী রক্ষা পায়। পদ্ম ল'য়ে যাই হয় দুদিক বজায়॥ সহজে মাতঙ্গজাতি তরঙ্গেতে বশ। ইষ্ট কিছু মানে না, জানে না ভক্তিরস॥ পদ্ম তুলিবারে কিছু না দেখি উপায়। প্রভাস-যজ্ঞের সময় বহিয়া যে যায়॥ যা থাকে অদৃষ্টে মোর বিলম্ব না সয়। বিপদেতে রক্ষা কর ওহে দয়াময়॥ বিপদে শ্রীপদ দাও ওহে দয়াময়। অবশ্য মাতঙ্গ বলে হবে পরাজয়॥ অগ্রে যুক্তি করে ভক্তি মাতঙ্গ সঙ্গেতে। মনে করে পারি যদি ভক্তিতে আনিতে॥ সকল রসের উক্তি যুক্তি ভক্তিরস। ভক্তি করিলে মন-মাতঙ্গ হয় বশ॥ অতএব, সাধুগণ ডুবে ভক্তিরসে। নিজ মন-মাতঙ্গকে রাখিছেন বশে॥ ভকতি পরম বস্তু সাধুগণে কয়। ভক্তি করিলে মন-মাতঙ্গ বশ হয়॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ জড়িত যে বপু। দ্বিগুণ হস্তীর বল ধরে সেই রিপু॥ হেন রিপু-হস্তী বশ কৈল সাধুগণে। এ-হস্তীকে বশ করি ভক্তি-পথে এনে॥ বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ হন সংসারের সার। পদ্মপুষ্প ল'য়ে যাব যজ্ঞেতে তাঁহার॥ তাঁর কার্য্যে বিঘ্ন করে কে আছে সংসারে। ভক্তি করি অগ্রেতে শক্তি-বিচার পরে॥ ভক্তি না শুনিয়া যদি শক্তি করে করী। উপস্থিত বিধিমতে যা করেন হরি॥ ইহা বলি হনুমান্ সরোবর-তীরে। করীবরে বিনয় করেন ধীরে ধীরে॥ যোড়হস্তে করীবরে করেন স্তবন। শুন ওহে করীবর, করি নিবেদন॥ তুমি হে পরম সাধু কহি মহাশয়। প্রভাসেতে যজ্ঞ করে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তব নিমন্ত্রণ ল'য়ে এসেছি তৎপর। প্রভাসের নিমন্ত্রণ ধর করীবর॥ ধর ধর নিমন্ত্রণ ধর হে কুঞ্জর। বিলম্ব না সহে আমি যাইব তৎপর॥ আর এক নিবেদন শুন মহাশয়। কিছু পুষ্প চেয়েছেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বিলম্ব না সহে যজ্ঞে যাব হে তৎপর। পদ্ম-

পুষ্প তুলি, আজ্ঞা কর করীবর॥ শীঘ্র চল যজ্ঞের যে যায় হে সময়। পদ্ম অপেক্ষায় আছে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ ব্রহ্ম-বাক্য কর রক্ষা শুন করীবর। ব্রহ্মার আজ্ঞায় পদ্ম দাও হে তৎপর॥ কৃষ্ণের কার্য্যেতে মন কর হে কুঞ্জর। আজ্ঞা কর, পদ্ম তুলি ওহে করীবর॥ হবে না এমন দিন বলি ওহে করী। পদ্মপুষ্প ল'য়ে চল পূজিতে শ্রীহরি॥ জনম সফল কর প্রভাসেতে গিয়া। কৃষ্ণপদে পদ্ম দেহ শুণ্ডে জড়াইয়া॥ শুণ্ড ধারণ করিছ কাহার কারণে। শুণ্ডে তুলি পুষ্প দেহ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥ যেই শুণ্ডে ধরি করী বৃক্ষ ভেঙ্গে খাও। সেই শুণ্ডে ধরি পদ্ম কৃষ্ণপদে দাও॥ চল চল প্রভাসেতে, চল হে কুঞ্জর। আজ্ঞা কর, পদ্ম তুলি ওহে করীবর॥ হনু যত কহে, করী কিছু না শুনিল। কুমুদে আমোদ তার অধিক বাড়িল॥ স্তব শুনি করীবর কিছু নাহি কয়। হনু বলে, সাক্ষী থাক কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তুলিতে এ যদি কিছু বলয়ে কুঞ্জর। পদাঘাতে কুঞ্জরের ভাঙ্গিব পঞ্জর॥ যেই পদাঘাত করি রাবণের মুণ্ডে। সেই পদা-ঘাত আজি করিব এ শুণ্ডে॥ লেজেতে জড়ায়ে গলে মারিব আছাড়। কুমুদ-আমোদ ছাড়ি চূর্ণ হবে হাড়॥ যে লেজে বাঁধিয়া বড় বড় শিলাবরে। ডুবাইয়াছিলাম সমস্ত রত্নাকরে॥ শ্রীরাম বলিয়া হনু নিজমূর্ত্তি ধরে। পদ্ম নিতে যায় হনু পদ্ম-সরোবরে॥ প্রকাণ্ড শরীর বীর পর্ব্বত আকার। পদ্ম তুলিছেন যেন ভীম-অবতার॥ পদ্ম তুলি রাশিকৃত করে বীর-বর। তাহা দেখি রুষ্ট হ'য়ে কহিছে কুঞ্জর॥ হনু প্রতি হস্তী বলে করি অতি জোর। ছিলি নর হ'লি কপি একি মায়া তোর॥ হস্তে ছিল ফুলের চুপড়ি পূর্ব্বে তোর। নররূপ ত্যজে কেন হইলি বানর॥ কোথাকার কপি তুই কি মায়ার জোর। কখন বা নর হও কখন বানর॥ রামায়ণে শুনেছি বানরের বিশেষ। রামের ভকত বেটা. মিথ্যাবাদীর শেষ॥ রাবণের মৃত্যুবাণ করিতে হরণ। মন্দোদরী কাছে গেল হইয়া ব্রাহ্মণ॥ আর এক বানর ব্রাহ্মণ বেশ ধ'রে। মারিল রাবণ-পুত্র অক্ষয়কুমারে॥ মিথ্যা কথার শেষ বেটা শুনিতে নির্গুণে।

পোড়াল সোনার লঙ্কা লেজের আগুনে॥ কোথাকার বানর তুই শুনি পরিচয়। বানর হ'য়ে বলিস্ তুই কৃষ্ণ-দয়াময়॥ নর-বানর রূপেতে অবতার রাম। যতেক বানর জপে শ্রীরামের নাম॥ বানর হইয়া দিলি কৃষ্ণের দোহাই। ইষ্টেতে ভজিব কৃষ্ণ একি রে বালাই॥ সাধু নোস্ ভণ্ড বেটা মিথ্যাতে দ্বিগুণ। সেই দোষে মুখে তোর লেগেছে আগুন॥ ফল খেয়ে বেটা গেলে সমুদ্রের কূলে। যমালয়ে যেতে বেটা আঁঠি লেগে গলে॥ মিথ্যাবাদী শিরোমণি পেটুকের শেষ। পেটের জ্বালায় কর প্রভাসে প্রবেশ॥ যতই পেটার্থ তুই জানা আছে সব। লক্ষ্মণ ভোজন কালে লক্ষ্মী পরাভব॥ হনুমান্ বলে, শুন বলি রে কুঞ্জর। রাম-কৃষ্ণ এক তনু নাহি ভেদান্তর॥ রাম-কৃষ্ণ এক অঙ্গ ভিন্ন কভু নয়। যেই রাম সেই হন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যুগে-যুগে অবতার লীলার কারণ। ভজিতে কি বারণ আছে সে নারায়ণ॥ যেই রাম সেই কৃষ্ণ জানহ্ অন্তরে। নদ-নদীগণ যেন প্রবেশে সাগরে॥ তদ্রূপ নারায়ণের লীলা ত্রিভুবনে। সব এক ভাবে সেই যেইজন জানে॥ রাম-কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেই নর। পশু বলি তারে তুমি জেনো হে কুঞ্জর॥ আমা সম পেটুক কে আছে এ-সংসারে। রাবণের আম্রবন পারি গ্রাসিবারে॥ লক্ষ্মণ ভোজন দ্রব্য গ্রাসিল যে সব। কে পারে করিতে জানকীরে পরাভব॥ দ্বিজবেশে গিয়ে নর হইবে বানর। সে কি সামান্যেতে হ'তে পারে রে কুঞ্জর॥ সামান্য শক্তিতে কেহ এমন যে পারে। দ্বিজবেশে রাবণের মৃত্যুবাণ হরে॥ কি বলিব পশু তুই অজ্ঞান কুঞ্জর। তোর সহ অধিক কি করিব উত্তর॥ তোরে যদি বধ করি পদ্ম সরো-বরে। অপযশ আমার ঘুষিবে এ-সংসারে॥ তোর সহ সরো-বরে করিলে সমর। লোকে কবে হনু বধে ক্ষুদ্র এ-কুঞ্জর॥ এ-কারণে বারণ রে তোরে ভয় বাসি। তোরে মেরে কি লইব কলঙ্কের রাশি॥ ইহা বলি, হনুমান্ পদ্ম ল'য়ে করে। উপনীত হৈল আসি প্রভাসের তীরে॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে পদ্মসহ গোপীর ওজন।

গীত

পদ্ম ল'য়ে পদ্মযোনি তুলি নিক্তি উপরে।
সহস্রেক কৃষ্ণনাম লিখে পদ্মের উপরে॥
একে পদ্মাসন তাহে করে পদ্মাসন,
আমরি কি করে শোভা না দেখি তেমন,
মনে মনে হর্ষ পায় কৃষ্ণের গোচরে॥

গোপীগণের পদ্মসহ ওজন

পয়ার। এক পদ্মে কৃষ্ণনাম করিয়া লিখন। নিক্তির উপরে ব্রহ্মা তোলেন তখন॥ প্রথমে ডাকেন এসো বৃন্দে সহচরী। পদ্মসহ তোমা আগে পরীক্ষা যে করি॥ পদ্ম ওজনে পদ্মযোনি ডাকেন যখন। কৃষ্ণ ব'লে বৃন্দাদূতী করয়ে রোদন॥ কোথায় হে গোপীনাথ, গোপীর হৃদয়। লজ্জা ভেঙ্গে দেহ মোরে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পদ্মযোনি ডাকিছে ওজন হৈতে পদ্মে। পদ্মের লজ্জা হর হে রাখি পাদপদ্মে॥ পদ্মসহ ওজন হইতে বৃন্দা যায়। কেন্দে বলে, রক্ষা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দ্বি-নয়নে বহিছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবারি। পদ্ম ওজনে বসিল বৃন্দা-সহচরী॥ মনে মনে পদ্মে তবে কহেন তখন। পদ্মসরোবরে জন্ম করেছি গ্রহণ॥ ধন্য পরম সাধু পবনের নন্দন। তব সঙ্গ পেয়ে পাব কৃষ্ণ-দরশন॥ সাধুসঙ্গে কাশীবাস শাস্ত্রের বিচার। সাধুসঙ্গে করিলাম পদ্মসরোবর॥ অতি সাধ্বী বৃন্দা দেবী কৃষ্ণেতে তুলন। বৃন্দা সহ হৈল আজি আমার ওজন॥ যেই বৃন্দা সেই গোবিন্দ ভিন্ন কভু নয়। যার আজ্ঞাকারী হন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ সখীভাবে সেবা করি গোবিন্দের পায়। গোবিন্দ হৈতে উচ্চপদ বৃন্দাদূতী পায়॥ গোবিন্দ থাকিতে হৈল বৃন্দার পূজন। পদ্ম ল'য়ে পদ্মযোনি করিল ওজন॥ নিজে ক্ষুদ্র হ'য়ে হরি ভক্তকে বাড়ায়। ব্রজেতে নন্দের বাধা করিল মাথায়॥ মনে মনে পদ্ম-স্তব করিয়া তখন। বৃন্দাদূতী পদ্মসহ হইল ওজন॥ প্রথম পদ্ম-পরীক্ষায় বৃন্দা জিনিল। তাহা হেরি পদ্মযোনি বিস্মিত

হইল ॥ চন্দ্রাবলী প্রতি ব্রহ্মা কহিলেন বাণী। তব হেতু অভাগিনী হৈল কমলিনী ॥ তোমার কারণে কৃষ্ণ পড়ে ঘোর দায়। বৃন্দাবনে ধরে কৃষ্ণ শ্রীরাধার পায় ॥ এক নিশি হৃষীকেশ হইয়া সদয়। সব দ্বারে যোগী সাজে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ তুমি ত সামান্য যোগী নও চন্দ্রাবলী। কৃষ্ণ-কাঁধে দিয়াছিলে ভিখারীর ঝুলি ॥ তুমি ত সামান্য নও মান্য গোপীগণ। এস এস পদ্মসহ হইতে ওজন ॥ ইহা শুনি চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ বলি ডাকে। দয়া করি দয়াময় রক্ষা কর মোকে ॥ বিপদে শ্রীপদে স্মরণ যেই নর লয়। তাকে রক্ষা করে থাক কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ আমি অতি অভাগিনী, ওহে দয়াময়। পদ্ম-পরীক্ষায় কৃষ্ণ হও হে সদয় ॥ কৃষ্ণ বলি চন্দ্রাবলী করেন রোদন। বিপদে শ্রীপদ দেহ শ্রীমধুসূদন ॥ এসেছি প্রভাস-যজ্ঞে ওহে নারায়ণ। দয়া করি কর হরি লজ্জা নিবারণ ॥ কৃষ্ণ বলি চন্দ্রাবলী পরীক্ষায় বসিল। পদ্মসহ ওজন হ'য়ে সমরে জিনিল ॥ ক্রমে ক্রমে ষোলশত যতেক গোপিনী। একে একে পদ্ম-পরীক্ষা নিল পদ্মযোনি ॥ সব গোপিনী পদ্ম-পরীক্ষায় জিনিল। পুনঃ বৃন্দাদূতী পদ্মযোনিরে কহিল ॥ বৃন্দা বলে, শুন ওহে বারিজ-নন্দন। পদ্ম-পরীক্ষা দাও যতেক দেবগণ ॥ দীনহীন কাঙ্গাল ঈশ্বরচন্দ্র কয়। কাঙ্গালকে দয়া কর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ আমি অতি বিদুরে জানানু বিদুর। তুমি কৃষ্ণ-দয়াময় কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ আমি অতি কাঙ্গাল দীনহীন নিষ্ঠুর। কাঙ্গালেরে কর দয়া কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ আমি অতি ভাগ্যহীন তোমারি তো দাস। কৃপা করি কাঙ্গালের পূরাও অভিলাষ ॥ বড় বড় কবিবরে ধরিয়ে চরণে। নিবেদন করি তৃণ ধরিয়া দশনে ॥ যদি কোন স্থানে কোন ভুল হ'য়ে থাকে। সংশোধন করি দয়া করিবে আমাকে ॥

বৃন্দা কর্ত্তৃক পদ্মসহ দেবগণের পরীক্ষা

পয়ার। বৃন্দা বলে, পদ্মযোনি এস পদ্ম'পরে। পদ্মসহ ওজন হও নিক্তির উপরে ॥ সৃষ্টি-রক্ষাকর্ত্তা তুমি দেব-পদ্মাসন। অগ্র-

ভাগে তোমার পরীক্ষা সুশোভন ॥ ইহা বলি বৃন্দাদূতী ব্রহ্মাকে ডাকিল। হাসিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা নিক্তিতে বসিল ॥ ওজন করিছে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী। পদ্ম হৈতে কিছু ভারী হৈল পদ্মযোনি ॥ হেসে-হেসে বৃন্দা শ্রীগোবিন্দ প্রতি কয়। দেখ দেখ সাক্ষী থাক কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ পদ্ম পরীক্ষাতে হারিলেন পদ্মযোনি। স্বচক্ষেতে চেয়ে দেখ ওহে চিন্তামণি ॥ গোবিন্দ কহিছে, বৃন্দে কহ দেখি শুনি। পদ্ম-পরীক্ষায় কেন হারে পদ্মযোনি ॥ কিবা অপরাধ আসি ব্রহ্মায় সঞ্চারিল। পদ্ম-পরীক্ষায় কেন সে ব্রহ্মা হারিল ॥ ব্রহ্মার কি অপরাধ কহ দেখি শুনি। পদ্ম-পরীক্ষায় হারিলেন পদ্মযোনি ॥ বৃন্দা বলে ব্রহ্মার আছয়ে অপরাধ। করেছিল সন্ধ্যা-সহ বাদ-বিসম্বাদ ॥ সেই অপরাধ আসি ব্রহ্মায় সঞ্চারিল। এই হেতু পদ্মযোনি পরীক্ষায় হারিল ॥ লজ্জিত হ'য়ে ব্রহ্মা বৃন্দার কথা শুনি। অধোমুখে সভাতে বসিল পদ্মযোনি ॥ বৃন্দা বলে, এস এস বিষ্ণু মহাশয়। পদ্মসহ পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ইহা শুনি বিষ্ণুদেব নিক্তিতে বসিল। পদ্মসহ বিষ্ণুদেব ওজন হইল ॥ পদ্ম হৈতে বিষ্ণু-অঙ্গ ভার পরিমাণ। ক্ষণমাত্র থাকি হৈল পদ্মের সমান ॥ গোবিন্দ কহেন, বৃন্দে, কহ ত প্রমাণ। ক্ষণে ভারী হ'য়ে বিষ্ণু হইল সমান ॥ বৃন্দা বলে, বিষ্ণু ভজে বৃন্দা বৃন্দাবনে। পরীক্ষায় পরাভব তাহার কারণে ॥ তদন্তরে বৃন্দাদূতী মহেশে ডাকিল। ত্রিলোচন মুদি ত্রিলোচন ধ্যান কৈল ॥ পদ্ম-পরীক্ষায় ভয় পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়। কহে রক্ষা কর হে শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময় ॥ শ্রীমধুসূদন নাম তব নারায়ণ। বিপদে যে ডাকে রক্ষা কর হে তখন ॥ বিপদে শ্রীপদ দিয়ে কর হে তারণ। একারণ নাম তোমার শ্রীমধুসূদন ॥ অতএব বিপদে প'ড়ে লইনু শরণ। বিপদেতে রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন ॥ পদ্ম-পরীক্ষায় রাখ দয়াময় হরি। পদ্ম-পরীক্ষায় বসিলেন ত্রিপুরারি ॥ প্রথমেতে ভারী হ'য়ে দেব-ত্রিনয়ন। পরে পরীক্ষায় হৈল পদ্মের সমান ॥ গোবিন্দ বলেন, বৃন্দে কহ ত প্রমাণ। ক্ষণে থাকি শিব হৈল পদ্মের সমান ॥ কিবা শিব-অপরাধ

কহ দেখি শুনি। পদ্ম-পরীক্ষায় পরাভব শূলপাণি॥ বৃন্দা-দূতী বলে, শুন কৃষ্ণ-দয়াময়। কুচনী-পাড়ায় যায় দেব মৃত্যুঞ্জয়॥ গোবিন্দ বৃন্দার বাক্যে হাসিতে লাগিল। তদন্তরে বৃন্দা-দূতী ইন্দ্রকে ডাকিল॥ সহজেই দেবরাজ স্বর্গ-অধিকারী। বসিলেন পদ্ম পরীক্ষায় দর্প করি॥ দর্পহারী মধুসূদন দর্প নাশিল। পদ্মসহ দেবরাজ উঠিতে নারিল॥ ধরায় রহিল ইন্দ্র সহস্রলোচন। ঊর্দ্ধেতে উঠিল পদ্ম হাসে দেবগণ॥ লজ্জার সাগরে পড়ি ইন্দ্র দেবরাজ। সভাতে বসিল গিয়ে পেয়ে বড় লাজ॥ গোবিন্দ বলেন, বৃন্দে, কহ ত কারণ। পরীক্ষায় পরাভব সহস্রলোচন॥ কিবা দোষে দোষী হন ইন্দ্র দেবরাজ। পদ্ম-পরীক্ষায় পাইলেন এত লাজ॥ কি করিল অপরাধ দেবরাজ কহ। ক্ষণমাত্র উঠিতে নারিল পদ্মসহ॥ এত অপরাধী ইন্দ্র হৈল কি কারণ। তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ॥ বৃন্দা কহে, গোবিন্দ হে করহ শ্রবণ। বহু অপরাধী ইন্দ্র হৈল একারণ॥ গুরু-বেশ ধরি সেই সহস্র-লোচন। গুরুপত্নী অহল্যাকে করিল হরণ॥ তার সমুচিত দণ্ড গৌতম-শাপেতে। তথাপি না হয় দণ্ড এ-দেহ থাকিতে॥ চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন থাকিবে গগনে। ততদিন কলঙ্ক ঘুষিবে দেবগণে॥ ইহা বলি বৃন্দাদূতী চন্দ্রকে ডাকিল। বৃন্দার বাক্যে চন্দ্র পরীক্ষায় উঠিল॥ নিক্তি'পরে বসিলেন দেব-সুধাকর। পদ্ম-সহ উঠিতে যে নারিল তৎপর॥ পদ্ম হৈতে ভারী হৈল চন্দ্র-কলেবর। হাসিতে লাগিল বসি যতেক অমর॥ ইন্দ্র-চন্দ্র দুইজন সমান হইল। পদ্মসহ দুইজনে উঠিতে নারিল॥ বৃন্দা প্রতি হাস্য করি কহিছে গোবিন্দ। কি দোষে এত দোষী হইল গগনচন্দ্র॥ বৃন্দা বলে, প্রাণগোবিন্দ শুনহ কারণ। ইন্দ্র-চন্দ্র এক রোগে রোগী দুইজন॥ ইন্দ্র হরে অহল্যাকে চন্দ্র তারা হরে। দু'জনে সমান পাপী শাস্ত্রের বিচারে। শরীরে যাহার পাপ থাকে বর্ত্তমান। সে কি হ'তে পারে কভু পদ্মের সমান॥ নির্ম্মল কমল তাহে লেখা কৃষ্ণ-নাম। পাপীতে কি হ'তে পারে পদ্মের সমান॥ নির্ম্মল শরীর

ধরি কৃষ্ণপদে মন। পদ্ম-পরীক্ষায় জয় হয় সেইজন॥ ইহা বলি দূতী তবে পবনে ডাকিল। হাসিয়া পবন আসি নিক্তিতে বসিল॥ পরীক্ষায় বসিল পবন-মতিমান। ক্ষণেক বিলম্বে হৈল পদ্মের সমান॥ বৃন্দা প্রতি কহিতেছে দেব চিন্তা-মণি। কি দোষে দোষী পবন কহ দেখি শুনি॥ বৃন্দা কহে, প্রাণগোবিন্দ করহ শ্রবণ। যে হেতুতে পরাভব হৈলেন পবন॥ তাহার তদন্ত শুন কৃষ্ণ-দয়াময়। ইচ্ছা করি কহিতে, শুনিতে আজ্ঞা হয়॥ দেবতা হইয়া কৈল বানরী হরণ। সেই দোষে পরাভব হইল পবন॥ পরীক্ষায় পবনের হৈল পরাজয়। পবনের দোষ এই শুন দয়াময়॥ এতেক দোষের কার্য্য করিল পবন। দেবতা হইয়া কৈল বানরী হরণ॥ এখানেতে পদ্ম-পরীক্ষায় পরাভব। তাহার তদন্ত এই শুন হে মাধব॥ ইহা শুনি শ্রীকৃষ্ণ যে হাসিতে লাগিল। তদন্তরে বৃন্দা হুতাশনেরে ডাকিল॥ পদ্ম-পরীক্ষায় হুতাশনের গমন। নিক্তির উপরে বসে দেব হুতাশন॥ হইতে নারিল দেব পদ্মের সমান। ঈষৎ হাসিয়া কহে দেব ভগবান॥ কহ কহ বৃন্দে-দূতী করিব শ্রবণ। পদ্মসহ পরাভব কেন হুতাশন॥ কিবা দোষে দোষী সেই হুতাশন হৈল। তাহার তদন্ত বৃন্দে শুনি বল বল॥ বৃন্দা বলে, প্রাণকৃষ্ণ করহ শ্রবণ। পদ্মসহ পরাভব হৈল যে কারণ॥ সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন আর পাপী হয়। তাহার তদন্ত শুন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পদ্মসহ পরাভব হৈল এ কারণ। সর্ব্বভক্ষ্য হ'য়ে দোষী হৈল হুতাশন॥ সেই দোষে পদ্মসহ পরাভব হৈল। পদ্ম-পরীক্ষা কাঙ্গাল ঈশ্বর রচিল॥ আমি অতি কাঙ্গাল যে দাসানু বিদুর। শুনেছি যে হরি তুমি কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ আমি কাঙ্গাল চিরদিন করিনু স্মরণ। আমায় করিলে সার বাঁকুড়ার বন॥ যদি হে করিতে পার মম কষ্ট দূর। তবে ত জানিব হরি কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ অধিক মনের কথা প্রকাশ করা নয়। সমস্ত জানহ তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যে দুঃখে পাহাড়পুর পরিত্যাগ করি। অন্তর্য্যামী তুমি সব জান ওহে হরি॥ এক্ষণে তোমায় ওহে দীনবন্ধু হরি। দশনে

ধরিয়া তৃণ নিবেদন করি ॥ অতি দুঃখে দীনবন্ধু হ'য়ে জ্বালাতন। যদি মন ভুলে করে কুপথে গমন ॥ সুপথে আনিবে মন দিয়া জ্ঞানাঙ্কুর। কাঙ্গালে ক'রো না ঘৃণা কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ এ পাপীরে কর দয়া কৃষ্ণ-দয়াময়। যে বাঞ্ছা করেছি তাহা পূর্ণ যেন হয় ॥

যদুবংশীয় রাণীগণের পদ্ম-পরীক্ষা

পয়ার। প্রথমে ডাকিছে বৃন্দা অতি হাস্য করি। পদ্ম-পরীক্ষায় এস কুবুজা-সুন্দরী ॥ তুমি ত প্রধান রাণী এ-মথুরাধামে। আনন্দে বিরাজ কর বসি কৃষ্ণ-বামে ॥ ছিলে কুব্জা হ'লে সোজা কুব্জ পরিহরি। তব নাম রেখেছে হরি কুব্জা-সুন্দরী ॥ অতি আদরের রাণী তুমি যে প্রধান। কুব্জা-সুন্দরী বলে ডাকে ভগবান্ ॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী তুমি কৃষ্ণগত প্রাণ। রাধার অপেক্ষা তব অনেক সম্মান ॥ পদ্ম-পরীক্ষা যদি রক্ষা করে হরি। তবে জানি ধন্য তুমি কুব্জা সুন্দরী ॥ আজি রক্ষা পাও যদি পদ্মসহ রণে। তবে জানি ধন্য তুমি গণ্য ত্রিভুবনে ॥ ছিলে যে কংসের দাসী হইলে মহিষী। সদাই বিরাজ কর কৃষ্ণ-পাশে বসি ॥ রাধা-নাম ভুলে কৃষ্ণ মথুরায় আসি। কুব্জা বলি শ্রীকৃষ্ণ যে বাজাবেন বাঁশী ॥ রাধা-নাম ত্যজি এবে দেব-বংশীধারী। কুব্জা নাম লিখিবেন চূড়ার উপরি ॥ রাধা-নাম বিসর্জ্জন দিয়া বংশীধারী। বংশীস্বরে ডাকিবেন কুবুজা সুন্দরী ॥ শ্রীরাধার নাম গেল এতদিন পরে। কুব্জা নাম লিখিবে কৃষ্ণ চূড়ার উপরে ॥ রাধার প্রেমের ঋণ পরিশোধ করি। প্রেমের খাতক তব হৈল বংশীধারী ॥ রাধানাথ ছিল কৃষ্ণ মধু-বৃন্দাবনে। কুব্জানাথ হন কৃষ্ণ মথুরা-ভুবনে ॥ ব্রজ-লীলা ভুলিবেন মথুরায় আসি। যদুবংশে প্রধান রাণী কুব্জা মহিষী ॥ রাধা নামে বাধা দিলে কুব্জা সুন্দরী। মথুরায় কুব্জা ব'লে বাজায় বাঁশরী ॥ শ্রীরাধায় কুব্জা পদ্ম-পরীক্ষা যে করি। রাধা বড় হয় কিবা কুবুজা সুন্দরী ॥ রাধা-নামে কত

গুণ পদ্মসহ গণে। কুব্জা নামে কত গুণ দেখিব নয়নে॥ রূপ গুণ নামের গুণ একত্র হে করি। পরীক্ষা লইব আজি কুবুজা সুন্দরী॥ কুবুজা নামেতে যদি বাজিত বাঁশরী। তবে জানি ধন্য তুমি কুবুজা সুন্দরী॥ প্রভাসের তীর্থ এই কর গো পবিত্র। শ্রীরাধার অগ্রে আজি তোমার পূজা অত্র॥ এতেক বলিযা বৃন্দে কুব্জারে ডাকিল। গলে বাস দিয়ে এসে কুব্জা দণ্ডাইল॥ চক্ষে বহে প্রেমধারা কুব্জা সে সুন্দরী। বলে শুন দূতী, তোমা নিবেদন করি॥ অধীনি দুঃখিনী আমি শুন বৃন্দে-দূতী। পরীক্ষার যোগ্য নহি জানেন শ্রীমতী॥ সুন্দরীও আমি নই শুন সমুদয়। দয়া করি ডাকে মোরে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণের চরণে চন্দন-সেবা করি। দয়া ক'রে বলে কৃষ্ণ পরমা সুন্দরী॥ রাধাকৃষ্ণের দাসী আমি রাণী কভু নই। দাসী ব'লে ডাক মোরে কৃতার্থ যে হই॥ যখন শ্রীকৃষ্ণ বসে রাজ-সিংহাসনে। দাসী হ'য়ে চন্দন-সেবা করি শ্রীচরণে॥ শ্রীকৃষ্ণের চরণে চন্দন দান করি। এইজন্য দয়া করে বলে, সুন্দরী॥ আমি রাণী নই, দাসী, শুন বৃন্দে সই। পদ্মসহ পরীক্ষায় যোগ্য আমি নই॥ সকলেই জানে আমি কংস-রাজার দাসী। আমি কি হইতে পারি পরীক্ষা অভিলাষী॥ কুব্জায় কাতর দেখি কহিছেন হরি। পদ্ম-পরীক্ষায় যাও কুবুজা-সুন্দরী॥ তব মান রক্ষা করিবেন ভগবান্। অবশ্য হইবে তুমি পদ্মের সমান॥ পদ্মসহ রণে তুমি জিনিবে সুন্দরী। দয়া প্রকাশিবে তোমায় দয়াময় হরি॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা কুবুজা-সুন্দরী। পরীক্ষায় যাত্রা করে বলিয়া শ্রীহরি॥ মনে মনে স্তব করে কাতর হৃদয়। কুব্জা বলে, যা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দাসীরে রাণীত্ব পদ যদি দাও হরি। পদ্মসহ রণে রক্ষা কর দয়া করি॥ যা কর করুণাময় ভরসা তোমার। তোমা বিনে কুব্জার গতি নাই আর॥ অগতির গতি তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়। গতিহীনে দয়া কর দিয়া পদাশ্রয়॥ ওহে দয়াময় হরি শুনেছি শ্রবণে। রাধার কলঙ্ক নাশ করিলে বৃন্দাবনে॥ গোপীগণে করিলে দয়া দয়াময় কৃষ্ণ। ভক্তিরসে খেয়েছিলে রাখালের উচ্ছিষ্ট॥

শ্রীরাধার কুলমান ঢাকিলে চরণে। শ্যামা হ'য়ে আয়ানে ভুলালে কুঞ্জবনে॥ নিকুঞ্জবিহারী হরি কৃষ্ণ-দয়াময়। তব দাস-দাসীকে শমনে করে ভয়॥ তোমার হে কৃষ্ণচন্দ্র অপার মহিমা। আমি হে কুব্জ অকুব্জা কি দিব মহিমা॥ তব আজ্ঞায় যাই প্রভু পদ্মসহ রণে। এ দাসীরে দেব-কৃষ্ণ রাখ শ্রীচরণে॥ লজ্জা যদি পাই কৃষ্ণ পদ্মসহ দলে। কৃষ্ণ বলি ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥ আর না রাখিব প্রাণ ওহে প্রাণকৃষ্ণ। এ অধীনি পানে যদি নাহি কর দৃষ্ট॥ আমি হে কংসের দাসী জান নাহি মনে। এ দাসীকে মহিষী করেছ নিজগুণে॥ নিজ-গুণে রাখ হরি পদ্মসহ রণে। আমি যে অবলা দাসী তুমি জান মনে॥ না জানি হে ভক্তি-স্তুতি ওহে দয়াময়। নিজগুণে কর দয়া কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণকে করিয়া স্তব কুব্জা সে চলিল। পদ্মসহ রণে নিক্তি-উপরে বসিল॥ এমনি কৃপা কুব্জায় করিল শ্রীহরি। পদ্মের সমান হৈল কুব্জা সুন্দরী॥ তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ কদাচ না হয়। কুব্জারে করিল দয়া কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বৃন্দা প্রতি হাস্য করি কহিছেন হরি। পদ্মের সমান হৈল কুব্জা-সুন্দরী। দেখ বৃন্দাদূতী তবে করিয়া বিচার। কুব্জারে উচিত দিতে তব পুরস্কার॥ দেবগণ আদি তোমা পরীক্ষা যে দিল। পদ্মসহ সমান কেহ হইতে নারিল॥ অতএব বৃন্দেদূতী কর অবধান। দেবগণ হৈতে হৈল কুব্জার যে মান॥ তুমি তার ইঙ্গিতে কর বৃন্দে-সহচরী। বিনা গুণে দিতে পারে কুব্জা-সুন্দরী॥ গুণ যদি না থাকিবে কুব্জার প্রাণে। কুব্জা বাঁকা [illegible] হৈল বল কোন্ গুণে॥ গুণ না থাকিলে কি গো কুব্জা সোজা হয়। গুণ না থাকিলে পদ্ম হয় পরাজয়॥ হেসে হেসে বৃন্দাদূতী গোবিন্দেরে কয়। সকলের মূল তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তুমি যারে দয়া কর, ওহে শ্রীমাধব। কে পারে করিতে তারে ভবে পরাভব॥ তাহার প্রমাণ হরি করহ শ্রবণ। নৃসিংহের অবতার হইলে যখন॥ ভাবিয়া পুত্রকে শত্রু হিরণ্য ভূপতি। পিতা হ'য়ে শত্রু হৈল প্রহ্লাদের প্রতি॥ প্রহ্লাদের সহায় হ'য়ে ওহে শ্রীমাধব। হিরণ্যকশিপুকে তুমি কৈলে পরাভব॥

অগ্নিমধ্যে ওহে হরি করিয়া প্রবেশ। প্রহ্লাদে রক্ষিলে তুমি ওহে হৃষীকেশ॥ কুঞ্জরে সুমতি দিলা ওহে নারায়ণ। প্রহ্লাদে করিল করী মস্তকে ধারণ॥ বিবিধ সঙ্কটে রাখিলেন হে শ্রীমাধব। কোনমতে প্রহ্লাদ না হৈল পরাভব॥ বিষপানে প্রহ্লাদে রাখিলে নারায়ণ। প্রহ্লাদ হ'য়ে কৈলে তুমি গরল ভক্ষণ॥ অতএব নিবেদন করি ভগবান। তুমি যারে রাখ, তার কোথা অপমান॥ তুমি সর্ব্বজীবকে দিবে ভুজাশ্রয়। সংসারের সার তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ ইহা বলি গোবিন্দের কাছে দণ্ডাইল। তদন্তরে বৃন্দাদূতী রুক্মিণীরে ডাকিল॥ এস এস রুক্মিণী গো পদ্মসহ রণে। কৃষ্ণের প্রেয়সী তুমি দ্বারকা-ভুবনে॥ ইহা শুনি রুক্মিণীদেবী নিক্তিতে বসিল। ক্ষণমাত্র থাকি পদ্ম সমান হইল॥ হাসি হাসি হৃষীকেশ কহিছে তখন। রুক্মিণীর পরাভব হৈল কি কারণ॥ বৃন্দেদূতী বলে, শুন, ওহে চিন্তামণি। শিশুকালে মনোদুঃখ দিয়াছে রুক্মিণী॥ এই দোষে দোষী শুন, ওহে শ্রীমাধব। হইলেন রুক্মিণী এজন্য পরাভব॥ একে একে পরীক্ষা দিল যদুবংশ-নারী। অবশেষে মুনিগণে ডাকে সহচরী॥ কহে দীন সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে শ্রীপদ দিয়া রাখহ শ্রীপদে॥

গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক

কৃষ্ণ, কে জানে তোমার মায়া।
তুমি হে মায়ার মায়া॥
মায়া ক'রে ভগবান, বাড়ালে ভক্তের মান,
করিতে সকলে ত্রাণ ভক্তগণে দিলে পদছায়া॥

মুনিগণের পদ্ম-পরীক্ষা

পয়ার। বৃন্দে বলে, এস দেব মুনি পরাশর। পদ্মসম হও, বৈস নিক্তির উপর॥ ইহা শুনি মহামুনি নিক্তিতে বসিল। ক্ষণমাত্র থাকি পদ্ম-সমান হইল॥ বৃন্দারে গোবিন্দ তবে কহিল

তখন। পদ্মসহ পরাভব হৈল তপোধন॥ কি দোষের দোষী মুনি হয় পরাশর। পদ্ম হৈতে ভারী হয় মুনি-কলেবর॥ ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনিব শ্রবণে। পরাশর পরাভব পদ্মসহ রণে॥ বৃন্দা কহে, শ্রীগোবিন্দ করহ শ্রবণ। পরাশর কৈল মৎস্য-গন্ধারে হরণ॥ সেই দোষে মুনির হইল অপমান। হইতে নারিল মুনি পদ্মের সমান॥ তদন্তরে তাঁর পুত্র ব্যাসকে ডাকিল। আসিয়া সে ব্যাসদেব নিক্তিতে বসিল॥ ক্ষণমাত্র থাকি হৈল পদ্মের সমান। পদ্মসহ হারিলেন মুনি মতিমান্॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন, বৃন্দে, কহ দেখি শুনি। কি দোষেতে পরাভব হৈল ব্যাসমুনি॥ বৃন্দা কহে, শ্রীগোবিন্দ করহ শ্রবণ। ব্যাস-দেব কৈল ভ্রাতৃবধূকে হরণ॥ সেই দোষে দোষী হয় এই তপোধন। হইতে নারিল মুনি পদ্মের তুলন॥ ইহার তদন্ত এই শুন শ্রীমাধব। সেই দোষে মুনি আজ হৈল পরাভব॥ একে একে মুনিগণে সকলে ডাকিল। পদ্মের সমান কেহ হইতে নারিল॥ মুনি-অপমান দেখি যত মুণিগণ। মন্ত্রণা করিল সব যজ্ঞের কারণ॥ জহ্নু অগস্ত্য আদি যত মুনিগণে। অপমান হৈনু আজি পদ্মসহ রণে॥ মুনি-অপমান হেতু কৃষ্ণের প্রভাস। অগস্ত্য বলেন, যজ্ঞ করিব যে গ্রাস॥ সপ্ত-সমুদ্র গ্রাস করেছি এক গ্রাসে। গ্রাসিব কৃষ্ণের আমি যা আছে প্রভাসে॥ এ-যজ্ঞের খাদ্য আমি করিব যে গ্রাস। দেখি কৃষ্ণ কিসে রক্ষা করেন প্রভাস॥ লক্ষ-লক্ষ মুনি সব বসিল ভোজনে। নাশিব কৃষ্ণের যজ্ঞ কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥ কেমনেতে যজ্ঞরক্ষা করে ভগবান্। গোপীহস্তে করেন মুনির অপমান॥ অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে জানিল। যজ্ঞ গ্রাস হেতু মুনি-মন্ত্রণা করিল॥ গ্রাসিবে আমার যজ্ঞ মুনি দর্প করি। তবে কেন আমি দর্পহারী নাম ধরি॥ মায়াতে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। অন্নমধ্যে প্রবেশিল দেব-নারায়ণ॥

যজ্ঞ উৎসর্গ, ভগবান-জ্ঞানে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-পূজা

ত্রিপদী। আনি বিচিত্র বসন, তদুপরি নেতাসন, যজ্ঞস্থলে রাখে সারি সারি। সুবর্ণ-ভৃঙ্গার কত, রাখিলেন শত শত, সুশীতল সরসীর বারি॥ সচন্দন তুলসীতে, ভক্তি মিশাইল তাতে, নানাজাতি কুসুমের মালা। ফুলের চামর করি, রাখিয়াছে সারি সারি, চামরাদি করিয়া শৃঙ্খলা। দেবের ব্যজন হেতু, আইলেন শতক্রতু, দেব-অঙ্গে করিতে ব্যজন। আসিয়া সব নর্ত্তক, নৃত্য করেন নর্ত্তক, নানা জাতি সুবাদ্য বাজন॥ বিদ্যাধরী স্থানে স্থানে, নর্ত্তক বাদকগণে, গান কত সুরস যতন। কৃষ্ণ-ভগবান্ জ্ঞানে, পূজিলেন গোপীগণে, দিয়া কত তুলসী-চন্দন॥ ধূপ দীপ জ্বলে কত, পঞ্চদীপ শত শত, রাশিকৃত আতপ তণ্ডুল। নানাজাতি উপকর্ণ, ফুলাদি বিবিধ বর্ণ, তুলসী-চন্দন গঙ্গাজল॥ যজ্ঞস্থলে ঋষি মুনি, দিতেছেন জয়ধ্বনি, বেদপাঠ করে পদ্মযোনি। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলি, দিতেছেন পুষ্পাঞ্জলি, যত গোপ ব্রজের গোপিনী॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি, পূজিছেন যথাবিধি, ভগবান্-জ্ঞানে নিজ পুত্রে। বসি সবে নিরাপদে, দিতেছেন কৃষ্ণপদে, চন্দনাদি তুলসীর পত্রে॥ যতেক-দেবতাগণ, ল'য়ে তুলসী-চন্দন, দিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। যজ্ঞকুণ্ডে হুতাশন, জ্বালিছেন মুনিগণ, করিছে আহুতি প্রকরণে॥ যত রাজা প্রজাগণ, ল'য়ে তুলসী চন্দন, দিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। শুক্লবস্ত্র পট্টবস্ত্র, যত আনি রাশিকৃত, দিতেছেন আহুতি প্রদানে॥ ননী চিনি ঘৃত আদি, দিতেছেন যথা-বিধি, যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আহুতি। আহুতি দেন মুনিগণে, ধূম্র উঠিল গগনে, তন্ত্রমন্ত্র বলে প্রজাপতি॥ এইরূপে শ্রীত্রিভঙ্গ, করিলেন যজ্ঞ সাঙ্গ, যথাবিধি রীতি নিরূপণ। কহে কবি সরকার, কৃষ্ণপদ সারাৎসার, পরে শুন মুনিগণের ভোজন॥

———

যজ্ঞ-অন্তে মুনিগণের সেবার উদ্যোগ

পয়ার। পদ্ম-পরীক্ষায় অভিমান করি মনে। বসিল ভোজনে ছলে যত মুনিগণে॥ মুনি-মধ্যে অগস্ত্য ও জহ্নু মুনিবর। বসিলেন ভোজনে যে ক্রোধিত অন্তর॥ সুবর্ণের থালে অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন। স্বর্ণ-ভৃঙ্গারেতে জল দেন নারায়ণ॥ গলে বাস দিয়া বলে কৃষ্ণ-দয়াময়। ভোজন করিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া অন্ন করে নিবেদন। অগস্ত্য ও জহ্নু ছল প্রকাশে তখন॥ অগস্ত্য বলেন, শুন, কৃষ্ণ-দয়াময়। সমস্ত যজ্ঞের অন্ন আন মহাশয়॥ একেবারে সব অন্ন নিবেদন করি। বারে বারে না চাহিব, শুন, হে শ্রীহরি॥ কত অন্ন তুমি ওহে করেছ রন্ধন। একেবারে আনি দেহ করিব ভোজন॥ গোপহস্তে অপমান যেমন করিলে। শোধ তার লব আজি ভোজনের কালে॥ আমি ত অগস্ত্য মুনি জান ত হে হরি। এক গ্রাসে গ্রাস করি সমুদ্রের বারি॥ জান হে শ্রীকৃষ্ণ আমি কেমন মুনি-বর। এক গ্রাসে খেয়েছিনু সপ্তক-সাগর॥ আমার সমান এ জহ্নু মহামুনি। এক গ্রাসে খেয়েছিল গঙ্গা-তরঙ্গিণী॥ ভগীরথে কাতর দেখে মুনি-গুণধাম। জানু চিরি গঙ্গা দিল হৈল জহ্নু নাম॥ হেন মুনি অপমান গোপীহস্তে কৈলে। তার ফল দিব আজি ভোজনের কালে॥ ঘুচাব হে পদ্ম-পরীক্ষার অপমান। গোপী বড় কি মুনি বড় দেখ ভগবান্॥ সহজেতে গোপজাতি নীচমধ্যে গণি। তার হস্তে অপমান কৈলে যত মুনি॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদি হুতাশন। সকলের অপমান কৈল গোপীগণ॥ তুমি হে শ্রীকৃষ্ণ হৈয়া গোপীদের পক্ষে। দেব-ঋষি অপমান দেখিলে স্বচক্ষে॥ সেই অভিমানে যত করিব ভোজন। দেখিব কেমন রক্ষা করে গোপীগণ॥ মনে মনে বলে কৃষ্ণ জগৎ-গোঁসাই। দর্পহারীর যজ্ঞেতে দর্প ক'রো নাই॥ দর্পহারী নাম মোর জান ওহে তুমি। দর্প করিলে চূর্ণ ক'রে থাকি আমি॥ জানা যাবে কেমন তুমি হে অগস্ত্য মুনি। অন্নে প্রবেশিয়া দর্প নাশিব যে আমি॥ এক অন্ন তুলিতে যদি পার হে বদনে। তবে আমি ধন্য মানি তোমা

ত্রিভুবনে॥ প্রকাশ করিযা কহে কৃষ্ণ-দয়াময়। ভোজনে বিলম্ব কেন কর মহাশয়॥ পাত্রেতে যা আছে অন্ন করহ ভোজন। ফুরাইলে পুনঃ অন্ন দিব তপোধন॥ দীন হীন কৃষ্ণ আমি গোপের কুমার। মুনি-সেবা করি প্রভু কি সাধ্য আমার॥ অগস্ত্য মুনি যে তুমি মহা-মান্যমান। এক গ্রাসে করেছ সমুদ্র-জলপান॥ মুষ্টিভিক্ষা যজ্ঞ মম তব যোগ্য নয়। কৃপা করি সেবা কর মুনি মহাশয়॥ কোথা পাব ধন অর্থ গোপের নন্দন। কৃপা করি কর মম লজ্জা নিবারণ॥ সর্ব্ব দোষ ক্ষম প্রভু মোরে কৃপা করি। সেবা কর সুখে মুনি দু'টি পায়ে ধরি॥ বারম্বার কৃষ্ণ যখন বলিতে লাগিল। ক্রোধ করি অগস্ত্য মুনি ভোজনে বসিল॥ দক্ষ-হস্তে অন্ন লয় মুনি গ্রাসিবারে। গ্রাস ত দূরের কথা তুলিতে না পারে॥ নাড়িতে নারিল অন্ন তুলিবে কেমনে। বিশ্বম্ভর বেশে অন্ন আছে পাত্রাসনে॥ মুনি পাত্রাসনে অন্ন হইয়াছে ভারী। বিশ্বম্ভর বেশে অন্নে আছেন শ্রীহরি॥ মুনি-দর্প চূর্ণ হেতু দর্পহারী হরি। অন্নেতে আছেন কৃষ্ণ মহামায়া করি॥ তুলিতে না পারে অন্ন অধোমুখে রয়। হেসে হেসে বলেন শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ কেন হে অগস্ত্য মুনি বসি ম্রিয়মাণে। অন্নকে তুলিতে নার কিসের কারণে॥ সমুদ্র করেছ গ্রাস অগস্ত্য মহামুনি। গ্রাসিবে আমার যজ্ঞ বলেছ আপনি॥ দর্প করি বসিয়াছ যজ্ঞ গ্রাসিবারে। নিন্দিলে ব্রজের গোপী অতি অহঙ্কারে॥ অতি দর্পে হত লঙ্কা জান তপোধন। দর্প করি সবংশেতে মরিল রাবণ॥ দর্প করি হিরণ্যকশিপু নরপতি। সিংহ হস্তে গেলেন সে কৃতান্ত-বসতি॥ দর্প করি দান কৈল কিশক-রাজন্। গন্ধমাদনে পাইল শূকর বদন॥ দর্প করি দক্ষ কৈল শিবের নিন্দন। রাজা হ'য়ে পাইল সে ছাগের বদন॥ দর্প করি কুলে মানে বাণ সে নৃপতি। তার কন্যা ঊষা অবিবাহিতা গর্ভবতী॥ দর্প করি রাজ্যদানে হরিশ্চন্দ্র রায়। স্ত্রী-পুত্র বন্ধক দিয়ে শূকর চরায়॥ তাদৃশ দর্প করি তুমি মতিমান্। গ্রাসিতে নারিলে অন্ন হ'লে অপমান॥ দর্পহারী নাম মম জান তপোধন। দর্পহারী-যজ্ঞে দর্প হইল হরণ॥

অপমান হ'য়ে মুনি কৃষ্ণ প্রতি কয়। সেবা করি আজ্ঞা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তব আজ্ঞা বিনে মোরা না করি ভোজন। দর্পহারী নাম তব শ্রীমধুসূদন॥ তুমি হে জগৎ-কর্ত্তা সংসারের সার। তব যজ্ঞ গ্রাসিব হে কি সাধ্য আমার॥ তব দরশনে হয় যোগের আশ্রয়। আজ্ঞা কর সেবা করি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তুমি যজ্ঞের যোগ্য দেব-নারায়ণ। আজ্ঞা কর, অন্ন-ব্যঞ্জন করি নিবেদন॥ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কৃষ্ণ হইল সদয়। ভোজনে আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে যত মুনিগণ। ভোজনে বসেন ষাটি-হাজার ব্রাহ্মণ॥ একেবারে বৈসে ষাটি হাজার তপোধন। শ্রীকৃষ্ণ আপনি দেন অন্ন ও ব্যঞ্জন॥ ক্ষীর-সর-ননী আদি নানা উপহার। ভোজন করিছে সবে ইচ্ছা যে যাহার॥ লক্ষ্মীহস্তে ব্যঞ্জন যে হয় সুধা-পাক। প্রভাসে হতেছে দ্বিজ-ভোজনের জাঁক॥ যজ্ঞস্থলে হইতেছে মহা উতরোল। আন আন ধর ধর এইমাত্র বোল॥ কেহ বলে, অন্ন আন, কেহ বা ব্যঞ্জন। কেহ বলে, জল আন কেহ বা লবণ॥ কেহ বলে, দধি আন কেহ বলে মোণ্ডা। কেহ বলে, পাইলে কড়ি ওরে বেটা সোণ্ডা॥ দেব-দ্বিজ গোপ-গোপী মিলিয়া একত্রে। খাদ্যদ্রব্য দেয় সব ব্রাহ্মণের পাত্রে॥ কে কারে খাওয়ান কত হাজার হাজার। প্রভাস-যজ্ঞেতে বৈসে ব্রাহ্মণ বাজার॥ দ্বাদশ-যোজন যুড়ে যজ্ঞ পরিসর। তাহে বসি সেবা করে যত মুনিবর॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি কৃষ্ণ-দয়াময়। সকল মুনির প্রতি যোড়হাতে কয়॥ সেবা কর, সেবা কর বলে বনমালী। গলে বাস দিয়া সবে করে কৃতাঞ্জলি॥ পারিজাত পুষ্পমালা আনি কুতূহলে। আপনি দিতেছে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের গলে॥ শত শত দেবকন্যা চামর ধরি করে। বায়ু বরিষণ করে মুনি-কলেবরে॥ তুলসী ও চন্দন মিশ্রিত গঙ্গাজলে। বরিষণ করিতেছে সব মুনিদলে॥ এইরূপে হইতেছে ব্রাহ্মণ-ভোজন। হেনকালে এলেন নারদ তপোধন॥ বীণায় তুলিয়া তান গান আরম্ভিল। বাহু তুলি কৃষ্ণ বলি নাচিতে লাগিল॥ নারদের নৃত্য দেখে দেব-ত্রিনয়ন। পঞ্চমুখে আরম্ভিল হরিগুণ গান॥

নারদ সহ নাচে শিব করি রঙ্গভঙ্গ। কুলকুল শব্দে বহে গঙ্গার তরঙ্গ ॥ জটাতে বিরাজে গঙ্গা নাচে শূলপাণি। আনন্দে বহিছে শিরে গঙ্গা-তরঙ্গিণী ॥ ভূতনাথের নৃত্য দেখি যত ভূত-গণ। আনন্দেতে নৃত্য করে হইয়া মগন ॥ ভূত সঙ্গে নৃত্য করে দেব-মৃত্যুঞ্জয়। তাহা দেখি হাসেন শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময় ॥ ভোজনান্তে দ্বিজগণ আচমন করি। দেখে সব ভূত-সঙ্গে নাচে ত্রিপুরারি ॥ পঞ্চ মুখে করে হর হরি-গুণগান। ডম্বুর বাজায় শিব ভূতে ধরে তান ॥ একে ভূত তাহে করে অদ্ভুত নাচনি। ভূত-নৃত্য দেখে মত্ত হয় শূলপাণি ॥ কোথা ছিল হনুমান্ আসিয়া মিলিল। ভূতের সঙ্গেতে আসি নাচিতে লাগিল ॥ ভূতগণ বলে, শুন, কৃষ্ণ-দয়াময়। ক্ষুধায় কাতর খাওয়াতে আজ্ঞা হয়। নৃত্য করি ক্ষুধা বড় পেয়েছে শ্রীহরি। তব যজ্ঞে খাইব উদর পূর্ণ করি ॥ যোড়করে হনু বলে, শুন কালাচাঁদ। প্রভাসে এসেছি কৃষ্ণ পাইতে প্রসাদ ॥ হনুমানের ভোজন জানেন মাধব। খাওয়াইতে হৈলে হইবে পরাভব ॥ মনে মনে বলেন শ্রীদেব ভগবান্। হনুর ভোজনে আজ কিসে থাকে মান ॥ একদিকে বসিল যতেক ভূতগণ। তদন্তরে বসিলেন পবন-নন্দন ॥ মনে মনে ভাবিছেন দেব-ভগবান্। ভূতের ভোজনে আজি কিসে থাকে মান ॥ বিশেষ হনুমান্ হয় রুদ্র-অবতার। হনুর ভোজন হেরিয়াছি কতবার ॥ এবার পরাভব হৈলে হনুর ভোজনে। লজ্জা পাব হাসিবেক যত মুনিগণে ॥ ইহা ভাবি শ্রীকৃষ্ণ অশেষ বিশেষ। মায়া করি অন্ন মধ্যে করিল প্রবেশ ॥ মায়া করি হরি যবে অন্নে প্রবেশিলা। অন্তর্য্যামী হনুমান্ অন্তরে জানিলা ॥ মনে মনে হনু বলে, শুন হৃষীকেশ। ভয় পেয়ে অন্ন মধ্যে করিলে প্রবেশ ॥ আমাকে করিতে কৃষ্ণ যজ্ঞে অপমান। অন্নে প্রবেশ কৈলে রাখিতে নিজ মান ॥ তুমি হে ভক্তের হরি হও ভগবান্। কেমনে হে করিবে ভক্তের অপমান ॥ আজি হেন নিদয় অপমান করিবে। ভক্তাধীন নামেতে কলঙ্ক হইবে ॥ চিরদিনে ভক্তাধীন জানি দয়াময়। আজ কেমনেতে হবে ভক্তের নিদয় ॥ ভক্তের যে প্রাণধন

তুমি বংশীধারী। সর্ব্বদা আছ হে হ'য়ে ভক্ত-আজ্ঞাকারী॥ ভক্তজনে মাতাপিতা বলি থাক হরি। ভক্তে লক্ষ্মী দিয়ে হৈলে আপনি ভিখারী॥ তাহার প্রমাণ হরি আছে বৃন্দাবনে। মাগিলে হে ভিক্ষে লক্ষ্মী দিয়ে সে আয়ানে॥ বামন-বেশেতে হ'য়ে বলি-আজ্ঞাকারী। অদ্যাবধি আছ হ'য়ে তার দ্বারে দ্বারী॥ হনুমানের স্তব শুনিয়া যদুবীর। লজ্জা পেয়ে অন্ন হৈতে হইল বাহির॥ হাসি-হাসি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়। হনু প্রতি করুণ ভাবেতে তবে কয়॥ শুন শুন পবন-নন্দন ঠাকুরাল। ভক্তজনে ভয় আমি করি চিরকাল॥ রাবণ পরম ভক্ত ব্যক্ত ত্রিভুবন। রাবণের ভয়ে লৈনু কপির শরণ॥ ভক্ত-ভয়ে আমি প্রবেশিয়ে লঙ্কাপুরে। ভাসাইনু শিলা আমি জলের উপরে॥ কংস সে পরম ভক্ত ব্যক্ত চরাচরে। কংসভয়ে পলাইনু গোকুলনগরে॥ ভক্ত মম মাতাপিতা বন্দী বারে বারে। ভক্তজনে ভয় সদা করি যে অন্তরে॥ তাহার প্রমাণ এবে দেখহ বিশেষ। তোমার ভয়েতে কৈনু অন্নেতে প্রবেশ॥ ধর ধর প্রসাদ ধর বীর হনুমান্। কর হেন যাতে থাকে উভয়ের মান॥ ইহা বলি কৃষ্ণ হনুকে প্রসাদ দিল। কিঞ্চিৎ রাখিয়া পাত্রে সমস্ত খাইল॥ অবশিষ্ট প্রসাদ যাহা পত্রেতে ছিল। লেজে জড়ায়ে প্রসাদ সমস্ত বান্ধিল॥ মনে মনে বলে হরি নিবেদন করি। প্রসাদের কি গুণ, ধারণ কর হরি॥ কৃষ্ণের প্রসাদ যদি প্রসাদেতে থাকে। উভয়ে উভয়ের মান উভয়েতে রাখে। ইহা বলি হনুমান্ প্রসাদে দেয় টান। ছল করি তুলিতে নারিল হনুমান্॥ হনু বলে, শুন যত দেব-ঋষিগণ। প্রসাদ তুলিয়া করি মস্তকে ধারণ॥ ইহা শুনি মুনিগণ প্রসাদ ধরিল। হনুর মস্তকে কেহ তুলিতে নারিল॥ লজ্জিত হইয়া তবে মুনিগণ সব। প্রসাদ তুলিতে সবে হৈল পরাভব॥ তদন্তরে হনু দেবগণেরে ডাকিল। দেবগণ আসি প্রসাদ তুলিতে নারিল॥ হনু বলে, দেব-দ্বিজ জানিলাম সব। প্রসাদ তুলিতে সবে হৈল পরাভব॥ ভারি হয় কি দেখিব এমন প্রসাদ। তিনের বড় কেবা আজি ঘুচাবে বিবাদ। ইহা বলি কৃষ্ণে

ডাকে পবন-তনয়। প্রসাদ তুলিয়া দাও কৃষ্ণ-দয়াময়॥ ইহা শুনি কৃষ্ণ আসি প্রসাদ ধরিল। নিজের প্রসাদ কৃষ্ণ তুলিতে নারিল॥ তদন্তরে ডাকিছেন পবন-তনয়। প্রসাদ তুলিয়া দাও বৈষ্ণব মহাশয়॥ কে আছে বৈষ্ণবগণ প্রভাস-যজ্ঞেতে। প্রসাদ তুলিয়া দাও আমার মস্তকে॥ ইহা শুনি আইল বৈষ্ণব-ত্রিনয়ন। পঞ্চমুখে যিনি সদা কৃষ্ণগুণ গান॥ ভক্তি পূর্ব্বক শিব প্রসাদ ধরিল। ভূমি হৈতে ঊর্দ্ধ-গামী কিঞ্চিৎ হইল॥ হনুর মস্তকে প্রসাদ তুলিতে নারিল। ঊর্দ্ধগামী হ'য়ে প্রসাদ শূন্যেতে রহিল॥ প্রসাদ তুলিতে হৈল কৃষ্ণ-দর্প চূর। কৃষ্ণ হৈতে শ্রেষ্ঠ হৈল বৈষ্ণব-ঠাকুর॥ কৃষ্ণ হৈতে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ জানিনু এখন। বৈষ্ণব হৈতে প্রসাদ শ্রেষ্ঠ এই সে কারণ॥ কৃষ্ণ বৈষ্ণব প্রসাদ এই তিন বস্তু। সকলের শ্রেষ্ঠ প্রসাদ এই জানি বস্তু॥ কৃষ্ণ বৈষ্ণব হৈতে শ্রেষ্ঠ হৈল প্রসাদ। অদ্য যে ঘুচিবে মম মনের বিষাদ॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ হৈল জানিনু কারণ। প্রসাদের স্তব করে পবন-নন্দন॥ শুন শুন প্রসাদ যে করি নিবেদন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি হৈলে জানিনু কারণ॥ দয়া করি মম শিরে কর আরোহণ। তোমায় লইয়া করি বৈকুণ্ঠে গমন॥ হনুমান এরূপে প্রসাদে স্তব কৈল। স্তবে তুষ্ট হ'য়ে প্রসাদ মস্তকে উঠিল॥ অতঃপরে মস্তকে যা হৈল ওহে রায়। সে সব কহিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ হেথায় প্রভাসযজ্ঞ হৈল সমাপন। তদন্তরে কি হইল করহ শ্রবণ॥

ষষ্ঠ খণ্ডে প্রভাসযজ্ঞ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—————•∴⁂∴•—————

সপ্তম খণ্ড

পাণ্ডব-লীলা

গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন ও শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবের সখা হওন

পয়ার। জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ॥ প্রভাসযজ্ঞ সাঙ্গ করি ত্রিভঙ্গ হরি। গোলোকে কি লীলা কৈল শুনি কর্ণভরি॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত অমৃত-সমান। কহ কহ মহামুনি শুনি তব স্থান॥ ভগবানের চরিত্র অতি সুমধুর। কহ কহ মুনি শুনি পাপ হোক্ দূর॥ কর্ণকে পবিত্র করি কৃষ্ণকথা শুনে। কৃষ্ণকথা বিনে কিবা কাজ এ জীবনে॥ জীবনের জীবন কৃষ্ণ দেব-বংশীধারী। নিদানের বন্ধু ভবপারের কাণ্ডারী॥ ইচ্ছা করি শুনি সদা শ্রীকৃষ্ণের কথা। কৃষ্ণকথা বিনে মম দিন যায় বৃথা। কৃষ্ণকথা শুনিতে আলস্য হয় যার। ধরণীতে দেহ ধারণ অনিত্য হয় তার॥ সংসার সঙ্গের সাজি বাজি মাত্র সার। নয়ন মুদিলে ফাঁকি এ-ভব সংসার॥ সংসারের সার কৃষ্ণ সংসারের সার। কৃষ্ণ বিনে ভেবে দেখ ভবে কেবা কার॥ দারা-সুত-পরিবার সকলি অলীক। ফণীর মস্তকে যেন বিরাজে মাণিক॥ যতদিন দেহ ফণী মণি যত্নে রাখে। দেহ-অন্তে দেখ সে মাণিক কোথা থাকে॥ তদ্রূপ এ ব্যবহার ধন পরিজন। কে কোথায় রবে বল মুদিলে নয়ন॥ পিতামহগণ মন রাখি হরি-পদে। বনে বনে সঙ্কটেতে তরিল বিপদে॥ দিবানিশি হরিপদে রাখি নিজ মন। মরণে তাঁদের হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥ অতএব মহামুনি শুনি বল বল। গোলোকে শ্রীহরি পুনঃ কি লীলা করিল॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। প্রভাসান্তে রাধা কৈল গোলোকে

গমন ॥ গোপ-গোপী বৃন্দাবনে না ফিরিল কেহ। গোলোকে গমন কৈল শ্রীরাধার সহ ॥ যদুবংশসহ করি রহিল দ্বারকা। কিছুদিন পাণ্ডবের হইলেন সখা ॥ পাণ্ডব-লীলা অসংখ্য সমুদ্রের প্রায়। কি শুনিতে ইচ্ছা কর বল ওহে রায় ॥ অষ্টাদশ ভারত শ্রবণে সুধার্ণবে। মহা-মহা সাধুমুখে শুনিয়া থাকিবে ॥ তন্মধ্যে শুনিতে কি ইচ্ছা কর রায় ॥ আজ্ঞা কর মহাশয় কহিব তোমায় ॥ নৃপমণি বলে, মুনি শুনি তবে বল। কি হেতু অশ্বমেধ-যজ্ঞ পাণ্ডব করিল ॥ যজ্ঞের যজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র যার সখা যোগ্য। হেন পাণ্ডবেব কৈল কেন অশ্বমেধ-যজ্ঞ ॥ কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে অশ্বমেধ ফল। হরি ব'লে ডেকেছেন পাণ্ডব সকল ॥ পাণ্ডবের প্রেমে বাঁধা সদা বংশীধারী। হইয়া ছিলেন হরি পাণ্ডু-আজ্ঞাকারী ॥ অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কথা অমৃতলহরী। কহ কহ মহাশয় শুনি কর্ণভরি ॥ সরকার বলে তৃণ ধরিয়া দশনে। দয়া কর দয়াময় দীনহীন জনে ॥ কিসে পাব পরিত্রাণ উপায় না দেখি। বাঁকুড়ার বনে থাকি হরি ব'লে ডাকি ॥

গীত

রাগিণী ভৈবব—তাল মধ্যমান।

কি হবে তবে ভবে পারের কাণ্ডারী।
দীনহীনে দয়া কর তুমি দীনবন্ধু হরি ॥
আমি অতি দীনহীন, মিছে কাজে গেল দিন,
এ দেহ হইল ক্ষীণ, কি হবে বংশীধারী ॥

পয়ার। মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। পাণ্ডবের যজ্ঞ হৈল যাহার কারণ ॥ একদিন যুধিষ্ঠির বসি ধরাসনে। সনকাদি মুনি সহ ভাই পঞ্চজনে ॥ হেনকালে আসিলেন ব্যাস-তপোধন। যুধিষ্ঠির দিল তাঁকে বসিতে আসন ॥ গলবাসে যুধিষ্ঠির কহিছে তখন। কহ কহ শুনি মুনি ব্যাস-তপোধন ॥ সদা মম চিত্ত বিচলিত কি কারণে। বিকলিত মম মন দগ্ধ হুতাশনে ॥ অধৈর্য্য জীবন সদা ধৈর্য্য নাহি মানে। পাপসিন্ধু তরি কিসে উপায়

দেখিনে ॥ জ্ঞাতিহিংসা করিলাম রণে বহুতর। সেই অপ-রাধে মম কাতর অন্তর ॥ জ্ঞাতিবধ মহাপাপ না যায় খণ্ডন। সেই অপরাধে মম দহিছে জীবন ॥ রাজ্যমদে মত্ত হ'য়ে ভাই পঞ্চজন। করিলাম জ্ঞাতিহিংসা লোভের কারণ ॥ বধিলাম দুর্য্যোধনে মহা-কুরুবর। কুরুক্ষেত্রে হত হৈল শত সহো-দর ॥ বিশেষ রাক্ষস-কার্য্য কৈল ভীম বীর। কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি খাইল রুধির ॥ অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া সমরে। বধিলাম দুর্য্যোধন শত সহোদরে ॥ পুত্রশোকে গান্ধারী যে বিস্তর কাঁদিল। সেইসব অপরাধ অঙ্গে প্রবেশিল ॥ খুল্লতাত ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ নৃপমণি। পুত্রশোকে কাঁদি হৈল পতিত ধরণী ॥ ধরায় পতিত হ'য়ে কাঁদিল বহুত। সেইসব অপরাধে কাতর নিয়ত ॥ কুরুবংশ ধ্বংস হয় রাজ্যের কারণ। কোথা রবে রাজপূজা মুদিলে নয়ন ॥ ধন ধরা গজবাজী রাজ্যেতে সকল। আঁখি দরশনে ফাঁক হইবে সকল ॥ ধন ধেনু গজ-বাজী সঙ্গী নহে কেহ। কেবল করিনু এ অপরাধ সংগ্রহ ॥ কহ কহ মহামুনি ইহার প্রতিকার। জ্ঞাতিহিংসা পাপে কিসে পাইব নিস্তার ॥ জ্ঞাতিবধে প্রতিকার বিধি দিল মুনি। অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর ওহে নৃপমণি ॥ তরিবে সকল পাপে যুক্তি দিনু স্থির। অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর রাজা যুধিষ্ঠির ॥ জ্ঞাতিগণ মহাপাপে পাইবে নিস্তার। হবে মুক্তি এই উক্তি যুক্তি সারাৎ-সার ॥ ইহা বলি ব্যাসদেব গেল নিজালয়। তদন্তরে আইলেন কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণ-আগমন দেখি ভাই পঞ্চজন। ধরণী লোটায়ে বন্দে কৃষ্ণের চরণ ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি ভাই পঞ্চ-জনে। সমাদরে কৃষ্ণকে বসান সিংহাসনে ॥ অর্জ্জুন ধরেন কৃষ্ণের চরণ দু'খানি। শ্রীপদ ধোয়ায় সে যুধিষ্ঠির আপনি ॥ আনিয়া সরসীর বারি সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে। ঢালিছে হরির পদে পঞ্চ সহোদরে ॥ আনিয়া সুবর্ণ থাল দ্রৌপদী সুন্দরী। রাখিলেন থালে হরিপদ ধৌত বারি ॥ হরিপদ-বারি ল'য়ে ভাই পঞ্চজন। সমাদরে করিলেন মস্তকে ধারণ ॥ এলাইয়া দ্রৌপদীর মস্তকের বেণী। মুছাইয়া দেন কৃষ্ণ-চরণ দু'খানি ॥ এইরূপে ভক্তি

করি যুধিষ্ঠির রাজন্। কহিছে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যজ্ঞের কারণ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা অশ্বমেধ করিবে। কহ শুনি অশ্বমেধ-অশ্ব কোথা পাবে॥ যজ্ঞ করিবারে ব্যাস দিল পরামর্শ। যজ্ঞ করিতে তুমি কোথা পাবে অশ্ব॥ অশ্বমেধ করিতে যে যজ্ঞ-অশ্ব চাই। অশ্বের কারণে কোথা যাবে পঞ্চ ভাই॥ যুধিষ্ঠির বলে ব্যাস দিল পরামর্শ। যুবনাশ্বপুরেতে আছয়ে যজ্ঞ-অশ্ব॥ অশ্বেরে আনিবে হরি শুন দয়াময়। যজ্ঞ-অশ্ব আছে যুবনাশ্বের আলয়॥ ভীমকে করিল আজ্ঞা অশ্ব আনিবারে। শুনিয়া হাসেন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির গোচরে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন রাজা যুধিষ্ঠির। নারিবে আনিতে যজ্ঞ-অশ্ব ভীম বীর॥ বৃকোদর অনাদর হইবে সমরে। অশ্ব নিতে নারিবেন যুবনাশ্বপুরে॥ সহজে সে ভীম বীর জাতি কদাচারী। রিপুবশে হরিলেন রাক্ষসের নারী॥ কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি খাইল রুধির। একারণে রণে স্থির নহে ভীম বীর॥ যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব আনিতে নারিবে। অশ্ব বিনে অশ্বমেধ কেমনে হইবে॥ ভীম বলে, যদি ভক্তি থাকে তব পায়। আনিতে অশ্বমেধ-অশ্ব কি আছে দায়॥ তব আজ্ঞায় সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। আজ্ঞা কর, যাত্রা করি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ শ্রীমুখেতে আজ্ঞা কর দয়াময় হরি। অশ্ব হেতু যাব আমি যুবনাশ্বপুরী॥ দীনহীন ঈশ্বর বলে সাধুর চরণে। বিনয়পূর্ব্বক তৃণ ধরিয়া দশনে॥ আমি মূর্খ দুরাচার অতি অভাজন। দয়া করি কর মম অভীষ্ট পূরণ॥

গীত

রাগিণী মুলতান—তাল খয়রা

অশ্ব হেতু যুবনাশ্বপুরে ভীমের গমন।
শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করেন কুন্তীর নন্দন॥
সঙ্গে বৃষকেতু, সুসজ্জায় তরিতে বিপদ হেতু,
সেতু ল'য়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রগণ॥

অশ্ব হেতু যুবনাশ্বপুরে ভীমের গমন।

পয়ার। যজ্ঞ-অশ্ব অন্বেষণে ভীমের গমন। সঙ্গে বীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন॥ যুবনাশ্ব অধিকারে প্রবেশে তখন। সরোবর-তীরে বসি করেন চিন্তন॥ বৃষকেতু প্রতি কহিছেন বৃকোদর। এই ত যুবনাশ্ব রাজার সরোবর॥ ভীম বলে, কিবা কার্য্য কর বৃষকেতু। সরোবরে এলে অশ্ব জলপান হেতু॥ এই সরোবরে হবে অশ্ব দরশন। এখানে আইলে অশ্ব করিও হরণ॥ বৃষকেতু সহ এই যুক্তি করি স্থির। সরোবর-তীরে রহিলেন ভীম বীর॥ সংক্ষেপেতে বলি শুন, ওহে নররায়। সমস্ত কহিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ মূল সূত্র কহিব যে অশ্ব আনয়ন। যুবনাশ্ব সহ কৈল ভীম মহারণ॥ অশ্ব হেতু মহাযুদ্ধ ভীমের সংহতি। ভীমসহ রণে ভঙ্গ দিল নরপতি॥ বৃকোদরে সমাদরে যুবনাশ্ব রায়। অশ্ব দিয়া যুবনাশ্ব করিল বিদায়॥ অশ্ব ল'য়ে হস্তিনায় ভীমের গমন। অপরে অনেক কথা না হয় বর্ণন॥ সংক্ষেপে কহিব তোমায়, শুন হে রাজন্। অশ্ব ল'য়ে অশ্বমেধ কৈল আরম্ভণ॥

অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ

পয়ার। যথাবিধি করিলেন যজ্ঞ-আয়োজন। জয়পত্র অশ্ব-ভালে করিল লিখন॥ যজ্ঞ-অশ্ব ত্রিভুবন করিবে ভ্রমণ। যে ধরিবে অশ্ব তার সনে হবে রণ॥ যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুরাজ-কুলে। দুর্য্যোধনে নিধন করেছি বাহুবলে॥ পরাভব হ'য়ে বড় বড় রাজগণ। রাজকর দিয়ে হৈল প্রজাতে গণন॥ ত্রিভুবন সমরে করেছি পরাজয়। আমাদের সারথি শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমাদের রাজ্যেতে শ্রীহরি-কৃপা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় হয়েছি একচ্ছত্র॥ এই অশ্ব ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ। গৃহে এলে যজ্ঞ মম হবে সমাপন॥ যজ্ঞ-অশ্ব যেই বীর করিবে ধারণ। অবশ্য তাহার সহ হবে মহারণ॥ ঘোড়ার কারণে হবে রণে পরাজয়। আমাদের যোদ্ধাপতি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ ইহা

বলি জয়পত্র করিল লিখন। অশ্বভালে জয়পত্র বান্ধিল রাজন্॥ সুবর্ণ-খচিত ভোট ঘোড়া সঙ্গে দিল। রণজয়-ঘণ্টা অশ্ব-গলেতে বান্ধিল॥ সুবর্ণে বান্ধিল ঘোটকের পদক্ষুর। ঘোড়ার পদেতে বান্ধে সুবর্ণ-নূপুর॥ নেতের চামর তাহে রজতে বেষ্টিত। তদুপরে পুষ্পমালা দেখি সুশোভিত॥ শুভ দিন দেখি তবে ঘোড়ারে ছাড়িল। ঘোড়া রক্ষা হেতু বীর অর্জ্জুন চলিল॥ হস্তিনায় রহিলেন ভীম আদি বীর। অসি-পত্র ব্রত কৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥ শয্যা-মধ্যভাগে অসি করিয়া স্থাপন। দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির করিল শয়ন॥ ঘোড়া ফিরে আইলে ত্রিভুবন ভ্রমণে। যজ্ঞেতে আহুতি দান করিবে রাজনে॥ যুধিষ্ঠির-অগ্রে কহে কৃষ্ণ-দয়াময়। কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥ যুধিষ্ঠির বলে, তুমি যজ্ঞ-শিরোমণি। যজ্ঞমঞ্চে সিংহাসনে বসিবে আপনি॥ পাণ্ডবের প্রাণধন, কৃষ্ণধন তুমি। কি কার্য্য করিবে প্রভু আজ্ঞা দিব আমি॥ এই কার্য্যে আজ্ঞা করি, ওহে চিন্তামণি। যজ্ঞমঞ্চে রাখ রাঙ্গা চরণ দু'খানি॥ এ যজ্ঞের যোগ্য তুমি বৈস যজ্ঞস্থানে। তুলসী-চন্দন দান করি শ্রীচরণে॥ আমি অতি ভ্রান্ত হে নিতান্ত অভাজন। যজ্ঞ করিলাম তব থাকিতে চরণ॥ যজ্ঞের যে যোগ্য তব চরণকমল। তব নাম কৈলে ফলে অশ্বমেধ ফল॥ সেই কৃষ্ণনাম ভুলে আমার রসনা। সোনা পরিহরি কেন কাঁচেতে বাসনা॥ একি বিধি দিল মোরে ব্যাস-তপোধন। সুধা ত্যজি করিলাম গরলে যতন॥ যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদি যত বিষের ভাণ্ড। তত্ত্বজ্ঞানে মজিলাম আমি হে পাষণ্ড॥ সংসারের সার কৃষ্ণ যার সখা যোগ্য। সে কেন করিবে হরি অশ্বমেধ-যজ্ঞ॥ একি যজ্ঞ করিলাম আমি দুরাশয়। থাকিতে যজ্ঞের যোগ্য কৃষ্ণ-দয়াময়॥ জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড বিষের ভাণ্ড হয়। শুনিয়াছি সাধুমুখে সাধুগণে কয়॥ এইমত ভক্তি যদি করিল রাজন্। যজ্ঞ সার কাজ হরি করিল গ্রহণ॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দেবাদিগণের আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণ নরবেশ ধারণ করতঃ সকলের পদ-প্রক্ষালন

পয়ার। দেবলোক নরলোক রাজা-প্রজাগণ। যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ সবে করিছে গমন॥ সুশীতল বারি স্বর্ণময় কুম্ভে করি। সকলের পদ-প্রক্ষালন করে হরি॥ যজ্ঞ সার কার্য্য করিতেছেন শ্রীহরি। সবার চরণে দেয় সুশীতল বারি॥ সংসারের সার কৃষ্ণ এত ক্ষুদ্র হ'য়ে। দিতেছেন সকলের চরণ ধোয়াইয়ে॥ যুধিষ্ঠির-যজ্ঞেতে যতেক যাত্রিগণ॥ মনুষ্য-জ্ঞানেতে দেয় বাড়ায়ে চরণ॥ সর্ব্বজীব এক আত্মা ভাবি নারায়ণ। করিছেন সকলের চরণ প্রক্ষালন॥ যেই জীব সেই আমি, ভিন্ন কভু নয়। অভেদ জ্ঞানেতে পদ ধোয়ান দয়াময়॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন যজ্ঞ অশ্বের ভ্রমণ॥ পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে অশ্ববর। অশ্বের কারণ যুদ্ধ হইল বহুতর॥ সে সব কহিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। মূল সূত্র কহি তোমা, শুন এই রায়॥ দেশে দেশে অশ্ববর ভ্রমে বহুতর। কত কত রাজার সহ হইল সমর॥ অবশেষে অশ্ববর করিল গমন। হংসধ্বজ রাজপুরে দিল দরশন॥ হংসধ্বজ মহারাজ কৃষ্ণ-পরায়ণ। দেখিল যজ্ঞের অশ্ব অতি সুলক্ষণ॥ যজ্ঞ-অশ্ব ধরিবারে আজ্ঞা দিল রায়। ধরিতে যজ্ঞের অশ্ব সেনাগণ যায়॥ ধরিল যজ্ঞের অশ্ব রাজার কিঙ্কর। ল'য়ে গেল যথা হংসধ্বজ নরবর॥ দেখিল অশ্বের ভালে জয়পত্র লেখা। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকুলে হ'য়ে আছে সখা॥ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ-চূড়ামণি। অশ্বমেধ করিলেন হস্তিনায় তিনি॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর তনয়। যার রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ অদ্য সুপ্রভাত মম অতি সুলক্ষণ। মম পুরে যুধিষ্ঠির-অশ্ব আগমন॥ অশ্বরক্ষা করিতে ভ্রমিছে ধনঞ্জয়। অর্জ্জুনের রথে আছে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ অশ্ব যে ধরিলে হেথা আসিবে অর্জ্জুন॥ অশ্ব হেতু পাইব শ্রীকৃষ্ণ দরশন॥ অর্জ্জুন যে হয় নর কৃষ্ণ-নারায়ণ। রথে হবে নর-নারায়ণ দরশন॥ অদ্য নিশি সুপ্রভাত মম ভাগ্যোদয়। আসিবে অর্জ্জুন সহ কৃষ্ণ-দয়াময়॥ নর-নারায়ণ হবে রথে দরশন। কত ভাগ্যোদয়

মম না হয় গণন ॥ ইহা ভাবি মহারাজ ঘোটক ধরিল। রণসজ্জা করিবারে সৈন্যে আজ্ঞা দিল ॥

অর্জ্জুন-সহ যুদ্ধে হংসধ্বজের সুসজ্জা

পয়ার। হংসধ্বজ রাজা সেনাগণে আজ্ঞা করে। সাজ সাজ সৈন্যগণ পার্থ ধরিবারে ॥ অর্জ্জুনের রথোপরে আছে নারায়ণ। অর্জ্জুনে ধরিলে হবে কৃষ্ণ-দরশন ॥ বিলম্ব হইবে যার রণে সাজিবারে। ফেলিব তাহারে তপ্ত-তৈলের উপরে ॥ ইহা বলি মহারাজ দিলেন ঘোষণা। অর্জ্জুন-সংগ্রামে সব সাজিবারে সেনা ॥ রথ-রথী গজবাজী যতেক আছিল। রাজ-আজ্ঞা পেয়ে সব রণেতে সাজিল ॥ পুত্র ছিল তাহার সুধন্বা নাম ধরে। পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি সাজিছে সমরে ॥ সাজিছে সুধন্বা সে বৈষ্ণব-চূড়ামণি। সর্ব্বাঙ্গেতে কৃষ্ণনাম লিখিলেন তিনি ॥ স্বর্ণময় মুকুটে লিখিল কৃষ্ণনাম। শিরোপা যে পরিল সুধন্বা গুণধাম ॥ ধনুর্ব্বাণে কৃষ্ণনাম করিয়া লিখন। যাত্রা কৈল লঙ্কাধামে তরণী যেমন ॥ ত্রেতাযুগে যেমন বধিতে রঘু-মণি। বিভীষণ-পুত্র সাজে রণেতে তরণী ॥ সেইরূপ সাজে হংসধ্বজের তনয়। বলে, দয়া কর হে শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময় ॥ বারে বারে জন্মভূমে ভ্রমিতে না পারি। ভবে পার কর হরি ভবের কাণ্ডারী ॥ রাজত্বের সুখে মম বাঞ্ছা নাই আর। শ্রীচরণে স্থান দেহ জগতের সার ॥ যে বাঞ্ছা করিয়া হরি যাই আমি রণে। সেই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, রেখো শ্রীচরণে ॥ না কর বঞ্চনা, ওহে কৃষ্ণ-দয়াময়। পুনর্ব্বার গৃহে যেন আসিতে না হয় ॥ মম অধিকার যত এ রাজ্য যতনে। অদ্য হৈতে সঁপিলাম তব শ্রীচরণে ॥ পূর্ণ কর পূর্ণব্রহ্ম মনের বাসনা। অদ্য হৈতে ঘুচাও হে ভবের যাতনা ॥ ধনজন সঁপিলাম তব শ্রীচরণে। পুনঃ যাত্রা না হয় যেন এ পাপ-ভবনে ॥ তুমি কৃষ্ণ-দয়াময় ভবের কাণ্ডারী। দয়া করি পার কর এই ভববারি ॥ না জানি ভকতি-স্তুতি আমি অভাজন। ভজন-সাধন তব রাঙ্গা

শ্রীচরণ ॥ কৃষ্ণ বলি যাত্রা করে সুধন্বা তখন। হেনকালে কান্তা তার দিল দরশন ॥ প্রভাবতী নামে হয় তাহার রমণী। কহিছে সুধন্বা প্রতি যুড়ি দুই পাণি ॥ শুন শুন ওহে নাথ করি নিবেদন। অর্জ্জুন-সমরে তুমি করিবে গমন ॥ অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়। যাঁহার সমরে হৈল কুরুবংশ ক্ষয় ॥ ত্রিভুবনে বিজয় পাণ্ডব পঞ্চজনে। শত ভাই দুর্য্যোধন মরে যাঁর রণে ॥ ত্রিভুবনে একচ্ছত্র হৈল যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবের রণে বাঁচে কেবা হেন বীর ॥ রাজাধি-মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজা। রাজ-কর দিয়ে যাঁর হ'য়ে আছ প্রজা ॥ তাঁর সহ রণবাঞ্ছা একি অসম্ভব। অবশ্য পাণ্ডব-রণে হবে পরাভব ॥ ফিরে না আসিবে তুমি, জানি আমি মনে। কার সাধ্য বাঁচে পাণ্ডবের সহ রণে ॥ সংসারের সার যার রথের সারথি। তার রণে বাঁচে প্রাণে কে আছে ভূপতি ॥ অবশ্য মরিবে তুমি পাণ্ডবের রণে। তাপিত জীবন মম তাহার কারণে ॥ তুমি তো রাজার পুত্র এ রাজ-ভবনে। তোমার নিধনে বংশ থাকিবে কেমনে ॥ অতএব এক যুক্তি বলি সারাৎসার। রক্ষা করি যাও প্রভু বংশের সঞ্চার ॥ ইহা শুনি সুধন্বা শ্রবণ রুদ্ধ কৈল। তত্ত্বজ্ঞানে সুধন্বা কান্তাকে সান্ত্বাইল ॥ শুন শুন প্রেয়সী হে সে কথা কেমন। যাত্রাকালে অমঙ্গল করালে শ্রবণ ॥ যে বংশের বংশ হন সেই বংশীধারী। তার বংশে কি কাজ যে সে পদ স্মরি ॥ জীবের জীবন কৃষ্ণ সংসারের সার। তবে কেন ইচ্ছা কর জীবের সঞ্চার ॥ সকল জীবাত্মায় কৃষ্ণ ভেবে দেখ মনে। তবে পুত্র ইচ্ছা কর কিসের কারণে ॥ কেবা কার মাতা-পিতা কেবা কার পুত্র। জন্মিয়া করিতে হয় কর্ম্ম-ভোগ সূত্র ॥ কৃষ্ণপদ ভাবি কর স্বর্গেতে গমন। তবে পুত্র ইচ্ছা কর কিসের কারণ ॥ কৃষ্ণপদ ত্যাগ করি পুত্রের বাসনা। হরিসাধন করি হর এসব যাতনা ॥ সদা ভাব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-তরী। কৃষ্ণ হন এই ভবপারের কাণ্ডারী ॥ পুত্র গর্ভে ধরিলে হে কেবল যাতনা। কৃষ্ণ ভজ ত্যাগ কর পুত্রের বাসনা ॥ কৃষ্ণহস্তে হ'য়ে হত স্বর্গে আমি যাই। কৃষ্ণ দর-

শনে যাত্রা ভঙ্গ কর নাই॥ যাত্রাকালে যে কথা শোনার যোগ্য নয়। সে-কথা শুনালে মম যাত্রার সময়॥ গৃহে থাক, আমি যাই কৃষ্ণ-দরশনে। দিও না আমায় বাধা অযোগ্য বচনে॥ পুত্র ইচ্ছা কর যদি মম বাক্য লও। আশীর্ব্বাদ করি তুমি পুত্রবতী হও॥ মন যদি থাকে তব শ্রীহরি-চরণে। পুত্রবতী হবে তুমি আমার বচনে॥ ইহা বলি সুধন্বা যে করিল গমন। কৃষ্ণ বলি করিলেন রথে আরোহণ॥

সুধন্বা বিলম্ব দেখি হংসধ্বজ রায়। তপ্ত তৈলে ফেলিবারে দূতে আজ্ঞা দেয়॥ হংসধ্বজ নিজে আভরণ কাড়ি নিল। সুধন্বারে ধরি তপ্ত তৈলে ফেলাইল॥ তপ্ত তৈলে পড়ি তবে সুধন্বা যে কয়। সঙ্কটেতে রক্ষা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমি মূর্খ দুরাচার না জানি স্তবন। তপ্ত তৈল হ'তে রক্ষা কর নারায়ণ॥ বিপদে পতিত হ'য়ে করে যে স্মরণ। তুমি তারে রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন॥ শুনেছি হে দয়াময় দেব-নারায়ণ। এক নাম ধর প্রভু শ্রীমধুসূদন॥ বিপদে শ্রীমধুসূদন বলি যেই ডাকে। বিপদে শ্রীপদ দিয়া রক্ষা কর তাকে॥ কি করি উপায় কৃষ্ণ, কিসে বাঁচি বল। পুত্রে শত্রু ভেবে পিতা তপ্ত তৈলে দিল॥ পিতৃ-স্থানে কোন দোষে দোষী নহি আমি। অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ সব জান ওহে তুমি॥ ওহে শ্রীকৃষ্ণ তব দাসানুদাস আমি। দয়া করি তপ্ত তৈলে রক্ষা কর তুমি॥ ইহা বলি কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তৈল শীতল হইল॥ তপ্ত-তৈল মধ্যে সেই কৃষ্ণের কৃপায়। আনন্দে বসিয়া যে সে কৃষ্ণগুণ গায়॥ অপরূপ দেখি ভূপ তার প্রতি কয়। ধন্য ধন্য সুধন্বা যে আমার তনয়॥ তৈল মধ্যে কৈল রক্ষা দেব-চিন্তামণি। ধন্য ধন্য সুধন্বা বৈষ্ণব-চূড়ামণি॥ সুধন্বারে ডাকে রাজা হইয়ে পুলক। তৈল হৈতে উঠ বাপু বংশের তিলক॥ পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া সে সুধন্বা উঠিল। হেনকালে অর্জ্জুন যে তথায় আইল॥ চক্ষে কৃষ্ণ-প্রেম-নীর কক্ষে শরাসন। আইল অর্জ্জুন বীর রথে আরোহণ॥ হংসধ্বজ অর্জ্জুনেরে শুধু করে দৃষ্ট। অর্জ্জুন আছেন একা রথে নাই কৃষ্ণ॥ হংসধ্বজ রাজা তবে ভাবে মনে মনে। অর্জ্জুনের

সারথি কৃষ্ণ শুনেছি শ্রবণে ॥ বাসনা হেরিব রথে নর-নারায়ণ। বহু দিবস হৈতে আছি করি আকিঞ্চন ॥ অর্জ্জুন রক্ষার্থে আছে কৃষ্ণ-দয়াময়। যেই অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ অর্দ্ধ দেহ হয় ॥ পাইব অর্জ্জুন হৈতে কৃষ্ণ-দরশন। যাহা হ'তে নাহি মম অন্য আকিঞ্চন ॥ ইহা ভাবি আজ্ঞা করে হংস নৃপবর। ধর ধর অর্জ্জুন ধর কর হে সমর ॥ অর্জ্জুনের সহ যে হারিবে এ সমরে। অবশ্য যে তপ্ত তৈলে ফেলিব তাহারে ॥ ইহা বলি হংসধ্বজ দিলেন ঘোষণা। অর্জ্জুনে বেড়িল আসি যত রাজ-সেনা ॥ সুধন্বা সে সেনাপতি হইয়ে তখন। অর্জ্জুনের সহ আরম্ভিল মহারণ ॥ রথোপরে অর্জ্জুন করেন নিরীক্ষণ। দেখিলেন সুধন্বার বৈষ্ণব-লক্ষণ ॥ গলেতে তুলসী মালা তিলক নাসায়। মুকুটেতে কৃষ্ণনাম শোভিছে মাথায় ॥ কৃষ্ণনাম লিখিয়াছে সর্ব্ব অঙ্গময়। বৈষ্ণব-সহ রণ না করিতে যুয়ায় ॥ বৈষ্ণবকে রণে যদি করি পরাজয়। শুনিলে করিবে ক্রোধ কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ এ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আমি কি ক'রে রাখিব। বৈষ্ণব-অঙ্গেতে বাণ কেমনে ছাড়িব ॥ বৈষ্ণব-আকৃতি দেখি ভয় হয় মনে। অবশ্য হারিব আজি বৈষ্ণবের রণে ॥ যেই বৈষ্ণব সেই কৃষ্ণ ভিন্ন কভু নয়। বৈষ্ণবেরে তুষ্ট বড় কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ আমি ক্ষুদ্র অর্জ্জুন যে জাতীয় বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সহ রণে আজি হব পরাভব ॥ বুঝি যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে বিধি বিড়ম্বিল। একারণ অশ্ব বৈষ্ণব-গৃহেতে আইল ॥ যজ্ঞ পণ্ড হবে আমি জানিনু বিশেষ। নৈলে কেন অশ্ব এলো বৈষ্ণবের দেশ ॥ ইহা ভাবি অর্জ্জুন বীর বৈষ্ণবের জ্ঞানে। মনে মনে প্রণমিল বৈষ্ণব-চরণে ॥

সুধন্বার সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়

পয়ার। সুধন্বা বলিছে, কহ নবজলধর। মনে মনে কি ভাবিছ রথের উপর ॥ ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম দেখি কক্ষে শরাসন। রণ অভিলাষী হ'য়ে রথে আরোহণ ॥ কোথায় বসতি তব কিবা নাম ধর। রথ-আরোহণে কিবা অন্বেষণ কর ॥ অর্জ্জুন বলে,

শুন বৈষ্ণব গুণধাম। হস্তিনায় বসতি অর্জ্জুন মম নাম॥ মহা-রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজা। রাজকর দিয়া যার হ'য়ে আছ প্রজা॥ সেই যুধিষ্ঠির কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ। তাঁর যজ্ঞ-অশ্ব কেন করেছ ধারণ॥ অশ্বের রক্ষক আমি ভ্রমি ত্রিভুবন। ভাবিতেছি দেখি তোমা বৈষ্ণব-লক্ষণ॥ সুধন্বা বলেন, অর্জ্জুন শুন সারোদ্ধার। বিনা যুদ্ধে করিতে নার অশ্বের উদ্ধার॥ সত্য কও ওহে বীর, শুন ধনঞ্জয়। তব রথে নাহি কেন কৃষ্ণ-দয়ামময়॥ তোমার সারথি কৃষ্ণ শুনেছি শ্রবণে। সে কৃষ্ণ-বিহীন হ'য়ে কেন এলে রণে॥ অর্জ্জুন ভাবেন মনে, যদি করি ভয়। যুদ্ধ না করিলে ক্ষত্রধর্ম্ম নষ্ট হয়॥ বিশেষতঃ যজ্ঞ পণ্ড অশ্বের কারণ। এ-হেতু উচিত হয় করিবারে রণ॥ বৈষ্ণবের সহ রণে অবশ্য হারিব। ক্ষত্র হ'য়ে কেন রণে বৃথা ভঙ্গ দিব॥ অর্জ্জুন বলেন, কোথা কৃষ্ণ-দয়াময়। বিনা যুদ্ধে অশ্ব বুঝি উদ্ধার না হয়॥ ইহা বলি বীর দিল ধনুকে টঙ্কার। চমকিয়া উঠে হংসধ্বজের কুমার॥ অনন্ত না থাকে এবে সমর-তরঙ্গে। ভয়ে বাণ নারি মারে বৈষ্ণবের অঙ্গে॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন হংসধ্বজের তনয়। তব সহ যুদ্ধ মম উচিত না হয়॥ অশ্ব দাও পূর্ণ হোক যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ। পরম বৈষ্ণব তুমি রণে নও যোগ্য॥ সুধন্বা বলেন, অর্জ্জুন, অধিক কি কব। কৃষ্ণ না আইলে আমি অশ্ব নাহি দিব॥ ইহা বলি সুধন্বা সে রণ আরম্ভিল। সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥ সারথি পড়িল রণে দেখি ধনঞ্জয়। পার্থ বলে, রক্ষা কর, কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পড়েছি বিষম দায় না দেখি উপায়। অর্জ্জুন রক্ষার্থে প্রভু আইল ত্বরায়॥ এত শুনি কৃষ্ণ আসি হইল সারথি। নর-নারায়ণ আছে একত্রেতে রথী॥ পুনঃ রথে সুধন্বা সে দেখেন তখন। অর্জ্জুনের রথে আছে নর-নারায়ণ॥ অর্জ্জুনের সারথি যে দণ্ডাইল রথে। সুধন্বা সে দণ্ডাইল কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥ ধনুর্ব্বাণ করে ল'য়ে রাজার নন্দন। রথেতে করেন কৃষ্ণ-অর্জ্জুন দর্শন॥ মনে মনে স্তব করি সুধন্বা যে কয়। বাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ মনের বাসনা যত জান ওহে হরি। যে বাসনায় এসেছি

ধনুর্ব্বাণ ধরি ॥ নিজহস্তে কর প্রভু এ-পাপ সংহার। এ ঘোর নরক হৈতে করহ নিস্তার ॥ পাপেতে নিমগ্ন হ'য়ে সংসার-কূপেতে। পতিতপাবন কৃষ্ণ উদ্ধার পতিতে ॥ অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণ শুনেছি শ্রবণে। আজি রথে হেরিলাম এ পাপ নয়নে ॥ আমি ধন্য সুধন্বা হংসধ্বজের তনয়। রথে দেখিলাম আমি কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ তব দরশন হেতু ওহে হৃষীকেশ। তপ্ত তৈল মধ্যে করেছিলাম প্রবেশ ॥ বহু কষ্টে ওহে কৃষ্ণ পেলেম দর্শন। প্রাণ পরিহরি পুনঃ পাইনু জীবন ॥ তোমাকে হেরিতে প্রভু অর্জ্জুনের রথে। পিতা হ'য়ে পুত্রে দিল যে তপ্ত তৈলেতে ॥ রিপুজয়ী হ'য়ে হে এসেছি তব রণে। নিজ দাসে দয়া করি রাখ শ্রীচরণে ॥ অতি দীনহীন যে পাপিষ্ঠ দুরাশয়। স্বহস্তেতে বধ প্রভু কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ একমনে স্তব করি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। ধনুর্ব্বাণ ধরি বীর প্রবেশিল রণে ॥ যুদ্ধ বিনা কার্য্যসিদ্ধ নহে কদাচন। শত্রুভাব বিনা হরি না করিবে রণ ॥ তত্ত্বজ্ঞান পরিহরি সুধন্বা তখন। অর্জ্জুনে বলেন অতি কর্কশ বচন ॥ শুন হে অর্জ্জুন তুমি আজি মম কথা। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে আজ কাটি তব মাথা ॥ কৃষ্ণ সারথি ব'লে না কর অহঙ্কার। আজি রণে তোমারে দেখাব চমৎকার ॥ আমার বাণেতে তুমি না পাইবে জয়। কেমনে রক্ষিবে তোমা কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ যাহারে সহায় করি বধ দুর্য্যোধনে। তার সমুচিত ফল পাবে আজি রণে ॥ কুরুকুল নির্ম্মূল করিলে পাপমতি। করি এই শ্রীকৃষ্ণকে রথের সারথি ॥ আজি সুধন্বার রণে ধন্য হ'তে পার। তবে জানি তুমি হে অর্জ্জুন নাম ধর ॥ অশ্ব ল'য়ে যাবে যজ্ঞে যুধিষ্ঠির যথা। আজিকার রণে যদি থাকে তব মাথা ॥ শত সহোদর সহ মার দুর্য্যোধনে। আজি ধন্য হ'তে পার যদি জিন রণে ॥ দ্রোণাচার্য্য গুরু তোর শুনেছি শ্রবণে। মিথ্যায় বধিলে তায় ভাই পঞ্চজনে ॥ তার সমুচিত ফল আগত হইল। হংসধ্বজপুরে বিধি তোরে মিলাইল ॥ সে গুরুবধের পাপ তোর যাবে কোথা। সেই পাপে আজি তোর কাটা যাবে মাথা ॥ গুরুহত্যা পাপ তোর

আছয়ে শরীরে। সেই পাপে হবি ক্ষয় সুধন্বা-সমরে॥ এ পাপ শরীর তোর না যায় বর্ণন। এক নারী পঞ্চ ভায়ে করেছ গমন॥ ভাই তোর বৃকোদর ভীম গদাধারী। ক্ষত্র হ'য়ে ভজিল হিড়িম্বা নিশাচরী॥ রাক্ষসের ন্যায় কার্য্য কৈল ভীম বীর। কুরুপতি-ঊরু ভাঙ্গি খাইল রুধির॥ সেইসব পাপের ফল আগত হইল। এতদিন পরে তোর সময় ঘটিল॥ আজি সুধন্বার রণে জিনিতে নারিবে। কৃষ্ণের সাক্ষাতে তোর মাথা কাটা যাবে॥ এতেক ভৎ‍র্সনা যদি তাহারে করিল। মহা-ক্রোধে অর্জ্জুন যে গর্জ্জিয়া উঠিল॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন সুধন্বা দুর্ম্মতি। এখনি পাঠাব তোরে যমের বসতি॥ বৈষ্ণব বলিয়া আগে করেছি বিশ্বাস। না মারিনু অস্ত্র তোরে ব'লে কৃষ্ণ-দাস॥ ভূপাল হ'য়ে কপালে তিলকের রেখা। সর্ব্ব শরীরেতে তোর কৃষ্ণনাম লেখা॥ ধনুকেতে কৃষ্ণনাম লেখা শত শত। এসেছ সমরে হ'য়ে তরণীর মত॥ তার সমুচিত দণ্ড পাবি আজি ভণ্ড। কৃষ্ণ সাক্ষাতে আজি কাটিব তোর মুণ্ড॥ আজি রণে তোরে দেখাইব চমৎকার। সাধু নোস্, ভণ্ড তুই দণ্ড পাবি তার॥ জন্ম তোর ক্ষত্রকুলে রাজকুলোদ্ভব। ক্ষত্র ধর্ম্ম পরিহরি হলি অবৈষ্ণব॥ না আছ ক্ষত্রধর্ম্মে না আছিস্ বৈষ্ণবে। রণে যাত্রা একান্ত তোর কৃতান্ত ভাবে॥ তোর দোষাদোষ যত দেখেছি শ্রীকান্ত। এবার একান্ত তোরে ডেকেছে কৃতান্ত॥ ইহা বলি অর্জ্জুন করে ধনুর্ব্বাণ লয়। পার্থ বলে, সাক্ষী থাক কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যদি মন থাকে কৃষ্ণ তোমার চরণে। অবশ্য সুধন্বা-মাথা কাটিব যে রণে॥ কহিল সরকার শ্রীকৃষ্ণপদ সার। অর্জ্জুনের প্রতি সুধন্বার প্রত্যুত্তর॥

গীত

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা

কি হবে কর পারাপার।
ভবের কাণ্ডারী তুমি ত্রিসংসারের সার॥
দিয়ে কৃষ্ণ চরণ-তরী, পার কর ভববারি,
তুমি কৃতান্ত-বারি, তোমা বিনা গতি নাই আর॥

অর্জ্জুনের প্রতি সুধন্বার পুনরোক্তি

পয়ার। সুধন্বা বলেন, অর্জ্জুন ক'রো না ভৎসনা। তুমি যত সত্যবাদী, আছে সব জানা॥ দুর্য্যোধন-ভয়েতে পলায়ে পঞ্চ-ভায়ে। বিরাট-গৃহেতে লুকাইলে মিথ্যা ক'য়ে॥ ধনুঃশর লুকায়ে রাখিলে বৃক্ষোপর। রাখিলে ধনুক বলি মাতা মৈল আর॥ আমাদের ক্ষত্রধর্ম্ম রাজকুলে আছে। কেহ বা অগ্নি দেয় কেহ বা তোলে গাছে॥ ধনুক কেহ বা নিবে মিথ্যা কথা ক'য়ে। রেখেছিলে ধনুর্ব্বাণ বৃক্ষে আরোহিয়ে॥ পথে বসি পঞ্চজন করিয়ে মন্ত্রণা। বিরাটের গৃহে তবে গেল পঞ্চজনা॥ অগ্রে যুধিষ্ঠির গেল বিরাট-সভায়। প্রথমে মিথ্যা পথ যুধিষ্ঠির দেখায়॥ যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নই। যুধিষ্ঠির সভা-সদ্ এক আত্মা হই॥ অগ্রে মিথ্যা পথ দেখায় রাজা যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির পশ্চাতে গেল ভীম মহাবীর॥ বিরাট-সভায় বলেন মিথ্যা বচন। আমি ছিনু যুধিষ্ঠির রান্ধুনী ব্রাহ্মণ॥ সূপকার কার্য্যে আমি অতি মনোহর। যুধিষ্ঠির সূপকার নাম বৃকোদর॥ ছিল ভীম হৈল বৃকোদর সূপকার। মিথ্যা বলে গৃহ গেল বিরাট রাজার॥ ভীমের পশ্চাতে তুমি গিয়া হে অর্জ্জুন। মিথ্যা কথা বলেছিলে নৃত্যেতে নিপুণ॥ নৃত্য শিখাইতে পারি অন্তঃপুর-বালা। এই হেতু আমি নাম ধরি বৃহন্নলা॥ বৃহন্নলা নাম মম শুনহ রাজন্। মিথ্যা ব'লে কৈলে অন্তঃপুরেতে গমন॥ এইসব কুৎসিত কার্য্য করিয়াছ যত। তার সমুচিত ফল হইল আগত॥ ইহা বলি সুধন্বা যে বাণ নিল করে। বাণ বরিষণ করে অর্জ্জুন উপরে॥ বাণ সম্বরিয়া বীর ধনঞ্জয় কয়। আজি সুধন্বা তোমায় বধিব নিশ্চয়॥ এই বাণে সুধন্বা যদি তোরে নাহি মারি। তবে বৃথা আমি সে অর্জ্জুন নাম ধরি॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি নহে ত অন্যথা। এইবাণে সুধন্বা কাটিব তোর মাথা॥ ইহা বলি অস্ত্র বাণ ধনুকে যুড়িল। সুধন্বার মুণ্ড কাটি ভূমিতে ফেলিল॥ সুধন্বার কাটা মুণ্ড পড়ে ভূমিতলে। কাটা মুণ্ড উচ্চস্বরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে॥ নিজে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলে। সুধন্বার কাটা মুণ্ড

করিলেন কোলে ॥ কাটা মুণ্ড কোলে করি কৃষ্ণ-দয়াময়। ধন্য ধন্য সুধন্বা বৈষ্ণব মহাশয ॥ পরম বৈরাগী তুমি স্বর্গ-অধিকারী। অতুল তুলনা তব সাধ সদা করি ॥ কাটা মুণ্ড কোলে কৃষ্ণ ধন্য ধন্য বলে। স্বর্গ হৈতে পুষ্পরথ এল হেনকালে॥ সুধন্বা যে দেবমূর্ত্তি করয়ে ধারণ। স্বর্গে চলে পুষ্পরথে করি আরোহণ ॥ সুধন্বা সে স্বর্গগামী হইল যখন। আসে হংসধ্বজ রাজা করিয়া রোদন ॥ পুত্রশোকে মহারাজ লোটায় ধরণী। কাতরে ধরেন কৃষ্ণের চরণ দু'খানি ॥ স্বর্গগামী হৈল মম সুধন্বা নন্দন। অর্জ্জুনের রথে করি কৃষ্ণ-দরশন ॥ ধন্য ধন্য সুধন্বা যে আমার তনয। স্বর্গগামী কৈলে তারে কৃষ্ণ-দযামব ॥ আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাধন। দযা ক'রে দযামব দেহ শ্রীচরণ ॥ চিরদিন ছিল প্রভু বাসনা মনেতে। হেরিব শ্রীকৃষ্ণ আমি অর্জ্জুনের রথে ॥ এই আশা ক'রে অশ্ব করিনু ধারণ। হেরিব অর্জ্জুন রথে নর-নারাযণ ॥ তোমারে হেরিতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে। সুধন্বাকে ফেলেছিনু উত্তপ্ত তৈলেতে ॥ আপন কার্য্য সাধি সুধন্বা মহাজন। স্বর্গে গেল পুষ্পরথে করি আরোহণ ॥ কি হবে আমার গতি ওহে দযামব। মম শিরে দেহ কৃষ্ণ নিজ পদাশ্রয় ॥ কৃষ্ণ বলে, শুন ওহে হংসধ্বজ রায। স্বর্গে সুধন্বাকে পাবে আমার আজ্ঞায় ॥ ইহা শুনি হংসধ্বজ অশ্ব ছেড়ে দিল। পয়ার প্রবন্ধে সরকার বিরচিল ॥

গোলোকে অশ্বের ভ্রমণ ও শ্রীরাধার মানস-পুত্রের অশ্ব ধারণ এবং অর্জ্জুনের সহিত রণ

পয়ার। রাধার মানস পুত্র হয় দুইজন। বিচিত্র সুচিত্র নাম অতি বিচক্ষণ ॥ ঋষিধ্বজ নামে আছয়ে তথায়। জাম্বুনদী-তীরে হয় তাদের আলয় ॥ অধ্যয়ন হেতু সে শ্রীরাধার নন্দন। মুনির আশ্রমে থাকে ভাই দুইজন ॥ নিত্য-নিত্য খেলে দোঁহে জাম্বুনদীতীরে। দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥ যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ-অশ্ব ভ্রময়ে নগরে। জলপান হেতু গেল জাম্বু-

নদীতীরে ॥ অশ্ব দেখি হর্ষ হয় ভাই দুইজন। ধরিল যজ্ঞের অশ্ব রাধার নন্দন ॥ ক্ষণমাত্রে অর্জ্জুন আইলা সেইখানে। দেখে নদীতীরে খেলে শিশু দুইজনে ॥ অশ্ব বাঁধা তরুমূলে দেখিল অর্জ্জুন। ক্রোধে হৈল বীরবর জ্বলন্ত আগুন ॥ অর্জ্জুন বলে, কে তোরা শিশু দুইজন। কে বান্ধিল যজ্ঞ-অশ্ব কহ বিবরণ ॥ কাহার তনয় তোরা দাও পরিচয়। মরিবার হেতু কেন বান্ধ যজ্ঞ-হয় ॥ সুচিত্র বলেন, শুন মম পরিচয়। গোলোকে বসতি করি রাধার তনয় ॥ সুচিত্র বিচিত্র নামে ভাই দুইজন। যজ্ঞ-অশ্ব আমরা যে করেছি ধারণ ॥ তুমি কে ধনুকধারী দেহ পরিচয়। কিবা নাম ধর, হও কাহার তনয় ॥ কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি। ক্ষত্রজাতি হবে তুমি অনুমানে গণি ॥ বীরবেশ ধরিয়াছ কক্ষে শরাসন। রণসজ্জা অভিপ্রায় রথে আরোহণ ॥ নাহি হবে সাধারণ মম মনে লয়। বোধ করি হবে কোন রাজার তনয় ॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন শিশু দুইজন। পাণ্ডব-বংশেতে জন্ম নাম যে অর্জ্জুন ॥ পাণ্ডুরাজা পিতা জননী কুন্তীরাণী। জ্যেষ্ঠ সহোদর হন ধর্ম্ম-নৃপমণি ॥ মধ্যম সে ভীম বীর ছোট আমি তার। নকুল ও সহদেব পঞ্চ সহোদর ॥ হস্তিনার অধিপতি সে ধর্ম্ম-রাজন্। করেছেন তিনি অশ্বমেধ আরম্ভণ ॥ তাঁর এই যজ্ঞ-অশ্ব করেছ ধারণ। ছাড় শিশু যজ্ঞ-অশ্ব না করিহ রণ ॥ মম সহ রণ তব উচিত না হয়। মম রথে সারথি যে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন কহ হে সম্প্রতি। কোন্ কৃষ্ণ হয় তব রথের সারথি ॥ একে একে কহ দেখি কৃষ্ণ-দয়াময়। রথের সারথি তব কোন্ কৃষ্ণ হয় ॥ এক কৃষ্ণ জগত-ইষ্ট ব্যক্ত চরাচরে। এক কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে ॥ এক কৃষ্ণ কংস-ভয়ে পলায়ন করি। নন্দ-গোপে পিতা বলি ননী কৈল চুরি ॥ এক কৃষ্ণ বাঁশরী বাজায়ে গোপীগণে। হরিল গোপের নারী নিকুঞ্জ-কাননে ॥ কোন্ কৃষ্ণ রাখালের উচ্ছিষ্ট খাইল। কোন্ কৃষ্ণ গোপীগণের বসন হরিল ॥ কোন্ কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের করিল রাখালী। কোন্ কৃষ্ণ আয়ান ভয়ে হয়েছিল কালী ॥ কোন্ কৃষ্ণ নন্দের বাধা

বহিল মস্তকে। নন্দরাণী বেঁধেছিল সে কোন্ কৃষ্ণকে॥ কোন্ কৃষ্ণ হ'য়ে যমুনায় কর্ণধার। করেছিল ব্রজ-গোপীদের পারাপার॥ কোন্ কৃষ্ণ কণ্ব-মুনির অন্নজল খেলে। কোন্ কৃষ্ণ সারথি পাণ্ডবের কুলে॥ কোথায় সারথি তোর কৃষ্ণ-দয়াময়। একা কেন রথে তবে দেখি ধনঞ্জয়॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন রে মূর্খ দুরাশয়। যিনি জগৎ-ইষ্ট তিনি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ লীলাকার নারায়ণ নরদেহ ধরি। কৃষ্ণরূপে নিকুঞ্জে বিহার করে হরি॥ যিনি ভগবান্ তিনি কৃষ্ণ-দয়াময়। ত্রিজগতে এক কৃষ্ণ, ভিন্ন কভু নয়॥ সুচিত্র বলে, অর্জ্জুন শুনে হাসি পায়। ভগবান্ হ'য়ে কৃষ্ণ গোধন চরায়॥ বৈকুণ্ঠধাম ত্যজিয়ে দেব-ভগবান্। কি দায়েতে গোকুলেতে গোপ-অন্ন খান॥ লক্ষ্মী যার আজ্ঞাকারী কুবের ভাণ্ডারী। তিনি কেন হবেন গোপের আজ্ঞাকারী॥ গোলেকের নাথ যিনি স্বর্গে কল্পতরু। তিনি কেন বৃন্দাবনে চরাবেন গরু॥ ভগবান্ জন্মিলেন মনুষ্য-জঠরে। মনুষ্যকে পিতা বলে নরদেহ ধ'রে॥ রাখাল হইয়ে যেবা গোষ্ঠেতে বিরাজে। তাঁরে তুই ভগবান্ বলিস কোন্ লাজে॥ মনুষ্যকে ভগবান্ জ্ঞান কেন তোর। ভগবান্ হলেন কি ব্রজের ননী-চোর॥ চোরকে ভগবান্ বলিস্ কোন লাজে। তোর মত অজ্ঞান কে আছে ধরামাঝে॥ আর এক কথা কহি, শুন ধনঞ্জয়। তোমাদের যাতে জন্ম জানি সমুদয়॥ ইন্দ্র অংশে জন্ম তব হৈল ধরাধামে॥ পিতা তোর ধ্বজভঙ্গ শুনেছি শ্রবণে॥ মাতা তোর কুন্তীরাণী গণিকা গণন। পঞ্চ পতি করেছিল পুত্রের কারণ॥ সেই গর্ভে জন্ম তোর শুন ধনঞ্জয়। বেশ্যা-পুত্রে অশ্বমেধ শুনে হাসি পায়॥ কর্ণ নামে ভাই তোর কার অন্ন খেলে। লোকে বলে শুনি তারে ছুতোরের ছেলে॥ ইন্দ্র-অংশে জন্ম তোর গণিকা-উদরে। বেশ্যা-পুত্র হ'য়ে বাছা এসেছ সমরে॥ পাশায় হারিয়া রাজ্য গিয়াছিলি বনে। বিনাদোষে বিনাশিলে রাজা দুর্য্যোধনে॥ শত ভাই দুর্য্যোধনে করেছ নিধন। পরীক্ষা লইব আজি ভাই দুইজন॥ দুই সহোদর রণে যদি হয় জয়। তবে জানা যাবে

তুমি পণ্ডিত বিজয় ॥ অহঙ্কারে কক্ষতলে ল'য়ে শরাসন। সমরে এসেছ রথে করি আরোহণ ॥ কাটিয়া মস্তক তোর ফেলিব ভূতলে। ডুবাইব রথ তোর জাম্বুনদী-জলে ॥ অশ্ব-ভালে জয়পত্র করেছ লিখন। বিশ্বজয়ী আমরা পাণ্ডব পঞ্চজন ॥ ত্রিভুবনে জয়ী মোরা পঞ্চ সহোদরে। কার সাধ্য আমাদের যজ্ঞ-অশ্ব ধরে ॥ বীরের পুত্র বীর কেবা আছে এমন। ধরিলে আমার অশ্ব করিবে যে রণ ॥ ছাড়িয়াছ যজ্ঞ-অশ্ব দর্প করি মনে। সেই দর্প চূর্ণ হবে আজিকার রণে ॥ আমাদের কাছে দর্প করা ভাল নয়। আমরা দু'ভাই দর্পহারীর তনয় ॥ যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব করিলে হরণ। ধর্ম্মপুত্র করেছে এ যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ পরধন হরণেতে নরকের কুণ্ড। সে-যজ্ঞে কি ফল হবে তার মাথা মুণ্ড ॥ ধর্ম্মলেশ নাই তার অধর্ম্মের শরীর। তিনি কন আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ॥ অবিচারে বৃহস্পতি খলান্ত অন্তরে। এক কার্য্যে গমন কর পঞ্চ-সহোদরে ॥ মিথ্যাবাদীর শিরোমণি পাপাত্মা কুজন। মিথ্যা বলি বধিলেন গুরুর জীবন ॥ ভীম নাম যার তার কঠিন শরীর। কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি খাইল রুধির ॥ রাক্ষসের কার্য্য কৈল বীর বৃকোদর। হিড়িম্বা রাক্ষসী ল'য়ে করে সেই ঘর ॥ এত দোষের দোষী পাণ্ডব পঞ্চজন। লোকে কহে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রাজন্ ॥ ইহা বলি ভৎ‍র্সনা করে দুই সহোদর। বাক্যবাণে অর্জ্জুনের অঙ্গ জরজর ॥ ক্রোধিত হৈয়া অর্জ্জুন সহিতে নারিল। বিচিত্রে মারিতে বাণ সন্ধান করিল ॥ আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার। ত্রিভুবনে একেবারে লাগে চমৎকার ॥ বিচিত্রকে বলেন সুচিত্র সহোদর। ভূমেতে যে আমরা অর্জ্জুন রথোপর ॥ কি ক'রে করিব রণ রথ পাই কোথা। এখনি কাটিব বেটা অর্জ্জুনের মাথা ॥ সুচিত্র বলেন, শুন বিচিত্র সহোদর। বাণ ল'য়ে উঠ মম স্কন্ধের উপর ॥ যুদ্ধ কর মম স্কন্ধে করি আরোহণ। বধহ পাপাত্মা দুষ্ট অর্জ্জুন-জীবন ॥ বাণে অর্জ্জুনের কর জীবন বিকল। এইখানে প্রাপ্ত হোক্ অশ্বমেধ-ফল ॥ হস্তিনায় যুধিষ্ঠির যজ্ঞ পূর্ণ করে। এখানে অর্জ্জুনে বধ করহ সমরে ॥

গোলোকেতে রাখ অর্জ্জুন মহাবীর। যজ্ঞস্থলে দর্পচূর্ণ হোক্ যুধিষ্ঠির॥ জাম্বুনদীতীরে কর পাণ্ডুবংশ ক্ষয়। দেখি কিসে রক্ষা করে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পাণ্ডবের সখা হরি শুনেছি শ্রবণে। কৃষ্ণ-বিষ্ণু মানিব না আজিকার রণে॥ অন্য কোন দেবতার না শুনিব কথা। ব্রহ্মা এলে আজি তার কাটিব যে মাথা॥ আজি রণে অর্জ্জুনে দেখাব চমৎকার। পৃথিবীতে নাহি রবে পাণ্ডব সঞ্চার॥ যে পাণ্ডব করেছিল অকৌরব ধরণী। আমরা করিব আজি অপাণ্ডব মেদিনী॥ ইহা বলি সুচিত্র বিচিত্রকে স্কন্ধে করে। ধনু ধরি দাঁড়াল অর্জ্জুন বরাবরে॥ স্কন্ধের উপরে বিচিত্র দাঁড়াইল। তাহা দেখি অর্জ্জুন বীর হাসিতে লাগিল॥ অর্জ্জুন বলেন, হাসি ভয় পায় মনে। না জানি কি ভাগ্যে আছে বালকের রণে॥ সামান্য বালক নাহি হবে অনুমানি। হবে কোন বীরপুত্র বীর-চূড়ামণি॥ তা নৈলে এত তেজ ধরে কোন্ বালক। স্কন্ধে চড়ি রণ করে হইয়ে পুলক॥ কৃষ্ণের আশ্রিত দেখি মনে পাই ভয়। বুঝি কোন ছল কৈল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বুঝি যুধিষ্ঠিরে কোন পেয়ে অপরাধ। ছল করি শিশু রূপে ঘটাবে প্রমাদ॥ যা থাকে অদৃষ্টে মম সাহসে নির্ভর। ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা হেতু করির্ব সমর॥ ইহা ভাবি অর্জ্জুন ধনুক টঙ্কারিল। বিনা বাণে সমরেতে ভয় দেখাইল॥ অর্জ্জুন বলে, শিশু এরা না জানে সন্ধান। কেমনে কোমল অঙ্গে প্রহারিব বাণ॥ সুচিত্র বলেন, ওহে শুন বীরবর। ভয়েতে সমরে কেন হইলে কাতর॥ ইহা বলি সুচিত্র যে বাণ প্রহারিল। অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে বাণ প্রবেশিল॥ বাণ সম্বরণ করি অর্জ্জুন যে কয়। বলে সাক্ষী থাক তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বারে বারে অপমান সহিতে না পারি। রণস্থলে সাক্ষী এক দীনবন্ধু হরি॥ কার বালক ইহারা পুলক হয় রণে। স্কন্ধে চড়ি করে রণ ভয় হয় মনে॥ কৃষ্ণ সাক্ষী করিয়া অর্জ্জুন বীর-বর। শিশু সনে অর্জ্জুন যে আরম্ভে সমর॥ ক্ষুরূপা নামে বাণ অর্জ্জুন প্রহারিল। সুচিত্র শ্রীপদে আসি প্রণাম করিল॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন বাণ না মারিব। অগ্নিবাণে আজি তব

রথ পোড়াইব ॥ ইহা বলি অগ্নিবাণ মারিল তখন। বরুণ বাণেতে অর্জ্জুন কৈল নিবারণ ॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন বলি হে বিশেষে। আজি তোমা মারিব বান্ধিয়া নাগপাশে ॥ ইহা বলি নাগবাণ ধনুকে জুড়িল। গরুড়বাণে নাগ সব অর্জ্জুন নাশিল ॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন জানিব অবশ্য। কেমনে যে তুমি হও দ্রোণগুরুর শিষ্য ॥ কত বাণ শিখেছ সে দ্রোণ-গুরু স্থানে। জানা যাবে আজি যদি রক্ষা পাও রণে ॥ ইহা বলি মেঘবাণ ধনুকে জুড়িল। পবনবাণেতে অর্জ্জুন মেঘ সরাইল ॥ বিচিত্র রাক্ষসীবাণ তখন মারিল। রবিবাণ মারিয়া রাক্ষসে সংহারিল ॥ তাহা দেখি গিরিবাণ ধনুকে জুড়িল। পাষাণ সম অর্জ্জুনের বক্ষে প্রবেশিল ॥ পাষাণবাণ অর্জ্জুন যে কাটিতে নারিল। পর্ব্বত-চাপনে ভূমে অর্জ্জুন পড়িল ॥ রণে পরাভব যদি পাণ্ডব হইল। বিচিত্র সুচিত্র দোঁহে নাচিতে লাগিল ॥ অর্জ্জুন-নিকটে গিয়ে নাচে দুই ভাই। পাষাণ চাপনে বীর আর সাড়া নাই ॥ পাষাণ চাপনে গেল অঙ্গের বৈভব। বিচিত্র বলে, এবার মরেছে পাণ্ডব ॥ সুচিত্র বলেন, শুন বিচিত্র সহোদর। অর্জ্জুন মরেছে রণে, চল যাই ঘর ॥ তুমি চল অশ্বে আমি রথ-আরোহণে। চল গৃহে যাই মোরা ভাই দুইজনে ॥ হইল অনেক বেলা ক্ষুধায় কাতর। অর্জ্জুন মরিল রণে কে করে সমর ॥ সুচিত্র উঠিল রথে বিচিত্র ঘোটকে ॥ দুই ভাই গৃহে যায় পরম পুলকে ॥ ত্রেতাযুগে যেমন বাল্মীকি তপোবনে। সীতা পাশে যায় লব কুশ দুইজনে ॥

গীত

ত্রেতাযুগে যেমন বাল্মীকির বনে।
লবকুশ করিল যুদ্ধ ভাই দুইজনে ॥
লক্ষ্মণ সহ করি রণ, লব কুশ দুইজন,
পুলকে আনন্দে মন, গিয়াছিল সীতা-সন্নিধানে ॥

রথ-অশ্ব আরোহণে সুচিত্র ও বিচিত্রের শ্রীরাধার নিকটে গমন

পয়ার। বিচিত্র যায় রথে সুচিত্র অশ্বোপরে। রাধার নিকটে যায় দুই সহোদরে॥ রথ অশ্ব হ'তে নামি দুই সহোদরে। রাধাকে প্রণাম কৈল হরিষ অন্তরে॥ শ্রীরাধা বলেন, কহ শুনিব বিরলে। কার রথ-অশ্ব এই কোথায় পাইলে॥ কোথা রথ অশ্ব পেলে কহ ত' নিশ্চয়। রথ-অশ্ব হেরে কেন বক্ষ কম্প হয়॥ বোধ করি হবে এই যজ্ঞাশ্ব কাহার। জয়পত্র লেখা দেখি ললাট-উপর॥ কাহার যজ্ঞাশ্ব তোরা করিলি হরণ। ত্রেতাযুগ-দশা বুঝি ঘটিল এখন॥ রামচন্দ্র যজ্ঞ-অশ্ব করিয়া ধারণ। কত কষ্ট দিল লব-কুশ দুইজন॥ যে অশ্ব কারণ রণ হৈল বহুতর। লব-কুশ হস্তে প্রাণ ত্যজে রঘুবর॥ ত্রেতাযুগে পুত্র হেতু কত কষ্ট পেনু। দ্বাপরেতে কেন পুনঃ পুত্র ইচ্ছা কৈনু॥ বারে বারে পুত্র-হেতু মজে দুই কুল। কেন হৈল আমার এতেক স্থূল ভুল॥ বারবার আমি যদি পাই মনস্তাপ। সত্য কৈনু জাম্বুনদীজলে দিব ঝাঁপ॥ ত্যজিব জীবন জাম্বুনদীর জীবনে। চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী থাক যত দেবগণে॥ ইহা বলি রাধা জিজ্ঞাসেন পুনর্ব্বার। কোথা পেলে রথ-অশ্ব কহ ত্বরা তার॥ সুচিত্র বলেন, মাতঃ করি নিবেদন। জাম্বুনদীতীরে খেলি ভাই দুইজন॥ হেনকালে এল অশ্ব সেই নদীতীরে। ধরিলাম যজ্ঞ-অশ্ব দুই সহোদরে॥ অশ্ব বান্ধি দুই ভাই খেলাতে মগন। অশ্ব-অন্বেষণে এলো নাম যে অর্জ্জুন॥ নবঘনরূপ তার কক্ষে শরাসন। অশ্ব-অন্বেষণে এলো রথে আরোহণ॥ পরিচয় দিলেন অর্জ্জুন মহাবীর। অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির॥ আমরা পাণ্ডব পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়। আমাদের সখা হন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কোথাকার কৃষ্ণ তিনি, কেবা তারে চিনে। এই হেতু বহু যুদ্ধ হৈল তার সনে॥ হারিয়ে অর্জ্জুন বীর আমাদের সনে। ভূতলে পড়িল বীর পাষাণ-চাপনে॥ সেই অর্জ্জুনের রথ দেখহ নয়নে। যুধিষ্ঠির-অশ্ব এই বিচিত্র আরোহণে॥ পরিচয় শুনি তবে কর হানে ভালে। অচৈতন্য হ'য়ে রাই পড়িল

ভূতলে॥ হায় হায় কি করিলি, ওরে ও অজ্ঞান। কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবের কৈলি অপমান॥ পাণ্ডবের সখা হরি পাণ্ডবের প্রাণ। হেন পাণ্ডবের কেন কৈলি অপমান॥ যে পাণ্ডবের লাগি গোলোক পরিহরি। হ'য়ে আছে কৃষ্ণ পাণ্ডবের আজ্ঞা-কারী॥ গোলোকের সুখ কৃষ্ণ দিয়া বিসর্জ্জন। যে পাণ্ডব-হেতু করেন মর্ত্ত্যেতে ভ্রমণ॥ রণে-বনে সহায় যাদের ভগবান। হেন পাণ্ডবের কেন কৈলি অপমান॥ যার রথে সারথি সে কৃষ্ণ-দয়াময়। কি কারণে তারে বল কৈলি পরাজয়॥ বিশেষ নর-নারায়ণ অর্জ্জুন সুধীর। অর্জ্জুনেতে আছে কৃষ্ণের অৰ্দ্ধেক শরীর॥ যে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু নয়। যে পাণ্ডব রক্ষা হেতু ভূতলে ভ্রময়॥ যে পাণ্ডব-রণে কৃষ্ণ হইয়া সারথি। কুরুসৈন্য ক্ষয় করিয়াছেন শ্রীপতি॥ যেই পাণ্ডবের কৃষ্ণ বাড়াতে সম্মান। যুধিষ্ঠির-পদে কৃষ্ণ করিল প্রণাম॥ আপনি যে বাড়ালেন পাণ্ডবের মান। সে পাণ্ডবের অপমান কৈলি কুসন্তান॥ প্রাণে রক্ষা পাবে যদি মম বাক্য লও। রথ-অশ্ব পাণ্ডবের শীঘ্র ফিরে দাও॥ গলবাসে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দুই জনে। প্রণাম করহ গিয়ে অর্জ্জুন-চরণে॥ অর্জ্জুনের সারথি যে কৃষ্ণ-দয়াময়। সেই কৃষ্ণ তব পিতা শুন পরিচয়॥ পাণ্ডবের যজ্ঞেতে আছেন নারায়ণ। শীঘ্র কর রথ-অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ॥ নতুবা ঘটিবে বিপদ শুন হে শ্রবণে। হইবে মহাসমর অশ্বের কারণে॥ ত্রিভুবন-বিজয়ী পাণ্ডব পঞ্চজন। যার রণে নিধন হইল দুর্য্যোধন॥ বিশেষ কৃষ্ণ-দয়াময় সারথি হয় যার। হেন পাণ্ডবের সনে জিনে সাধ্য কার॥ সেই কৃষ্ণ তোমাদের পিতা কুসন্তান। পুত্র হ'য়ে কেন কর পিতৃ-অপমান॥ যাও যাও শীঘ্র যাও রথ-অশ্ব ল'য়ে। অর্জ্জুনেরে ফিরে দাও গলে বাস দিয়ে॥ সহস্র প্রণাম কর অর্জ্জুন-চরণে। দুই সহোদর তৃণ করিয়া দশনে॥ গিয়া বল অপরাধ ক্ষমহ ফাল্গুনি। আমরা অজ্ঞান তোমা কদাপি না চিনি॥ তোমার সারথি যিনি কৃষ্ণ-দয়াময়। তিনি আমাদের পিতা শুন পরিচয়॥ ইহা বলি অর্জ্জুনের করাও চেতন। ত্বরিতে যজ্ঞের অশ্ব করহ অর্পণ॥

দিলেন শ্রীরাধা আজ্ঞা আপন নন্দনে। রথ অশ্ব পুনঃ ফিরে দিতে সে অর্জ্জুনে॥ ইহা শুনি সুচিত্র-বিচিত্র দুইজন। রথ অশ্ব ল'য়ে পুনঃ করিল গমন॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। ঐ শ্রীপদ দিও কৃষ্ণ পড়িলে বিপদে॥ আমি অতি দীনহীন রাখ শ্রীচরণে। দিন গেল দীনবন্ধু বাঁকুড়ার বনে॥

রথ অন্বেষণে ভীমের গমন

পয়ার। রথাশ্ব ল'য়ে সুচিত্র-বিচিত্র দু'জন। জাম্বুনদীর তীরেতে করিল গমন॥ হেনকালে ভীমবীর আসে সেইক্ষণে। হাতে গদা ল'যে অর্জ্জুনের অন্বেষণে॥ দেখিলেন অর্জ্জুনের-রথে শিশু দুইজন। যজ্ঞ-অশ্ব তরুতলে আছয়ে বন্ধন॥ অর্জ্জুনের রথেতে দেখিল দুইজন। গর্জ্জিয়া সে ভীম কহিছে তখন॥ কে রে শিশু তোরা কার রথের উপর। কোথায় পাইলি রথ কহ সে তৎপর॥ সুচিত্র-বিচিত্র বলে, করি অনুভব। বোধ করি এ বেটাও হইবে পাণ্ডব॥ অর্জ্জুনের মত ভাব দেখিবারে পাই। বোধ করি হবে এও ইহাদের ভাই॥ হস্তে গদা বীর সাজ বিক্রমে অসীম। বোধ করি এর নাম হইবে বা ভীম॥ প্রকাণ্ড শরীর বীর দেখি ভয়ঙ্কর। শালবৃক্ষ জিনি বেটা ধরে দুই কর॥ মধ্যদেশ পর্ব্বতের চূড়া যে মৈনাক। রক্তিম নয়ন যেন কুমারের চাক॥ এই হয় ভীম বীর জানিলাম মনে। বোধ করি এসেছে অর্জ্জুন-অন্বেষণে॥ ইহা ভাবি সুচিত্র-বিচিত্র দুইজন। ক্রোধিত হইয়া দোঁহে করে জিজ্ঞাসন॥ কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি। কার অন্বেষণে এলে বীর-চূড়ামণি॥ ভীম বলে, মোর নাম ভীম-মহাবীর। আমার কনিষ্ঠ ভাই অর্জ্জুন সুধীর॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির হস্তিনা-রাজন্। তাঁহার যজ্ঞাশ্ব কেবা করিল ধারণ॥ কাহার তনয় তোরা শুনি সত্য বল। রথ-অশ্ব রাখিয়া অর্জ্জুন কোথা গেল॥ কে তোমায় আজ্ঞা দিল রথ আরোহণে। অর্জ্জুনের রথে কেন তোরা

দুইজনে ॥ হাস্য করি সুচিত্র ভীমের প্রতি বলে। চেয়ে দেখ অর্জ্জুন ঐ পড়ে ধরাতলে ॥ সুচিত্র-বিচিত্র মোরা রাধার নন্দন। আমরা এ যজ্ঞ-অশ্ব করেছি ধারণ ॥ অশ্ব-হেতু অর্জ্জুন যে করিল সমর। রণে হের অর্জ্জুন ত্যজিল কলেবর ॥ অর্জ্জুনের রথ এই কথা মিথ্যা নয়। যার রথের সারথি কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ বাঁচিতে বাসনা থাকে ফিরে যাহ ঘর। মরণের ইচ্ছা থাকে করহ সমর ॥ একে ভীম তাহে কথা কঠিন শুনিল। গদা হাতে করি বীর রণে প্রবেশিল ॥ সুচিত্র বিচিত্রে বলে মম পানে চাও। ভীমের হাতের গদা অগ্রে কেড়ে নাও ॥ গদা কেড়ে লইয়ে দেখাও চমৎকার ॥ ভীমের গদায় কর ভীমেরে প্রহার ॥ মোরা দুইজনে হই রাধার তনয়। আমাদের পিতা হন কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর করি পরাভব। আমাদের কাছে ভাই কি ছার পাণ্ডব ॥ আমরা বড়, কি ভীম, সে পরীক্ষা কর। ভীম-হস্তে গদা যদি কেড়ে নিতে পার ॥ এতেক ইঙ্গিত যদি সুচিত্র করিল। বিচিত্র ভীমের হাতের গদা কেড়ে নিল ॥ ভীমের লইয়ে গদা ভীমেরে প্রহারে। অচৈতন্য হ'য়ে ভীম পড়িল সমরে ॥ রণে ভীম পড়ে দুই সহোদর নাচে। দুইজন মৈল আর তিনজন আছে ॥ অপাণ্ডবা ধরা করি গৃহে যাব ভাই। পাণ্ডব না মৈলে পুনঃ গৃহে যাব নাই ॥ এই কথা দুইজনে বলেন যখন। হৈল নকুল সহদেবের আগমন ॥ কক্ষে শরাসন দেখি বলে দুইজন। পাণ্ডব এলো পাণ্ডু করিতে অন্বেষণ ॥ বালক নকুল সহদেব দুইজন। সুচিত্র-বিচিত্র সহ হইল মিলন ॥ যজ্ঞ-অশ্ব দেখে হৈল জ্বলন্ত আগুন। দেখে রণস্থলে প'ড়ে আছে ভীমার্জ্জুন ॥ নকুল বলে, সহদেব কি কর নিরীক্ষণ ॥ ভীমার্জ্জুনে বধে এই শিশু দুইজন ॥ মারো মারো শীঘ্র আর নাই অন্য কথা। অগ্রেতে কাটিয়া ফেল শিশু দুই মাথা ॥ এদের রুধিরে করি স্নানাদি তর্পণ। তবে হবে ভীমার্জ্জুন-শোক নিবারণ ॥ ইহা বলি অস্ত্র বাণ জুড়িল ধনুকে। বিচিত্রের বুকে লাগি রক্ত উঠে মুখে ॥ বাণ সম্বরণ করি রাধার নন্দন। নকুল-সহদেবে করে বাণ বরিষণ ॥ লাগিল রাধার পুত্র

আর নাই রক্ষা। বাণ বরিষণ করে যার যত শিক্ষা॥ এইরূপে বহু রণ হইল ধরায়। বর্ণিতে অনেক হয়, গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ পরে মোহ-নামে বাণ নিক্ষেপ করিল। রণস্থলে সহদেব নকুল পড়িল॥ নকুল-সহদেব যদি রণেতে পড়িল। ডাকিনী নামে এক দেব তথায় আছিল॥ পাণ্ডব-অমঙ্গল দেখি চলে সে ডাকিনী। যথা যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির নৃপমণি॥ যুধিষ্ঠির যজ্ঞে ছিল কৃষ্ণ-দয়াময়। ডাকিনীটা তথা গিয়া সমস্ত যে কয়॥ যেরূপ হইল রণ সমস্ত কহিল। শুনিবা মাত্রেতে কৃষ্ণ গরুড়ে ডাকিল॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন রাজা যুধিষ্ঠির। কোথায় মরিল রণে অর্জ্জুন মহাবীর॥ ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব আদি সব। কার রণে মারা গেল চতুর্থ পাণ্ডব॥ কে এমন বীরপুত্র আছে ত্রিভুবনে। চতুর্থ পাণ্ডবগণে সংহারিল রণে॥ কাটিব তাহার মুণ্ড দিয়ে সুদর্শন। তাহার রুধিরে করি স্নানাদি তর্পণ॥ চতুর্থ পাণ্ডব পুনঃ বাঁচাব জীবনে। যজ্ঞ-অশ্ব লইয়ে আসিব তব স্থানে॥ যদবধি নাহি করি পুনরাগমন। তদবধি যজ্ঞ-স্থলে থাকিবে রাজন্॥ ইহা বলি গোবিন্দ গরুড়ে আরোহিল। জাম্বুনদীতীরেতে যে শ্রীকৃষ্ণ চলিল॥ গরুড়-বাহনে কৃষ্ণ করিছে গমন। সুচিত্র বিচিত্রে কৃষ্ণ দেখেন তখন॥ সুচিত্র বলেন, ভাই কর অনুমান। এবার আসিছে পিছে পাণ্ডব প্রধান॥ ইনিই কি ধর্ম্মপুত্র বীর-অবতার। গাত্রে মাংস নাহি বেটা অস্থিচর্ম্ম সার॥ মাথায় পরেছে মরা ময়ূরের পাখা। সোজা যুধিষ্ঠির নয় পাবে পাবে বাঁকা॥ নামটি শুনিতে বড় রাজা যুধিষ্ঠির। কালো কুৎসিত অতি দুর্ব্বল শরীর॥ রথ কোথা পাবে, মোরা করিনু হরণ। রথাভাবে কৈল বেটা পক্ষী আরোহণ॥ দেখিতে রসিক বড় যুধিষ্ঠির ঠাকুর। বুড়ো বয়সে হাতে বাঁশী পায়েতে নূপুর॥ নেচে নেচে রণ করে যুধিষ্ঠির ঠাকুর। তাহাতে আসিছে দিয়ে পায়েতে নূপুর॥ বাঁশী-স্বরে গান করে যুধিষ্ঠির-নৃপমণি। আজি পুনঃ দেখিব যুধিষ্ঠির নাচনী॥ নেচে নেচে গান করে যুধিষ্ঠির মহাশয়। তা নৈলে কেন আসিবে নূপুর দিয়ে পায়॥ হেস না হেস না ভাই

যুধিষ্ঠিরে হেরে। হাসিলে যুধিষ্ঠির নাচিবে না সমরে॥ সুচিত্র বলেন, হাসি রাখা নাহি যায়। যুধিষ্ঠিরের নূপুর দেখে হাসি পায়॥ বলিতে বলিতে কৃষ্ণ নিকটস্থ হৈল। রণে পড়ি ভীমার্জ্জুন দেখিতে পাইল॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কে রে বালক দুর্জ্জন। বিনা দোষে পাণ্ডবেরে করিলি নিধন॥ সুচিত্র বলে, পাণ্ডবের শোক কর দূর। নূপুর পায়ে নাচ যুধিষ্ঠির ঠাকুর॥ কৃষ্ণ বলে, শুন যুধিষ্ঠির আমি নই। ত্রিজগতে কর্ত্তা আমি ভগবান হই॥ সুচিত্র বলেন, কথা শুনে হাসি পায়। স্বর্ণ-নূপুর থাকে কি ভগবানের পায়॥ ভগবান পক্ষি-পৃষ্ঠে করে আরোহণ। বাঁশরী বাজায়, করে ভূতলে ভ্রমণ॥ মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা ক'য়ে। রণ জিন্তে এসেছে নূপুর পায়ে দিয়ে॥ এইরূপে পিতা-পুত্রে বাধিল সমর। অন্তরে জানিল ঋষিধ্বজ মুনিবর॥ ঋষিধ্বজ মুনি আসি সকলি কহিল। শ্রীরাধার ইচ্ছা-পুত্র মানস পূরিল॥ সুচিত্র-বিচিত্র তারা ভাই দুইজনে। আজ্ঞা দিল শ্রীকৃষ্ণের ধরিতে চরণে॥ কার সঙ্গে কর রণ বালক দুর্জ্জয়। তোমাদের পিতা হন, কৃষ্ণ-দয়াময়॥ মুনি-মুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ। পাণ্ডব ল'য়ে করিল হস্তিনা গমন॥ অপরে অনেক কথা শুন ওহে রায়। কহিতে সে সব কথা গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ ভাগুরি মুনির মতে অদ্ভুত ভাগবতে। শ্রীরাধার ইচ্ছা-পুত্র হৈল গোলোকেতে॥ কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া অসাধ্য বর্ণন। যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সাঙ্গ কৈল নারায়ণ॥ কহে কবি সরকার, আমি দীনহীন। দীনহীনে কর দয়া কৃষ্ণ ভক্তাধীন॥

ইতি সপ্তম খণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—০:(*):০—

অষ্টম খণ্ড

—:*:—

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ও পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ

পয়ার। কৃষ্ণ বলে, যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ। কলিযুগ আগত, স্বর্গে করহ গমন॥ এক্ষণে কি মন তব বলহ রাজন্। স্বর্গে আরোহণ কর ভাই পঞ্চজন॥ আমার সময় হৈল দেহ রাখিবার। কবে দেহে মৃত্যু আসি করে অধিকার॥ নরদেহ, সন্দেহ করে ভবে ডুবে যায়। জন্মভূমে কর্ম্মভোগ হইল যে সায়॥ কলি যে আগত স্বর্গে চলহ তোমরা। পাপেতে হইবে পূর্ণ এই বসুন্ধরা॥ অনিত্য সংসারে আর কতদিন রবে। কলি-অধিকারে রাজা কত কষ্ট পাবে॥ শুন যুধিষ্ঠির, হৈলে কলির অধিকার। এত বয়ঃক্রম রাজা না থাকিবে আর॥ কলি-কথা শুনি কহে যুধিষ্ঠির রাজন্। কহ, শুনি, দয়াময় সে কলি কেমন॥ কিবা রূপ হয় তার কি মূরতি ধরে। কোথায় বসতি তার কিবা কার্য্য করে॥ কলি নাম শুনি কৃষ্ণ-মনে হৈল ভয়। প্রকাশিয়া কহ, শুনি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কেমন আচার তার কেমন চরিত্র। কোথা অধিকার তার কিরূপ রাজত্ব॥ কিরূপ কলির রাজা কিবা আচরণ। কিরূপ করিবে রাজা প্রজার পালন॥ কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিবে স্বরূপ। কোন্ ধর্ম্মপথে রাজ্য করিবেন ভূপ॥ কলির মনুষ্য হবে কিরূপ মূরতি। কিরূপ বা আয়ু তাদের কহ যদুপতি॥ কোন্ ধর্ম্ম-পথে তারা করিবে গমন। কলির কথা কহ কৃষ্ণ, করিব শ্রবণ॥ প্রকাশ করিয়া কহ, কৃষ্ণ-দয়াময়। শুনিতে ইচ্ছা করি বলিতে আজ্ঞা হয়॥ কৃষ্ণ বলেন, শুন, যুধিষ্ঠির রাজন্। কহিব কলির কথা, করহ শ্রবণ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই তিন যুগাদি। রাজা প্রজা জীব আদি ছিল সত্যবাদী॥ বন বৃক্ষ পশু পক্ষী সত্য আচরণ। সকলে করিল সত্যপথেতে

গমন ॥ নানাজাতি পশু-পক্ষী ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর। তুরঙ্গ-ভুজঙ্গ আদি যত বনচর ॥ ভূচর খেচর জলচর ইতি আদি। দ্বিপাচর প্রেতাচর চরাচর প্রতি ॥ অনুচর সহচর চরাচর আদি। সকলে ছিলেন ধর্ম্মপথে সত্যবাদী ॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ। সত্যযুগে সত্যবাদী ছিল জীবগণ ॥ কাম্য নামে এক বন তথায় আছিল। তাহাতে বসতি এক শৃগাল করিল ॥ কিছুদিন আছে শিবা সেই সে-কাননে। চিত্রসেন ভূপ গেল মৃগ-অন্বেষণে ॥ তথায় আছিল এক সর্প অজাগর। মাণিক আছিল তার মস্তক উপর ॥ মাণিক রাখিয়া সেই আহারেতে ভ্রমে। ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে সর্প ভ্রমিছে কাননে ॥ হেনকালে সেই চিত্রসেন নরবর। দেখিল মাণিক প'ড়ে কানন-ভিতর ॥ মাণিক লইতে রাজা যায় করপুটে। দেখিল শৃগাল বসে মাণিক নিকটে ॥ রাজা বলেন, শৃগাল করি নিবেদন। মণি রাখি সর্প কোথা করিল গমন ॥ অজাগরের এ মাণিক আমি ল'য়ে যাই। জিজ্ঞাসিলে মাণিকের কথা ব'লো নাই ॥ কেবা ল'য়ে গেল মণি, আমি নাহি জানি। অজাগরে মিথ্যা কথা ব'লো শৃগালিনী ॥ মোর হ'য়ে মিথ্যা কথা ব'লো হে শৃগাল। তোমার খাদ্য আমি যোগাব চিরকাল ॥ যতদিন কর তুমি জীবন ধারণ। ততদিন তোমা আমি করিব পোষণ ॥ খাদ্য মাংস যাহা ইচ্ছা যে দিন করিবে। এই কাননেতে বসি অনায়াসে পাবে ॥ খাদ্য-হেতু করিতে হবে না পরিশ্রম। অনায়াসে সুখে বসি করহ আশ্রম ॥ শৃগাল বলেন, রাজা একি তব নীতি। অবিচার কর কেন হইয়া ভূপতি ॥ মিথ্যা-সম পাপ নাহি বলে ত্রিজগতে। মিথ্যা কথা মোরে কেন বলহ কহিতে ॥ পূর্ব্ব জন্মে কত আমি হ'য়ে মিথ্যাবাদী। সে-পাপে নরক ভোগ করি নিরবধি ॥ পশুকুলে জন্ম ল'য়ে কাননে ভ্রমণ। নরবিষ্ঠা আদি যত অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥ ইহকালে এ-যন্ত্রণা ভুগি চিরকাল। পুনঃ মিথ্যা বলি কি হে হইব শৃগাল ॥ সত্য কব শুন রাজা, অজাগর কাছে। চিত্রসেন রাজা তব মণি ল'য়ে গেছে ॥ ইহা শুনি চিত্রসেন মণি নাহি নিল। সসৈন্যেতে রাজা তবে

গৃহে প্রবেশিল ॥ অতএব, যুধিষ্ঠির কর প্রণিধান। কলির রাজা নহে দ্বাপর-পশুর সমান ॥ দ্বাপরে শৃগাল ছিল যত ধর্ম্মে মতি। কলিকালে তত ধার্ম্মিক না হবে ভূপতি ॥ রাজা হ'য়ে হিংসন যে করিবে প্রজার। দ্বিগুণ ক'রে লইবে কর করি অবিচার ॥ নানাবিধ ছল-বল প্রজারে করিবে। অবিচার করিয়া প্রজারে কষ্ট দিবে ॥ স্বজাতীয় ধর্ম্মে আর কেহ না থাকিবে। জাতিনাশ কুলনাশ সবার হইবে ॥ দাতা যে অদাতা হবে, হাড়ি কল্পতরু। তুচ্ছ উচ্চপদ পাবে, নাপিত হবে গুরু ॥ কদর্য্য ভক্ষণ করি মদে হবে কাবু। দ্বিজ নিজ কার্য্য ত্যজি হইবেন বাবু ॥ পর-ধনে পরস্ত্রীতে সদা হবে রত। নিজ নিজ ধর্ম্মপথে সবে হবে হত ॥ কতেক কহিব সেই কলি-ব্যবহার। এইরূপে হইবে কলির অত্যাচার ॥ মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা করিবে সকলে। জীবে দিবে কত কষ্ট করি ছলে-বলে ॥ নরকস্থ হবে জীব করি অত্যাচার। পরিপূর্ণ হইবেক যম-অধিকার ॥ নানাবিধ পাপ হবে কলির কুপথে। সতত অধর্ম্ম কার্য্যে হইবে নিরতে ॥ পিতা-মাতায় অন্ন নাহি দিবে পুত্রগণ। পিতা হ'য়ে প্রতিবাদী হইবে গণন ॥ ভূমিতে না হবে শস্য, গাভীতে না ক্ষীর। নদীগত হইবেক সরসীর নীর। মহা-মহা তীর্থগণ সব লোপ পাবে। কলির জীব জীবিতে মৃতপ্রায় হবে ॥ অতএব, কর তুমি স্বর্গে আরোহণ। সামান্য এ রাজপদ করিয়া বর্জ্জন ॥ ইহা বলি পাণ্ডবে কোল দিয়া নারায়ণ। পঞ্চ-পাণ্ডবের শক্তি করিল হরণ ॥ পাণ্ডবের কোল দিয়ে দেব-যদুরায় ॥ এ-জন্মের মত কৃষ্ণ হইল বিদায় ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন কৃষ্ণ-দেহর পতন ॥ সময় প্রবর্ত্তকাল জানি যদুবীর। নিম্ববৃক্ষে বসিলেন ত্যজিতে শরীর ॥ নীল-ব্যাধ আসি তথা অঘোর-কাননে। বাণাঘাত করিল শ্রীকৃষ্ণের চরণে ॥ ব্যাধের শরেতে কৃষ্ণ ত্যজিল শরীর। পুলকেতে গোলোকে গেলেন যদুবীর ॥ এইরূপে দেহত্যাগ করিল মাধব। সৎকার্য্য করিল তাঁর সে পঞ্চ-পাণ্ডব ॥ তদন্তরে স্বর্গগামী পাণ্ডব পঞ্চজন। এ অবধি পাণ্ডব-লীলা হৈল সমাপন ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

কি হবে দীননাথ, গেল দিন।
দিনে দিনে গেল দিন, নিকট হ'ল সঙ্কট দিন,
এ দীনের গতি কি হবে বল॥

গৌরাঙ্গ-অবতারের কথোপকথন

পয়ার। জন্মেজয় রাজা কহে, শুন তপোধন। তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ॥ প্রাণকৃষ্ণ প্রাণত্যাগ করিল যখন। সৎকার্য্য করিলেন পাণ্ডব পঞ্চজন॥ দেহ পরিহরি হরি গেলেন গোলোকে। তারপর কি করিল বলহ পুলকে॥ তাহার তদন্ত কহ মুনি মহাশয়। বাঞ্ছা করি শুনিতে, শুনাতে আজ্ঞা হয়॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। গৌরাঙ্গ-অবতারের কথোপকথন॥ জীবের পাপ-ভ্রান্ত নাশিতে দয়াময়। নদীয়াতে শচীর জঠরে জন্ম লয়॥ জন্ম নিল বংশীধারী গৌরাঙ্গ রূপেতে। ভূমিষ্ঠ হইলা হরি শচীর গৃহেতে॥ শচীর স্তনপান হেতু নানাদি কারণ। স্তনপান কৈল হরি হরিনাম গ্রহণ॥ অনেক বলিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। সংক্ষেপে কহিব শুন জন্মেজয় রায়॥ কেশব-ভারতী আসি সন্ন্যাস প্রকাশিলা। নিমাইয়ের সঙ্গে নবদ্বীপে উত্তরিলা॥ মুড়ায়ে চাঁচর কেশ রাজ-আভরণ। সন্ন্যাসেতে প্রবর্ত্তিলা দেব-নারায়ণ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। হাটে হাটে বসি কৈল শ্রীহট্ট পত্তন॥ নিতাই সঙ্গেতে করি নিমাই-সন্ন্যাস। হাসন হাটেতে ভিক্ষা কৈল শ্রীনিবাস॥

হরিনাম-বিতরণ

পয়ার। এইরূপে মহাপ্রভু লইয়ে বৈরাগ। নবদ্বীপ আদি করি ভ্রমিল পৈরাগ॥ অপার প্রভুর লীলা না যায় বর্ণন। সংক্ষেপেতে কহি কিছু করহ শ্রবণ॥ জগাই-মাধাই মহাপাপী দুই-

জন। মহাপ্রভু সঙ্গে তাদের হইল মিলন॥ জগাই-মাধাই দোঁহে হইয়া নিপুণ। কহ শুনি মহাপ্রভু হরিনাম গুণ॥ সদয় হইয়া প্রভু কহিবে আমায়। হরিনাম কৈলে প্রভু কিবা ফল পায়॥ কিরূপে করিতে হয় হরিনাম সাধন। তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, জগাই-মাধাই। নামের মাহাত্ম্য যত তোমারে জানাই॥ হরিনাম মহামন্ত্র যে করে গ্রহণ। আলস্যবিহীন হ'য়ে গায় হরিগুণ॥ তাহার মাহাত্ম্য তত্ত্ব বিধি-অগোচর। সংসারের মধ্যে পূজা পায় সেই নর॥ দেবের তুর্লভ সেই, তুর্লভ জনমে। শমন সমরে জয়ী যায় মোক্ষধামে॥ হরিনাম লয় যেই সদয়-হৃদয়। শমন তাহার দাস, দেবে করে জয়॥ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, পুণ্য বাড়ে তার। অভীষ্ট পূরণ হয় বাঞ্ছা যে যাহার॥ পঞ্চম পাপের পাপী তরেন হরিষে। মায়া ত্যজি বৈকুণ্ঠেতে যায় অনায়াসে॥ জগাই-মাধাই বলে, করি নিবেদন। চৌর্য্যবৃত্তি করি মোরা ভাই তুই-জন॥ হরিনাম মহাপ্রভু নিলে তব ঠাঁই। তস্কর কুবৃত্তি আর কর্‌তে হবে নাই॥ তস্কর তুষ্কর কার্য্য জানেন সকল। হরি-নাম নিলে হয় ভবের মঙ্গল॥ পাপের ঔষধ হরিনাম যে লইব। চৌর্য্যবৃত্তি করে তার কুপথ্য ঘটাব॥ রোগ ঔষধ একত্রেতে কি যে ফলিবে। কুপথ্য করিয়ে রোগ দ্বিগুণ বাড়িবে॥ পাপের ঔষধ প্রভু হরিনাম লব। কুপথ্য করিয়ে রোগ দ্বিগুণ বাড়াব॥ অতএব করি ভয়, শুন দয়াময়। ঔষধ অগ্রে কুপথ্য ত্যজিব নিশ্চয়॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, জগাই মাধাই। হরিনামে কুপথে মন যাবে ত নাই॥ হরিনামের গুণ হরিনামেতে থাকে। কুপথ ত্যজিলে সুপথেতে নিবে তাকে॥ শ্রীহরি নাম সব নামের গুরু হন। জানিলে কুপথে কেন করিবে গমন॥ হরি-নাম ভূপতি বিষয়ে তার মন। বিষয় থাকিলে কুপথে নহে কদাচন॥ ধন-বিষয়েতে পূর্ণ হয়েছে যে জন। সংসারে টলাতে তারে পারে কোন্‌জন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেব তিন। সর্ব্বদা যে হ'য়ে থাকে তাহার অধীন॥ সকলের মূল মন শাস্ত্রের লিখন। মন ঠিক হৈলে তার বশ নারায়ণ॥ তাহার

প্রমাণ শুন জগাই-মাধাই। কৃষ্ণপদে মন বাঁধে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥ মন বশ করিয়া পূরালে মনোরথ। কৃষ্ণ যার সারথি হ'য়ে চালাইল রথ॥ অতএব, হরিনামে মন হবে যবে। কোথা রবে কুপথ্য সে, সুপথ্য ঘটিবে॥ অতএব বলি, শুন, জগাই-মাধাই। হরিনাম লও আসি তোমরা দু'ভাই॥ এই হরিনামের গুণ পরেতে জানিবে। কুপথ্য-বিনাশ সব সুপথ্য ঘটিবে॥ এতেক শুনিয়া তবে জগাই-মাধাই। হরিনাম কর্ণে তারা নিল দুই ভাই॥ এইরূপে তরালেন জগাই-মাধাই। দিন গেল সকলে বল গৌর-নিতাই॥

গীত

রাগিণী সুরট—তাল তিওট

মন, গৌর-প্রেমে মজ না রে।
গৌর-পাদপদ্ম সুধারসে ডুবে প্রাণ জুড়াও না রে॥
গেল গেল দিন, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ,
আর কত মিছে ভ্রমণ কর রে॥

হরিদাস কর্ত্তৃক হরিনাম-বিতরণ

পয়ার। হরিদাস বলে, হরি শুন রে কারণ। গ্রামে গিয়ে কর হরিনাম বিতরণ॥ নর-নারায়ণ তাহে যত জাতি বর্ণে। হরিনাম দিয়ে এস সকলের কর্ণে॥ ইহা বলি হরিদাস করয়ে ভ্রমণ। গ্রামে করে হরিদাস নাম-বিতরণ॥ গ্রাম ধাম প্রান্তভাগে বসি তরুমূলে। হরিনাম লও এসে উচ্চৈঃস্বরে বলে॥ এতেক শুনিয়ে সে সকল প্রতিবাসী। হরিদাস নিকটেতে উত্তরিল আসি॥ সকলেতে আসি বলে আমাকে কহিবে। হরিনাম নিলে প্রভু কি ফল ফলিবে॥ হরিদাস বলেন, শুনহ সর্ব্বজন। হরিনাম-গুণ কীর্ত্তন করিব বর্ণন॥ হরি-নাম লয় যেই সব গুণধাম। অন্তকালে পায় সেই শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥ মহা সাধ হয় সেই শুনহ কারণ। স্বর্গ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় যার যেই মন॥ হরিনাম লইবার আছে এই বেদ। তৈল

মৎস্য নারী-সঙ্গ করিতে নিষেধ॥ এত শুনি বলে যত নর-নারীগণ। কি কথা বলিলি, ওরে, মূর্খ অভাজন॥ ত্যাগ করিব যদি তৈল মৎস্য নারী। কি সুখ সংসারে তার কিসের সংসারী॥ শুন, ওরে দুষ্ট, স্পষ্ট বলি তোর কাছে। তৈল মৎস্য নারী বিনা সংসারে কি আছে॥ তুই মূর্খ জানিস না পাপী দুরাচারী। সংসারে প্রধান সুখ তৈল মৎস্য নারী॥ তাহাতে বৈমুখ যদি তোর নাম হরি। কিবা সুখ সংসারেতে কিসের সংসারী॥ সংসারের সুখে বসি হরি হৈল বাম। কি জন্যে করিবে বল তোর হরিনাম॥ কোথা হৈতে এলি বেটা পরম পাতক। হরিনাম দিবে হরি সংসারে হিংস্রক॥ সংসারের সুখে যদি হইলি বৈমুখ। তবে তোর হরিনাম লইয়ে কি সুখ॥ ইহা বলি নারীগণ কত গালি দেয়। কৌপীন ধরি টানে কেহ ঝুলি কেড়ে লয়॥ কেহ বলে, দূর দূর কেন রে এখানে। হাঁড়ি ফেলি মারে কেহ টিকি ধরি টানে॥ কেহ এসে বলে তোর হরি কি সুশীল। কেহ ধেয়ে গিয়ে তার ঘাড়ে মারে কিল॥ কেহ বলে বেটার কি চৈতনের ছটা। মাথায় রেখেছে যেন তরমুজের বোঁটা॥ নামাবলি কেড়ে লও গিন্নির ভাল হবে। মাঘ মাসে গায়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানে যাবে॥ হরিদ্দাসের দুর্দ্দশা কতেক কহিব। যতেক ভৎ´সিল আর কতেক লিখিব॥ তথা হৈতে পলায় সে হরিদাস ধীর। হাঁড়ির প্রহারে অঙ্গে বহিছে রুধির॥ প্রভুর নিকটে আসি হরিদাস কয়। হরিনামে দুর্দ্দশা দেখহ মহাশয়॥ এতেক শুনিয়া তবে গৌর ও নিতাই। হরির দুর্দ্দশা দেখে হাসে দুই ভাই॥ হাসিতে হাসিতে কহে দুই সহোদর। কহ শুনি, কে তোমারে করিল প্রহার॥ কিরূপ ভৎ´সনা সব গৃহেতে করিল। গৌরাঙ্গ সম্মুখে আসি সমস্ত কহিল॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, শুন হরিদাস। কৃষক হইয়ে তুমি নাহি জান চাষ॥ অগ্রে শিক্ষা দিতে হয় শাস্ত্রের লিখন। একেবারে দেহ তার ঘাড়ে শত মণ॥ হঠাৎ কি সহিতে পারে ভার শত মণ। ক্রমে ক্রমে সহাইবে সাধুর বচন॥ একেবারে মহাশক্ত করেছ প্রকাশ। ত্যাগ যে করেছ সব

সংসারের আশ॥ তৈল মৎস্য আর নারী সংসারের সুখ। একেবারে তাহাদের করেছ বৈমুখ॥ চাবুক মারিয়া বুক ভেঙ্গেছ গুণধাম। কোন্ সুখে লয় লোক মুখে হরিনাম॥ চল শীঘ্র হরিদাস ক'রো না বিশ্রাম। আমি নিজে গিয়া সবে দিব হরিনাম॥ ইহা বলি হরিদাসে সঙ্গেতে লইয়ে। হরিনাম দিতে হরি উত্তরিল গিয়ে॥ কেমন প্রভুর মায়া দয়ার নিদান। প্রভুকে দেখিয়ে সবে কৈল ভক্তি দান॥ ভক্তি পেয়ে নরনারী অতি ভাগবত। প্রভুর চরণে আসি কৈল দণ্ডবৎ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন ভক্তিপথে রও। পাপে মুক্ত হবে যদি হরিনাম লও॥ কোন্ সুখে দুঃখ পাই শুন গুণধাম। সর্ব্ব সুখে সুখী হ'য়ে কর হরিনাম॥ সংসারে পরম সুখে আনন্দসাগরে। সদাই আনন্দ করি পুলক শরীরে॥ পত্নী-পুত্রসহ পিতা-মাতা বন্ধু জন। সবে মিলে কর হরিনাম সংকীর্ত্তন॥ ইহাতে নিষেধ নাই, শুন ভক্তগণ। পরম আনন্দে কর নাম-সংকীর্ত্তন॥ হরিনাম কর আর সংসারেতে থাক। গৃহকার্য্য কর আর হরি ব'লে ডাক॥ দিবা অবসানে কিবা সদা-সর্ব্বক্ষণ। যার যে সময় ভাই পাইবে যখন॥ মালা কিম্বা কর জপ যার যে নিয়ম। মন-মালা জপিবারে পার সে উত্তম॥ মন-মালা সাধনেতে সাধনের সার। ততোধিক সংসারেতে কিছু নাই আর॥ সর্ব্বকার্য্য পরিহরি যেজন সাধিবে। সংসার-বাসনা তার আর না থাকিবে॥ বৈরাগ্য নিকটে তার উপদেশ লবে। উদাসীন হবে দীনহীন না থাকিবে॥ গৃহে কিম্বা বনে থাক হরি মূলাধার। মনকে করিয়ে গুরু, শিষ্য হবে তার॥ মনে মনে অনুরাগ, বৈরাগ্য অন্তরে। সাধনের কার্য্য কর হৃদয়-মন্দিরে॥ গৃহকার্য্য কর আর হরি ব'লে ডাক। আপনি সতর্ক হ'য়ে সাধনেতে থাক॥ কিছুতে সন্দেহ নাই সংসারে বিশ্রাম। সর্ব্বসুখে সদাই করহ হরিনাম॥ এই কথা মহাপ্রভু বলিলা যখন। মহানন্দে হরিনাম লৈল সর্ব্বজন॥ হরিনাম বিতরিয়া আসিবার কালে। পথমাঝে হরিদাস নিমাইকে বলে॥ হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন। অনিয়মে হরিনাম কৈলে বিতরণ॥ এমন ব্যবস্থা দিলে ওহে ঘনশ্যাম। অনেকেতে

নিতে পারে যবে হরিনাম॥ সর্ব্ব সুখে সুখী হ'য়ে হরিনাম নিবে। সে হরিনামের প্রভু কি ফল ফলিবে॥ প্রভু বলে, শুন হরিদাস গুণধাম। হৃদে অগ্রে প্রবেশ করুক্ হরিনাম॥ হরিনামের গুণ যদি থাকে হরিদাস। আপন ব্যবস্থা তাঁর করিবে প্রকাশ॥ হরিনামের গুণ সংসারে প্রকাশিবে। সংসার-বাসনা তার ক্রমে তুচ্ছ হবে॥ কোথা রবে তৈল মৎস্য স্ত্রী-সহবাস। সামান্য সুখেতে তারা না করিবে আশ॥ হরি-নামামৃতে যার মজিবে রসনা। তার কাছে তুচ্ছ হবে সংসার-বাসনা॥ সর্ব্ব তুচ্ছ হয় তার নামের কারণ। নামের মহিমা সব করিব বর্ণন॥

শ্লোকঃ

হরিনামং সুধাকলুষ নাশ এব।
যৎজিহ্বাঞ্চমেবহ্নিকাল সংসার হরিনামং॥ ১॥
ভাগবতময়ঃ শুকদেব উক্তাঞ্চ প্রাতুভবং।
চৈতন্য জীবানু গচ্ছতিং তং হি নামঞ্চঃ॥ ২॥
হরি হরিনামং কেবলং কৈবল্যধাম প্রাপ্ত এবং।
অহং মুতাঞ্চ গতিং পাবক্য তব্যাঞ্চ ভবেৎ॥ ৩॥
নামাঞ্চ করতিং ফলং তস্যারু ভবতি সদা।-
পুবাঞ্চ কলুষ নাশ এবং পতিত তথাহিং॥ ৪॥
নামাঞ্চ করতি যস্যাং তস্যাঞ্চ তদ্দুর্ল্লভং।
কৃতান্ত অন্তকারী হরিনামং ভব-তারকং॥ ৫॥
কাকস্তং সর্ব্বং মুড়ইং বর্গে অন্তকারকং।
যথায়ে বাসবং করতিং ভবেবেতিং॥ ৬॥
পাপার্ত্তানাং চর্য্যাং কুর্য্যাং করর্ষ্য মেবাহং।
কালান্ত ক্রিমি-নাশকং ভবেৎ সদা।
যোধরে বসতিং নমামি সর্ব্ব শৈলং॥ ৭॥
পরং পরার্থ ভাব পাদসাং কবল্লভং যথা।
সর্ব্বং জ্ঞানং ময়ং শিবং যস্যাং॥ ৮॥

করমিং বিজ্ঞানং ময়ং সর্ব্ব জীবন্তে।
কাকস্ত করুণাময়ং সর্ব্বাত্মাসয় হরিং ॥ ৯ ॥
হরিনামং হরিনামং কেবল করতি ফলং।
যস্যাং করতিং ভবাঙ্গমে তরিতং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
নামং করতিং যুক্তা মরধিং শৈলষাং তুস্যাং।
নামামৃতাং রসনাং যস্যা তপঞ্চ করতি ভবেৎ ॥ ১১ ॥
পাষণ্ডদলনং নামাং সচিবযজ্ঞ ধাম।
ত্বংহি করতি ফলং নামাঞ্চ ভবেৎ ॥ ১২ ॥

এতদর্থে সন্ন্যাসখণ্ডে দ্বাদশ শ্লোক সমাপ্ত।

গীত

হরিনাম-সংকীর্ত্তন

কীর্ত্তনের ধুয়া

রাগ কানাড়া—রাগিণী ব্যাপীকে।

গহনা দোঁহার তার।

যথা—পয়ার।

পয়ার। আয় রে সংকীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়। হেন দিন হবে না সময় ব’য়ে যায় ॥ বাজিছে মৃদঙ্গ করে তাথৈ তাথৈ। ভঙ্গি ক’রে নাচিছে ভাল গৌর-নিতাই ॥ বাজে খোল হরিবোল নয়ন দগড়। জগাই-মাধাই তাহে তুলিছে রগড় ॥ বাজিছে মৃদঙ্গ অতি সুমধুর স্বরে। নর-নারী পশু-পক্ষী ধায় শুনিবারে ॥ অমর-কিন্নর আদি দেব হুতাশনে। সকলে নাচিছে আসি হরি সংকীর্ত্তনে ॥ শিব যে নাচিছে, গঙ্গা জটা’পরে রাখি। করতালি দিচ্ছে তায় দক্ষ রাজার ঝি ॥ নাচে সব দেবগণ বিগত বিষাদ। ঢেঁকি বাহনেতে নাচে দেবর্ষি নারদ ॥ করে করতালি দেয় জুটে করে গান। নাচিছে নারদ মুনি বীণে তুলে তান ॥ বাসুকি করেন খেদ যাইতে কীর্ত্তনে। ধরণী মাথায় আমি যাইব কেমনে ॥ ময়ূর-ময়ূরী আদি যত পক্ষিগণ।

কীর্ত্তনে নাচিছে আসি হইয়ে মগন॥ গর্ত্ত হ'তে বাহিরায় যত ফণিগণে। ফণা ধ'রে নাচে আসি হরি-সংকীর্ত্তনে॥ নর-বানর নাচিছে কীর্ত্তনে প্রমাণ। ঊর্দ্ধ লেজে নাচিতেছে বীর হনুমান্॥ বন হ'তে বাহিরায় যত বনচর। কীর্ত্তনে নাচিতে আসে ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর॥ মহিষ গণ্ডার নাচে আর ধেনুগণে। বাঘে-গরু একত্রে নাচিছে সংকীর্ত্তনে॥ অন্ধ-খঞ্জ খেদ করে যাইতে কীর্ত্তনে। ভগ্নপদ ল'য়ে আমি যাইব কেমনে॥ খঞ্জ কহিছে, শুন, অন্ধ মোর ভাই। মোর চক্ষু তোর পা কীর্ত্তনেতে যাই॥ ইহা বলি অন্ধের স্কন্ধেতে আরোহিয়ে। কীর্ত্তনেতে যায় দোঁহে হরিগুণ গেয়ে॥ খোঁড়া বলে, কাণাকে যে শুন দিযা মন। চক্ষু নাই কিসে ভাই দেখিবে কীর্ত্তন॥ কাণা বলে, চোখ গেছে কাণ আছে ভাই। কাণে শুনিব কেমন গায় গৌর-নিতাই॥ বিধি দিল দুঃখ মনে তাতে ক্ষতি নাই। কাণেতে শুনিতে পাব দেখিতে না পাই॥ সমুদ্র বলে, ধিক্ যে আমার জীবনে। বারি-দেহ ল'য়ে যেতে নারিনু কীর্ত্তনে॥ দিবাকর বলে, যদি কীর্ত্তনেতে যাই। জগৎ আঁধার হবে মনে ভাবি তাই॥ চন্দ্র বলে, যেতে আমি নারিনু কীর্ত্তনে। গগনে থাকিয়া আমি যাইব কেমনে॥ বি-পদ হয়ে খেদ করে যাইতে কীর্ত্তনে। পদবিহীন হ'য়ে আছি যাইব কেমনে॥ যুগী-জোলা গেল যত না যায় বর্ণন। বাহু তুলে হরি ব'লে নাচেন যবন॥ কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য যত কব কার কাছে। মুচি শুচি হৈল সব কীর্ত্তনের মাঝে॥ দেবগণ কীর্ত্তনে হইল অধিষ্ঠান। কীর্ত্তনে আইল যম ক'রে অভিমান॥ মনে মনে যম বলে একি অবিচার। কীর্ত্তন করি ঘুচাইলে মম অধিকার॥ চিত্রগুপ্ত কহিছেন যম বিদ্যমানে। বাজিছে মধুর বোল শুনে আসি কাণে॥ জাতীয় কায়স্থ আমি ভদ্র-শিরোমণি। জনম সফল করি সংকীর্ত্তন শুনি॥ নয়ন সফল করি হেরিয়া নয়নে। ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর আদি নাচিছে কীর্ত্তনে॥ গয়া-গঙ্গা আদি করি নাচিছে কীর্ত্তনে। সকলে নাচিছে আসি হরি-সংকীর্ত্তনে॥ চাকরি পেশা করি গঠিত কৈল বিধি। চক্ষেতে দেখিয়া কেন হারাইব

নিধি ॥ অভিমান করি যম থাকে অভিমানে। জনম সফল হেতু যাইব কীর্ত্তনে॥ চিত্রগুপ্ত সাজিল যে যাইতে কীর্ত্তনে। জোর করি ধরে দূত যত পাপীগণে॥ পাপীগণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন। দয়া করি নিয়ে চল দেখিব কীর্ত্তন॥ কীর্ত্তন শ্রবণে যত ধর্ম্ম আছে তার। অৰ্দ্ধ অংশ দিব তোমা কৈনু অঙ্গীকার॥ কতদিন যমালয়ে রব তব কাছে। পাপে মুক্ত হই মোরা সংকীর্ত্তনে নেচে॥ হরি-সংকীর্ত্তনে জনম সফল করি। মনের যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি॥ দয়া করি কর প্রভু এই উপকার। কীর্ত্তন শুনায়ে ঘুচাও যম-অধিকার॥ কীর্ত্তনে শূন্য কর যম-দক্ষিণ-দ্বার। দয়া করি কর দূর যমের অধিকার॥ চুপে চুপে ভূপে নাহি জানে আদ্য তার। পাপীরা কাতারে ছাড়ে যম-দক্ষিণ-দ্বার॥ দক্ষিণ দ্বারের পাপী এসে তার কাছে। পাপে মুক্ত হ'য়ে গেল কীর্ত্তনেতে নেচে॥ কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য দেখি যতেক যবন। দাড়ি ফেলে তারা রাখে মাথায় চৈতন॥ যবন বলিল, শুন, বলি তব স্থানে। হরিনাম মহামন্ত্র দেহ মোর কাণে॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিব শ্রবণে। পাপে মুক্ত হব, হরি বলিব বদনে॥ হরি-সাধনের ক্লেশ নাহি মহাশয়। মুখে শুধু হরিবোল বলিব যে হায়॥ আমাদের হরি-সাধনের বহু কাজ। ওজু করা কাছা খোলা পাঁচ ওকৃত নমাজ॥ বড়ই শক্ত যে করিতে তিরিশ রোজা। দিনেতে অন্ন নাস্তি ক্ষুধায় অঙ্গ ভাজা॥ হরিভক্ত দেখিনু যে উত্তম বৈষ্ণব। দয়া করি কর ওহে যবনে বৈষ্ণব॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু আনন্দিত মনে। হরি-মন্ত্র দিল সব যবনের কাণে॥ হরি বলি যবনে পূরিল মনসাধ। বৈষ্ণব মিশালে সব পাইল প্রসাদ॥ যবন আচার তারা ত্যাগ কৈল সব। সাত শত যবন ছিল হইল বৈষ্ণব॥ যবন বৈষ্ণব হৈল দেখিতে শোভন। দাড়ি ফেলে মস্তকেতে রাখিল চৈতন॥ তিলক-মালা-কৌপীন সকলে পরিল॥ হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিল॥ যবনত্ব আচার সে ত্যজিল সকলি। হরিবোল হরিবোল মুখে মাত্র বুলি॥ হরিসাধনে যবন হইল নিষ্পাপ। যবন কৈল বৈষ্ণব-

প্রসাদে বিশ্বাস ॥ যবনের বাদশা এক তথায় ছিল। যবন বৈষ্ণব হৈল শুনিতে পাইল ॥ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিল যতেক যবনে। হিন্দুর হরি ভজন কৈলে কি কারণে ॥ যবন হইয়া কৈলে এ কোন বৈষ্ণব। খোদার নূর ফেলে হৈলে পরম বৈষ্ণব ॥ ইহা বলি বাদশা যে করিল শাসনে। এক ঘরে পূরি সবে রাখিল যবনে ॥ পুনঃ হরি ভজিলে বারণ না শুনিয়া। দেশ হ'তে সকলেরে দিব তাড়াইয়া ॥ ভয়ানক হৈল যত যবনের দল। প্রভুর নিকটে আসি জানায় সকল ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, যতেক যবন। দেখিব তোদের আমি বাদশা কেমন ॥ ইহা বলি যবনেরে বিদায় করিয়া। বাদশা-নিকটে চলে ফকির হইয়া ॥ লাল পাগড়ি মাথায় পাকা গোঁফ দাড়ি ॥ পাথরের মালা গলে, হাতে আশাবাড়ি ॥ খোদার নাম মুখেতে জপিতে জপিতে। উপনীত হন আসি বাদশা-সাক্ষাতে ॥ বাদশাই তক্তে বসেছিলেন গুণধাম। ফকিরে দেখিয়ে ওঠে করিয়ে সেলাম ॥ অতি সমাদরে তাঁরে করিল যতন। আপনি দিলেন রাজা বসিতে আসন ॥ কেমন চক্রীর চক্র বুঝে দেখ স্থল। চক্রীর চক্রে গড়ে বাদশা স্থূলে ভুল ॥ ফকির বলে, শুন, বাদশাহ মহাশয়। সেবার উদ্‌যোগ কর বিলম্ব না সয় ॥ আর এক কথা তোমা করি নিবেদন। যতেক যবন আছে কর নিমন্ত্রণ ॥ ইহা শুনি নিমন্ত্রণ করিল হরিষে। খানা খাইবারে এলো বৈষ্ণবের বেশে ॥ রাজা বলে, শুন যত বৈষ্ণবের দল। আলা-হিদা তোমরা হে বৈস একদল ॥ ফকির বলে, বাদশাহ করি নিবেদন। আলাদা বসিবে কেন, এরা তো যবন ॥ এ বড় আশ্চার্য্য কথা কহ সবিশেষ। যবনে করিল কেন বৈষ্ণবের বেশ ॥ বাদশা বলে, গোঁসাই হে করি নিবেদন। হরি ভজে বৈষ্ণব হইল যবন ॥ যবন হরি ভজে এ কোন্ শাস্ত্রে কয়। এই হেতু জাতি গেছে শুন মহাশয় ॥ মনে মনে বলে তবে প্রভু নারায়ণ। জানা যাবে তুমি রাজা যবন কেমন ॥ ইহা বলি বসাইল বৈষ্ণব সকল। আলাদা বসিল যত যবনের দল ॥ এইরূপে যখন সব বসিল সভাতে। অন্ন-ব্যঞ্জন দিল

সকলের পাতে ॥ মায়া করি মহাপ্রভু হরিল যবন। গলে তুলসীর মালা মাথায় চৈতন ॥ কোথায় লুকায়ে গেল যবন সে সব। মায়া করি কৈল প্রভু সকলি বৈষ্ণব ॥ বাদশার চক্ষে মায়া প্রকাশিল সব। যার পানে চেয়ে দেখে সে হয বৈষ্ণব ॥ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব একদল বসেছিল। সকলি বৈষ্ণব হ'য়ে একত্রে মিলিল ॥ ফকির বেশে আসি প্রভু হইল ব্রাহ্মণ। গলদেশে পৈতা ধরে মাথায় চৈতন ॥ হাস্য করি মহাপ্রভু কহিছে তখন। জাতি গেল সকলের কি হবে এখন ॥ নিজ অঙ্গে দেখে বাদশা লইয়ে দর্পণ। গলে তুলসীর মালা মাথায চৈতন ॥ প্রভুর মায়ায় রাজা লইয়ে দর্পণ। মনেতে জানিল রাজা বৈষ্ণবের গুণ ॥ গলদেশে বস্ত্র দিয়া বাদশা তখন। ধরণী লোটায়ে ধরে প্রভুর চরণ ॥ অপরাধ ক্ষমা কর আমি অভাজন। আর না করিব কভু বৈষ্ণব-নিন্দন ॥ বৈষ্ণব-নিন্দিয়ে পাপ করিয়াছি আমি। দন্তে তৃণ ধরি প্রভু, ক্ষমা কর তুমি ॥ নীচজাতি যবন সব শাস্ত্র-লিখন। নীচলোকে চিনিবে সে বৈষ্ণব কেমন ॥ আমি অতি দুরাচার অনিত্য বৈভব। ইহা দিয়া জ্ঞান দিয়ে চিনালে বৈষ্ণব ॥ যদবধি দেহে মম থাকিবে জীবন। আর না করিব প্রভু বৈষ্ণব নিন্দন ॥ জীবরূপ দেহে থাকে জীবের জীবন। রাম-রহিম জানিনু একই কারণ ॥ না জানি ভকতি স্তুতি আমি দুরাচার। অধম যবন কুলে জনম আমার ॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু ত্যজিয়া সন্তাপ। বিমোচন কৈল বৈষ্ণব-নিন্দন পাপ ॥ প্রভুর অনন্ত লীলা অতি অসম্ভব। হাসনহাটে কৈল প্রভু যবনে বৈষ্ণব ॥ কহে ঈশ্বর সরকার ভয় কি শমনে। চিরদিন থাক মন বৈষ্ণব-চরণে ॥ মনমঞ্চে থাকি আরে দুরাচার মন। মনে মনে পূজা কর বৈষ্ণব-চরণ ॥ হিংসা দ্বেষ ত্যজি কর বৈষ্ণব-মিলন। পিরান্ গায়ে দিয়ে কেন হও হে পীড়ন ॥ কুসঙ্গ ত্যজিয়া কর সাধুসঙ্গ আশ। পাপ নাশিতে সবে কাশীতে কর বাস ॥ যথা বৈষ্ণব যথা কাশী আদি তীর্থগণ। কাশীবাসী হ'য়ে কর বৈষ্ণব-সেবন ॥ কাশীর অধিক কাশী বৈষ্ণব যথায়। কাশী তুষ্ট আছে তথা বৈষ্ণব-সেবায় ॥ কিসে কাশী

প্রাপ্ত হবে কর অনুভব। কাশী-অধিপতি যিনি পরম বৈষ্ণব ॥

কলির অধিকার প্রাপ্ত ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট কলির রাজ্য প্রার্থনা

পয়ার। আইলেন কলিরাজ গৌরাঙ্গ-নিকটে। গলে বাস কৃতাঞ্জলি হ'য়ে করপুটে ॥ ভূতলে লোটায়ে বন্দে প্রভুর চরণ। সজল নেত্রেতে কহে করিয়ে স্তবন ॥ শুন শুন মহাপ্রভু, করি নিবেদন। কলিরাজা করি মোরে কৈলে যে স্থাপন ॥ রাজ্য-অধিকারী মম প্রাপ্ত নাহি হয়। কিসে অধিকার পাই কহ দয়াময় ॥ হরিনাম দিয়ে কৈলে জীবের চেতন। অসত্য পথেতে কেহ না করে গমন ॥ অন্যায় অপচয়ে জীবে আছে ভয়। ধর্ম্মপথে স্থিতি মম অধিকার নয় ॥ কিসে ধর্ম্ম লোপ পায় না দেখি উপায়। ইহার তদন্ত বল প্রভু দেবরায় ॥ কলি প্রবর্ত্ত হৈল না পাই অধিকার। কিরূপে করিব আমি কলির বিচার ॥ কলিতে করিলে হরিনাম বিতরণ। হরিনাম জপি জীব পাইল চেতন ॥ চৈতন্যপথেতে সবে কৈল আগমন। কুপথ পরিত্যাগ করিল সর্ব্বজন ॥ জীবের মুক্তি প্রদান কর মহাপ্রভু। তা নইলে মম রাজ্য প্রাপ্ত নয় কভু ॥ কুমতি জীবে দিয়ে কুপথে ল'য়ে যাও। মনুষ্য নিকটে হরিনাম হরি' লও ॥ কুমতি দিয়ে জীবে কর কুপথগামী। তাহা হ'লে প্রভু অধিকার পাই আমি ॥ এর সদুপায় কর প্রভু নারায়ণ। ইহা বলি কলিরাজ করিল স্তবন ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, কলি মহাশয়। করিব তোমার যাতে রাজ্যপ্রাপ্তি হয় ॥ সচেষ্টিত হ'য়ে রব তব মনোমত। যাহাতে সে জীব তোমার হয় অনুগত ॥ যেরূপেতে জীবগণ চলে তোমা মতে। সেইমত দিয়ে যত লইব কুপথে ॥ তব অন্বেষণ যাতে করে জীবগণ। অনুগত হ'য়ে করে তোমায় স্মরণ ॥ তব পথে পথী জীবে কর নিরবধি। তাহাতে আমি না হব তব প্রতিবাদী ॥ জীবে শিক্ষা দিয়ে তুমি অসত্য বিচার। পরম সুখেতে কর রাজ্য অধিকার ॥ সধর্ম্ম পরিত্যাগ করায়ে জীবগণে

বিক্রম প্রকাশ কর যাতে জীবে মানে ॥ অদ্য হইতে তোমায় বর দিনু আমি। কর হেন যাহাতে জীব কুপথগামী ॥ অগ্রে জীবে লোভ দেখাযে করহ সন্তোষ। লোভে পাপাশ্রিত হবে করি নিজ দোষ ॥ জোরে করহ সবার সুবৃত্তি ছেদন। কুমন্ত্রণা দিযে কর সধর্ম্ম হরণ ॥ সধর্ম্ম হরণে পাপী হইযে দুর্ম্মতি। আপনি হইবে সবে কুপথেতে পথী ॥ ধর্ম্ম ত্যজি পাপে বন্দী করি জীবগণে। হস্তরজ্জু দিয়া দণ্ড দাও নিজমনে ॥ মিথ্যাবাদী করি জীবে লইয়ে কুপথে। সুপথে রাজত্ব কর অধিকার মতে ॥ এই হয মহাকাল ঘোর কলিকাল। এই তিন কলি মধ্যে তুমি মহীপাল ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যে তিন যুগ বলি। তিন কলি মহাকলি আর ঘোর কলি ॥ এই তিন কলি মধ্যে তব অধিকার। প্রথম কলিতে আমি গৌরাঙ্গ অবতার ॥ গৌরাঙ্গ অবতারে জীবে দেই দর্শন। হরিনাম দিযে জীবে করেছি চেতন ॥ হরিনামে সচেতন আছে জীবগণ। সর্ব্বদা করেছি হরিনাম-সংকীর্ত্তন ॥ প্রথম কলিতে জীব আমা দরশনে। কুপথ ভঞ্জন তার নামের কারণে ॥ প্রথম কলিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট হে তোমার। এখন জীবের আছে নাম অধিকার ॥ কৃষ্ণকে বিশ্বাস আছে, নামেতে চেতন। সর্ব্বদা করিছে জীবে নাম ও সাধন ॥ কৃষ্ণ-প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি শক্তি আছে যার। তার কাছে নাই কলি তব অধিকার ॥ গুরু-গোবিন্দ অভেদ, বৈষ্ণব ভক্তি যার। তার কাছে নাহি কলি তব অধিকার ॥ কৃষ্ণকে ভাবিবে যেই গোপের নন্দন। ভগবানে বিশ্বাসহীন বৈষ্ণব-নন্দন ॥ সেই সব জীবে হবে তব অধিকার। প্রথম কলিতে কর এ কষ্ট স্বীকার ॥ আদি কলি-অন্তে তব কষ্ট না হইবে। মহাকলিকালে বহু নিন্দক জন্মিবে ॥ পর-নিন্দা পর-ছিদ্র পর-পরিবাদ। ধার্ম্মিকে নিন্দন করি ঘটাবে বিষাদ ॥ ইহা শুনি কলি তবে বিদায় হইল। অধিকার-প্রবৃত্ত হেতু মায়া প্রকাশিল ॥ মায়া করি ধরে কলি ব্রাহ্মণের বেশ। প্রথম কলিতে দিতে জীবে উপদেশ ॥ লোভ দেখাইয়া জীবে আনিতে কুপথে। মায়া করি কলি যে বসিলা রাজপথে ॥

প্রথম কলির বিবরণ

কলি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ হরণ

পয়ার। পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা কলি মহারাজ॥ দ্বিজমূর্ত্তি ধরে সাধিবারে নিজ কাজ॥ অঙ্গে জামা পরে কলি মাথায় পাগড়ি। হাতেতে বাঁধেন কলি স্বর্ণময় ঘড়ি॥ পায়ে বুট ইজের পরা কিবা সুশোভন। কি বাহার চমৎকার অশ্বে আরোহণ॥ কি মায়া, কলির মায়া দেখিতে কৌতুক। ঘন-ঘন অশ্বপৃষ্ঠে হানিছে চাবুক॥ রাজপথে উপনীত কলি-মহারাজ। বসিলেন পথ-মাঝে সাধিবারে কাজ॥ রত্নমালা নামে এক দ্বিজের নন্দন। সরযূর তীরে চলে তপস্যা-কারণ॥ কোটিতে কৌপীন আঁটা, জটা শিরোপরে। তপ-হেতু ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কোশা পাত্র করে॥ ঘন ঘন হরিনাম নিঃসরে বদনে। নানাজাতি পুষ্প লয় পূজার কারণে॥ দ্রুতগতি দ্বিজরায় করেন গমন। পথমাঝে কলি-রাজে হৈল দরশন॥ কলি বলে, কোথা দ্বিজ করিছ গমন। ক্ষণেক দণ্ডায়ে শুন মম বিবরণ॥ কোথায় বসতি তব কি দুঃখ আশ্রিত। কোন্ দায়ে ভস্ম গায়ে পাগলের মঁত॥ তৈল বিনা শিরে জটা অঙ্গে উঠে খড়ি। অন্ন অভাবে গায়ের মাংস হৈল দড়ি॥ বস্ত্র অভাবেতে পরিধান বাঘাম্বর। এত কষ্ট কি জন্য করিছ দ্বিজবর॥ নবীন বয়স তব, নহে ত প্রাচীন। এ নব বয়সে কেন সাজ উদাসীন॥ এত কষ্টে কাল হর কিসের কারণ। কহ শুনি দ্বিজবর তব বিবরণ॥ অতি নব্য-যুবা তুমি দেখিতে সুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গ শোভে রাজ-কলেবর॥ শিশু সৌদামিনী জিনি তব শ্রীবদন। হেন সুধাকরে কেন ভস্মে আচ্ছাদন॥ রত্নমালা বলে, আমি জাতীয় ব্রাহ্মণ। স্বজাতীয় ধর্ম্ম আমি করি যে পালন॥ ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্ম আছে চিরকাল। গায়ে ভস্ম জটা ধরা পরা বাঘছাল॥ স্বজাতির ধর্ম্ম রক্ষায় যাতে হবে ক্লেশ। ব্রাহ্মণজাতির নীতি তপস্যার বেশ॥ আপনি কে পরিচয় দেহ মহাশয়॥ তপ-কালে বিঘ্ন করা

উচিত ত নয় ॥ কলি বলে, আমি হই জাতীয় ব্রাহ্মণ। অতি দুঃখে জাতিধর্ম্ম করেছি বর্জ্জন ॥ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মত্যাগ করিয়া এক্ষণে। কত সুখে আছি আমি দেখহ নয়নে ॥ যুড়ি ঘড়ি পরা অঙ্গে, অশ্বে আরোহণ। স্বর্ণময় তাজ শিরে দ্বিতীয় রাজন্ ॥ দম্ফে কম্পে ভ্রমি, তুমি দেখহ নয়নে। স্বর্গপুরীময় হয় বিদিত ভুবনে ॥ ব্রহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করি পাইয়াছি সব। ধন-ধেনু গজবাজী অতুল বৈভব ॥ দ্বিজধর্ম্ম ত্যাগ করি ফিরিছে চেহারা। কত-শত রক্ষী দ্বারে দিতেছে পাহারা ॥ মুনি-মনোলোভা পাইয়াছি রাজরাণী। দেখিয়ে লজ্জিত হয় ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ দেবের দুর্লভ ভোগ ক্ষীর সর ননী। যেমত খাইল ব্রজে নন্দ-নীলমণি ॥ যেবা সুখে বৃন্দাবনে ছিলেন শ্রীহরি। তা অপেক্ষা সুখে আছি ধর্ম্ম পরিহরি ॥ রাম রাজা কিবা সুখী কৈল নিজ কর্ম্মে। তা অপেক্ষা সুখে আছি ত্যজি দ্বিজকর্ম্মে ॥ মানে জিনি কুরুপতি, কুবের জিনি ধনে। যশে জিনি পাণ্ডব, রাবণ জিনি রণে ॥ রূপে জিনি কামদেব ভূমে জিনি শরে। গুণে জিনি সারথি বিদ্যা জিনি দ্রোণেরে ॥ সর্ব্বসুখে সুখী আমি এক্ষণে হয়েছি। দ্বিজধর্ম্ম ত্যাগ করি আনন্দেতে আছি ॥ মোর মত হবে যদি বাক্য মম ধর। ওহে দ্বিজ, তুমি নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ কর ॥ মম প্রিয়পাত্র করি রাখিব ভবনে। মত যদি কর দ্বিজ চলহ এক্ষণে ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম কোশাকুশি দূরে টেনে ফেল। এ তপস্যা পরিহরি মম সঙ্গে চল ॥ হাজার তঙ্কা বৃত্তি পাবে, চলহ এক্ষণে। প্রিয়পাত্র হ'য়ে বসি রবে সিংহাসনে ॥ রাজ-আভরণ অঙ্গে করহ ভূষণ। মস্তকের জটা দ্বিজ করহ ছেদন ॥ স্বর্ণের মুকুট পর মস্তক-উপর ॥ অশ্বে আরোহণ করি চলহ সত্বর ॥ গঠিত করিয়া দিব স্বর্ণলঙ্কাপুরী। বিবাহ দিব হে তোমা পরমা সুন্দরী ॥ সুখে ভোগ কর দ্বিজ পূজা ত্যাগ করি। এত কষ্টে কাল হর দেখে দুঃখে মরি ॥ তপ-স্যার মুখে ছাই দিয়া দ্বিজবর। ছাই ফেলে অঙ্গে দ্বিজ মাখ হে আতর ॥ অতুল বৈভব ভোগ কর দ্বিজমণি। গৃহধর্ম্ম কর ল'য়ে সুন্দর রমণী ॥ গৃহধর্ম্ম কর পূজা ত্যাগ সব দিয়ে। কেন

মর নিত্য-নিত্য আলোচাল খেযে॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ দিয়া বিসর্জ্জন। এত কষ্ট কর দ্বিজ কিসের কারণ॥ কলি অধিকার হৈল শুন দ্বিজরায। এ তপস্যা ত্যাগ করি চলহ ত্বরায়॥ চল চল দ্বিজমণি আমার সঙ্গেতে। সুখভোগ কর দ্বিজ চলিযা সঙ্গেতে॥ ব্রাহ্মণ-নিকটে কত লোভ দেখাইল। কলির কথায দ্বিজের মন যে ভুলিল॥ ভুলিল দ্বিজের মন কলির কথায়। ব্রহ্মচর্য্য কুশাসন ফেলিল তথায়॥ তপস্যা ছাড়িয়া দ্বিজ মজে রসরঙ্গে। চলিলেন দ্বিজরায কলিরাজ সঙ্গে॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণ-পদে। রেখো হে শ্রীপদে কৃষ্ণ পড়িলে বিপদে॥

গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান

ভুলিল দ্বিজের মন কলির কথায়।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কুশাসন ফেলিল তথায়॥
পরিহরি নিজ পূজে, বাবু সাজিলেন দ্বিজে,
পাগড়ি বান্ধিল মাথায॥

তপস্যা পরিহরি দ্বিজের সহিত কলির কথা ও কলির অধিকার প্রাপ্ত

পয়ার। চলিলেন দ্বিজবর কলির সঙ্গেতে। রাজ-আভরণ পরি ভূষণ অঙ্গেতে॥ নির্ম্মাণ করিয়া দিল স্বর্ণময় পুরী। বিবাহ যে দিল দ্বিজে পরমা সুন্দরী॥ অতুল বৈভব পেয়ে দ্বিজ ভুলে গেল। কলির কথায় নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ কৈল॥ নিজ ধর্ম্ম পরিহরি রহে দ্বিজবর। পাপে পরিপূর্ণ হৈল দ্বিজ-কলেবর॥ কলির প্রিয়-পাত্র হ'য়ে দ্বিজের নন্দন। পরম সুখেতে করে সে কালযাপন॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন। পাপে পরিপূর্ণ হৈল দ্বিজের নন্দন॥ কিছুদিন পরে সেই দ্বিজের ব্রাহ্মণী। এক পুত্রসহ ভ্রষ্টা হইলেন তিনি॥ কিছুদিন পরে দ্বিজ জানিতে

পারিল। আমার ব্রাহ্মণী শূদ্রসহ ভ্রষ্টা হৈল॥ একদিন দ্বিজ-মণি সতর্ক থাকিল। শূদ্রসহ ব্রাহ্মণীকে গৃহেতে দেখিল॥ শূদ্র ল'য়ে গৃহমধ্যে আছেন ব্রাহ্মণী। তাহা দেখি শাপ তারে দিল দ্বিজমণি। শূদ্র হ'য়ে বিহার কৈলি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে। শাপ দিনু সহস্র ভগ হোক্ তোর অঙ্গে॥ তদন্তরে ব্রাহ্মণীকে বলে দ্বিজমণি॥ শাপ দিনু পাষাণ হ'য়ে থাকহ ব্রাহ্মণী॥ এই শাপান্তর যদি ব্রাহ্মণীকে কৈল। ব্রাহ্মণের শাপ শুনি ব্রাহ্মণী হাসিল॥ হেসে হেসে ব্রাহ্মণী যে বলেন তখন। আর কি সেদিন তব আছে তপোধন॥ যেদিন মুড়ায়ে জটা পরেছ টোপর। সেদিন যে গেছে তেজ ওহে দ্বিজবর॥ দ্বিজ হ'য়ে হারালেন নিজ পরাক্রম। কিবা হেতু হ'তে চাও দ্বিতীয় গৌতম। দুঃশীলা রমণী দ্বিজ হেরিয়া নয়নে। গৌতমের শাপ বুঝি পড়েছে হে মনে॥ লোভে মজে হারাইয়া নিজ পরাক্রম। কোন্ লাজে হ'তে চাও দ্বিতীয় গৌতম॥ লজ্জা নাই, কেন পৈতা ধর তব গলে। গলেতে কলসী বেঁধে ঝাপ দাও জলে॥ দ্বিজ হ'য়ে শূদ্র হ'তে লজ্জা হয় নাই। এমন চাকরী মুখে পড়ুক্ সে ছাই॥ যাহা ব্রহ্মতেজ ছিল নষ্ট হৈল সব। সামান্য লোভেতে ম'জে হারাইলে সব॥ ব্রহ্মতেজ হারাইয়ে শূদ্রেতে গমন। পৈতে গলে রেখে হৈলে চাকুরে ব্রাহ্মণ॥ যে ব্রাহ্মণে দেখি রাজা যুড়িত দু' কর। সে ব্রাহ্মণ হ'য়ে হৈলে রাজার কিঙ্কর। কি কব অধিক তুমি হও মোর পতি। লোভে ম'জে তোমার হইল এ দুর্গতি॥ ব্রহ্মধর্ম্ম পরিহরি হইলে পাষণ্ড। না জানি যে পরকালে কত পাবে দণ্ড॥ লোভে মজে কি করিলে ছাই মাথা মুণ্ড। পরকালে ঘটালে মাত্র নরকের কুণ্ড॥ পরকাল হারাবে যাতে, তাতে লজ্জা নাই। কি বিদ্যা শিখিলে, এ বিদ্যার মুখে ছাই॥ শূদ্র-পদে হাত দিতে না হ'ল সরম। যুড়ি-গাড়ি ছাড়ি ধর কাণেতে কলম॥ মিথ্যাবাদী হ'লে দ্বিজ নিজ ধর্ম্ম ফেলে। তঙ্কা পেলে শঙ্কা ত্যজ ল'য়ে গঙ্গাজলে॥ এতেক ভৎ'সনা করি ব্রাহ্মণী তখন। সবিনয়ে বন্দে সতী পতির চরণ॥ সতী হন ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা যে কভু নয়। মোর উপপতি করি

দেখাইনু ভয়॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। প্রথম কলিতে কলি হইল রাজন্॥ প্রথম কলিতে বিচার কৈল এই-মতে। দ্বিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যজি আসিল কুপথে॥ মহাকলি কথা এবে করহ শ্রবণ। যেইরূপ মহাকলি করিব বর্ণন॥ যেইমতে মহাকাল কৈল অধিকার। তাহার তদন্ত কহি করিয়া বিস্তার॥

মহাকলির কথোপকথন

পয়ার। জমল নামেতে এক কৃষ্ণ-পরায়ণ। পরম বৈষ্ণব সাধু করেন সাধন॥ কৃষ্ণ-প্রতি রতি মতি সংসারেতে থাকে। গৃহ-কার্য্য করে আর কৃষ্ণ বলি ডাকে॥ তাহার তনয় এক রজত নামেতে। মহা ষণ্ড নাহি চলে তার পিতৃমতে॥ পুত্রে বশে আনিতে না পারে কদাচন। কভু নাহি শুনে পুত্র পিতার বচন॥ ক্রোধ করি সেই পুত্রে ফেলিতে সঙ্কটে। বিচার করিতে চলে কলির নিকটে॥ গলে তুলসীর মালা তিলক নাসায়। কলির নিকটে আসি সমস্ত জানায়॥ শুন শুন মহারাজ, করি নিবেদন। মহা ষণ্ড ভণ্ড হইল আমার নন্দন॥ না শুনে আমার বাক্য, ভণ্ড দুরাচার। কবে মোরে বিষ দিয়া করিবে সংহার॥ সর্ব্বদা হে পুত্র মোরে করয়ে শাসন। বিষপানে আমার যে বধিবে জীবন॥ কবে বিষ দিয়া সেই মারিবে আমায়। প্রাণ-ভয়ে জানাইতে আইনু তোমায়॥ কলি বলে, কহ শুনি সত্য সমাচার। কোন্ জাতি হও তুমি করিব বিচার॥ জমল বলেন, আমি জাতীয় বৈষ্ণব। শ্রীযুক্ত শ্রীপাদপদ্মে আমার বৈভব॥ কৃষ্ণ-প্রতি রতি মতি কৃষ্ণগত প্রাণ। সর্ব্বদা যে রক্ষা মোরে করে ভগবান্॥ বৈষ্ণবে বলেন কলি, শুনে হাসি পায়। বিষেতে বৈষ্ণব মরে, না শুনি কোথায়॥ তব বাক্য শুনে আর না পারি হাসিতে। কেবা পারে বিষপানে বৈষ্ণব নাশিতে॥ তব পুত্র বিষপানে নাশিবে তোমায়॥ প্রাণভয়ে জানাইতে এসেছ আমায়॥ হাসি পায় শুনে, তব কথা অসম্ভব। বিষে কিসে

কর ভয় হইয়া বৈষ্ণব॥ অনল গরলে নাহি বৈষ্ণব যে মরে। তাহার প্রমাণ কিছু কহিব তোমারে॥ হিরণ্যকশিপু দৈত্য প্রহ্লাদের পিতে। বিষদান করেছিল প্রহ্লাদে নাশিতে॥ কৃষ্ণ ভাবিয়া প্রহ্লাদ বিষপান কৈল। নিমিষে নির্ব্বিষ হৈল বৈষ্ণব না মৈল॥ বৈষ্ণবের মৃত্যু নাই শুনেছি শ্রবণে। বৈষ্ণব, বিষকে ভয় কর কি কারণে॥ জমল বলেন, রাজা, স্পষ্ট আমি কই। কলির বৈষ্ণব আমি, প্রহ্লাদ না হই॥ সত্যযুগে বৈষ্ণব প্রহ্লাদ মহাশয়। তাহা সহ সমতুল্য মম কিসে হয়॥ কলি বলে, বলিলে হে বৈষ্ণব-ঠাকুর। হরি-নামে প্রহ্লাদে অন্তর কত দূর॥ তব সম নরদেহ প্রহ্লাদের ছিল। হরিনাম জপি হরি প্রহ্লাদ পাইল॥ সেই হরিনাম তুমি লৈলে মতিমান। হরিনাম জপি হৈলে প্রহ্লাদ সমান॥ যে জপে হরির নাম সে প্রহ্লাদ হয়। নামের বিভিন্ন নাই শুন মহাশয়॥ কলির হরিনাম সত্য ভেবে দেখ মনে। কলির বৈষ্ণব নর বৈষ্ণব সাধনে॥ হরিনাম জপে যেই সেজন বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার সে বৈভব॥ হরি নাম জপিলে হয় সাধু সমাচার। বৈষ্ণবের কাছে নাই কলি-অধিকার॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির মহাধন। চতুর্যুগ তরে বৈষ্ণব করে হরিনাম॥ বৈষ্ণবের দাস কলিকাল অত্যাচারী। যে বৈষ্ণব আজ্ঞাকারী ভবের কাণ্ডারী॥ কলিকে দিয়াছে আজ্ঞা কৃষ্ণ-দয়াময়। কোন মতে বৈষ্ণবেরে হিংসা নাহি হয়॥ বৈষ্ণব-হিংসনে জীবে হয় মহাদণ্ড। পরকালে ঘটে তার নরকের কুণ্ড॥ বৈষ্ণব-হিংসনে পাপ না হয় মোচন। দেহ অন্তে হয় তার নরকে গমন॥ বৈষ্ণব নিধন নাই এই ত্রিভুবনে। কৃষ্ণধন সহায় যার মারে কোন্‌জনে॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে শ্রীপদ দিয়া রাখ হে শ্রীপদে॥ আমি অতি দীনহীন দীন সরকার। দিনে দিনে গেল দিন কি হবে আমার॥

গীত

রাগিণী সুরট—তাল যৎ

কি হবে আমার গতি ওহে কৃষ্ণ-দয়াময়।
তুমি হে অগতির গতি, জগৎপতি মহাশয়॥
এ দীনহীনে তার ভববন্ধনে হ'য়ে সদয়।
এ দাসেরে দয়া করি দাও হে চরণতরী,
ওহে কৃপাময়॥

ঘোর কলির বিবরণ

পয়ার। মহাকলি গতে ঘোরকলি অধিষ্ঠান। মনুষ্য জন্মিবে সব বিঘত প্রমাণ॥ ভয়ে কেহ নাহি যাবে বার্ত্তাকুর বনে। আঁকশিতে বেগুন তুলিবে কৃষিগণে॥ ভেদাভেদ না থাকিবে হইবে এমন। জাতিভেদ না থাকিবে একত্রে ভোজন॥ দিবা হবে অন্ধকার প্রজ্বলিত বাতি। বর্ণভেদ না থাকিবে সবে এক জাতি॥ বারিহীন হবে মীন দিন হবে ঘোর। শৃগাল করিবে বাসা বৃক্ষের উপর॥ ব্যাঘ্রেতে প্রসবে ছাগ, মহিষে কুঞ্জর। তেলী মেয়ে রাজকন্যা, মালী তার বর॥ মুচি হবে নরপতি ব্যাধ তার পাত্র। চণ্ডালের শিরে দ্বিজ ধরিবেক ছত্র॥ উত্তমে অধম হবে অধমে উত্তম। হীন-জাতি করিবেক প্রকাশ বিক্রম॥ শূদ্র হবে গুরু, শিষ্য হইবে ব্রাহ্মণ। রাজ-অবিচারে কষ্ট পাবে প্রজাগণ॥ শস্যহীন হবে ভূমি, বৃক্ষে হীন ফল। দেব হরি বিধি নদী হরিবেক জল॥ গাভীতে হরিবে দুগ্ধ, কুলহীন বধূ। মিষ্ট যে বিহীন সদা হইবেক মধু॥ জাতিহীন নর হবে, মানহীন মানী। বারিহীন সরোবর, ধনহীন ধনী॥ এইরূপে হবে ঘোর কলি-অধিকার। জাতিভেদ না থাকিবে সব একা-কার॥ উদয় দ্বাদশ রবি হইবে গগনে। গৃহদাহ হবে সব রবির কিরণে॥ নর আদি পশু পক্ষী অনলে দহিবে। পৃথিবীতে জীবের সঞ্চার না থাকিবে॥ মুষলের ধারে জল হবে বরিষণ। পৃথিবী ডুবিবে জলে, শুনহ কারণ॥ ধরণী ডুবিবে, হবে সমুদ্রে

মিলন। পুনঃ বটপত্রে ভাসিবেন নারায়ণ॥ নিরাকার হইবেক ধরণী উপরি। বটপত্রে ভাসিবেন ভবের কাণ্ডারী॥ ধরণী উপরে পুনঃ তরণী ভাসিবে। এইরূপে নিরাকার ধরণী হইবে॥ পৃথিবীতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার। ঘোরকলি হৈলে হবে সকলি সংহার॥ স্থাবর জঙ্গম আদি জলেতে মগন। পৃথিবীরে পুনর্ব্বার করিবে সৃজন॥ তদন্তরে কি হইবে না জানি কহিতে। এরূপে সংহার হবে এ ঘোরকলিতে॥ সরকার বলে, কবে হবে ঘোরকলি। দ্বাদশ তপনে নাশ হইবে সকলি॥ ঘোরকলি মহা ঘোর শুনে চমৎকার। দ্বাদশ তপন-তাপে জীবের সংহার॥ পুনঃ সৃষ্টি করিবেন দেব-ভগবান্। তাহার নিশ্চিত কিছু না হয় প্রমাণ॥ ভগবানের চরিত্র কে বুঝিতে পারে। বিধির অসাধ্য তাহা কি বর্ণিবে নরে॥

গীত

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা

হ'ল ঘোরকলি, গেল দ্বিজের সকলি, পূজা রৈল কৈ।
দ্বিজের ব্রহ্মবস্তু হরিল কলি, পড়ায়ে ম্লেচ্ছ বই॥
ত্যজে দ্বিজ নিজ বুলি, ব্রাহ্মণের মুখে ড্যাম বুলি,
এ দুঃখের কথা কারে কই॥

ঐ সুর

ঘোর কলিতে কি কলির লীলা চমৎকার।
দ্বিজ পূজা হরণ করে ক'রে দিল শূদ্রাচার॥
হ'ল একি কলি ঘোর, সবে হ'লো গুলিখোর,
ভদ্র অভদ্র হ'ল, ভদ্র খুঁজে পাওয়া ভার॥
ধন্য ধন্য ঘোরকলি, ধর্ম্মকর্ম্ম গেল সকলি,
গঙ্গাকে বেঁধে কর্‌লে শৃগাল কুকুর পার॥
যে গঙ্গা আনিতে ধরাতলে, ভগীরথ কত কষ্ট পেলে,
তপস্যা করে ব্রহ্মার॥

হায় কি কলির বোল, গঙ্গার উপরে হ'ল পোল,
জলের উপরে লোহা ভাসে দেখিতে কি বাহার ॥
কত গজ বাজী হয় পার, কি কলির বাজি চমৎকার,
পোলে মানুষ চলে গঙ্গার মাহাত্ম্য কৈ রইল আর ॥

ইতি অষ্টম খণ্ডে কলির বিবরণ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—০ঃ=❋=ঃ০—

নবম খণ্ড

—❋—

শ্রীশ্রীজগন্নাথ অবতারের কথা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবন ত্যাগ

পয়ার। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সাঙ্গ করি নারায়ণ। নিম্বতলে বসিলেন ত্যজিতে জীবন॥ সঙ্গেতে অদ্বৈত আদি যতজন ছিল। সকলে বেষ্টিত হ'য়ে বসিতে কহিল॥ মহাপ্রভু বলে, শুন পারিষদ্‌গণ। আমারে বেষ্টিত হ'য়ে বৈস সর্ব্বজন॥ অদ্য মম দেহত্যাগে হয় শুভক্ষণ। দেহ পরিহরি করি বৈকুণ্ঠে গমন॥ নিম্ববৃক্ষতলে সজ্জা কর সবে মিলে। শয়ন করিব আমি দেহত্যাগ কালে॥ তুলসী-মঞ্জরী আনি রাখ শিরোপরে। স্নান করাও আমায় সরসীর নীরে॥ তিলক শোভিত কর অঙ্গের দুকূলে। অন্তিমেতে হরিনাম ডাক কর্ণমূলে॥ তুলসীর মালা গলে করাও ধারণ। শ্রবণ করাও হরিনাম-সংকীর্ত্তন। ইহা বলি মহাপ্রভু করিল শয়ন। নিতাই কান্দেন ধরি প্রভুর চরণ॥ নিতাই বলেন, প্রভু, করি নিবেদন। কি হবে আমার গতি, কহ নারায়ণ॥ তুমি অগতির গতি জগত-জীবন। আজ্ঞা কর কি হইবে অধীন সেবন॥ যুগে যুগে আমি তব দাস-অনুদাস। কোথা যাও মহাপ্রভু ত্যজি নিজ দাস॥ ত্রেতায় লক্ষ্মণরূপে গিয়া তব সনে। দাস হ'য়ে সেবা কৈনু পঞ্চবটী বনে॥ দ্বাপরে বলাই নামে গোপের ভবনে। দাস হ'য়ে ও-পদ সেবি শ্রীবৃন্দাবনে॥ কলির প্রথমে হৈল গৌরাঙ্গ অবতার। নিতাই নামেতে দাস হইনু তোমার॥ যুগে যুগে আছি প্রভু আমি তব দাস। কোথা যাও দয়াময় ত্যজি নিজ দাস॥ অদ্বৈত যে আদি করি পারিষদ্‌গণ। ধূলায় পড়িয়া সবে করয়ে রোদন॥ কৃতার্থ করিয়া জীবে দেব-নারায়ণ। দেহ পরিহরি কৈলে বৈকুণ্ঠে গমন॥ সঙ্গে ক'রে ল'য়ে চল প্রভু

নারায়ণ। যথা যাবে তথা সেবা করিব চরণ॥ নিতাইয়ে কাতর দেখি কহিছেন প্রভু। তব সঙ্গ ছাড়া নিতাই না হইব কভু॥ দক্ষিণে সদয় হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপে। তার গৃহে উত্তরিব জগন্নাথ রূপে॥ বলরাম নামেতে হইবে সহোদর। রক্ষিব দর্শন দিয়ে এ কলির নর॥ রথে দরশন যে করিবে একবার। পুনঃ অবনীতে জন্ম না হইবে তার॥ জগন্নাথ নামে আমি হব অবতীর্ণ। বাজারেতে বিকাইবে প্রসাদীয় অন্ন॥ নীচ শূদ্র কি সন্ন্যাসী নাহি অবসাদ। একত্রেতে একপাত্রে খাইবে প্রসাদ॥ নানাজাতি একত্রেতে করিবে ভোজন। জাতিজ্ঞান না থাকিবে প্রসাদ কারণ॥ প্রসাদ দিবেক মুচি, খাইবে ব্রাহ্মণ। সবে মাত্র না চলিবে জাতীয় যবন॥ জগন্নাথক্ষেত্রে যেতে যবনে নিষেধ। কণ্ঠি-ধারী মাত্রে না থাকিবে জাতিভেদ॥ কুকুরের মুখ হৈতে প্রসাদ পড়িলে। ভক্তি করি ব্রাহ্মণেতে লবে তাহা তুলে॥ আশ্চর্য্য হইবে লীলা কলির প্রকাশ। প্রসাদে করিবে জীবের পাতক যে নাশ॥ অগ্রেতে লীলার যে উদ্যোগ করি আমি। পশ্চাতে বলরামজী হ'য়ে এস তুমি॥ ইহা বলি বিদায় হইল যদুবীর। নিতাইয়ের কোলে প্রভু ত্যজিল শরীর॥ নিত্যানন্দ আদি করি যত সহচরে। চিতা সজ্জা করিল সে সরযূর তীরে॥ আনিয়া চন্দন-কাষ্ঠ চিতা সাজাইল। নিত্যানন্দ আসি অগ্নিকার্য্য যে করিল॥ অগ্নিতে প্রভুর অঙ্গ দহিতে নারিল। অর্দ্ধ অঙ্গ ল'য়ে জলে ভাসাইয়া দিল॥ এইরূপে ভাসে দেহ শতেক বৎসর। তৎপরে জানিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নরবর॥ প্রত্যাদেশে কহিলেন জগৎ-ঈশ্বর। মম কলেবর ভাসে জলের উপর॥ শ্রীজগন্নাথ-পদে কহিছে সরকার। ধন্য কলিতে শ্রীজগন্নাথ অবতার॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজার প্রতি মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ

পয়ার। একদিন নিশাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। সুবর্ণ-পালঙ্কো-পরে সুখে নিদ্রা যায়॥ বায়ুরূপে আপনি আসিয়া নারায়ণ। রাজার শিয়রে বসি দেখান স্বপন॥ শুন শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন, রাজাধি-

রাজন্। অপূর্ব্ব বর্ণন করি করহ শ্রবণ ॥ কলিতে হইবে জগন্নাথ অবতার। দরশন করি নরে পাইবে নিস্তার ॥ ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি রাখ এই কীর্ত্তি। নারায়ণে স্থাপন কর, লহ এই যুক্তি ॥ নীলগিরি মধ্যে নীলমাধব আছয়। তাহার স্থাপনা কৈলে বড় কীর্ত্তি হয় ॥ এত বলি নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্ধান। জলমধ্যে নিম্ববৃক্ষে করেন সন্ধান ॥ নিম্ববৃক্ষে প্রভুর দেহ একত্র হইল। সমুদ্রের তীরে আসি ভাসিতে লাগিল ॥ প্রভাতে উঠিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নররায়। সে-দেহ লইয়া স্থাপন কৈল দেবালয় ॥ বিশ্বকর্ম্মা করিলেন মন্দির গঠন। সে-মন্দিরেতে হৈল জগন্নাথ স্থাপন ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। জগন্নাথ স্থাপন কৈল ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজন্ ॥ এইরূপে প্রচলিত হৈল জগন্নাথ। বাজারে বাজারে তবে বিকাইল ভাত ॥ নীচ শূদ্র কি ব্রাহ্মণ দরশনে যায়। বাজারে কিনিয়া ভাত এক পাতে খায় ॥ চণ্ডালে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণের মুখে। জগন্নাথ বলিয়ে প্রসাদ খায় সুখে ॥ কুকুরের মুখ হৈতে প্রসাদ পড়িলে। বিপ্র শূদ্র আদি করি তাহা খায় তুলে ॥ প্রসাদেতে মহাপাপী বহু পাপে তরে। দরশনে কত ফল কে বলিতে পারে ॥ স্ব-রথেতে জগন্নাথ যে করে দর্শন। পুনঃ ভবে নাই তার জনমগ্রহণ ॥ একবার দরশনে পাপীর নিস্তার। পুনর্ব্বার দরশনে কি কাজ তাহার ॥ একবার দরশনে ঘুচে মনভ্রম। বারবার দরশনে বৃথা পরিশ্রম ॥ হাড়ি-মুচি দ্বিজ-শূদ্র যাবে সর্ব্বজনে। কেবল নিষেধ মাত্র করয়ে যবনে ॥ নিষেধ যবনে যেতে হৈল যে কারণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ ॥

শ্রীক্ষেত্রে যাইতে যবনের নিষেধ বিবরণ

পয়ার। শিখণ্ডীর দেশে ছিল যবন দু'জন। দুই ভাই দরশনে করিল গমন ॥ রথে জগন্নাথ দরশন করিবারে। গমন করিল পথে দুই সহোদরে ॥ জগন্নাথে দরশন করি দুইজন। প্রসাদ কিনিয়া দোঁহে করেন ভোজন ॥ যবনেরা পথে প্রসাদ লৈয়ে

তখন। যবনাচারে প্রসাদ কৈল নিবেদন॥ যেমন আচার করি প্রসাদ খাইল। অন্তর্য্যামী দয়াময় অন্তরে জানিল॥ এই অনুরাগে দেব রহে মনে মনে। কাহাকেও কিছু না বলিলা দিনমানে॥ সেই রাত্রে পাণ্ডাকে কহিলেন স্বপনে। শ্রীক্ষেত্রে আসিতে আর দিও না যবনে॥ দেশ-দেশান্তরে যত আছয়ে যবন। সবারে নিষেধ কর দর্শন কারণ॥ অদ্য হইতে আমি করিলাম বারণ। শ্রীক্ষেত্রে যবন-মুণ্ড হইবে ছেদন॥ যে কহিনু বাক্য আমি না হবে অন্যথা। শ্রীক্ষেত্রে কাটা যাবে যবনের মাথা॥ যবনেরে আর আমি হেরিব না ক্ষেত্রে। মুণ্ড খসি পড়িবেক আইলে শ্রীক্ষেত্রে॥ এই কারণে বারণ যবনে হইল। যবন-দরশনে প্রভু নিষেধ করিল॥ নানাবর্ণ যত জাতি আছে ত্রিভুবনে। সবে আসিবে, আসিতে পাবে না যবনে॥ অগ্রে আজ্ঞা দিল, যত জাতি আছে দেশে। যবনে দর্শন নষ্ট ভোজনের দোষে॥ অতএব, ভক্তগণ করহ শ্রবণ। দ্বিজবেশে জগন্নাথের নগর ভ্রমণ॥ সরকার বলে, হায় ও আমার মন। এ অদৃষ্টে হইল না শ্রীক্ষেত্র-দর্শন॥

দ্বিজবেশে জগন্নাথের নগর-ভ্রমণ

পয়ার। একদিন জগন্নাথ দেব-নারায়ণ। দ্বিজবেশে চলিলেন করিতে ভ্রমণ॥ উত্তর অংশে চলিলেন কাঞ্চননগরে। তথা উপনীত বেলা দ্বিতীয় প্রহরে॥ ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ছদ্ম-দ্বিজবর। প্রবেশ করিল দ্বিজ নগর-ভিতর॥ রত্নাকর নামে এক মোদক-নন্দন। ছদ্মবেশে বসিলেন তাহার দোকান॥ জলপান হেতু সেরেক সন্দেশ লৈল। হিসাব করিতে মূল্য এক তঙ্কা হইল॥ দোকানদার বলে, দ্বিজ শুনহ সত্বরে। সন্দেশ খাইলে তঙ্কা দেহ ত আমারে॥ দ্বিজ বলে, আমার সঙ্গেতে কিছু নাই। তঙ্কা বদলে আমি অঙ্গুরী রেখে যাই॥ ইহা বলি, অঙ্গুরী যে খুলিল তখন। দোকানদারকে দিয়া করিল গমন। নিজালয়ে জগন্নাথ করিল গমন। রজনীতে পাণ্ডাকে দিল যে স্বপন॥ দোকানী আছয়ে এক কাঞ্চনেতে ধাম। অতি ভাগ্যবান সেই

রত্নাকর নাম॥ এসেছি দোকানে তার জলপান করি। তঙ্কা হেতু রাখিয়াছি হস্তের অঙ্গুরী॥ প্রভাতেতে তঙ্কা ল'য়ে হও অগ্রসর। দোকান হইতে আন অঙ্গুরী আমার॥ এতেক স্বপন যদি রজনীতে হৈল। প্রভাতে অঙ্গুরী পাণ্ডা আনিতে চলিল॥ ত্বরায় কাঞ্চনগ্রামে প্রবেশি তখন। প্রতিবাসী প্রতি করিলেন জিজ্ঞাসন॥ আছে এক দোকানী যে, নামে রত্নাকর। তার সহ আছে কিছু প্রয়োজন মোর॥ ইহা শুনি প্রতিবাসী দেখাইয়া দিল। রত্নাকর দোকানেতে উপনীত হৈল॥ পাণ্ডারে দেখিয়া সে রত্নাকর তখন। দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন॥ পাণ্ডা বলে, শুন, ওহে দোকানদার ভাই। কার নাম রত্নাকর, তোমারে শুধাই॥ মোর নাম রত্নাকর, রত্নাকর বলে। অমনি পড়িল পাণ্ডা তার পদতলে॥ রত্নাকর বলে, প্রভু, কি কর, কি কর। জগন্নাথ-পাণ্ডা হ'য়ে কেন পায়ে ধর॥ আমি দীনহীন অতি মূর্খ অভাজন। আমার চরণ ধর এ কর্ম্ম কেমন॥ তুমি পাণ্ডা মহাসাধু, হও সুভাজন। অহর্নিশি কর জগন্নাথ-দরশন॥ ইহা বলি, রত্নাকর পাণ্ডার চরণে। দণ্ডবৎ করে তৃণ ধরিয়া দশনে॥ রত্নাকর বলে, কহ বচন মধুর। পায়ে কেন ধরিলে তুমি পাণ্ডা-ঠাকুর॥ পাণ্ডা বলে, তুমি হে পরম সাধুজন। পাইলেন জগন্নাথ গৃহেতে দর্শন॥ তব তুল্য ভাগ্যবান কে আছে এ-দেশে। জগন্নাথ দিল দেখা ব্রাহ্মণের বেশে॥ ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য তোমার দোকান। এ দোকানে বসি কৈল প্রভু জলপান॥ পাণ্ডা বলে, সত্য কথা কও রত্নাকর। কল্য প্রাতে এসেছিল কোন দ্বিজবর॥ তোমার দোকানে আসি জলপান করি। বন্ধক রাখিয়া গেছে সোনার অঙ্গুরী॥ ইহা শুনি পাণ্ডা-প্রতি কহে রত্নাকর। কল্য প্রাতে এসেছিল এক দ্বিজবর॥ আমার দোকানে আসি জলপান করি। বন্ধক রাখিয়া গেছে হস্তের অঙ্গুরী॥ পাণ্ডা কহে, রত্নাকর শুন সবিশেষে। জগন্নাথ এসেছিল ব্রাহ্মণের বেশে॥ আন আন অঙ্গুরী সে দেখিব কেমন। অঙ্গুরী হেরিয়া করি সফল নয়ন॥ প্রভু-হস্তের অঙ্গুরী আনি মোরে দাও। সন্দেশ

খাইল প্রভু তার মূল্য লও॥ ইহা যে বলিয়া পাণ্ডা তঙ্কা তারে দিল। গৃহে গিয়ে রত্নাকর অঙ্গুরী আনিল॥ রত্নাকর আংটি শিরে করিয়া ধারণ। কাঁদিয়া পড়য়ে ভূমে হ'য়ে অচেতন॥ ধরায় পতিত, হানে বক্ষে করাঘাত। সদয় হইয়ে নিদয় হ'লে জগন্নাথ॥ জলপান কর প্রভু হইয়ে ব্রাহ্মণ। নিজ বেশে অধমে না দিলে দরশন॥ এ ছার সংসারে প্রভু আছে কিবা গুণ। ত্যজিব পাপ-সংসারে জ্বালিয়া আগুন॥ সংসার মায়ার জালে বিদিত ত্রিলোকে। দিনে দিনে পতিত হতেছি নরকে॥ সংসারেতে থাকা মাত্র নরবৃত্তি করা। ধরা দিতে এসে প্রভু নাহি দিলে ধরা॥ ধরা দিয়ে নাহি দিলে তুমি বংশীধারী। অনেক ভক্তের হয়েছিলে আজ্ঞাকারী॥ ত্রেতাযুগে হ'য়ে দশরথ আজ্ঞাকারী। বনে গিয়েছিলে প্রভু জটা-বাকল পরি॥ দ্বাপরে নন্দ গোপের আজ্ঞাকারী হ'য়ে। চরালে গোপের ধেনু বৃন্দাবনে গিয়ে॥ কলিকালে ইন্দ্রদ্যুম্নের যে আজ্ঞাকারী। জগন্নাথরূপে দেখা দিলে কৃপা করি॥ অবতার হৈলে প্রভু জলধির তীরে। মহাপাপী নিস্তারিলে বসি শ্রীমন্দিরে॥ নানা-জাতি এক পাতে নাহিক নিষেধ। বাজারে বিক্রয় ভাত নাহি জাতিভেদ॥ যতেক লীলার সার কলিতে করিলে। প্রসাদ খাইয়ে জীবে মোক্ষপদ দিলে॥ ধন্য প্রভু জগন্নাথ, জগতের নাথ। তোমার কৃপায় বাজারে বিকায় ভাত॥ এমন মহিমা প্রভু দেখিনি কোথায়। চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়॥ যত লীলা কৈলে প্রভু সব লীলা সার। কলিতে হইলে জগন্নাথ-অবতার॥ ইহা বলি রত্নাকর করেন রোদন। পাণ্ডা তার হস্ত ধরি তোলেন তখন॥ শুন শুন রত্নাকর, না কর রোদন। ভক্তিতত্ত্ব বলি, তুমি করহ শ্রবণ॥ কত শত দোকানী যে আছে ত্রিভুবনে। সবে ত্যজি এল প্রভু তোমার দোকানে॥ পূর্ব্বভক্তি তোমার হে যদি না থাকিবে। দ্বিজ-বেশে তব পাশে কেন বা আসিবে॥ তব তুল্য কেবা আছে হেন ভাগ্যবান। অনায়াসে হৈলে তুমি বলির সমান॥ ধন-ধেনু গজ-বাজী অমূল্য-রতন। অতুল বৈভব দান করিল রাজন্॥

যে যাহা যাচিঞা কৈল, দিল তারে দান। মাত্র শুধু নাহি দিল বলি নিজ প্রাণ॥ দানেতে দারিদ্র খণ্ডে কৈল বলিরাজা। দানবিধি-যজ্ঞ করি করিলেন পূজা॥` এত দান-ধ্যান বলি করিয়া বিশেষে। তবে দেখা পায় হরি বামনের বেশে॥ তব তুল্য ভাগ্যবান না দেখি নয়নে। সেরেক সন্দেশ দিলে দেব-নারায়ণে॥ মুল্য দিয়ে তব সন্দেশ খেয়েছেন হরি। বন্ধক রাখিয়ে নিজ হস্তের অঙ্গুরী॥ কত দয়া তব প্রতি ভেবে দেখ মনে। দুঃখী যে তোমারে দেখি খাইলেন কিনে॥ দান-ধ্যান নাই তব ব্যয় ও ভূষণ। অনায়াসে গৃহে বসি পেলে দরশন॥ যদি বল দ্বিজবেশে আসি অকস্মাৎ। নিজ বেশে নাহি দেখা দিল জগন্নাথ॥ দ্বিজবেশে আসি দেখা দিলেন আপনি। ভেবে দেখ, যথামত জগন্নাথ তিনি॥ তিনি নিরঞ্জন নিরাকার অনাকারে। কখন কি মুর্ত্তি ধরে কে বলিতে পারে॥ তিনি ইচ্ছাময় যবে যাহা ইচ্ছা করে। ইচ্ছামত নানা মূর্ত্তি ধরিবারে পারে॥ অতএব, তুমি ধন্য, শুন রত্নাকর। দ্বিজবেশে এসেছিল তোমার গোচর॥ রত্নাকর বলে, শুন, পাণ্ডা মহাশয়। সঙ্গে করি ল'য়ে চল শ্রীক্ষেত্রে আমায়॥ পরিবার-সহ আমি দর্শনে যাইব। প্রভুর শ্রীহস্তে আমি অঙ্গুরী পরাব॥ হস্ত বাড়াইয়ে প্রভু দিবেন যখন। নিজ মূর্ত্তি দরশন করিব তখন॥ সে প্রভুর মূর্ত্তি যবে হেরিব নয়নে। যাচিঞা করিয়া স্থান লব শ্রীচরণে॥ ইহা বলি রত্নাকর করিল গমন। জগন্নাথ মন্দিরেতে গেলেন তখন॥ শ্রীমন্দির দরশন করি রত্নাকর। প্রবেশ করিল গিয়া মন্দির ভিতর॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি করয়ে স্তবন। শুন প্রভু জগন্নাথ, করি নিবেদন॥ রত্নাকর নাম মম শুন সবিশেষ। যাহার দোকানে প্রভু খাইলে সন্দেশ॥ সেই রত্নাকর আমি নিবেদন করি। খাইলে সন্দেশ, বন্ধক রাখিয়া অঙ্গুরী॥ সে-অঙ্গুরী আনিয়াছি মস্তকেতে ধরি। হস্ত বাড়াইয়া দেহ, পরাব অঙ্গুরী॥ এতেক শুনিয়া প্রভু হইয়া সন্তুষ্ট। রত্নাকরে বাড়াইয়া দিল নিজ হস্ত॥ জগন্নাথ দক্ষিণ কর করিয়া ধারণ। রত্নাকর অঙ্গুরী যে পরায় তখন॥ রত্নাকর বলে, হরি নিবেদন করি। হস্ত বাড়াইয়া প্রভু পরিলে অঙ্গুরী॥

শ্রীপদ বাড়ায়ে দেহ করি দরশন। শ্রীচরণে রাখ প্রভু এই নিবেদন॥ ইহা শুনি জগন্নাথ শ্রীপদ বাড়াল। শ্রীচরণ পেয়ে রত্নাকর মিশাইল॥ রত্নাকরের স্ত্রী-পরিবার সঙ্গে ছিল। জগন্নাথের শ্রীচরণে সবে মিশাইল॥ কহে কবি সরকার শুন ভক্তগণে। রত্নাকরে মিশাইল রাঙ্গা শ্রীচরণে॥

দুর্গাদাসী ব্রাহ্মণীর জগন্নাথ দর্শন

পয়ার। বহুদিন ব্রাহ্মণীর জগন্নাথে মন। কুসংসর্গ ক্রমে নাহি হয় দরশন॥ জগন্নাথ দর্শনেতে রহে ভাব মতি। সময় প্রবর্ত্তকালে হৈল গর্ভবতী। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন। ব্রাহ্মণী চলিল একা করিতে দর্শন॥ শ্বশুর-শাশুড়ী-পতি কেহ না জানিল। কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করি গোপনে চলিল॥ নিশিযোগে একাকিনী করিয়া শয়ন। অর্দ্ধ নিশি অর্দ্ধভাগে করিল গমন॥ দশমাস গর্ভ সেই ব্রাহ্মণীর ছিল। দান্তনের মাঠে গিয়া প্রসব হইল॥ উত্তম এক পুত্র প্রসবিল সে-ব্রাহ্মণী। বনেতে রাখিয়া পুত্রে চলিল তখনি॥ বিষম কেয়ার বন অতি ভয়ঙ্কর। ব্যাঘ্র-হস্তী আছে কত বনের ভিতর॥ কত বন্যপশু তাহে জীবের হিংস্রক। ঘোরতর বন সেই মহা ভয়ানক॥ সেই বনমধ্যে সুত করায়ে শয়ন। দরশনে ব্রাহ্মণী যে করিল গমন॥ বনমধ্যে সেই শিশু কান্দিতে লাগিল। পুত্র-মায়া ব্রাহ্মণী সে কিছু না করিল॥ রুধির-যুক্ত ব্রাহ্মণী চলিল দর্শনে। কান্দিতে লাগিল একা শিশু সে-কাননে॥ ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর তাহে ছিল বহুতর। রোদন শুনিয়া আসে শিশুর গোচর॥ শিশু-প্রতি জগন্নাথের দয়া যে হইল। ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর তারে কেহ না খাইল॥ তদন্তরে জগন্নাথ হইয়ে ব্রাহ্মণী। আসিল কেয়ার বনে স্বয়ং আপনি॥ কোলেতে লইয়া সেই ব্রাহ্মণী-সন্তান। জগন্নাথ আপনি করান স্তনপান॥ দ্বাদশ দিবস সেই কেয়ার কাননে। রক্ষা করিলেন হরি ব্রাহ্মণী-সন্তানে॥ দর্শন করি ব্রাহ্মণী ফিরিল যখন। সন্তান বলিয়া

মনে পড়িল তখন ॥ মনে ভাবে ব্রাহ্মণী আর কি পুত্র আছে। ব্যাঘ্র ও কুঞ্জরে তারে সংহার করেছে ॥ প্রসব হইবা মাত্র ত্যজেছি নন্দন। দুগ্ধ বিহনেতে পুত্র ত্যজেছে জীবন ॥ ইহা বলি ব্রাহ্মণী যে করিল গমন। সেই কেয়াবনে আসি দিল দরশন ॥ বন পানে ব্রাহ্মণী যে দেখিল নয়নে। উত্তম রমণী ব'সে কেয়ার কাননে ॥ কোলেতে লইয়া পুত্র করায় স্তনপান ॥ অসম্ভব কার্য্য অতি করে অনুমান ॥ চিনিলেন ব্রাহ্মণী সে আপন-সন্তানে। এই পুত্র প্রসবিযে ত্যজেছি কাননে ॥ ঈষৎ হাসি জগন্নাথ কহিছে তখন। এস মা, কোলেতে লও তোমার নন্দন ॥ এত দৃঢ় ভক্তি তব জগন্নাথ পতি। দরশনে গিয়াছিলে ত্যজিয়া সন্ততি ॥ হেন নিদারুণ কার্য্য কে পারে করিতে। তব তুল্য ভাগ্যবতী কে আছে জগতে ॥ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, ধন্য তব মন। হারা-পুত্র পেলে পুনঃ মনের কারণ ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি কহেন ব্রাহ্মণী। পরিচয কহ শুনি আমারে, কে তুমি ॥ কে তুমি গো প্রবেশিয়ে এ ঘোর কাননে। রক্ষা করিলে মাতা আমার সন্তানে ॥ জন্মমাত্র পুত্রে ত্যাগ করেছি কাননে। কে তুমি গো রক্ষা কৈলে আমার সন্তানে ॥ জগন্নাথ বলে, মাতা, স্থির তুমি হও। পরিচয় দিব, অগ্রে পুত্র কোলে লও ॥ হারাধন পেলে মাতা নিবিড়-কাননে। চুম্বন প্রসাদ কর পুত্রের বদনে ॥ ব্রাহ্মণী বলেন, মাতা, করি গো বিনয়। পুত্র কোলে লব অগ্রে দেহ পরিচয় ॥ পরিচয় নাহি দিলে লব না সন্তান। পুত্র কোলে দিয়ে পাছে হও অন্তর্দ্ধান ॥ ভুলাতে নারিবে তুমি, শুন স্পষ্ট কই। ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি চাষার মেয়ে নই ॥ চিনেছি চিনেছি তোমা, চিনেছি নয়নে। মেয়ে হ'য়ে কার সাধ্য আসে এ-কাননে ॥ কে এমন নর-নারী আছে ত্রিভুবনে। পর-উপকার হেতু আসে এ কাননে ॥ বিশেষ যে-পুত্র প্রসব হৈল কাননে। সামান্য রমণী হৈলে জানিবে কেমনে ॥ তব সহ মম কভু নাহি আলাপন। কি সুবাদে রক্ষা কৈলে পুত্রের জীবন ॥ পর-উপকারী হেন কে আছে ভুবনে। বনে এসে রক্ষা করে পরের সন্তানে ॥ পর-উপকারী

ছিল হরিশ্চন্দ্র রায়। পর-উপকার হেতু শূকর চরায়॥ পর-উপকারী ছিল নল যে রাজন্। কাননেতে রক্ষা কৈল সর্পের জীবন॥ পর-উপকারী ছিল দাতাকর্ণ দাতা। পর-উপকারে কাটে বৃষকেতু-মাথা॥ পর-উপকারী বলি ছিলেন সমস্ত। পর-উপকার করি হন পাতালস্থ॥ দেব-অংশী রাজা তারা, নহে অবরেণ্য। কত কষ্ট করে পর-উপকার জন্য॥ ভগবান্ বিনে বা এমন সাধ্য কার। করিবারে পারে বল পর-উপকার॥ পরিচয় নাহি দিলে না লব নন্দন॥ কে তুমি হে রক্ষা কৈলে পরের জীবন॥ মহাপ্রভু বলে, মাতা, শুন বিবরণ। যার দরশনে তুমি পাইলে নন্দন॥ সেই জগন্নাথ আমি রমণীর বেশে। রাখিলাম তব পুত্র কাননেতে এসে॥ ধন্য তুমি দ্বিজকন্যা, ধন্য তব মন। নিজ-পুত্র ত্যজি কৈলে দর্শনে গমন॥ তব সম সাধ্বী সতী কে আছে ভুবনে। জাতকে করিয়া ত্যাগ ধায় দরশনে॥ হেন দৃঢ় ভক্তি কার আছে মম প্রতি। জন্ম-মাত্রে দর্শনে ত্যজিয়া সন্ততি॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি চতুর্যুগ গত। ভগবানে এত ভক্তি নাহি তব মত॥ তব তুল্য আমি সতী না দেখি ভুবনে। দরশনে কীর্ত্তি তব রহিবে ভুবনে॥ একমনে তব কীর্ত্তি করিলে শ্রবণ। গৃহে বসি 'দর্শনফল পায় সেইজন॥ ব্রাহ্মণী বলেন, প্রভু করি নিবেদন। দয়া করি নিজমূর্ত্তি দেহ দরশন॥ শুনিয়ে ব্রাহ্মণী-বাক্য শ্রীনারায়ণ। জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি করিল ধারণ॥ হেরিয়া যে প্রভু-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণী তখন। কর যুড়ি বলে, প্রভু, করি নিবেদন॥ পতি-পুত্র মম আর নাহি প্রয়োজন। দয়া করি মহাপ্রভু, দেহ শ্রীচরণ॥ অনিত্য সংসারে আর নাহি ফিরে যাব। পুত্র-সহ তব পদে জীবন অর্পিব॥ পতি-পুত্র ধন জন সব অকারণে। তাহার প্রমাণ প্রভু দেখিনু নয়নে॥ এক দিবসের পুত্র ত্যজিলাম বনে। পুনঃ পুত্র পাব বলি নাহি ছিল মনে॥ মোর পুত্র রক্ষণেতে জানিলাম আমি। এইরূপে সর্ব্ব জীবে রক্ষা কর তুমি॥ জলে স্থলে কাননে আপনি রাখ যারে। কার সাধ্য মহাপ্রভু বধ করে তারে॥ তাহার প্রমাণ প্রভু দেখিনু নয়নে। ব্যাঘ্র-কুঞ্জর

আদি আছে এ-কাননে ॥ তোমার কৃপায় তারা কিছু না করিল। অনায়াসে পুত্র মম কাননে বাঁচিল ॥ অতএব, প্রভু তুমি সংসারের সার। তোমা বিনা ত্রিজগতে কেহ নাহি আর ॥ তুমি হর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা, তুমি মূলাধার। দয়া করি রেখো রাঙ্গা চরণে তোমার ॥ দয়া করি দয়াময় দিয়ে পদতরী। ভবে পার কর ভবপারের কাণ্ডারী ॥ এইমত স্তব যদি ব্রাহ্মণী করিল। অঙ্গে অঙ্গ দিয়া প্রভু-অঙ্গে মিশাইল ॥ পুত্র ও জননী দোঁহে উদ্ধারিল হরি। ভবে পার করিলেন ভবের কাণ্ডারী ॥ কহে কবি সরকার কৃষ্ণের শ্রীপদে। বিপদে পড়িলে হরি রেখো রাঙ্গাপদে ॥

গীত

বাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

জগবন্ধু, দেখা দাও ভবের কাণ্ডারী।
ভব-ভয়ে অভয় দাও নিস্তার মুরারি ॥
আমি অতি দীনহীন, দিনে দিনে গেল দিন,
দিন ব'য়ে যায় হরি ॥

শ্রীক্ষেত্রে একাদশীর উপবাসের নিষেধের বিবরণ

পয়ার। রত্না নামে ছিল এক বিধবা ব্রাহ্মণী। দর্শনার্থে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন তিনি ॥ পুনঃ রথযাত্রা পরে একাদশী হৈল। সাহ্ন-একাদশী বলি মনেতে জানিল ॥ একাদশী উপবাস করিয়া রহিল। ব্রাহ্মণী শ্রীক্ষেত্রে থাকি প্রসাদ না খেল ॥ বেলা অবসান কালে হ'য়ে ক্ষুধান্বিত। ধূলাতে অঞ্চল পাতি হইল নিদ্রিত ॥ শ্রীক্ষেত্রেতে একাদশী ব্রাহ্মণী করিল। অন্তর্য্যামী জগন্নাথ অন্তরে জানিল ॥ একাদশী ভঙ্গ-হেতু দেব-নারায়ণ। দ্বিজরূপ জগন্নাথ ধরিল তখন ॥ যথায় ব্রাহ্মণী আছে হ'য়ে উপবাসী। দ্বিজরূপে জগন্নাথ দেখা দিল আসি ॥ দ্বিজ বলে, গাত্রোত্থান কর দ্বিজকন্যে। শ্রীক্ষেত্রেতে উপবাসী আছ কিবা জন্যে ॥ ক্ষেত্রে আসি একাদশী কি জন্যে করিলে। দরশন বিফল, প্রসাদ না খাইলে ॥ তুমি কে, ব্রাহ্মণী বলে, এলে

কোথা হৈতে। বোধ করি, দ্বিজ হবে, আছে গলে পৈতে॥ অনীতি-বিচার কেন কর দ্বিজমণি। একাদশী করি আমি বিধবা ব্রাহ্মণী। তুমি ত ঠাকুর দ্বিজ জান সব মনে। একাদশী দিনে অন্ন খাইব কেমনে॥ জলপান করিতে নাই একাদশী দিন। তুমি বল, অন্ন খাও হইয়ে প্রাচীন॥ কি বিচার কর তুমি হইয়ে ব্রাহ্মণ। একাদশীতে অন্ন খাব সে কথা কেমন॥ ঈষৎ হাসিয়া তখন কহে দ্বিজমণি। একাদশী-ফল কিবা কহ দেখি শুনি॥ একাদশী-ব্রত করিলে উদ্‌যাপন। কিবা ফল প্রাপ্ত হয় করিব শ্রবণ॥ বিধবা দ্বিজের কন্যা একাদশী করে। কিবা ফল প্রাপ্ত হয় এ ভব-সংসারে॥ কহ কহ, সন্দেহ ঘুচাও গো ব্রাহ্মণী। একাদশীতে কিবা ফল কহ দেখি শুনি॥ একাদশীও দরশন কর একত্তর। কোন্ ব্রতে কোন্ ফল হয় বহুতর॥ দর্শনের ফল-প্রাপ্তি প্রসাদ খাইলে। একাদশী ফল পায় উপসে থাকিলে॥ কোন্ ব্রতে কিবা ফল কহ দেখি শুনি। কোন্ ব্রত রক্ষা বল করিবে ব্রাহ্মণী॥ বহু পরিশ্রম করি এসেছ দর্শনে। সে ফল বিফল কর একাদশী মেনে॥ যদি দর্শনাপেক্ষা মান্য কর একাদশী। তবে শ্রীক্ষেত্রে থাকি না রবে উপবাসী॥ তবে তুমি নিজ গৃহে করহ গমন।" শ্রীক্ষেত্রেতে উপবাসী থাকিতে বারণ॥ দু ব্রতের কোন্ ব্রত রক্ষা যে করিবে। উপবাস কৈলে ক্ষেত্রে থাকিতে নারিবে॥ কোন্ ব্রতে কি ফল অবশ্য জেনে শুনে। তবে ত এসেছ জগন্নাথ দরশনে॥ দ্বিজ-কন্যা সর্ব্ব মান্যা দেবী গণ্যা হও। সকল জানহ তুমি শূদ্র-কন্যা নও॥ কহ কহ, সন্দেহ ঘুচাও গো এক্ষণে। কোন্ ব্রতে কি কি ফল শুনিব শ্রবণে॥

দ্বিজকন্যা কর্ত্তৃক একাদশী-ফলের বিবরণ প্রকাশ

পয়ার। দ্বিজকন্যা বলে, দ্বিজ শুনহ এক্ষণে। একাদশী-ফলাফল শুনেছি শ্রবণে॥ জন্মাবধি একাদশী করিলে সঞ্চিত। দেহ অন্তে ফল তার পায় যথোচিত॥ স্বর্গে কিংবা বৈকুণ্ঠে

গোলোকে গমন। দেহ-অন্তে তারে প্রভু দেন দরশন॥ ভক্তি-ভাবে একাদশী করিলেই ফল। ভগবান্ আজ্ঞাসারে পায় ভাল স্থল॥ আটাদশী করিলেই আটায় পেট ভরে। ভক্তি না হইলে কি আটাতে ফল ধরে॥ আটা রুটি মাখনাদি আর দুগ্ধ ছানা। সেই একাদশী মাত্র যমের যাতনা॥ নির্জ্জলা একাদশী করে হ'য়ে ভক্তিমান্। অন্তে দরশন তারে দেন ভগবান্॥ জন্মাবধি এত কষ্ট করে যেইজন। অন্তে হয় তাঁর সুখ প্রভু-দরশন॥ ঈষৎ হাসিয়া দ্বিজ কহিছে তখন। একাদশীর ফলাফল করিনু শ্রবণ॥ জন্মাবধি একাদশী করিলে ধারণ। অন্তকালে হয় তার বিভু-দরশন॥ দেবের চরিত্র ভগবানে মনোনীত। সে কথা কে জানে, পারে বলিতে নিশ্চিত॥ তথাপি তুমি তো তাহে করিয়াছ মন। একাদশী ফলে হবে দেবতা-দর্শন॥ জগন্নাথ-দর্শনে কি ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার তদন্ত কহ, শুনিব নিশ্চয়॥

জগন্নাথ-দর্শনে ফলের বিবরণ

পয়ার। দ্বিজ-কন্যা বলে, দ্বিজ, করহ শ্রবণ। দর্শনের ফলাফল করিব বর্ণন॥ জগন্নাথের রথ যে হেরিলে নয়নে। পুনঃ জন্ম নাই তার শুনেছি পুরাণে॥ বিপ্র বিজ্ঞ সাধুমুখে করেছি শ্রবণ। সর্ব্বপাপে তরে রথ করিলে দর্শন॥ দ্বিজ বলে, দ্বিজ-কন্যা, ত্যজ মনভ্রম। তবে কেন কর তুমি বেশী পরিশ্রম॥ পাপে মুক্ত জগন্নাথে বারেক হেরিলে। তবে কষ্ট পাও কেন একাদশী ফলে॥ মনভ্রম পরিহরি মম বাক্য লও। জগন্নাথে মানি তুমি প্রসাদ যে খাও॥ দ্বিজ-কন্যা বলে, দ্বিজ, শুনহ প্রকাশ। তোমার বাক্যেতে আমি না করি বিশ্বাস॥ তবে প্রভু এসে যদি ঘুচান বিষাদ। অগ্রে দরশন করি, পশ্চাতে প্রসাদ॥ নিজমূর্ত্তি ধরি প্রভু আসি এই স্থানে। দরশন দিয়া কথা কন মম সনে॥ তবে ত ঘুচিবে মম মনের বিষাদ। অগ্রে দরশন দিয়া পশ্চাতে প্রসাদ॥ নিজরূপে যদি দেখা দেন ভগবান্। তবে ত

করিব একাদশীর পারণ ॥ প্রসাদ খাইব রাখি প্রসাদের মান। যদি দরশন দেন আসি ভগবান্ ॥ দ্বিজ বলে, প্রসাদ যে খাইবে পশ্চাৎ। দ্বিজরূপে এসেছি আমি সেই জগন্নাথ ॥ ইহা বলি দ্বিজমূর্ত্তি ত্যজিয়ে তখন। জগন্নাথ-রূপে প্রভু দিল দরশন ॥ জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি করি দরশন। দ্বিজ-কন্যা সুপবিত্র হইল তখন ॥ গলেবাস কৃতাঞ্জলি কহে পুনর্ব্বার। তুমি প্রভু জগন্নাথ জগতের সার ॥ কলিকালে জগন্নাথ করিনু দর্শন। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কি রূপ ধারণ ॥ সত্যযুগে তুমি কিবা প্রতিমূর্ত্তি ধরি। ক্ষীরোদেতে বটপত্রে ভেসেছিলে হরি ॥ কলিকালে সেই রূপ করাও দর্শন। কিরূপেতে বটপত্রে করিলে শয়ন ॥ চারিযুগে চারি মূর্ত্তি করিয়ে ধারণ। কৃপা করি অধীনিরে দেহ দরশন ॥ প্রভু বলে, দ্বিজ-কন্যা, কর দরশন। যে রূপেতে বটপত্রে করেছি শয়ন ॥ ইহা বলি মহাপ্রভু মায়া প্রকাশিল। মায়া করি শ্রীক্ষেত্রেতে ক্ষীরোদ সৃজিল ॥ জলে-স্থলে পরিপূর্ণ হৈল সেই পুরী। গোটিকায় বটপত্রে ভাসিলেন হরি ॥ তরঙ্গ-তুফান দেখি ব্রাহ্মণী কাতর। ভয়ে থরথর করি কাঁপে কলেবর ॥ ব্রাহ্মণীরে কাতর দেখিয়া নারায়ণ। বটপত্রোপরে হরি করিল শয়ন ॥ ভয় নাই, দ্বিজ-কন্যা, কর দরশন। বটপত্রোপরি আমি করেছি শয়ন ॥ ইহা বলি সেই রূপ করিয়া গোপন। ত্রেতাযুগে রামরূপ করিল ধারণ ॥ কোথা গেল ক্ষীরোদ জলধি জলাশয়। রামরূপ ধরি দণ্ডাইল দয়াময় ॥ জটা-বাকল পরিধান সঙ্গেতে লক্ষ্মণ। যে-রূপ ধরিয়া রাম গিয়াছিল বন ॥ রাজ-আভরণ রামের করিয়া বিনাশ। যেরূপে কৈকেয়ী দিয়েছিল বনবাস ॥ সেই রূপ মহাপ্রভু করিয়া গোপন। দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ করিল ধারণ ॥ চূড়া ধড়া বাঁশী ও নূপুর শ্রীচরণে। যশোদা পাঠায়ে যেন দিল গোচারণে ॥ ব্রাহ্মণীর প্রতি হরি কহিছে তখন। দ্বাপরেতে এই রূপ কর দরশন ॥ এইরূপে কৃষ্ণরূপ করয়ে গোপন। তদন্তরে গৌরাঙ্গরূপ কৈল ধারণ ॥ ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস কটিতে যে ঢাকে। কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি গৌর বলি ডাকে ॥ শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যজিয়ে সমাজ। সব ত্যজি

সাজিলেন সন্ন্যাসীর সাজ॥ সঙ্গেতে লৈয়ে কেশবভারতী গোঁসাই। ন'দে ছাড়ি যেন গেছে সন্ন্যাসে নিমাই॥ গৌরাঙ্গের শোকে দুঃখ-তাপিত অন্তরে। শচী মা কান্দয়ে যেন মনের মাঝারে॥ এইরূপে মহামায়া প্রকাশ যে করি। ব্রাহ্মণীকে গৌর-রূপ দেখান শ্রীহরি॥ পরেতে গৌরাঙ্গ-রূপ করিয়া গোপন। নিজ জগন্নাথ-রূপ করিল ধারণ॥ ভগবানের লীলা হেরি বিশ্বাস সে কৈল। একাদশী ভঙ্গ করি প্রসাদ খাইল॥ প্রসাদ খাইতে প্রভু দেখিয়া নয়নে। মহাপ্রভু স্থান দিল রাঙ্গা শ্রীচরণে॥ কহে কবি সরকার ক'রে হায় হায়। হরি-দর্শন না হৈল, কি হবে উপায়॥ আমি মূর্খ মহাধম দুঃখে চিরদিন। গেল কাল চিরদিন কালের অধীন॥ দীনহীন দেখে স্থান না দিলে চরণে। কতদিন রব আমি বাঁকুড়ার বনে॥

গীত

রাগিণী ভৈরব—তাল মধ্যমান।

জগবন্ধু, দেখা দাও আমারে।
কত পাতকী উদ্ধারিলে বসি শ্রীমন্দিরে॥
রত্না নামে ব্রাহ্মণী, তারে দিলেন চরণখানি,
আমি পরম দুরাচার, মোরে নিস্তার দুস্তরে॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতি জগন্নাথের প্রত্যাদেশ

ত্রিপদী। ইন্দ্রদ্যুম্ন নররায়, জগন্নাথে বর চায়, আঠার নালা হউক্ সৃজন। মম পুত্র আঠার জন, শুন প্রভু নিবেদন, কর সফল জীবন॥ এই বর দেহ মোরে, আঠার পুত্র যেন মরে, হ'য়ে থাকুক্ আঠার নালা। আঠার নালা জলে, পার হবে পাপী সকলে, এড়াইবে শমনের জ্বালা॥ পর-উপকার হেতু, পুত্রগণ ভব-সেতু, হোক্ মম কীর্ত্তি অম্ল বিধি। তোমার বিষ্ণু-

মানে, আমার এ পুত্রগণে, মরে' হউক্ আঠার নদী ॥ এইরূপ মাগি বর, ওহে ভূপ নিরন্তর, পূরাইতে মনের বাসনা। কহে কবি সরকার, আঠার নালা পারাবার, হৈলে ঘুচে ভবের যাতনা ॥

গীত

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

আঠার নালায় পড়ি, দিয়ে যায় গড়াগড়ি,
ভব-পারে পাইল নিস্তার।
দর্শনান্তে সার, আঠার নালা পার,
যাত্রিগণের কার্য্য মূলাধার ॥

শ্রীক্ষেত্রে আঠার নালার বিবরণ

পয়ার। নিশিযোগে ইন্দ্রদ্যুম্ন করিয়া শয়ন। স্বর্ণ-পালঙ্কো-পরে নিদ্রায় অচেতন ॥ মক্ষি-দেহ জগন্নাথ করিয়া ধারণ। রাজার শিয়রে বসি দেখান স্বপন ॥ শুন শুন মহারাজ স্বপ্ন বিবরণ। কল্য মরিবে তব পুত্র আঠার জন ॥ মন্দির-অনতিদূরে হইবে নিধন। হইবে আঠার নালা পুত্র আঠার জন ॥ মহা-তীর্থ আঠার নালা হইবে কল্যাবধি। পাপে নিস্তার পাবে যে পার হবে নদী ॥ অগ্রে পার আঠার নালা পরে দর্শন। মহাতীর্থ হৈল তব পুত্র আঠার জন ॥ এই বর রাজাকে দিলেন জগন্নাথ। গাত্রোত্থান করে রাজা, হইল প্রভাত ॥ পুত্রগণে ডাক দিয়া কহিল রাজন্। একত্রেতে বসি শুন সর্ব্ব বিবরণ ॥ নিশিতে আসিয়া অদ্য প্রভু জগন্নাথ। আমার শিয়রে স্বপ্ন দিলেন অকস্মাৎ ॥ আঠার পুত্রের তব শুন এই বিধি। কল্য প্রাতে হবে তারা আঠারটি নদী ॥ তোমাদের মন-কথা কহ দেখি শুনি। মিথ্যা কভু না হইবে জগন্নাথ-বাণী ॥

পর উপকারার্থে হ’য়ে থাক নদী। প্রত্যাদেশে জগন্নাথ দিয়েছেন বিধি॥ মহাতীর্থ হও তোমরা আঠার জন। সেই নদী পার হৈলে তরে পাপীগণ॥ পর-উপকার কর আঠার সহোদরে। তোমাদের কীর্ত্তি যশ রহিবে সংসারে॥ পর-উপকারেতে আছয়ে মহাপুণ্য। পর-উপকারে পুত্রকাটে দাতাকর্ণ॥ অনিত্য মানবদেহ নহে ত সঞ্চিত। পর-উপকার বাপু করা ত’ উচিত॥ নরদেহ ত্যাগ করি হও মহাতীর্থ। সংসার ভ্রমণ মাত্র সকলি অনিত্য॥ নরদেহ ধরি বাপু দেব-আজ্ঞা ধর। লোকেতে সুখ্যাতি করে হেন কার্য্য কর॥ থাকিবে তোমাদের কীর্ত্তি এ তিন সংসারে। যদবধি চন্দ্র সূর্য্য গগন-উপরে॥ অনিত্য মানবদেহ হইলে মরণ। সব হবে অন্ধকার মুদিলে নয়ন॥ পুড়ে ভস্ম হবে দেহ কিছু না থাকিবে। পুনশ্চ আসিয়া ভবে জন্ম নিতে হবে॥ অনিত্য মানবদেহ সন্দেহ কেবল। চঞ্চল সতত যেন পদ্মপত্রে জল॥ কভু আছে কভু নাই মরণ নিশ্চয়। নরদেহ পুড়িয়া হইবে ভস্মময়॥ অনিত্য এ রাজ্যপাট দেখ পুত্রগণ। তাহার প্রমাণ কিছু করহ শ্রবণ॥ সগর রাজার ছিল ষাটি হাজার পুত্র। কপিল মুনির শাপে হইল নিঃসত্ত্ব॥ ষাটি হাজার পুত্র একদিনেতে মরিল। বংশ ধ্বংস হ’য়ে তার কিছু না রহিল॥ রাজ্য শূন্য হৈল তার শুন পুত্রগণ। অনিত্য যে রাজ্য তার হইল নিধন॥ ষাটি হাজার পুত্র হ’তে কার্য্য না হইল। অবশেষে সাধুপুত্র ভগীরথ জন্মিল॥ রাখিল পরম কীর্ত্তি সূর্য্যরাজ কুলে। সাধু ভগীরথ গঙ্গা এনে মহীতলে॥ কত কষ্টে ভগীরথ গঙ্গা যে আনিল। চতুর্যুগ যুড়ে তার কীর্ত্তি যে রহিল॥ ক্রমে সাধু ভগীরথ ব্যক্ত ত্রিভুবনে। রাখিল অতুল কীর্ত্তি মহীতলে এনে॥ অতএব পুত্র-গণ করহ শ্রবণ। কীর্ত্তি কল্পতরু হয় বেদের বচন॥ আঠার জন প্রভুর আঠার নালা হ’য়ে। পাতকী উদ্ধার কর দেব-আজ্ঞা পেয়ে॥ আঠার নালা পারাপার হবে পাপীগণ। তবে আসি করিবে জগন্নাথ-দর্শন। পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে পুত্র আঠার জন। তখনি হইল আঠার নালা সৃজন॥ সেই

আঠার নালার পার হ'য়ে পাপীগণ। জগন্নাথদেবে আসি করে দরশন ॥ তদবধি আঠার নালা হ'তে হয় পার। জগন্নাথ অবতার কথা চমৎকার ॥

গীত

রাগিণী জঙ্গকট—তাল খযরা।

আঠার নালা পাপী করে দরশন।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি জগন্নাথ স্থাপন ॥
ধন্য প্রভু জগন্নাথ, বাজারে বিকায় ভাত,
প্রণিপাত তোমার চরণে।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
চরণ পাই যেন মরণে ॥

শ্রীক্ষেত্রে শকুন্তলা রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন

পয়ার। শকুন্তলা মহারাজ করিতে দর্শন। শ্রীক্ষেত্রে গমন করে আনন্দে মগন ॥ সৈন্য-সেনা সহিত যে পাত্রমিত্র গণ। কেহ রথে কেহ গজে অশ্বে আরোহণ ॥ এইরূপে উপনীত শকুন্তলা রায়। প্রবৃত্ত হইল লক্ষ ব্রাহ্মণ-সেবায় ॥ করিলেন একে একে ব্রাহ্মণে গণন। লক্ষ মধ্যে কমি যে হইল একজন ॥ একজন দ্বিজ হেতু ভাবেন রাজন্। এক দ্বিজ বিনা না হয় ব্রাহ্মণভোজন ॥ ব্রাহ্মণ কারণ রাজা ভাবিত হইল। অন্তর্য্যামী জগন্নাথ অন্তরে জানিল ॥ কষ্ট পায় রায় না হয় ব্রাহ্মণভোজন। তাহা দেখি দ্বিজরূপ করিলা ধারণ ॥ দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া জগন্নাথ। শকুন্তলা রাজাকে যে দিলেন সাক্ষাৎ ॥ ছদ্ম দ্বিজ বলে, তুমি শুন হে রাজন্। আরম্ভ করহ তুমি ব্রাহ্মণভোজন ॥ শকুন্তলা মহারাজ পাইয়া ব্রাহ্মণ। আরম্ভ করেন রাজা দ্বিজের ভোজন ॥ দ্বিজে মিশালে গিয়া বসি জগন্নাথ। আনন্দে ভোজন করে আটিকের ভাত ॥ ভক্তের বাসনা পূরাইতে নারায়ণ। দ্বিজবেশে নিজ প্রসাদ করেন ভোজন ॥ রাজার নিয়ম-সেবা হৈল সমাধান। দ্বিজহস্তে

অঙ্গুরী যে করিবে প্রদান॥ দশ দশ অঙ্গুরী দিবে দ্বিজের দক্ষিণে। ভোজনান্তে দিল সব সকল ব্রাহ্মণে॥ এক লক্ষ ব্রাহ্মণ, দশ লক্ষ অঙ্গুরী। আনিয়াছে দশ-লক্ষ অঙ্গুরী খরিদ করি॥ এইমতে সকল ব্রাহ্মণে সেবা করি। দিতেছেন সকলের হস্তেতে অঙ্গুরী॥ এক এক দ্বিজে দশ দশ যে অঙ্গুরী। আপনি দিতেছে রাজা সবিনয় করি॥ এইমতে সকল দ্বিজকে দিয়ে রায়। অবশেষে ছদ্ম-দ্বিজ পানে রাজা চায়॥ রাজা বলেন, অঙ্গুরী ধরহ ব্রাহ্মণ। ঈষৎ হাসিয়া দ্বিজ কহেন তখন॥ কুড়ি অঙ্গুলি আমার শুন ওহে রায়। কুড়ি অঙ্গুরী প্রদান করহ আমায়॥ রাজা বলে, দু'হস্তে দশাঙ্গুল তোমার। কুড়ি অঙ্গুরী চাহ যে, একি অবিচার॥ দ্বিজ বলে, চারি হস্ত যদি দেখাতে পারি॥ বল তবে দিবে মোরে কুড়িটি অঙ্গুরী॥ চারি হস্তে কুড়ি অঙ্গুরী গণনা করিয়া। স্বহস্তেতে দেহ রাজা অঙ্গুরী পরাইয়া॥ রাজা বলে, চারি হস্ত দেখাও দ্বিজ রায়। অবশ্য কুড়ি অঙ্গুরী দিব হে তোমায়॥ ইহা শুনি ছদ্ম-দ্বিজ আনন্দ অন্তরে। বক্ষ-স্থল হইতে দুই হস্ত বাহির করে॥ চতুর্ভুজ হৈল দ্বিজ দেখিয়া নয়নে। ভূতলে পতিত রাজা হইল চরণে॥ চরণে ধরয় তবে শকুন্তলা রায়। সভায় সকল দ্বিজ উঠিয়া দাঁড়ায়॥ দাঁড়ায়ে উঠিল তবে যত দ্বিজগণ। গলে বাস কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন॥ পড়িয়া দ্বিজের পায় শকুন্তলা বলে। কেবা তুমি চতুর্ভুজ কোথা হ'তে এলে॥ অগণন দ্বিজ আছে এই ত্রিভুবনে। চতু-র্ভুজ দ্বিজ কভু না শুনি শ্রবণে॥ জহ্নু মহামুনি যিনি গঙ্গাকে গ্রাসিল। এত তেজী, চতুর্ভুজ হইতে নারিল॥ সমুদ্র গ্রাস কৈল অগস্ত্য মহামুনি। তবু চতুর্ভুজ হ'তে নারিলেন তিনি॥ আর সেই তেজস্বী গৌতম-মতিমান। যাহার ক্রোধে অহল্যা হইল পাষাণ॥ তিনি চতুর্ভুজ নাহি হইতে পারিল॥ এমন তেজস্বী মুনি যিনি হে হইল॥ ভৃগুমুনি যিনি হে তেজস্বী ভবিষ্যৎ। ক্রোধ করি কৃষ্ণবক্ষে কৈল পদাঘাত॥ সেই হেন চতুর্ভুজ হইতে নারিল। কেবা তুমি দ্বিজমণি, শুনি মোরে বল॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন, শকুন্তলা রায়। দ্বিজবেশে

জগন্নাথ হৈনু সদয়॥ রাজা বলে নিজমূর্ত্তি করাও দর্শন। তবে জগন্নাথ সত্য দেব-নারায়ণ॥ ভক্ত-বাক্য হেতু তবে দেব জগন্নাথ। নিজরূপে রাজারে সে করিল সাক্ষাৎ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। শকুন্তলা রাজার হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ রেখো হে শ্রীপদে॥ এই নিবেদন হরি করি তব পায়। অহর্নিশি কৃষ্ণনাম বলি হে জিহ্বায়॥

নমুচির প্রতিবাসীসহ শ্রীক্ষেত্রে দর্শনার্থে গমন

পয়ার। উলমিলা গ্রামে এক শ্বপচ-নন্দন। নমুচি যে নাম তার কৃষ্ণপরায়ণ॥ তার প্রতিবাসী যে বিশিষ্ট ভদ্রগণ। জগন্নাথ দরশনে করিল গমন॥ নমুচি সহিত যবে চলে দরশনে। সহ বল করি বিশিষ্ট ভদ্রগণে॥ শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশিয়া দরশন করিল। বাজার হইতে প্রসাদ কিনিয়া আনিল॥ ভদ্রগণ বলে, ওহে শুন মুচি ভাই। তোকে ছুয়ে প্রসাদ খাওয়া হবে নাই॥ তুমি হইলে মুচি জাতি আমরা ব্রাহ্মণ। কি মতে প্রসাদ তব করিব সেবন॥ মুচি জাতি তুমি, মোর এক গ্রামে বাস। উচ্ছিষ্ট প্রসাদ তব না করি বিশ্বাস॥ দেশান্তর হ'লে প্রসাদে হইত রুচি। এক দেশে বসতি জানি ত তুমি মুচি॥ জেনে শুনে কেমনে মন করি নিষ্ঠ। রুচি নাহি হবে খেতে মুখের উচ্ছিষ্ট॥ মুচি বলে, শুনহ বিশিষ্ট শিষ্যগণ। কেন না করিবে মোর প্রসাদ ভক্ষণ॥ শুনিয়াছি শ্রীক্ষেত্রে প্রসাদ হয় শুচি। প্রসাদ দ্বিজের মুখে তুলে দেয় মুচি॥ তুমি যদি ক্ষেত্রে ছুঁতে না দাও প্রসাদ। কেন আমি তব সহ করিব বিবাদ॥ ইহা বলি মুচি মোর প্রসাদ না ছুঁইল। পৃথক করিয়া তার প্রসাদ খাইল॥ অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানিলা মনেতে। জাতি-জ্ঞান কৈলে আমার এই শ্রীক্ষেত্রে॥ প্রসাদ-মাহাত্ম্য হেতু মনেতে ভাবিল। কীটরূপে জগন্নাথ প্রসাদে বসিল॥ আটিক মধ্যেতে যতেক প্রসাদ ছিল। কীটরূপ হ'য়ে সব আটিকে রহিল॥ ভদ্র বিশিষ্ট যায় প্রসাদ খাইবারে। বড় বড় পোকা

দেখে আটিক ভিতরে ॥ পোকা দেখে বোকা ভদ্র প্রসাদ ফেলে দিল। প্রসাদ ফেলিতে গলিত কুষ্ঠ যে হইল ॥ এমতি হইল কুষ্ঠ কে বলিতে পারে। বড় বড় পোকা হয় অঙ্গের ভিতরে ॥ অঙ্গ হ'তে হইতেছে রুধির বাহির। কীটের দংশনে হৈল কান্দিয়া অস্থির ॥ ধরায় পতিত গলিত কুষ্ঠের জ্বালায়। কৃমিযুক্ত রুধির যে পতিত ধরায় ॥ চক্ষে নাহি দেখা যায় তাহাদের দুঃখ। তখন জানিল প্রসাদেতে কত সুখ ॥ মুচিকে অশুচি ভেবে প্রসাদ না খাইনু। সেই অপরাধে যে গলিত-কুষ্ঠ হৈনু ॥ মুচিকে অশুচি ভেবে কৈনু জাতিজ্ঞান। অহঙ্কারে কৈনু প্রসাদের অপমান ॥ ভাবিতে ভাবিতে দিবা হইল অজ্ঞাত। গলিত কুষ্ঠেরে স্বপ্নে কহে জগন্নাথ ॥ মুচিকে অশুচি ভেবে প্রসাদ না খেলে। সেই অপরাধে গলিত-কুষ্ঠ হৈলে ॥ জাতিজ্ঞান কুলাচার আছে যার মনে। সে কেন আসিবে ক্ষেত্রে আমা দরশনে ॥ মম আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী হয় যেইজন। এই ভোগা-ভোগ পাবে, নরকে গমন ॥ আমার ভক্তকে মুচি ভাবে যে অন্তরে। বাহিরে ঈশ্বর ভক্তি দণ্ডবৎ করে ॥ তাহার দুর্গতি এই গলিত-কুষ্ঠ ভুণ্ডে। পরেতে পতিত হয় নরকের কুণ্ডে। মম ভক্ত দেখে মান্য করে যেইজন। ইহকালে সুখ, পরে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ অতএব, ভক্ত এই মম বাক্য লও। মুচির উচ্ছিষ্ট হে প্রসাদ তুলে খাও ॥ গলিত-কুষ্ঠ ভাল হবে, শুনহ বচন। প্রভাতে প্রসাদ তুলে করহ গ্রহণ ॥ রাত্রে প্রত্যাদেশ পেয়ে যত ভদ্রগণ। প্রাতে মুচির প্রসাদ করিল গ্রহণ ॥ গলিত-কুষ্ঠ ভাল হৈল, নিজ দেশে গেল। পয়ার-প্রবন্ধে সরকার বিরচিল ॥

প্রভাস খণ্ড

দশম খণ্ড

গোপী-গোয়ালিনীর জগন্নাথ দর্শন

পয়ার। অবন্তীনগরে এক গোপী-গোয়ালিনী। পতি-পুত্র-হীনা হ'য়ে থাকে একাকিনী॥ একপুত্র ছিল তার পরম লাবণ্যে। অপঘাতে মৃত্যু হইল সর্পের দংশনে॥ অতি গুণবান্ পুত্র ছিল গোপিনীর। পুত্রশোকে সদা তার কম্পিত শরীর॥ পুত্রশোকে গৃহধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন। রাজপথে গেল তবে বিফল জীবন॥ কোথা গেল প্রাণপুত্র এই মাত্র রব। তব হেতু ত্যজিলাম বিষয়-বৈভব॥ পুত্রশোকানলে কান্দে গোপী-গোয়া-লিনী। নগরে নগরে ভ্রমে হ'য়ে পাগলিনী॥ পুত্রশোকে ভ্রমে সদা বারি বহে নেত্রে। ভ্রমিতে-ভ্রমিতে উপনীত হৈল ক্ষেত্রে॥ পাগলিনী প্রায় হ'য়ে দরশন কৈল। দুনয়নে বহে বারি জগন্নাথ দেখিল॥ দরশন করে তবে সেই গোয়ালিনী। আঠার নালার তীরে বসিলেন তিনি॥ পুত্রশোকে কাতর, প্রসাদ না খাইল। আঠার নালার তীরে কান্দিতে লাগিল॥ গোপিনী কাতর দেখি দেব-জগন্নাথ। দ্বিজরূপে-চলিলেন করিতে সাক্ষাৎ॥ যথায় কান্দেন সেই গোপী-গোয়া-লিনী। ছদ্মবেশে জগন্নাথ চলিল আপনি॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, তুমি কে বিধবা নারী। নদীতীরে কান্দ বসি পরমা সুন্দরী॥ কোথায় বসতি তব, কোন্ জাতি হও। কি হেতু রোদন কর সত্য কথা কও॥ আঠার নালার তীরে বসি কি কারণ। কি জন্যে ভাবিত এত তাপিত জীবন॥ সত্য কথা কও, দুঃখ করিব মোচন। নদীতীরে বসি তুমি কান্দ কি কারণ॥ গোপী-গোয়ালিনী বলে, কর অবধান। আমার দুঃখের কথা নহে অব-সান॥ পতিপুত্রহীনা আমি, শুন দ্বিজবর। একপুত্র

ছিল মম পরম সুন্দর ॥ নিধন হইল পুত্র সর্পের দংশনে। পুত্র-শোকে পাগলিনী ভ্রমি ত্রিভুবনে ॥ মনে ছিল জগন্নাথ করি দরশন। করিব সে মৃত-পুত্রশোক নিবারণ ॥ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া মোর শোক নাহি গেল। দরশন করি পুনঃ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ কলিদেব জগন্নাথ ভাবি মনে মনে। পুত্রশোক নাহি গেল জগন্নাথ দর্শনে ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে ছিল মহাপুণ্য। মরা-পুত্র পেয়েছিল রাজা দাতাকর্ণ ॥ আর হরিশ্চন্দ্র রাজা মরা পুত্র পায়। চাঁদবেণে পাইল সে মনসা-কৃপায় ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে করেছি শ্রবণ। আর কি হে কলিকালে আছয়ে তেমন ॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, যদি মন হয় তেমন। পুনঃ মৃত পুত্র পাবে মনের কারণ ॥ যে মনেতে দাতাকর্ণ পুত্র কেটেছিল। এখন তেমন মন কার আছে বল ॥ যে মনেতে হরিশ্চন্দ্র শূকর চরায়। স্ত্রী-পুত্র বন্ধক রাখে পরের আলয় ॥ এখন তেমন মন যদি কেহ করে। মরা-পুত্র পায় তারা কলিতে কি করে ॥ তাহার প্রমাণ দেখ ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। আঠারটি নালা কৈল বধিয়া তনয় ॥ নিষ্ঠামনে যদি তুমি প্রসাদ গো খাও। মরা-পুত্র পাবে তুমি মম বাক্য লও ॥ গোপী-গোয়ালিনী বলে, শুন দ্বিজরায়। হারা-মরা কলিকালে কভু নাহি পায় ॥ দ্বিজ বলে, আমি দিব পুত্র সে তোমার। প্রসাদ খাও, মরা-পুত্র পাবে পুনর্ব্বার ॥ গোপিনী বলেন, কহ সত্য-সমাচার। কে তুমি গো মরা-পুত্র বাঁচাবে আমার ॥ কলির ব্রাহ্মণ তুমি, শুন মহাশয়। তুমি যে বাঁচাবে পুত্র না হয় প্রত্যয় ॥ তুমি মরা বাঁচাবে, কে বাঁচায় তোমায়। মরা-পুত্র বাঁচিবে কি তোমার কথায় ॥ তুমি যে মরিবে কবে আপনি জান না। পরকে বাঁচাতে চাও মরি কি লাঞ্ছনা ॥ ইহা শুনি জগন্নাথ ঈষৎ হাসিল। গোয়ালিনীকে তখন দিব্যজ্ঞান দিল ॥ তত্ত্বজ্ঞান দান করি দেব-জগন্নাথ। নিজরূপ ধরি তারে হইলা সাক্ষাৎ ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি করি গোয়ালিনী। ভূমি লোটাইয়া ধরে চরণ দুখানি ॥ ধন্য ধন্য মহাপ্রভু, দেব-জগন্নাথ। অধীনিরে দয়া করি হইলা সাক্ষাৎ ॥ বাঞ্ছাপূর্ণ কর হরি সদয় হইয়া। পুত্রশোক হর প্রভু মরা-পুত্র

দিয়া ॥ মৃত-পুত্র দাও প্রভু দেখিব নয়নে। মা বলি প্রসাদ তুলি দিক্ সে বদনে ॥ মৃত-পুত্র বাঁচাইয়া ঘুচাও বিষাদ। তবে ত' খাইব আমি তোমার প্রসাদ ॥ জগন্নাথ বলে, মাতা বসি থাক তুমি। তব পুত্রে বাঁচাইতে চলিলাম আমি ॥ তব পুত্র প্রসাদ ল'য়ে আসিবে এক্ষণে। খাও মা প্রসাদ বলি দিবে সে বদনে ॥ ইহা বলি অন্তর্দ্ধান হ'য়ে নারায়ণ। গোপী-গোয়ালিনী পুত্র করিল সৃজন ॥ হস্তেতে প্রসাদ তার দিয়া জগন্নাথ। পাঠায়ে দিলেন তার জননী সাক্ষাৎ ॥ জগন্নাথ কিবা লীলা শ্রীক্ষেত্রে করিল। গোপী-গোয়ালিনী মৃত-পুত্রে বাঁচাইল ॥ প্রসাদ ল'য়ে পুত্র এসে মা বলিয়া ডাকে। প্রসাদ তুলিয়া দিল গোয়ালিনী মুখে ॥ পুত্র ল'য়ে গোয়ালিনী নিজ দেশে এল। কিছুদিন পরে তার বৈকুণ্ঠ হইল ॥ কহে ঈশ্বর সরকার, হায় কিবা করি। এ রসে না মজিল মম মন মত্ত করি ॥ গ্রন্থ লিখে গেল দিন তনু ক্ষীণ ভাবে। হেরিব শ্রীক্ষেত্র আমি আঁখিভরে কবে ॥ পাপ নেত্রে না হেরিনু শ্রীক্ষেত্রের ধাম। জগন্নাথ মহাপ্রভু মোরে হৈল বাম ॥

শ্রীজগন্নাথদেবের বৈষ্ণববেশ-ধারণপূর্ব্বক চম্পক রাজার মহোৎসবে আগমন

পয়ার। চম্পক নামেতে রাজা অবন্তী-অধিপতি। কৃষ্ণ-পরায়ণ রাজা বৈষ্ণবেতে মতি ॥ চিরদিন সাধুসেবা করেন রাজন্। প্রত্যহ করেন লক্ষ বৈষ্ণব-সেবন ॥ পরম সাধু যে রাজা চম্পক ভূপতি। বৈষ্ণব-পদরজে স্নান তর্পণ নিতি ॥ প্রভাতেতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজন্। বৈষ্ণবে প্রণাম করি কৃষ্ণগুণ গান ॥ মহোৎসব সভারম্ভ হৈল প্রভাতকালে। সেবায় উদ্যোগ কৈল বৈষ্ণব সকলে ॥ লক্ষ বৈষ্ণব আসিয়া করিছে সেবন। কেহ গায় কেহ করে হরি-সংকীর্ত্তন ॥ কেহ তুলে দেয় প্রসাদ সাধুর বদনে। আনন্দ করেন সবে আনন্দিত মনে ॥ যার মুখে হরি-নাম শুনেন শ্রবণে। আনন্দে প্রসাদ দেন তাহার বদনে ॥

জাতিজ্ঞান নাহি করে শ্রীক্ষেত্রে যেমন। রাজার বাজারে প্রসাদ কৈল তেমন॥ দ্বিতীয় জগন্নাথ-ক্ষেত্র করিল রাজন্। বিনামূল্যে প্রসাদ যে করে বিতরণ॥ যেই যায় সেই খায় রাজার বাজারে। কণ্ঠিধারী নামাই বিচার নাহি করে॥ এরূপে প্রসাদ দান হ'তেছে রাজার। আনন্দে ব'সেছে তথা আনন্দবাজার॥ শ্রীক্ষেত্রে বাজারে প্রসাদ কিনে খেতে হয়। চম্পক রাজা প্রসাদের মূল্য নাহি লয়॥ এইরূপে হইতেছে প্রসাদ-বাজার। কত সাধু-বৈষ্ণব সেবা হাজার হাজার॥ হেনকালে বৈষ্ণব-বেশে দেব-জগন্নাথ। চম্পক বাজারে আসি হইল সাক্ষাৎ॥ গলে তুলসীর মালা, নাসায় তিলক। অঙ্গে ধরে নামাবলী হইয়া পুলক॥ ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পিন্ধন কটিতে। হরিনাম করে মালা জপিতে জপিতে॥ জয় হোক্ চম্পকরাজ বলিয়া তখন। বৈষ্ণব-বেশে জগন্নাথ দিল দরশন॥ মহা আনন্দিত হ'য়ে চম্পক রাজন্। ধরণী লোটায়ে বন্দে বৈষ্ণব-চরণ॥ বৈষ্ণব জ্ঞানেতে রাজা কত ভক্তি করে। গলে বাস কৃতা-ঞ্জলি দণ্ডায় গোচরে॥ দশনে ধরিয়া তৃণ চম্পক রাজন্। সজল নেত্রেতে করে বৈষ্ণব-দর্শন॥ দেখিয়া রাজার ভক্তি ছদ্ম-জগন্নাথ। সদয় হৃদয়ে করে রাজার সাক্ষাৎ॥ দেখিয়া আনন্দ মহোৎসব রাজার। আনন্দে ভাসিল হরি, কি কহিব আর॥ মনে মনে জগন্নাথ হইয়া পুলক। বলে, দ্বিতীয় ক্ষেত্র যে করেছে চম্পক॥ মম বাজারেতে প্রসাদ ক্রয় করি লয়। রাজার বাজারে প্রসাদ বিনামূল্যে পায়॥ আমা হৈতে ধন্য এই চম্পক রাজন্। আনন্দবাজার হেরি জুড়াল নয়ন॥ মনে মনে প্রশংসা করিয়া নারায়ণ। বসিলেন বৈষ্ণবাসনে হ'য়ে হৃষ্টমন॥ চম্পক রাজা বলে, কহ বৈষ্ণব-ঠাকুর। কোথা হৈতে সমাগত, বাস কতদূর॥ বহুদিন মহোৎসব করি যে বৈষ্ণবে। কোনদিন নাহি দেখি তোমা মহোৎসবে॥ ঈষৎ হাসিয়া বলে দেব-নারায়ণ। অতি অল্পদিন বৈষ্ণব হয়েছি রাজন্॥ সেবাদাসী আছে মোর পরমা-সুন্দরী। তারে একা রেখে কোথা যাইতে না পারি॥ নয়নে-নয়নে তারে রেখেছি নয়নে। হেরে পাছে লয়

হ'রে কোন মহাজনে ॥ একবার হারায়ে ছিলাম পঞ্চবটী বনে । কত দুঃখ পেয়েছি হে না যায় বর্ণনে ॥ পুনঃ সেবাদাসী কৈনু আনন্দিত মনে । সে সেবাদাসীরে হারাই শ্রীবৃন্দাবনে ॥ তৃতীয় সেবাদাসী কৈনু ন'দে প্রবেশিয়া । সেবাদাসী হারাই কাটোয়াতে গিয়া ॥ চতুর্থ সেবাদাসী যে শ্রীক্ষেত্রেতে রয় । রূপে গুণে মহাধন্যা কি কব কথায় ॥ বারে বারে হারাই, এবার হারাই পাছে । সেবাদাসী হারান আমার রোগ আছে ॥ মরমের কথা সব কহিনু মহাশয় । শ্রীক্ষেত্রেতে বাসা মোর, শুন পরিচয় ॥ রাজা বলে, বাসা হয় উত্তম তোমার । যথায় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-অবতার ॥ পরম বৈষ্ণব তুমি পূরে মনোসাধ । নিত্য নিত্য পাও মহাপ্রভুর প্রসাদ ॥ এমন প্রসাদ ছাড়ি বৈষ্ণব-ঠাকুর । বৈষ্ণব প্রসাদ পেতে এসেছ এতদূর ॥ ছদ্ম বলে, চম্পক বলি হে তব ঠাঁই । বৈষ্ণব-প্রসাদ তুল্য প্রসাদ যে নাই ॥ তাহার প্রমাণ রাজা শুন মনোসাধে । স্বয়ং জগন্নাথ তুষ্ট বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥ একমনে মহারাজ করহ শ্রবণ । বৈষ্ণবের প্রসাদ তত্ত্ব করিব বর্ণন ॥ যুগে যুগে জগন্নাথ বৈষ্ণব-আজ্ঞাকারী । বৈষ্ণব-প্রসাদ ল'য়ে ছিল শিরোপরি ॥ বৈষ্ণব-প্রসাদে হয় আমার আহ্লাদ । ব্রহ্মার বাঞ্ছিত বস্তু বৈষ্ণব-প্রসাদ ॥ চতুর্যুগে আছে বৈষ্ণব-প্রসাদের গণ্য । দেবগণ সে প্রসাদে করিয়াছে মান্য ॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ । বৈষ্ণব-প্রসাদ-তত্ত্ব করিব বর্ণন ॥ অষ্টাদশ ভারত আদি পুরাণ প্রমাণ । আছে ব্যক্ত বৈষ্ণবের প্রসাদের মান ॥ যুধিষ্ঠির হৈল রাজা হস্তিনানগরে । দ্রৌপদী করেন ব্রত পরম আদরে ॥ শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে আসি দ্রুপদ-নন্দিনী । করপুটে বলে, শুন দেব চিন্তামণি ॥ আজ্ঞা কর ভগবান্ এই অধীনিরে । কি ব্রত করিলে ঘণ্টা বাজে স্বর্গদ্বারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, ব্রত-বিবরণ । নিষ্ঠামনে কর এক বৈষ্ণব-সেবন ॥ বৈষ্ণবের সেবা করাইলে সমাদরে । গ্রাসে গ্রাসে বাজিবে ঘণ্টা স্বর্গের দুয়ারে ॥ বৈষ্ণব-প্রসাদে ভক্তি কর একমনে । স্বর্গেতে বাজিবে ঘণ্টা শুনিবে শ্রবণে ॥ দ্রৌপদী বলেন, শুন, প্রভু শ্রীমাধব । তব

নাম জপে যেই সেই ত বৈষ্ণব ॥ তুমি বৈষ্ণবের মূল ওহে দয়াময় । তব সেবা কৈলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ স্বর্গদ্বারে ঘণ্টা বাজাবার কর্ত্তা তুমি । আজ্ঞা কর সেবনে উদ্যোগ করি আমি ॥ দ্রৌপদীর প্রতি তবে কহেন শ্রীকৃষ্ণ । আমাপেক্ষা বৈষ্ণব-প্রসাদ হয় শ্রেষ্ঠ ॥ বৈষ্ণব মম মাতা বৈষ্ণব হয় গুরু । বৈষ্ণব-বাঞ্ছা পূরাতে আমি কল্পতরু ॥ তাহার প্রমাণ শুন দ্রৌপদী সুন্দরি । বৈষ্ণবের প্রসাদেতে আমি অধিকারী ॥ ত্রেতাযুগে বৈষ্ণব ছিল দশরথ রাজন্ । পিতা ব’লে যার প্রসাদ করেছি গ্রহণ ॥ যার শ্রীমুখের আজ্ঞা শিরোপরে ধরি । বনবাস গিয়া-ছিনু জটাবল্ক পরি ॥ যদি বল দশরথ ক্ষত্রিয় রাজন্ । ভক্ত বিনা আমায় পেয়েছে কোন্‌জন ॥ যেই ভক্ত সেই বৈষ্ণব শাস্ত্রের লিখন । বৈষ্ণব-প্রসাদে মম পরম যতন ॥ দ্বাপরেতে নন্দ-গোপ পরম বৈষ্ণব । যার প্রসাদ গ্রহণ করি আমি শ্রীমাধব ॥ যেই বৈষ্ণব সেই আমি, শুন সুন্দরি । বৈষ্ণব-প্রসাদে আমি হই আজ্ঞাকারী ॥ বৈষ্ণবের মুখে করি দ্বিতীয় ভোজন । বৈষ্ণব-প্রসাদ শ্রেষ্ঠ ইহার কারণ ॥ অতএব দ্রৌপদী বৈষ্ণব-সেবা কর । স্বর্গেতে বাজিবে ঘণ্টা মম আজ্ঞা ধর ॥ যে-আজ্ঞা বলয়ে তবে দ্রৌপদী সুন্দরী । কল্য প্রাতে উদ্যোগ করিব হে শ্রীহরি ॥ আপনি আনিয়া দিবে বৈষ্ণব একজন । কল্য প্রাতে করাব আমি বৈষ্ণব-সেবন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন দ্রৌপদী সুন্দরি । বৈষ্ণব সেবিবে তুমি মন নিষ্ঠা করি ॥ নানাজাতি বৈষ্ণব যে না যায় কহনে । বৈষ্ণবের জাতিজ্ঞান না করিবে মনে ॥ জাতিজ্ঞান হ’লে কার্য্য সিদ্ধ না হইবে । স্বর্গের দ্বারেতে ঘণ্টা কভু না বাজিবে ॥ যখন বৈষ্ণব তুমি করাবে ভোজন । গলে বাস কৃতাঞ্জলি করিবে স্তবন ॥ ভক্তি বিনা মুক্তিপদ কভু নাহি হয় । ইহা বলিলেন তবে কৃষ্ণ দয়া-ময় ॥ নিশা অবসানকালে গাত্রোত্থান করি । স্নান করি আইলেন দ্রৌপদী সুন্দরী ॥ শ্বপচ জাতি বৈষ্ণব দেখি নারায়ণ । তাহার আশ্রমে গিয়ে করে নিমন্ত্রণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, বৈষ্ণব মহাশয় । অদ্য তব সেবা হবে দ্রৌপদী-আলয় ॥

ধর ধর নিমন্ত্রণ, ধর মহাশয়। নিষ্ঠামনে আছেন সে বৈষ্ণব-সেবায়॥ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শ্বপচ তখন কয়। নিমন্ত্রণ করি চলে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ এখানেতে দ্রৌপদী সে করিয়া রন্ধন। করিয়াছে সেবার সমস্ত আয়োজন॥ সুবর্ণের থালে অন্ন ভৃঙ্গারেতে জল। ভোজনের আয়োজন করেছে সকল॥ ক্ষীর সর ননী আদি সেবা উপচার। বৈষ্ণব সেবিবে মনে আনন্দ অপার॥ মনে মনে দ্রৌপদী সে হ'য়ে ভক্তিমতী। গলে বাস কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়েছে সতী॥ হেনকালে সে শ্বপচ শ্রীরাম-বৈষ্ণব। আইল করিতে সেবা দেবের দুর্লভ। গলে তুলসীর মালা তিলক নাসায়। পুলক শরীরে সাধু কৃষ্ণগুণ গায়॥ দ্রৌপদী নিকটে সাধু উপনীত হৈল। শ্বপচ বৈষ্ণব দেখি দ্রৌপদী চিনিল॥ মনে মনে দ্রৌপদী সে কহিছে তখন। এ বৈষ্ণব নয়, চিনি শ্বপচ-নন্দন॥ ইঙ্গিত করিল কৃষ্ণ জানিলাম মনে। স্বর্গেতে বাজিবে ঘণ্টা শ্বপচ-ভোজনে॥ ইহা বলি দ্রৌপদী ভক্তি বিস্মৃত হৈল। শ্বপচ বলিয়া মনে ভক্তি না করিল॥ অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তরে জানিয়ে। আইলেন দয়াময় দ্রৌপদী-আলয়ে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্রৌপদী, ভক্তি তুমি কর। অবশ্য বাজিবে ঘণ্টা মম আজ্ঞা ধর॥ 'যে আজ্ঞে' বলি দ্রৌপদী ভক্তি যে করিল। তবে ঘণ্টা গ্রাসে গ্রাসে বাজিতে লাগিল॥ সেবান্তে শ্বপচ করিলেন আচমন। সেই প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণ করিল গ্রহণ॥ তবে সে দ্রৌপদী প্রসাদ বিশ্বাস করিল। বৈষ্ণব-প্রসাদে ঘণ্টা স্বর্গেতে বাজিল॥ বৈষ্ণব-প্রসাদ তেজ দেখি নারায়ণ। স্বর্গেতে বাজিল ঘণ্টা বৈষ্ণব-ভোজন॥ ইহা বলি ছদ্ম-সাধু সেবায় বসিল। চতুর্ভুজ ছদ্মবেশে প্রসাদ খাইল॥ অপ-রূপ দেখি ভূপ কহেন তখন। গলে বাস কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন॥ কে তুমি গো মহাশয় দেহ পরিচয়। ছদ্মবেশ ধরি এলে আমার আলয়॥ ছদ্ম-বৈষ্ণব বলে, আমি জগন্নাথ হই। শুন ভূপ স্বরূপ তোমারে আমি কই॥ ধন্য ধন্য রাজা তুমি মহাপুণ্যবান্। বৈষ্ণব বেশেতে আমি দেব-ভগবান্॥ জগন্নাথ রূপেতে শ্রীক্ষেত্রে অবতার। দরশন করিলে হে

জীবের নিস্তার ॥ জগন্নাথ-রূপ যেই দেখিবেক রথে। পুনঃ জন্ম নাহি তার এ ঘোর মরতে ॥ নরপতি দেব-প্রতি যুড়ি দুই হাত। আর এক কথা কহি শুন জগন্নাথ ॥ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য যে বাড়ালেন হরি। তাহার তদন্ত কহ ভবের কাণ্ডারী ॥ তব শ্রীচরণে রতি মতি আছে যার। সেই সে পরম বৈষ্ণব চতুর্ব্বেদ সার ॥ কোন্‌জন পরম বৈষ্ণব কহ নারায়ণ। কিবা তার যাজন কর্ম্ম কি তার লক্ষণ ॥ জগন্নাথ বলে, শুন, শুন হে রাজন্। সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিহরি করে যে সাধন ॥ কর্ম্মকাণ্ড বিষভাণ্ড যেই ভাবে মনে। জ্ঞানকাণ্ড বাহ্যভক্তি যেইজন মানে ॥ তাহাতে না হয় প্রেম জানিও নিশ্চয়। পরকীয়া-সখী ভাব প্রকৃতি আশ্রয় ॥ সঙ্গোপনে প্রেম তাহে জানিবে নিশ্চয়। সখিত্ব হইলে সে বৈষ্ণব মহাশয় ॥ জিহ্বাযন্ত্রে কৃষ্ণনাম অহর্নিশ যার। স্বকীয়া পতিত সদা পরকীয়া সার ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার। পরকীয়া মানে সদা স্বকীয়া আচার ॥ নামে রতি মতি করে সাধন কারণ। প্রকৃতি আচার তার নহে সাধারণ ॥ প্রেমভক্তি সুধারস তাহাতে সৃজন। অগ্রে প্রেম পরে ভক্তি এই সে লক্ষণ ॥ মাতার প্রথম শিক্ষা সাধন আশ্রয়। রসনা বশ না হৈল মাতার নিশ্চয় ॥ দেবাচার লোকাচার দেশাচার সব। সর্ব্বাচার ভ্রষ্ট কৈল পরম বৈষ্ণব ॥ জাতিকুল মান-অভিমান নাহি মানে। যার পায় তার খায় মহাতত্ত্ব জ্ঞানে ॥ জাতি লজ্জা ভয় ঘৃণা কভু নাহি জানে। দিবানিশি জাতি কভু নাহি করে মনে ॥ শূদ্র ক্ষুদ্র হীনজাতি নাহি মানে কভু। সর্ব্বজীবে মান্য করে স্বয়ং মহাপ্রভু ॥ জাতি বিদ্যা মহাতঞ্চ না করে গমন। রূপ যৌবন বিসর্জ্জন ধরাতে শয়ন ॥ গৃহ ধন সমভাবে থাকেন যথায়। জীবে নিষ্ঠা কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট পেলে খায় ॥ বিকার রহিত যেই আচার লঙ্ঘন। সমভাবে ভাবে যেই বিষ্ঠা ও চন্দন ॥ সর্ব্বজীবে গুরুজ্ঞান নিজে নীচ হয়। পরম বৈষ্ণব সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ নীচ শূদ্র দ্বিজ রাজা যেইজন করে। পরম বৈষ্ণব সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ বৈষ্ণবের লক্ষণ কিছু নাহি দেখ আর। গৃহ-উদাসীন যেবা নাহি

গৃহাচার ॥ শিব-শঙ্কর সনাতন বৈষ্ণব-লক্ষণ। আচার রহিত করে মিলাতে সাধন ॥ ভূপতি বলেন, প্রভু করি নিবেদন ॥ দয়া করি জগন্নাথ দিলেন দরশন ॥ কোন্ যুগে কোন্ দেহ করিলে ধারণ। দয়া করি সে রূপ দেখাও নারায়ণ ॥ কত অবতার প্রভু হইয়া ভারতে। ভূ-ভার নাশিতে হৈলে কি রূপ ভারতে ॥ নিরাকার নিরঞ্জন তুমি দয়াময়। কোন্ অবতারে কারে হইলা সদয় ॥ প্রথমেতে নিরঞ্জন স্বরূপ ধারণ। জলাশয়ে ছিলে বটপত্রেতে শয়ন ॥ কিরূপে ভাসিলে জলে দেব-দয়াময়। সদয় হইয়া তাহা কহিতে আজ্ঞা হয় ॥ কহ কহ মহাপ্রভু করিব শ্রবণ। কোন্ যুগে কোন্ দেহ করিলে ধারণ ॥ আমি অতি দীনহীন পাপাত্মা অধম। পাইয়া অদৃষ্টক্রমে সমস্ত উত্তম ॥ মহা মহা পুণ্য করেছিনু কতকালে। গৃহে বসি দর্শন পেলাম অবহেলে ॥ ধন্য ধন্য প্রভু দয়াময় তুমি হরি। এ অধমে দরশন দিলে দয়া করি ॥

জগন্নাথ কর্ত্তৃক দশ-অবতারের রূপ বর্ণন

পয়ার। প্রথমেতে নিরাকার নীর-অবতার। জলময় জলাশয় জলধি-আকার ॥ পৃথিবী নাহিক ছিল, সব জলময়। জলধি-উপরে মাত্র কিছু নাহি রয় ॥ নিরাকার বটপত্রে করিয়া শয়ন। কিছুদিন পরে কৈনু পৃথিবী সৃজন ॥ সত্যযুগে এইরূপ নীর-অবতার। ধরণীতে হৈল সব সংসার সঞ্চার ॥ সংক্ষেপেতে কহি রাজা করহ শ্রবণ। ত্রেতাযুগে রামরূপ রাবণ নিধন ॥ অহল্যা পাষাণ হয় জলধি বন্ধন। কপিকুল পবিত্র ও গুহক মোচন ॥ পাপীর উদ্ধার আর লীলার ঘোষণা। তাড়কা নিস্তার আর কাষ্ঠতরী সোনা ॥ রত্নাকরে দিয়ে রামনাম উপাসনা। মুনিতত্ত্ব পূরালাম মনের বাসনা ॥ দশরথ মনো-রথ পূরণ কারণ ॥ কৌশল্যা পবিত্র করি হইয়ে নন্দন ॥ আর ভক্তবৃন্দগণে দিয়ে রামনাম। পূর্ণ করিলাম ভক্তগণ মনস্কাম ॥ সে বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থ যে করিল। সেই গ্রন্থ

শুনি কত পাতকী তরিল ॥ অদ্যাবধি রামায়ণ সংসারে চলিত। মহা মহা সাধুগণে করয়ে পূজিত ॥ তদন্তরে দ্বাপরে হৈনু কৃষ্ণ-অবতার। বৃন্দাবনে লীলা স্থান বিদিত সংসার ॥ দৈবকী-জঠরে জন্ম শ্রীকৃষ্ণরূপেতে। লীলা হেতু আইলাম শ্রীবৃন্দা-বনেতে ॥ করিলাম কৃষ্ণলীলা গোপী-গোপালয়ে। কত ভক্ত উদ্ধারিলাম কৃষ্ণনাম দিয়ে ॥ কিছুদিন বৃন্দাবনে করিয়া বসতি। কংস বধি মথুরাতে করিনু বসতি ॥ তদন্তরে দ্বারকা যে করিয়া সৃজন। ছাপান্ন কোটি যদুবংশ করিনু গণন ॥ তৎপরে পাণ্ডবসহ করিয়া মিলন। কুরুক্ষেত্রে কুরুবংশ করিনু নিধন ॥ তদন্তরে প্রভাস-যজ্ঞ প্রভাসের তীরে। গোপীগণ-সহ রাজা মিলন তৎপরে ॥ পরে যদুবংশ ধ্বংস হইল সকল। কৃষ্ণলীলা অন্তভাগে হইল অচল ॥ তদন্তরে কৃষ্ণরূপ করিয়ে গোপন। ব্যাধ-পুত্র হস্তে হৈনু স্বয়ং নিধন ॥ তদন্তরে শচী-গর্ভে জনম লইয়ে। গৌরাঙ্গ-অবতার হই নদীয়াতে গিয়ে ॥ লইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম দণ্ড-কমুণ্ডল। হরিনামে উদ্ধারিনু পাতকী সকল ॥ তদন্তরে গৌরাঙ্গরূপ করিয়া গোপন। জগন্নাথ রূপে জীবে দিলাম দর্শন ॥ জগন্নাথ-অবতার কথা শুনেছ শ্রবণে। গৃহে বসি সেই রূপ দেখিলে নয়নে ॥ আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর নররায়। লীলারূপ হ'য়ে ভূপ কহিব তোমায় ॥ তুমি হে পরম ভক্ত, রাজা মহাশয়। বৈষ্ণব-রূপেতে তোমা হইনু সদয় ॥ রাজা বলে, মহাপ্রভু, কহ দেখি শুনি। জগন্নাথ-অবতারে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ তব দরশনে আইল ধার্ম্মিক বিভীষণ। রোদন করি লঙ্কায় করিল গমন ॥ বৈষ্ণবের চূড়ামণি ধার্ম্মিক বিভীষণ। কি অপরাধে তারে দিলে না দরশন ॥ ত্রিদিবস শ্রীমন্দিরে দ্বার না খুলিলে। কেন প্রভু বিভীষণে দর্শন না দিলে ॥ তাহার তদন্ত প্রভু কহ দেখি শুনি। লক্ষ্মী কেন বিভীষণে দর্শনে কৈল হানি ॥ কহে দীন সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে পড়িলে হরি রেখো হে শ্রীপদে ॥ আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাধন। দয়া করি দয়াময় দেহ শ্রীচরণ ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

কি হবে কি হবে ভেবে, ভেবে ভেবে বাঁচিনে।
কবে হবে মরণ, নাহিক শরণ,
কাল শমন ধর্‌বে কোন্‌দিনে ॥
তুমি কৃষ্ণ ভক্তাধীন, ভবের অধীন,
ওহে দীনবন্ধু, শুনেছি শ্রবণে ॥

ঐ সুর

যা কর হে ভবনাথ ভবের কাণ্ডারী।
আমার নিদানকালে কাঙ্গাল ব'লে
দিও শ্রীচরণ-তরি ॥
আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন সাধন,
তার দীনবন্ধু হরি ॥

বিভীষণের জগন্নাথ-দর্শনে নিষেধ বিবরণ ও জগন্নাথের উক্তি

পয়ার। জগন্নাথ বলে, রাজা, করহ শ্রবণ। বিভীষণ দর্শন না হৈল কি কারণ॥ ত্রিদিবস মন্দির বন্ধ যেইকালে ছিল। লক্ষ্মী দরশনে বিভীষণে নিষেধিল॥ তাহার তদন্ত এই শুনহ রাজন্। লক্ষ্মীরূপা সীতা যবে হরিল রাবণ॥ রথ ল'য়ে লঙ্কাপুরে করিল গমন। তাহার বৃত্তান্ত রাজা করহ শ্রবণ॥ সীতাকে লইয়া দুষ্ট অশোকের বনে। দণ্ডাইয়া বিভীষণ দেখিল নয়নে॥ রাবণ সে জিজ্ঞাসিল বিভীষণ প্রতি। তুমি হে ধার্ম্মিক তব যোগে রতিমতি॥ দেখ দেখি এই নারী কাহার রমণী। ধ্যানে চিন্তে পার যদি নর-নারায়ণী॥ মানুষী কি নারায়ণী কহ বিভীষণ। যোগবলে দেখ তুমি করি যোগাসন॥ রাজভয়ে বিভীষণ কিছু না বলিল। তথা হৈতে বিভীষণ স্বস্থানে চলিল॥ মনে মনে সীতাদেবী কহিল তখন। জেনে শুনে তবু না কহিল বিভীষণ॥ যদি বলিতেন ইহা সত্য নারায়ণী। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতারূপী সব আমি জানি॥ যথার্থ বলিলে রাবণ ভয়ার্ত্ত হইত।

অশোকের বনে এত কষ্ট নাহি দিত ॥ সে অবধি ক্রোধ সীতার ছিল মনে মনে। দরশন নাহি করিলেন বিভীষণে ॥ লক্ষ্মীর সে ক্রোধ আমি নিবারিতে নারি। রাখিলেন শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ করি ॥ রাজা কহে, কহ শুনি দেব-ভগবান্। বিনা দোষে বিভীষণে কৈলে অপমান ॥ শুদ্ধ বিচার করিয়া দেখ নারায়ণ। কোন দোষে দোষী নহে সেই বিভীষণ ॥ যখন সে জিজ্ঞাসিল রাবণ নৃপমণি। বল দেখি বিভীষণ সীতা কোন রমণী ॥ মানুষীর সম সীতা জানে বিভীষণ। সে পরিচয় দিলে আর কি হবে এখন ॥ বলিলে রাবণ না ছাড়িবে দুরাচার। সে পরিচয়ে সীতার কোন্ উপকার ॥ সেই দুঃখে বিভীষণ কিছু না কহিল। রাবণ-প্রতি ক্রোধ করি গৃহেতে চলিল ॥ তাঁর দরশনে হানি করা যুক্তি নয়। তব হেতু কত কষ্ট পেয়েছে আপনায় ॥ ভেবে দেখ নারায়ণ তোমার কল্যাণে। নিজ-পুত্র তরণীরে কাটাইল রণে ॥ আপনার জ্যেষ্ঠ-সহোদর সে রাবণ। তারে পরিত্যাগ কৈল তোমার কারণ ॥ পরিহরি বিভীষণ লঙ্কা-অভিলাষ। হইয়াছিলেন তব শ্রীচরণে দাস ॥ রাজ্য ভাই ত্যাগ করি ওহে নারায়ণ। লইয়াছিলেন তব চরণে শরণ ॥ পরিবার সহ সে ধার্ম্মিক বিভীষণ। করেছিল তব পদে দেহ সমর্পণ ॥ তোমা বিনা বিভীষণ অন্য নাহি জানে। ধন জন সমর্পণ তব শ্রীচরণে ॥ তব আজ্ঞা বিনা অন্যে মন নাহি তার। যে কার্য্য করয়ে সব আজ্ঞায় তোমার ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা সম শাস্ত্রের লিখন। তব আজ্ঞায় ভ্রাতৃবধূ করেছে গ্রহণ ॥ তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে বিভীষণ। তব আজ্ঞা যথাশক্তি করেছে সাধন ॥ আমার বিচারে এই হয় নারায়ণ। লঙ্কাধামে গিয়া তারে দাও দরশন ॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু হইয়া বিদায়। স্মরিয়া শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায় ॥

বিভীষণকে দর্শন দিতে দ্বিজবেশে জগন্নাথের লঙ্কায় প্রবেশ

ত্রিপদী। সভা করি বিভীষণ, বসি রাজসিংহাসন, প্রজাগণ যোড়হস্তে রয়। আছে রাজছত্র ধরি, বামে বসি মন্দোদরী, সখী-গণে চামর ঢুলায়॥ ধার্ম্মিক সে বিভীষণ, তাহে রাজ-সিংহাসন, বামে তার বসে মন্দোদরী। কিবা শোভা হয় তায়, বর্ণনা নাহিক যায়, তার হে সোনার লঙ্কাপুরী॥ কি সেজেছে বিভীষণে, বসি রাজ-সিংহাসনে, সে-শোভা বর্ণিতে পারি নাই। একে সাধু বিভীষণ, তাহে শোভা সিংহাসন, তায় দিগ্বিজয় রাবণ ভাই॥ যে রাবণের শিরে ছত্র, ধরিছে সহস্র নেত্র, দেবগণ ছিল আজ্ঞা-কারী। যাহার আজ্ঞায় হয়, শমনে রক্ষিত হয়, পবন যার দ্বারের দ্বারী॥ হেন রাবণের ভাই, তুলনাতে যার নাই, অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বিভীষণ। রাম-সনে মিতা করি, পাইলেন মন্দোদরী, লঙ্কার রাজন্ বিভীষণ॥ তার রাণী মন্দোদরী, অদ্বিতীয় সে সুন্দরী, সেই ত কনক-লঙ্কাধামে। যে নারী ল'য়ে রাবণ, সিংহাসনে বসিতেন, সেই নারী বিভীষণ-বামে॥ আছে সেই সব লঙ্কা, কেবল যে পোড়া লঙ্কা, হনুমান্ চিহ্ন অদ্যাবধি। দেখে না লঙ্কাতে এসে, পাষাণ জলেতে ভাসে, শিলে বাঁধা আছে জলনিধি॥ লঙ্কায় প্রবেশি হরি, দেখে নিরীক্ষণ করি, পূর্ব্ব-লীলা করেন দর্শন। পোড়া লঙ্কা বিদ্যমান, খেদ করে ভগবান্, ধন্য বীর পবন-নন্দন॥ যে লঙ্কার তুল্য নাই, পোড়ায়ে করেছে ছাই, অদ্যাবধি আছে সেই পোড়া। ধন্য বীর-অবতার, স্বর্ণলঙ্কা ছারখার, পোড়া লঙ্কা নাহি গেল জোড়া॥ ইহা বলি নারায়ণ, আসি উপনীত হন, যথায় ধার্ম্মিক বিভীষণ। কবি সরকার কয়, শুন প্রভু দয়াময়, অন্তে যেন পাই শ্রীচরণ॥

পয়ার। সিংহাসনে বিভীষণ বসিয়ে যথায়। দ্বিজবেশে জগন্নাথ আইল তথায়॥ জয় হৌক বলি কহে ছদ্ম-দ্বিজরায়। দণ্ডায়মান হইয়ে কল্যাণ জানায়॥ দ্বিজমূর্ত্তি দেখিয়া তখন বিভীষণ। যোড়করে স্তব করে ত্যজি সিংহাসন॥ মন্দোদরী

ভূমে লুটি করিল প্রণাম। মন্দোদরী দেখি ঈষৎ হাসে ভগবান্॥ বিভীষণ জিজ্ঞাসা যে করেন তখন। কহ, কোথা হৈতে তব হৈল আগমন॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন, ধার্ম্মিক-বিভীষণ। শ্রীক্ষেত্রে নিবাস মম জাতীয় ব্রাহ্মণ॥ অদ্য দিবস ক্ষুধাতুর আছি হে রাজন্। দয়া ক'রে করাও রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন॥ বিভীষণ বলে, আমি জাতীয় রাক্ষস। ব্রাহ্মণ-সেবাতে প্রভু না করি সাহস॥ ঈষৎ হাসিয়া তখন বলে ভগবান্। ব্রহ্মচারী দ্বিজ আমি নাহি জাতিজ্ঞান॥ জাতি বিদ্যা কুলাচার নাহি জানি মনে। যথা তথা সেবা করি ব্রহ্মচারী জ্ঞানে॥ সব জ্ঞান করি আমি ব্রহ্ম-সম জ্ঞান। বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আছি শুন বিভীষণ॥ ত্বরিত করাও তুমি ব্রাহ্মণ ভোজন। বিশেষ তোমায় দেখি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ॥ বৈষ্ণবেরে বড় ভালবাসি হে রাজন্। বৈষ্ণব শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন নহে কদাচন॥ বৈষ্ণব মম জাতি কুল প্রাণ সমান। বৈষ্ণবেরে জ্ঞান করি দ্বিতীয় ভগবান্॥ বৈষ্ণব আমার গুরু, জ্ঞান কল্পতরু। বৈষ্ণবকে সদা আমি ব'লে থাকি গুরু॥ হরেকৃষ্ণ হরে রাম যার মুখে শুনি। সেই সে আমার গুরু বৈষ্ণব-চূড়ামণি॥ তাহার প্রসাদ আমি করি হে গ্রহণ। জাতিজ্ঞান নাহি করি শুন বিভীষণ॥ বৈষ্ণব-নিকটে আমি সর্ব্বদা বিক্রয়। যেই বৈষ্ণব সেই আমি অন্য কিছু নয॥ রাবণও ত ধার্ম্মিক ছিল বিভীষণ। রাম করে নিধন হ'য়ে বৈকুণ্ঠ গমন। তুমি রাবণের ভাই ধার্ম্মিক-বিভীষণ। দয়া ক'রে করাও আজি ব্রাহ্মণ ভোজন॥ বিভীষণ বলে প্রভু, করি নিবেদন। পাকের উদ্‌যোগ করি করহ রন্ধন॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন রাজা বিভীষণ। পুনঃ কেন অভাব ভাবহ এখন॥ তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই। পরম ধার্ম্মিক তুমি রাবণের ভাই॥ তোমার স্বপাক অন্ন আনহঁ এখন। মন্দোদরী মহারাণী করেছে রন্ধন॥ মন্দোদরী সতী, তুমি রাবণের ভাই। তোমাদের অন্ন খেতে কোন বাধা নাই॥ আন আন অন্ন আন রাজা বিভীষণ। সময় বহিয়ে যায় করি যে ভোজন॥ যাও যাও মন্দোদরী

অন্ন আনি দাও। গগনে হইল বেলা দ্বিজ-মুখ চাও॥ পুনঃ পুনঃ বলে দ্বিজ সহিতে নারিল। স্বর্ণথালে করি মন্দোদরী অন্ন দিল॥ স্বর্ণ-ভৃঙ্গারেতে জল পদ-প্রক্ষালনে। বিভীষণ ঢালে জল দ্বিজের চরণে॥ ভোজনে বসিল ছদ্ম-দেব-জগন্নাথ। ভক্তিবলে খেলে প্রভু রাক্ষসের ভাত॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন মন্দোদরী রাণি। হয়েছে উত্তম পাক ধন্য করি মানি॥ শ্রীক্ষেত্রেতে পাক করে লক্ষ্মী সে আপনি। তোমার কাছেতে ছাই লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥ কি চমৎকার রন্ধন করিয়াছ সব। শ্রীক্ষেত্রের প্রসাদ তব কাছে পরাভব॥ যদি চারি হস্ত মোর দিত বিধিবর। পরম আহ্লাদে পূর্ণ করিতাম উদর॥ ইহা বলি মহাপ্রভু চারি হস্ত হৈল। নিজরূপে বিভীষণে দরশন দিল॥ জগন্নাথ-মূর্ত্তি প্রভু ধরিয়া তখন। বিভীষণে দয়া করি দরশন দিল॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। সশরীরে বিভীষণের বৈকুণ্ঠে গমন॥

কুবের হাড়ির জীবন-বৃত্তান্ত

পয়ার। অবন্তীনগর ছিল শ্রীক্ষেত্র যে ছাড়ি। তাহাতে বসতি করে হিরু নামে হাড়ি॥ সুদেবী নামেতে ছিল তাহার রমণী। যথাকালে গর্ভবতী হইলেন তিনি॥ তাহার গর্ভেতে আসি কুবের জন্মিল। প্রসব সময় আসি প্রবর্ত্ত হইল॥ কুবের-ভূমিষ্ঠকাল জানি দেবগণ। গগন হইতে পুষ্প করে বরিষণ॥ দুন্দুভি সুবাদ্য বাজে শুনিতে রসাল। জানিয়া কুবের হাড়ি ভূমিষ্ঠের কাল॥ সমাদরে অমর যে বিমানে রহিল। হেন-কালে কুবের হাড়ি ভূমিষ্ঠ হইল॥ কুবের হাড়ির রূপ বর্ণিব যে কত। পূর্ণশশী খসি যেন ভূতলে পতিত॥ দীর্ঘকাল প্রকটিত দশ ইন্দ্র ফাঁদ। দ্বিনয়ন শোভে যেন গগনের চাঁদ॥ বদনের অধোদেশে রুধির-বিম্ব প্রায়। কোকনদ প্রস্ফুটিত কিবা শোভা পায়॥ করীবর বন্ধু তায় ঈষ্য বিন্দু শোভে। পদকমলে কিবা চঞ্চল অলি লোভে॥ মকরন্দ সদানন্দ আনন্দ বিহরে। মন্দ মৃদু চন্দন আর অঙ্গ কুহরে॥ এইরূপে কুবের

হাড়ি ভূমিষ্ঠ হইল। দেবগণ ধন্য মানি স্বস্থানে চলিল॥ হিরু বলে, মম পুত্র নহে সাধারণ। ভূমিষ্ঠকালে হইল পুষ্প বরিষণ॥ হাড়ির লক্ষণ কিছু না দেখি অঙ্গেতে। পূর্ণশশী অনুমান আইল সঙ্গেতে॥ এমন লাবণ্য কভু না হেরি নয়নে। মায়া করি কে আইল হাড়ির ভবনে॥ এইরূপে কুবেরের কিছু দিন গেল। পঞ্চম বৎসর তার বয়ঃক্রম হৈল॥ বিদ্যা অধ্যয়ন-হেতু দিল পাঠশালে। অধ্যয়ন করে শিশু পরম কুশলে॥ এইরূপে কুবের হাড়ি করে অধ্যয়ন। হাড়ি ব'লে ছুঁই ছুঁই করে সর্ব্বজন॥ একত্রেতে একাসনে কেহ বৈসে নাই। সবে বলে, অন্তরে বৈস কুবের ভাই॥ আমরা সুভদ্র, তুমি হাড়ির তনয়। একাসনে একত্রেতে বসা উচিত নয়॥ আর এক কথা কুবের করহ শ্রবণ। বিদ্যা-অধ্যয়ন তব কিবা প্রয়োজন॥ হাড়ির তনয় তুমি শূকর-রক্ষক। অকারণে পাঠশালে হ'তেছ লিখক॥ তোমার এ বেদ বিদ্যা চলিবেক নাই। শূকর চরান বিদ্যা শিক্ষা কর ভাই॥ ভেবে দেখ ওহে কুবের ক্রোধ কর পাছে। হাড়ি-পুত্র শিখে বিদ্যা কোন্ শাস্ত্রে আছে॥ কায়স্থ বিশিষ্ট ভদ্র এরা বিদ্যাচার। হাড়ি হ'য়ে কলম ধর লজ্জা নাই তোমার॥ এতেক ভৎর্সনা যে কুবেরে করিল। আমি হাড়ি ব'লে তখন কুবের জানিল॥ কান্দিল কুবের যে গো জগন্নাথে স্মরি। ঝর ঝর ঝরে দুই নয়নের বারি॥ কেঁদে কেঁদে কুবের কলম ফেলে দিল। অভিমানে কুবের হাড়ি বনে প্রবেশিল॥ বৃক্ষোপরে আরোহিয়া কুবের তখন। ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে করেন সাধন॥ জানিয়া তাহার তপ দেব-জগন্নাথ। কুবের হাড়িকে বনে দিলেন সাক্ষাৎ॥ জগন্নাথ বলে, কুবের শুনহ সত্বর। বৃক্ষ হ'তে নাম তুমি আমি দিই বর॥ কুবের বলে, কে তুমি গো বনের ভিতর। বৃক্ষ হ'তে নামি প্রভু আগে দেহ বর॥ তুমি হে মনের কথা জান নারায়ণ। যেই অভিমানে বনে করেছি গমন॥ জগন্নাথ বলে, আমি জানি সব মনে। তোমার সাক্ষাৎ হেতু আসিয়াছি মনে॥ ত্যজ এবে পাঠ-শালার সে অভিমান। আয় কুবের দিই তোরে চরণেতে স্থান॥

ধ্যানভঙ্গ করিয়া সে কুবের তখন। যোড়করে জগন্নাথে করে নিবেদন ॥ ওহে হরি, বনে যবে দিলে দরশন। তখনি পেয়েছি তব রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥ পুনঃ তব নিকটে এই যে প্রার্থনা। অগ্রে পূর্ণ কর পাঠশালার ভৎ´সনা ॥ জগন্নাথ বলেন শুন, হে মম বাণী। সকলে খাইবে কুবের তোমার ভোজনী ॥ অগ্রে তোমার ভোজনী করিবে গ্রহণ। পরেতে করিবে আসি আমায় দর্শন ॥ তোমার ভোজন নাহি করিলে গ্রহণ। বিফল হইবে তার মম দরশন ॥ অগ্রেতে আমার গ্রন্থ করহ লিখন। অবশ্য তোমার গ্রন্থ হইবে গ্রহণ ॥ বর দিনু আমি তোরে ত্যজ মনঃ-ক্ষুণ্ণ। অদ্য হৈতে ষড়্‌শাস্ত্রে হও পরিপূর্ণ ॥ দ্বিজ-শূদ্র দরশনে যাবে যত প্রাণী। অগ্রেতে কুবের তোমার খাইবে ভোজনী ॥ শতবর্ষ মনঃ-খেদ হবে নিবারণ। দেহান্তে হইবে তব বৈকুণ্ঠে গমন ॥ বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল চক্রপাণি। দরশনে গেলে খায় কুবের ভোজনী ॥

কুবের হাড়ির পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ

পয়ার। পূর্ব্বজন্মে কুবের হাড়ি ছিলেন রাজন্। অজয়নগরে ধাম মরুত-নন্দন ॥ লক্ষসুধা নাম যে কুবেরের ছিল। পিতৃ-পুণ্য হইতে সে রাজত্ব পাইল ॥ কৃষ্ণভক্ত হইলেন লক্ষসুধা রায়। অহর্নিশি মহারাজ কৃষ্ণগুণ গায় ॥ নিত্য নিত্য সাধু-সেবা করে মহোৎসব। কৃষ্ণতুল্য মান্য করে পাইলে বৈষ্ণব ॥ ইষ্ট কৃষ্ণ বৈষ্ণব এক সদা ভাবে মনে। সদা মন বাঁধা-রাজার বৈষ্ণব-চরণে ॥ বৈষ্ণবের নামে করে স্নানাদি তর্পণ। বৈষ্ণবের পদরজঃ অঙ্গের ভূষণ ॥ লক্ষ লক্ষ সাধু-সেবা করেন রাজন্। সাধু-সেবা বিনা জল না করে গ্রহণ ॥ অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানি মহাশয়। কভু নাহি থাকে রাজা পরের হিংসায় ॥ কৃষ্ণ-নাম জপে সদা আনন্দ অন্তরে। জীবহিংসা-ভয়ে রাজা মৃগ নাহি মারে ॥ এইরূপে হরে কাল রাজার নন্দন। দৈবযোগে ভৃগু-মুনি কৈল আগমন ॥ মহাতেজোময় যেন পাবকের নাথ। যিনি

কৃষ্ণবক্ষে করেছিল পদাঘাত ॥ মাংসাহারী সেই দ্বিজ মাংসেতে সেবন। রাজার নিকটে আসি মাগিল ভোজন ॥ তিন দিন উপবাসী আছি হে রাজন্। দয়া করি করাও হে ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ লক্ষসুধা বলে, কহ ওহে গুণধাম। কোথায বসতি তব কিবা ধর নাম ॥ ভৃগুমুনি বলে, মম নাম ভৃগুমুনি। পরম তপস্বী আমি, শুন নৃপমণি ॥ লক্ষসুধা রাজা বলে, শুন দ্বিজ-নাথ। তুমি করেছিলে কৃষ্ণবক্ষে পদাঘাত ॥ মনে মনে অনু-মান করে তপোধন। পরিচয় দিলে ভয করিবে রাজন্ ॥ কৃষ্ণ-বক্ষে পদাঘাত করেছিল ইনি। তবে ইনি সামান্য ত নন ভৃগুমুনি ॥ মনে মনে নিজ মান বাড়াইল মুনি। ব্যস্ত হ'য়ে বলে, আমি সেই ভৃগুমুনি ॥ ক্রোধ করি বলে রাজা, তুমি সেই ভৃগু। নাই তব মুনিত্ব যথার্থ তুমি ভৃগু ॥ সংসারের সার কৃষ্ণ জগতের নাথ। কোন্ লাজে তাঁর বক্ষে কৈলে পদাঘাত ॥ তুমি ষণ্ডা মোণ্ডাখোর জানিনু তোমাকে। পূজ্য ধনে ত্যাগ কর লাথি মার বুকে ॥ যাও যাও দ্বিজ, তব তপ মুখে ছাই। কৃষ্ণ-বৈমুখ দ্বিজের পূজা কর্তে নাই ॥ কৃষ্ণগত-প্রাণমন কৃষ্ণেতে জীবন। কৃষ্ণ-বৈমুখ জনের না হেরি বদন ॥ জনৈক কিঙ্করে সেই রাজা আজ্ঞা করে। ভৃগুমুনিকে দাও যে বাটীর বাহিরে ॥ ক্রোধেতে অস্থির হ'য়ে ভৃগু তপোধন। লক্ষসুধা রাজাকে শাপ দিল তখন ॥ ক্রোধেতে কম্পিত মুনি ছিঁড়ে গোঁফ দাড়ি। শাপ দিনু লক্ষসুধা হও তুমি হাড়ি ॥ আমি যদি মুনি হই শুন দুরাশয়। হাড়িকুলে জন্ম তোর হইবে নিশ্চয় ॥ লক্ষী-হীন হবে পাপী, পাবে কতকষ্ট। দেখিব কেমনে রক্ষা করে তোর কৃষ্ণ ॥ রাজা বলে, শুনহ অজ্ঞান তপোধন। কৃষ্ণ যারে রাখে তারে মারে কোন্‌জন ॥ তাহার প্রমাণ আছে রাজা পরী-ক্ষিৎ। ব্রহ্মশাপে তব শুনে কৃষ্ণের চরিত ॥ যাহার হৃদয় বাঁধা শ্রীহরি-চরণে। তার কি করিতে পারে ব্রহ্ম-সম্পদানে ॥ কৃষ্ণভক্ত লৌহ কত জানিহ নিশ্চয়। সে লৌহ হে কভু কি অগ্নিতে ভস্ম হয় ॥ হাড়ি হইলেও ভাল শুন তপোধন। তথাপি না হেরি কৃষ্ণহীনের বদন ॥ যদি কৃষ্ণ দেন ঐ চরণ অধি-

কার। করিব কটাক্ষে সে হাড়িকুল উদ্ধার॥ অহর্নিশি মুখে যার থাকে কৃষ্ণ বুলি। ব্রহ্মা নিতে ইচ্ছা করে তার পদধূলি॥ কৃষ্ণনামে পাপী তরে অজেয় সংসারে। তাঁর বক্ষে পদাঘাত কৈলে কি বিচারে॥ ভৃগুমুনি বলে, শুন অজ্ঞান ভূপতি॥ চিনিব কেমনে কৃষ্ণ গোপের সন্ততি॥ গোপপুত্র-জ্ঞানে পদাঘাত কৈনু বুকে। পদসেবা করেন কৃষ্ণ পরম কৌতুকে॥ তাই তো জানিনু কৃষ্ণ দেব-নারায়ণ। পদাঘাত সহ্য করি কৈল শ্রীপদ সেবন॥ অনন্তদেব বিনা সে অন্ত কেবা জানে। গোপ-পুত্র হ'লে মৃত্যু হ'ত ততক্ষণে॥ লক্ষসুধা বলে, হে অজ্ঞান দ্বিজ-রায়। পদাঘাতে কৃষ্ণ-চিহ্ন শুনে হাসি পায়॥ গোপগৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হৈল। কতশত মুনি ঋষি ধ্যানেতে জানিল॥ ইহা শুনি ভৃগুমুনি করিল গমন। লক্ষসুধা হাড়ি-গৃহে লইল জনম॥ হাড়ি-গৃহে জন্ম নিল নিজ-কর্ম্ম ছাড়ি। সেই লক্ষসুধা রাজা হৈল কুবের হাড়ি॥ রাজা নৈলে এত তেজ হাড়িতে কি ধরে। ভোজনী খাওয়াইয়া সে পাপ মুক্ত করে॥ সেই হাড়ি ভূমিষ্ঠ হইল যখন। দেবগণ করিলেন পুষ্প বরিষণ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। দশম খণ্ড প্রভাস হ'ল সমাপন॥

দশম খণ্ড সমাপ্ত।